বইঘর নিবেদন
ওয়েস্টার্ন
সতর্ক প্রহরী
গোলাম মাওলা নঈম
সেবা
প্রকাশনা
শুভম
শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

সতর্ক প্রহরী

গোলাম মাওলা নঈম

ফোর্ট লারামি থেকে পশ্চিমে অনুপম সৌন্দর্যে ভরা বিস্তীর্ণ দু'শ' মাইল জমি, এমন জায়গার দখল যে ইণ্ডিয়ানরা ছাড়তে চায় না তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই; প্রয়োজনে প্রাণ দেবে, কিন্তু জমির দখল ছাড়বে না ওরা!

আবারও নিষ্ঠুর গণহত্যার শিকার হয়েছে একটা ওয়্যাগন ট্রেন। চল্লিশজন মানুষ নির্বিচারে খুন হয়েছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সব ওয়্যাগন। ইণ্ডিয়ানরা দায়ী?

রহস্যময় হলেও একটা ওয়্যাগন রেনিগেডদের জাল কেটে বেরিয়ে গেছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে *বিদ্রোহী*-মনা এক ক্যাভালরি অফিসার, লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ে। ওয়্যাগনে রয়েছে মেজর হ্যানলনের সুন্দরী মেয়ে আর ষাট হাজার ডলার। সব সোনায়।

টাস্কো ওয়াইল্ডের দুর্ধর্ষ রেনিগেড বাহিনী তাড়া করেছে ওদের। দু'জন অসহায় মহিলা আর ষাট হাজার ডলারের মুদ্রা—ওজনটা বড্ড ভারী মনে হলো ডুনাওয়ের। উপরন্তু সঙ্গে রয়েছে বেঈমান! চল্লিশজন বেপরোয়া খুনির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল ওরা। পারবে ও মেজর-কন্যাকে নিরাপদে ফোর্ট ব্রিজারে পৌঁছে দিতে, বা টাকাগুলো রক্ষা করতে?

তবে সবার আগে নিজের জীবন বাঁচাতে হবে!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভম

সেবা প্রকাশনী

২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সেবা প্রকাশনী শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রজাপতি প্রকাশন শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ওয়েস্টার্ন

সতর্ক প্রহরী

গোলাম মাওলা নঈম

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-8311-3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: লেখকের

প্রথম প্রকাশ ২০১০

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭১৮-১৯০২০৩

SHATARKA PROHORI
A Western Novel
By Golam Mawla Naeem

তিরাশি টাকা

শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Exclusive
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
Visit Us at
boighar.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

সতর্ক প্রহরী

ওয়েস্টার্ন

সতর্ক প্রহরী

গোলাম মাওলা নঈম

SCAN & EDITED BY:

SUVOM

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

and

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

সেবা প্রকাশনীর
আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেনঃ আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন, খুনে মার্শাল, নিঃসঙ্গ অশ্বারোহী, ক্ষ্যাপা তিনজন, কালো দালান, ক্ষিপ্ত ঘাতক, আক্রোশ, ভয়াল শটগান, ধোঁকাবাজ, লুটপাট, অ্যাপাচি চীফ, অন্বেষা, সেই এরফান, হার্ডি স্লোন, ভূমিদস্যু। **খোন্দকার আলী আশরাফঃ** কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী। **রওশন জামিলঃ** ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারী, সন্ধান, ভয়, বিধাতা, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু। **শওকত হোসেনঃ** প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ, হানাদার, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা। **প্রিম রিজভী তৌহিদঃ** শেষ মার। **আলীমুজ্জামানঃ** মরুসৈনিক। **রকিব হাসানঃ** তৃণভূমি, নির্জনবাস। **হিফজুর রহমানঃ** শিকারী। **জাহিদ হাসানঃ** স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু। **আসাদুজ্জামানঃ** দুর্বৃত্ত। **আলীম আজিজঃ** সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু, শত্রুশহর। **বজলুর রহমানঃ** বাজি। **খসরু চৌধুরীঃ** ভুল।
আদনান শরীফঃ পশ্চিম যাত্রা। **এ.টি.এম. শামসুদ্দীনঃ** শেষ প্রতিপক্ষ। **তাহের শামসুদ্দীনঃ** স্যান্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক, শ্যেনদৃষ্টি। **কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজঃ** মুক্তপুরুষ। **কাজী শাহনূর হোসেনঃ** প্রতিযোগী, স্বর্ণসন্ধানী, বদলা, কারসাজি, শয়তানের চক্র, লোভের ফাঁদে, মৃত্যুপ্রতীক্ষা, শপথ, নির্জন প্রান্তর, জাতশত্রু।
কাজী মায়মুর হোসেনঃ সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন, শায়েস্তা, অদৃশ্য ঘাতক, ধাওয়া, দুর্গম যাত্রা, প্রহসন, দূরের পথ, দুর্বিপাক, বধ্যভূমি, দক্ষিণে বেনন, স্বর্ণঈগল, প্রবঞ্চক, দুর্জয় পশ্চিম, সীমান্তে সাবধান, দস্যু বেনন, সীমানা, দোষী, বিরান প্রান্তর, প্রতিজ্ঞা, কূটচাল, ক্যালিবার .৪৫, স্বপ্নের খামার, শেষ জংশন, শয়তানের আখড়া, বারুদ, তস্কর, সীমান্তে বিরোধ, নিঠুর আলাস্কা, কয়েদী, সমন-১, সমন-২, খুনে ক্যানিয়ন, মৃত্যু উপত্যকা, বন্দুকবাজ, লুণ্ঠন, উত্তপ্ত কারাগার, খলনায়ক, পরবাসী, অধিকার, শক্তপাল্লা, শিকড়, ত্রাতা। **ইফতেখার আমিনঃ** প্রতিরোধ, প্রায়শ্চিত্ত, নিশি যাত্রা, দখলদার। **গোলাম মাওলা নঈমঃ** রোধ, দুঃসাহস, শোধ, মীমাংসা, সেয়ানে সেয়ানে, দুর্ভোগ, ত্রাস, পেছনে শত্রু, সামনে বিপদ, মাশুল, লালসা, হরণ, পতন, শর্ত, অপঘাত, উড়ত্তরসুরি, খুনে শহর, তালাশ, মুখোশ, চালবাজ, দম্ভ, ঘাতক, ঘায়েল, আসামী, অহঙ্কার, দূরের পাহাড়-১, দূরের পাহাড়-২, নরকে, শকুন, দাপট, বিপত্তি, রক্ষা, ছোবল, খেসারত, শাস্তি, আঁতাত, ফাঁসির দড়ি, জুলুম, দুর্জয়, জট, বিল হিকক, ভূমিগ্রাস, আস্তানা, সতর্ক প্রহরী। **টিপু কিবরিয়াঃ** অশুভ চক্র, হুমকি। **মোহাম্মদ সাইফুল্লাহঃ** ভবঘুরে, আউট-ল, রক্তপিশাচ, প্রতিঘাত, খুনের দায়, যমদূত। **শেখ আবদুল হাকিমঃ** ভাড়াটে খুনী, পিস্তলবাজ। **মাসুদ আনোয়ারঃ** আশ্রয়, জ্বালা, জেলঘুঘু, স্বর্ণলালসা, সংঘর্ষ, লিপ্সা, অপমান, অপচেষ্টা, দাঙ্গা, চোরাবালি, ঘৃণা, বাধা। **আবু মাহদীঃ** পাণ্ডার, গানম্যান, অভিসন্ধি, শো-ডাউন, ঠিকানা, ট্রেইল বস্। **সুস্ময় আচার্যঃ** অপবাদ। **সায়েম সোলায়মানঃ** সঙ্কট, অবরুদ্ধ শহর, পরিবর্তন, ষড়যন্ত্রের জাল।

বিক্রয়ের শর্তঃ এই বইটি ভিন্ন প্রচ্ছদে বিক্রয়, ভাড়া দেওয়া বা নেওয়া; কোনওভাবে এর সিডি, রেকর্ড বা প্রতিলিপি তৈরি বা প্রচার করা; এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোনও অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা আইনত দণ্ডনীয়।

এক

SUVOM

সূর্যোদয়ের পর থেকে চল্লিশ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করেছে ফোর্ট লারামি থেকে আসা পেট্রল বাহিনী, দিনের শেষে ভয়াবহ ম্যাসাকারের স্থানে পৌঁছল।

এপ্রিলের সতেজ, সবুজ ঘাসে ভরা উপত্যকা থেকে আধ-মাইল দূরে আর দু'শো ফুট নীচে জায়গাটা। ঝড় যেমন সবকিছুর উপর দানবীয় তাণ্ডব চালায়, তেমনি আকস্মিক ও প্রচণ্ড ভয়াবহতা নিয়ে মৃত্যু হানা দিয়েছে এখানে। সামলে নেওয়ার সুযোগ পায়নি কেউ, কিছু বুঝে ওঠার আগেই অসহায় ও করুণ মৃত্যু বরণ করে নিতে হয়েছে। এতগুলো লোক, কিন্তু কেউ রেহাই পায়নি। অর্ধ-উলঙ্গ, বিকৃত এবং বিবস্ত্র লাশগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে আধ-পোড়া ওয়্যাগনের আশপাশে।

এরচেয়ে করুণ ও বীভৎস দৃশ্য যুদ্ধের ময়দানেও দেখা যায় না। অথচ তাই ঘটে গেছে এখানে। দৃশ্যটা দেখার পর পাথর বনে গেছে মেজর হ্যানলন। থমথমে মুখে, উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে; মুখে রা সরছে না। মনে মনে বিরাট ধাক্কা খেয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

নিজের ঘোড়াকে মেজরের পাশে নিয়ে এল বাকস্কিন জ্যাকেট পরা জেফ ল্যাম্বার্ট; বেসামরিক লোক, গাইড হিসাবে বাহিনীর সঙ্গে আছে। জ্যাকেটটা বেশ নোংরা, দুর্গন্ধ ছড়ায়। 'পনেরোটা ওয়্যাগন ছিল,' গম্ভীর মুখে জানাল সে। 'প্রতিটাই গোনা যাচ্ছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে এমন কিছুর জন্য একেবারে তৈরি ছিল না

ওরা, আগাম কোন আভাসও পায়নি। শেষদিকে কয়েকজন সরে গিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফল হতে পারেনি।'

'একটা ওয়্যাগন কম তা হলে।'

ঝট করে মাথা তুলল ল্যাম্বার্ট। 'মনে হয় না তেমন কিছু ঘটেছে, মেজর, সম্ভাবনা একেবারে কম। একেকটা ওয়্যাগনের যা সাইজ, কারও চোখ ফাঁকি দিয়ে সরে পড়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আর এরা তো ইণ্ডিয়ান। কোন কাজ অসম্পূর্ণ রাখে না ওরা। কোথাও যখন হামলা করে, প্রতিটি মানুষকে নির্বিচারে খুন করে, প্রতিটি জিনিস নষ্ট করে। তা ছাড়া, যা দেখতে পাচ্ছি, একেবারে খোলা জায়গায় আক্রান্ত হয়েছিল ওয়্যাগন ট্রেন, ইণ্ডিয়ানদের দৃষ্টি এড়িয়ে এখান থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একটা ওয়্যাগনের সরে পড়া পুরোপুরি অসম্ভব ছিল।'

পাল্টা কিছু বলল না মেজর হ্যানলন। মুখ থমথমে দেখাচ্ছে, ধীর গতিতে ঘটনাস্থলের আরও কাছে এগিয়ে গেল। ছন্নছাড়ার মত বিপর্যস্ত ও অসহায় দৃষ্টিতে পুড়ে যাওয়া ওয়্যাগনের অবশেষ দেখল, ভাবাবেগকে নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পাচ্ছে।

সেনাবাহিনীর একজন অফিসার হিসাবে সমস্যাটা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করর, মেজর জানে সেটাই তার করা উচিত। কারণ সবার আগে একজন সৈনিক, একজন অফিসার সে। ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে শামিল হওয়া মেয়ের কথা তাকে ভুলে যেতে হবে। অ্যানিটা যদি সত্যি মারা গিয়ে থাকে, শিগ্‌গিরই জেনে যাবে; এবং ত্বরিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যাতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে না-পড়ে।

বিশেষ করে, মেয়ের ভাগ্য বা নিয়তি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে বা এর প্রতিকার করতে গিয়ে সঙ্গের সৈনিকদের বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়া যাবে না।

লেফটেন্যাণ্ট টমাস ক্রিসপিন, সার্জেণ্ট গর্ডন শার্প এবং জেফ ল্যাম্বার্ট ছাড়াও ষাটজন সৈনিক রয়েছে পেট্রল বাহিনীতে, যার

বিয়াল্লিশজন সদ্য রিক্রুট করা নবীশ সৈনিক। ফোর্ট লারামি থেকে দু'শো মাইল পশ্চিমে আছে এখন ওরা, ফিরতি পথে ব্যবহার করার মত পর্যাপ্ত রেশন ছাড়াও বাড়তি দু'দিনের বরাদ্দ সঙ্গে নিয়ে এসেছে, জরুরি প্রয়োজনে কাজে লাগতে পারবে।

ইণ্ডিয়ান এলাকা এটা। প্রায়ই ইনজুনদের অসন্তোষ, রেইড এবং হামলা লেগে থাকে। ১৮৬৩ ও ১৮৬৪ সালের তীব্র শীতে বলতে গেলে তেমন কোন ঝামেলা করেনি চেয়ানি আর আরাপাহোরা, কিন্তু সিয়ক্স গুপ্তচরদের ওদের গ্রামে নিয়মিত যাতায়াতের গুজব সবসময়ই শোনা গেছে। বাস্তবতা হচ্ছে: বসন্তের শুরুতে নতুন ঘাস গজিয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধংদেহী মনোভাব নিয়ে বেরিয়ে পড়বে ইণ্ডিয়ানরা।

সাতাশ বছর সেনাবাহিনীতে চাকুরি করছে মেজর হ্যানলন। সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে পশ্চিমে সৈনিক জীবন অনেক বেশি কঠিন ও ঝুঁকিপূর্ণ; পারিপার্শ্বিকতা বা দৈনন্দিন ঘটনাবলীর উপর যেহেতু কারও নিয়ন্ত্রণ নেই, এই অনিশ্চয়তাকে মেনে নিতে হয়। আনুগত্য এবং শৃঙ্খলার প্রশ্নে প্রায়ই তাদেরকে সীমাবদ্ধতা ও সামর্থ্য ছাড়িয়ে যেতে হয়। সময়ের স্রোতের সঙ্গে এগিয়ে চলে জীবন এবং এরই মধ্যে ভাগ্য গড়ে নেয় কেউ কেউ।

মেজর জানে এখানে যদি বিপদে পড়ে যায় বা ব্যস্ত হয়ে পড়ে পেট্রল বাহিনী, ফোর্ট লারামি থেকে কোন সাহায্য আসবে না, যা করার নিজেদের করতে হবে। এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য শুধুই সামর্থ্য বা শক্তিমত্তা প্রদর্শন, উপরঅলাদের তেমনই নির্দেশ; এবং নেহাত ঠেকায় না-পড়লে ঝামেলা এড়িয়ে যেতে বলা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আশা করেছে অঞ্চলে সেনাবাহিনীর টহলদারি দেখে নিরুৎসাহিত হবে বেপরোয়া ও অতি উৎসাহী ইণ্ডিয়ান যোদ্ধারা।

মাস কয়েক আগে পুবের জৌলুসপূর্ণ শহর, গেটিসবার্গে বসে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে চুক্তি করেছে সরকার, মনে করেছে বিপুল ও যুগান্তকারী বিজয় অর্জন করেছে; কিন্তু বাস্তবে পশ্চিমে তাতে স্বস্তি

আসেনি। পেট্রল বাহিনী ফোর্ট থেকে যাত্রা শুরু করার কয়েকদিন আগে, বিপজ্জনক ইণ্ডিয়ান এলাকা থেকে সব সৈনিককে ডেকে পাঠিয়েছেন কমাণ্ডিং জেনারেল এবং পরে আরক্যান্সাস নদীর দক্ষিণে কনফেডারেট বাহিনীতে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাদের।

মোট ষোলোটা ওয়্যাগন ছিল ট্রেনে। বেশিরভাগ ছিল সাধারণ মানুষ, ভাগ্য ফেরাতে পশ্চিমে আসা কয়েকটা পরিবার। একটা ওয়্যাগন ছিল আর্মি অ্যাম্বুলেন্স, বিশেষ ধরনের প্রশস্ত ওয়্যাগন, যেটায় মেজর হ্যানলনের মেয়ে অ্যানিটা ছাড়াও এক ক্যাপ্টেনের স্ত্রী মেরিয়ন ছাড়াও ওদের জন্য এস্কর্ট হিসাবে কয়েকজন সৈনিকও ছিল।

জেফ ল্যাম্বার্ট মোটেও ভুল বলেনি। সেনাবাহিনীর অ্যাম্বুলেন্স সাধারণ ওয়্যাগানের চেয়ে ঢের বড়, এমন ভয়াবহ হামলার মধ্যে ইণ্ডিয়ানদের অলক্ষ্যে ওটার সরে পড়া রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার। অথচ একটা ওয়্যাগনের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়নি। মূল কাঠামো লোহার তৈরি বলে কোন ওয়্যাগনই পুরোপুরি পুড়ে যায় না, কিছু না কিছু অবশেষ থেকে যায়; তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় ওয়্যাগনটা ইণ্ডিয়ান হামলার আগেই অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল।

এটাও আরেক রহস্য! এমন করবে কেন? বিপজ্জনক ইণ্ডিয়ান এলাকা পাড়ি দেওয়ার সময় একসঙ্গে থাকাই সমীচীন; এবং ফোর্ট লারামি থেকে এখান পর্যন্ত—প্রায় দু'শো মাইল—একসঙ্গে ছিলও, অথচ আক্রান্ত হওয়ার আগে সরে পড়েছে ওয়্যাগন ট্রেন থেকে। বিপদের সময় ওয়্যাগন ট্রেনের অপেক্ষাকৃত নিরাপত্তাই তাদের কাছে কাঙ্ক্ষিত ছিল, কিন্তু তাতে গ্রাহ্য না-করে, চরম বিপদের সম্ভাবনা উপেক্ষা করে সরে পড়েছিল অ্যাম্বুলেন্সটা!

রীতিমত অস্বাভাবিক লাগছে ব্যাপারটা, কোনভাবেই হিসাব মেলাতে পারছে না মেজর উইল হ্যানলন। অ্যাম্বুলেন্সটা গেলই বা কোথায়? কোথায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল ওদের?

এতক্ষণ চুপ করে ছিল লেফটেন্যান্ট টমাস ক্রিসপিন, সম্ভবত সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। এবার জেফ ল্যাম্বার্ট অন্য দিকে সরে যেতে সে বলল: 'যে-অ্যাম্বুলেন্সে আপনার মেয়ে ছিল, স্যার, ওটার টায়ার স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ চওড়া। ফোর্ট থেকে রওনা দেওয়ার আগে এসব টায়ারের সুবিধা সম্পর্কে আমাকে ব্যাখ্যা করেছিল সার্জেন্ট শার্প।'

চওড়া টায়ারের বড় সুবিধা হচ্ছে মাটিতে একটু গভীরভাবে বসে যায়, ফলে ভারী ওয়্যাগনও অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে চলতে পারে; তবে সেনাবাহিনীর খুব কম অ্যাম্বুলেন্সে অমন টায়ার দেখা যায়।

লেফটেন্যান্টের মধ্যে মিছে অহমিকা বা আত্মম্ভরিতা নেই, খেয়াল করেছে মেজর, সুযোগ পেলে অন্যদের কাছ থেকে শিখতে কখনোই কুণ্ঠাবোধ করে না, এমনকী সেটা বেসামরিক বা অধস্তন কেউ হলেও। চোখ-কান খোলা রাখে সে সবসময়, যাই দেখে বা শেখে, মগজে ঢুকিয়ে ফেলে; ক্রিসপিনের শেখার আগ্রহ রীতিমত ঈর্ষণীয়, অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে অন্যদের জন্য।

স্যাডলে পাশ ফিরে সার্জেন্ট গর্ডন শার্পের দিকে ফিরল মেজর। 'সার্জেন্ট, হতাহতের নিখুঁত রিপোর্ট চাই,' গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল। 'সব লাশ পরখ করবে তুমি, শনাক্ত করা সম্ভব হলে প্রতিটির ক্ষেত্রে প্রয়োজনে বিস্তারিত নোট লিখবে।'

'স্যার?'

লেফটেন্যান্টের বাধায় বিরক্ত হলো না মেজর, বরং আগ্রহ নিয়ে ফিরল তার দিকে।

'আমি যা বলতে চাইছি, স্যার,' খেই ধরল লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন। 'যেখান থেকে আমরা ওয়্যাগন ট্রেনের ট্রেইল দেখতে পেয়েছি, একবারও অ্যাম্বুলেন্সের চওড়া টায়ারের ছাপ চোখে পড়েনি। কোন একটা ওয়্যাগন যদি দল থেকে সরে গিয়ে থাকে তো সেটা ওই অ্যাম্বুলেন্স এবং নিশ্চয়ই দশ-বারো মাইল পিছনে

কোথাও ওয়্যাগন ট্রেন থেকে সরে গেছে ওটা।'

পুড়ে যাওয়া কাঠের অবশেষ, ছাই আর কয়লার দিকে চলে গেল মেজরের দৃষ্টি, মন স্থবির হয়ে গেছে। আশপাশে পড়ে থাকা লাশের ভিড়ে কি অ্যানিটার লাশও আছে? চাইলে সন্দেহ নিরসন করা যায়, একটু খোঁজ করলেই জানতে পারবে অন্যদের মত অ্যানিটাও আকস্মিক ও নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করেছে কি-না, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না মেজর। তাতে যে সমস্ত আশা—হয়তো মিথ্যে—ফানুসের মত উড়ে যাবে! অনিশ্চয়তা নিয়ে থাকতেই ভাল লাগছে, মনকে প্রবোধ দিতে পারছে—হয়তো এখানে নেই অ্যানিটা, কোনভাবে রক্ষা পেয়েছে বা পালাতে সক্ষম হয়েছে।

নিজের জন্য করুণা হচ্ছে মেজর হ্যানলনের। উপলব্ধি করছে বিপন্ন মানুষ কতভাবেই না নিজেকে সান্ত্বনা দেয়, আর আশায় বুক বাঁধে! কঠোর শৃঙ্খলায় আবদ্ধ একজন মানুষ সে, বাস্তববাদী হিসাবে সুনাম আছে তার, অথচ চরম হঠকারিতার প্রতিমূর্তি হয়ে গেছে এখন—পিতৃস্নেহে সব যুক্তি আর বাস্তবতা অগ্রাহ্য করছে। অ্যানিটা ওয়্যাগন ট্রেনে না-থাকলে নিজেই তালাশে যেত, অথচ এখন সাহস পাচ্ছে না। শুধু অ্যানিটার কারণে...মেয়ের মৃত্যুর খবর অন্যের কাছ থেকে শুনতে তৈরি আছে, কিন্তু স্বচক্ষে লাশটা দেখতে চায় না। তা ছাড়া, যতক্ষণ খবর না আসছে...ততক্ষণ মন ধরেই নিচ্ছে অ্যানিটা এখনও বেঁচে আছে...

অ্যানিটাকে ছাড়া নিজের জীবন কল্পনাও করে না মেজর। সব অর্থহীন হয়ে পড়বে। চাকুরি জীবনের শেষ দিকে চলে এসেছে সে, হয়তো কয়েক বছর, তারপর...মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শুধুই দুঃখ আর তিক্ততায় মেশানো অখণ্ড অবসর-যেখানে অ্যানিটার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

সুদীর্ঘ দুই যুগের চাকুরি জীবনে শুধু অভিজ্ঞতার পাল্লাই ভারী হয়েছে তার, সম্পদ বা প্রতিপত্তি গড়তে পারেনি। দায়িত্ব পালন করার সময় বা অন্য কোনভাবে যদি মারা যায়, স্রেফ পেনশনের

টাকা সম্বল হবে অ্যানিটার, আর দশজন সৈনিকের সন্তানের মত সাধারণ সুবিধা ছাড়া বাড়তি কিছু পাবে না। তার না আছে কোন বাড়ি, না ঠিকানা। চাকুরি জীবনে নানা পোস্টে কেটেছে, যখন যেখানে ছিল সেটাই হয়েছে ঠিকানা।

তবে মেয়েকে নিয়ে তার স্বপ্ন ও প্রত্যাশা, দুটোই বড়। মনে-প্রাণে চায় ভাল বিয়ে করুক অ্যানিটা, সেটা যেন গর্ব করে বলার মত হয়; তা হলে অবসর জীবনটা নিশ্চিন্তে ও দুশ্চিন্তাহীন কাটিয়ে দিতে পারবে সে। ঠিক এজন্যই লেফটেন্যাণ্ট নাথান ডুনাওয়ের ব্যাপারে ঘোর আপত্তি জানিয়েছিল মেজর, এবং ওয়্যাগন ট্রেনে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল ডুনাওয়ের আয়ত্তের বাইরে।

নাথান ডুনাওয়ে আইরিশ বংশোদ্ভুত। এই পশ্চিমে জন্ম, এই পশ্চিমে বেড়ে ওঠা; এবং ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে নিরন্তর লড়ে যাচ্ছে।

নাথানের বয়স যখন ষোলো, ইণ্ডিয়ান রেইডে মারা পড়ে ওর বাবা-মা। পাহাড়ী এলাকা ছেড়ে সমুদ্রের কাছে চলে যায় নাথান, এর দুই বছর পর ফরেন লীয্ন*-এ যোগ দেয়, এবং পরবর্তী সাত বছর মরুভূমির উপজাতীয় দুর্ধর্ষ গেরিলাদের সঙ্গে লড়াই করে। এসময় দুটো ডেকোরেশন ছাড়াও কমিশন লাভ করে সে।

ফরেন লীয্ন ত্যাগ করে পোপের বাহিনীতে যোগ দেয় সে, যারা ভ্যাটিকানের গার্ড হিসাবে সুনাম অর্জন করে, কিন্তু একবছর পর চীনে চলে যায় এবং পরপর কয়েকটা অভিযানের পর জেনারেল পদোন্নতি লাভ করে। চীন থেকে ফেরার সময় বাড়তি আরও একটা মেডাল লাভ করে নাথান এবং উপরি হিসাবে বাম কণ্ঠার হাড়ের কাছে তলোয়ারের গভীর ক্ষত জুটিয়ে নিয়েছে। আমেরিকা ফিরে আসার পর লেফটেন্যাণ্ট হিসাবে কমিশন লাভ করে সে এবং পশ্চিমে এসে কাজে যোগ দেয়।

---

* ফরেন লীয্ন (Foreign legion): ফরাসি বাহিনীর প্রাক্তন বিদেশী সৈনিকদের সঙ্ঘ

দীর্ঘ, সুঠামদেহী লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ে। বয়স ত্রিশ, চওড়া কাঁধ, নিষ্ঠুরতায় মেশানো মুখ যাতে ডান হনুর কাছে ত্বকে একটা ক্ষতের দাগ কর্কশ আদল এনে দিয়েছে। পশ্চিমের নানা পোস্টে এরচেয়ে সমীহযোগ্য অফিসার খুব কম আছে, এবং অধস্তন সৈনিকরা প্রায় বীরের মত পূজা করে নাথানকে। রাইফেল বা পিস্তলে ওর চেয়ে নিখুঁত লক্ষ্যভেদী কেউ নেই, আর তলোয়ার হাতে রীতিমত ভেল্কি দেখাতে জানে নাথান। গুজব আছে ডুয়েলে অভিজাত বংশের উচ্চপদস্থ এক অফিসারকে খুন করার পরিণতিতে পোপের বাহিনী ত্যাগ করতে বাধ্য হয় সে।

অধীন বলে কাছ থেকে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়েকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ হয়েছে মেজর হ্যানলনের। নাথান যথেষ্ট বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ ও সাবধানী; অযথা ঝুঁকি নেওয়াতে বিশ্বাস করে না। যুদ্ধের নানা কৌশল সম্পর্কে যথেষ্ট পারদর্শী সে, এবং ইতিহাসও জানে বিস্তর। অশ্বারোহী পেট্রল বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর বহাল তবিয়তে—সৈনিক এবং বাহন, সবাই—ফিরে আসার সামর্থ্য শুধু রাখে ওই একজন। নাথান ডুনাওয়ে। অধীন প্রতিটি সৈন্যের জন্য দরদ, আন্তরিকতা ও দায়িত্ববোধ লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ের অনুপম যোগ্যতা।

ইণ্ডিয়ান এবং বেসামরিক লোকজনের সঙ্গে যথেষ্ট জানাশোনা রয়েছে নাথানের। ছেলেবেলায় ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে খেলত, শিকার করত; ইণ্ডিয়ানদের সংস্কৃতি সম্পর্কে জেনেছে, তাদের ভাষা শিখে নিয়েছে। সাহারা মরুভূমিতে দায়িত্ব পালনের সময় স্থানীয় উপজাতীয়দের কাছ থেকে তাদের যুদ্ধ কৌশল রপ্ত করে নাথান, যার সঙ্গে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের বেশ মিল রয়েছে।

দক্ষ ও যোগ্য অফিসার হিসাবে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ের প্রতি সমীহ বোধ করলেও তাকে অস্থির ও ছন্নছাড়া মনে করে মেজর। অ্যানিটার সঙ্গী হিসাবে বেমানান, সম্ভাব্য স্বামী হিসাবে একেবারে অযোগ্য।

অথচ অ্যানিটা মজে গেছে। নিশ্চয়ই অন্য কিছু দেখেছে তার মধ্যে। এই প্রথম কোন অফিসারের প্রতি আগ্রহ দেখাল অ্যানিটা। পোস্টে থাকার কারণে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অনেকের সঙ্গে নেচেছে, পার্টিতে গেছে, কিন্তু ওর দৃষ্টিভঙ্গি বা আচরণে সেনাবাহিনীর প্রতি রক্ষণশীল মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে, সবসময়ই সৌজন্যমূলক দূরত্ব বজায় রেখেছে। তাতে অখুশি ছিল না মেজর।

কিন্তু নাথান ডুনাওয়ের সঙ্গে পরিচয়ের পর পুরোপুরি বদলে গেল অ্যানিটার মানসিকতা।

ওয়্যাগন ট্রেন যাত্রার দু'দিন আগে এক সপ্তাহের ছুটি চেয়েছে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে, এবং ছুটি মঞ্জুরের সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট ছেড়ে গেছে। পরপরই ক্যাপ্টেন শেন ক্রকেটের স্ত্রী মেরিয়ন জানায় ক্যালিফোর্নিয়া ভ্রমণে যাবে। সুন্দরী ওই মহিলার সঙ্গে সদ্ভাব রয়েছে হ্যানলনদের, অ্যানিটাকে ছোট বোনের মতই স্নেহ করে সে। খবরটা শোনার পর আর দেরি করেনি মেজর, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে অ্যানিটাকে স্যান ফ্রান্সিসকোয় পাঠিয়ে দেবে ওর খালার কাছে। মেয়ের মাথা থেকে লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ের ভূত চিরতরে সরিয়ে ফেলার মোক্ষম উপায় মনে করেছিল সে এটাকে।

তারও আগে নিজের পদমর্যাদার প্রভাব খাটিয়ে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়েকে ওয়াশিংটনে বদলির চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে, নানাভাবে সেখানে নাথানের উপযোগিতা বা অপরিহার্যতা নিয়ে সাফাই গাইলেও কর্তৃপক্ষ তাতে কান দেয়নি।

বরং ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিলেন লে. কর্নেল গাস ক্যালাওয়ে, তাঁর সামনে বিব্রত হয়ে পড়েছিল মেজর। উত্তরে তিনি বলেছিলেন: 'উইল, তোমার জন্য যে-কোন কিছু করতে রাজি আমি, শুধু ওই একটা কাজ ছাড়া। তোমাকে বুঝতে হবে আমাদের লক্ষ্য পূরণে লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ের বিকল্প নেই, সৌভাগ্য যে ওকে এখানে পেয়েছি। উঁহুঁ, ওকে অন্য কোথাও ছেড়ে দিতে আপত্তি আছে আমার।

'ঠাণ্ডা মাথায় আবার ভাবো, উইল। অ্যানিটা তো এরচেয়েও খারাপ কাউকে পছন্দ করতে পারত। তবে ডুনাওয়েকে মোটেও অযোগ্য ভাবছি না আমি। ছেলেটার সামর্থ্য আছে, চাইলে হয়তো অনেক উঁচুতে উঠতে পারবে ও। অ্যানিটা হতে পারে ওর জন্য মোক্ষম প্রেরণার উৎস।'

আচমকা সংবিৎ ফিরে পেল মেজর হ্যানলন, বর্তমানে ফিরে এল।

সূর্য ডুবতে বড়জোর ঘণ্টাখানেক বাকি। সারাটা দিন টানা ছুটেছে সৈনিকেরা, বিশ্রাম পাওনা হয়েছে ওদের। সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে নির্দেশ দিল মেজর। ঢালু জমি ধরে এগোল পেট্রল বাহিনী, গণহত্যার স্থান থেকে দুই মাইল দূরের এক উপত্যকায় ক্যাম্প করল।

চকিতে একটা ব্যাপার মনে পড়ল মেজরের। জেফ ল্যাম্বার্টের উপস্থিতিতে অ্যাম্বুলেন্সের ছাপের কথা তোলেনি টমাস ক্রিসপিন। ব্যাপারটা শুধুই কাকতালীয়, নাকি ল্যাম্বার্টকে বিশ্বাস করে না লেফটেন্যান্ট?

লোকটা সম্পর্কে জানা তথ্যগুলো নিজের মনে উল্টে-পাল্টে দেখল মেজর। স্কাউট হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে ল্যাম্বার্ট এবং নিজের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। নিয়োগ সাময়িক হলেও বেশ কয়েক বছর ধরে রয়েছে। দক্ষ ট্র্যাকার, কয়েকটা ইণ্ডিয়ান ভাষায় অনর্গল কথা বলতে পারে; সর্বোপরি পুরো এলাকা তার হাতের তালুর মত চেনা। সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়ার আগে বিভিন্ন স্টেজ কোম্পানিতে সুনামের সঙ্গে চাকুরি করেছে। চল্লিশোর্ধ্ব পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা, স্বল্পভাষী এবং বন্ধুহীন মানুষ, বিশেষ করে সৈনিকদের কারও সঙ্গে কখনও তাকে অন্তরঙ্গ হতে দেখা যায়নি। বেসামরিক চাকুরে হিসাবে তলব করা হলে কাজে যোগ দেয় সে, আবার কাজ শেষে চলে যেতেও দেরি করে না।

ষোলোতম ওয়্যাগন অর্থাৎ আর্মির অ্যাম্বুলেন্সটা ট্রেনের সঙ্গে

যোগ দেওয়ার সময় ফোর্টে ছিল না ল্যাম্বার্ট, এবং পেট্রল বাহিনী ফোর্ট লারামি ত্যাগ করার সময়ও ছিল না, পরে এসে যোগ দিয়েছিল। এর কি কোন তাৎপর্য আছে? মনে হয় না। কিন্তু এও ঠিক পেট্রল বাহিনীর স্কাউট হিসাবে ল্যাম্বার্ট দায়িত্ব পালনের পরও ভয়াবহ গণহত্যার জায়গার কাছাকাছি আসার আগে ওয়্যাগন ট্রেনের ট্রেইলে আসতে পারেনি ওরা, এটা কি স্রেফ উদাসীন অদক্ষতা নাকি ইচ্ছাকৃত অবহেলা?

মেজর অনুভব করল লোকটাকে অপছন্দ করে বটে, কিন্তু সেজন্য একতরফাভাবে তাকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না, বরং ন্যায্য বিচার করা উচিত। কারও উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতাও ভাল নয়। সার্জেন্ট গর্ডন শার্পও ট্র্যাকার হিসাবে দক্ষ, ল্যাম্বার্টের সমকক্ষ বলা চলে; বর্তমান প্রেক্ষাপটে তাকে কারিশমা দেখানোর একটা সুযোগ দেওয়া উচিত।

মজার ব্যাপার হচ্ছে শার্প নিজের চেয়েও সেরা মনে করে সার্জেন্ট লেইক গ্রোভারকে। স্মোকি পর্বতমালা অঞ্চলের মানুষ, শিকারী ও ট্র্যাপার হিসাবে খুবই দক্ষ। শার্পের মতে তার দেখা সবচেয়ে দক্ষ ট্র্যাকার হচ্ছে গ্রোভার, এমনকী ইণ্ডিয়ানদের হিসাবে ধরলেও!

কাজটা লেইক গ্রোভারকে দেবে কি-না একবার ভাবল মেজর হ্যানলন, শেষে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। দেখাই যাক, ল্যাম্বার্ট কী খবর নিয়ে হাজির হয়। এখনই তো চলে যাচ্ছে না ওরা, অত তাড়া নেই, কাল সকালেও তালাশ চালানো যাবে।

আগুনের পাশে বসে গরম কফি গিলছে, এসময় রিপোর্ট করল সার্জেন্ট গর্ডন শার্প। 'দু'জন ছাড়া প্রত্যেকের লাশ শনাক্ত করা গেছে, স্যার। আমরা জানি ওরা কারা, কিন্তু যেভাবে এখান থেকে সরে পড়েছে বোঝার উপায় নেই কোন্টা কার ট্রেইল।'

'মিসেস ক্রকেটকে পেয়েছ?'

'না, স্যার। কর্পোরাল বায়ার, ডরেস বা অ্যাম্বুলেন্সের কারও

হদিশই জানা যায়নি।'

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট।' সন্ধ্যা হব হব করছে, এসময়ে সার্জেন্ট শার্পকে পুরো এলাকা স্কাউট করতে বলতে বাধছে মেজরের। সে নিজেই মহা ক্লান্ত, বুঝতে পারছে সার্জেন্টের অবস্থা এরচেয়ে ভাল নয় মোটেই, বরং খারাপ আরও।

'স্যার?'

'বলো?'

'ইয়ে...অনুমতি দিলে চারপাশে খানিকটা চক্কর দিয়ে আসি। সন্ধ্যা হতে এখনও ত্রিশ-চল্লিশ মিনিট দেরি হবে।'

'ধন্যবাদ, সার্জেন্ট। জানি তুমি ক্লান্ত, তাই তোমাকে বলতে বাধছিল। তবে একটা কথা। যাই জানতে পারো বা খুঁজে পাও, আমাকে ছাড়া কাউকে বলবে না। বুঝেছ তো? শুধু আমার কাছে রিপোর্ট করবে। আর আমার পক্ষে যদি রিপোর্ট নেওয়া সম্ভব না-হয়, তা হলে লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিনকে জানাবে।'

মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট, কিছু বলতে গিয়েও নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল, তারপর দ্রুত পায়ে চলে গেল স্কাউট করতে।

মন থেকে অ্যানিটার সমস্ত ভাবনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করার প্রয়াস চালাল মেজর। ভাবাবেগের সময় নয় এটা, ঠাণ্ডা মাথায় সুস্থিরভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নিখাদ পেশাদারিত্ব ও বাস্তবতার নিরীখে বিচার করতে হবে পরিস্থিতি। কোনক্রমে দিক্‌ভ্রান্ত হওয়া যাবে না, মূল লক্ষ্য থেকে সরে যাওয়া যাবে না। পেট্রল বাহিনীকে অযথা বিপদে ফেলার অধিকার কেউ তাকে দেয়নি। প্রতিটি জীবন মূল্যবান। মেয়ের বা নিজের স্বার্থে এতগুলো মানুষকে ব্যবহার করা যাবে না। জীবনে কখনও করেনি, এখনও করতে রাজি নয় মেজর হ্যানলন। কাঁধে ন্যস্ত করা দায়িত্ব কঠোরভাবে পালন করার চেষ্টা করবে সে, আগে সৈনিকদের স্বার্থই বিবেচনা করবে—যেমন করেছে সবসময়।

সুযোগ্য নেতাকে ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা বিসর্জন দিতে

হয়। দলীয় স্বার্থকে যে-কোন কিছুর ঊর্ধ্বে রাখা লাগে।

পাশে লেফটেন্যান্ট টমাস ক্রিসপিনের উপস্থিতিতে ভাবনা টুটে গেল মেজরের। নিজের উপর বিরক্ত হলো সে। কী জ্বালা, প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে! আর সারাক্ষণই ভাবছে কেবল। এত ভাবনার কী আছে? খারাপ সংবাদ গ্রহণ করার প্রস্তুতি নিতে চাইছে না মন, উপলব্ধি করতে পারছে সে, এজন্যই বিক্ষিপ্ত মনে নানা ভাবনা চলছে। অ্যানিটার ব্যাপারে নিশ্চিত সংবাদ না-পাওয়া পর্যন্ত এটা চলতেই থাকবে।

কে জানে, কোথায় আছে মেয়েটা! বেঁচে আছে তো?

'বলো, লেফটেন্যান্ট,' ক্রিসপিনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ছুঁড়ে দিল মেজর।

'মাফ করবেন, স্যার, জানি আপনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন, কিন্তু একটা কথা না-বলে পারছি না। আমার কাছে মনে হচ্ছে···মানে, স্যার, লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে হয়তো ফিরে আসবে।'

উদ্ভট ধারণা বলে ক্রিসপিনকে ধমকাতে যাচ্ছিল মেজর, কিন্তু শেষ মুহূর্তে ভিন্ন একটা দিক উঁকি দিল মাথায়। এ ব্যাপারটা ভেবে দেখেনি। প্রাসঙ্গিকতার বিচার উধাও হয়ে গেল। 'কী বলতে চাও? লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে এসবের মধ্যে আসছে কী করে? আমি তো এসবের সঙ্গে ওর সম্পর্ক দেখতে পাচ্ছি না।'

লালচে হয়ে গেল লেফটেন্যান্টের মুখ, নিজেকে সামলে নিয়ে বলল: 'দুঃখিত, স্যার, এ-ব্যাপারে আমার মাথা ঘামানো ঠিক না, তবুও···আমার কাছে মনে হয়েছে মিস্ হ্যানলনের প্রতি আগ্রহী ছিল লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে, আর মিস্‌ও অনাগ্রহ প্রকাশ করেনি। হয়তো···ওদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়েছে।'

'তো?' ভুরু কুঁচকে গেছে মেজরের।

'এমন হতে পারে না মাঝ-পথে ওয়্যাগন ট্রেনে যোগ দিয়েছে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে?'

'ভুল হচ্ছে তোমার, লেফটেন্যান্ট! ডুনাওয়ের ওয়্যাগন ট্রেনে

যোগ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না, কারণ ট্রেন রওনা দেওয়ার বেশ ক'দিন আগেই ফোর্ট ত্যাগ করেছে সে।'

'না, স্যার।'

'কী বলছ!'

'এক বেসামরিক...' ইতস্তত করল ক্রিসপিন। 'বলতে চাইছি, স্যার, ফোর্ট থেকে পুবে যায়নি নাথান ডুনাওয়ে। আমাদের অনিয়মিত এক সৈন্য তাকে জুলসবার্গে দেখেছে।'

শক্ত হয়ে গেল মেজরের চোয়াল। অ্যানিটা তাকে ঠকিয়েছে! রীতিমত প্রতারণা করেছে! নির্জলা রাগ অনুভব করল হ্যানলন। কী ভয়ঙ্কর ব্যাপার, তারই মেয়ে বেঈমানি করেছে তার সঙ্গে! কী কুক্ষণে যে হতচ্ছাড়া লেফটেন্যান্টের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল অ্যানিটার!

পরক্ষণে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল মেজর, রাগ প্রশমিত হলো। হুট করে একপেশে ভাবনার বশবর্তী হয়ে পড়া ঠিক হচ্ছে না। মনে পড়ল অ্যানিটা এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি, সেও জিজ্ঞেস করেনি। খালার কাছে ঘুরে আসার প্রস্তাব পেয়ে রাজি হয়ে গেছে। ব্যস, আর কোন কথা হয়নি বাপ-মেয়ের মধ্যে।

ধারণাটা বাতিল করে দেওয়া যাচ্ছে না, বরং ক্রমে জোরাল হচ্ছে। হতে পারে। সম্ভব। মায়ের মতই হয়েছে অ্যানিটা। কখনও বাপের বিরোধিতা করে না, কিন্তু—ঠিক ওর মায়ের মত—কোন এক ব্যাপারে মনস্থির করলে ঠিকই সেটা করে ছাড়ে। জিজ্ঞেস করারও প্রয়োজন বোধ করে না।

মৃতা স্ত্রীর কথা মনে পড়তে স্মিত হাসি ফুটল মেজরের ঠোঁটে, মুখের কঠিন অভিব্যক্তি সামান্য নরম হলো। নিজের ধারণা জোর গলায় কখনও প্রকাশ করত না শেরি, কিন্তু কেউ বুঝতেও পারত না ওর চিন্তার গভীরতা কিংবা নিজস্ব মতামতে অটল থাকার অদম্য দৃঢ়তা, বিশেষ করে যখন ওর কাছে মনে হত সেটাই ঠিক।

স্ত্রীর স্মৃতি মেয়ের প্রতি তার কঠোর মনোভাবে প্রলেপ লাগাল

বটে, কিন্তু বিপরীতে নাথান ডুনাওয়ের উপর বিষিয়ে উঠল মন। ব্যাটা পুরোদস্তুর চালচুলোহীন, আজ এখানে তো কাল ওখানে, বহু মেয়ের সঙ্গে মিশেছে; অথচ না স্থির হতে পেরেছে, না ভবিষ্যতের জন্য তৈরি হয়েছে।

এর জন্য সে-ই দায়ী। খাল কেটে কুমির এনেছিল! যোগ্যতার ফিরিস্তি পেয়ে নিজের অধীনে ডুনাওয়েকে চেয়েছিল, আপন মর্যাদা বিকিয়ে তার খেসারত দিতে হচ্ছে!

অ্যানিটার পরিণতির জন্যও সে দায়ী থাকবে। তার নির্দেশে ট্রেনে শামিল হয়েছিল মেয়েটা। চেয়েছিল অ্যানিটার জীবন থেকে চিরতরে সরিয়ে দেবে নাথান ডুনাওয়েকে, কিন্তু ব্যাপারটা–যদি লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিনের সন্দেহ সত্যি হয়ে থাকে—শাপেবর হয়ে দেখা দিয়েছে দুই প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য। ওয়্যাগন ট্রেন ওদের মিলিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আশ্চর্য, কী ভাবল আর কী হলো!

এখন, অ্যানিটার যদি কিছু হয়ে গিয়ে থাকে? যতই অস্বীকার করুক, দায় এড়াতে পারবে না সে।

তবে উপত্যকায় লাশের মাঝে যেহেতু অ্যানিটাকে পাওয়া যায়নি, ধরে নেওয়া চলে বেঁচে আছে—তাই ভাবছে মেজরের অবুঝ মন—সম্ভবত লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়েও আছে সঙ্গে। সেক্ষেত্রে, ক্ষীণ হলেও বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে অ্যানিটার। বিশেষ করে, হামলার আগেই যেহেতু ওয়্যাগন নিয়ে সরে পড়েছিল ওরা।

'ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট,' শেষে বলল মেজর, নিজেকে পুরো নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়নি। 'এবার দয়া করে চারপাশে রেকির ব্যবস্থা করবে? খোলা জায়গায় রাত কাটাতে হবে, পাহারায় কে কখন থাকবে ঠিক করে দিয়ো। আর আমাকে জানিয়ো। বুঝতেই পারছ, ওয়্যাগন ট্রেনে হামলাকারী ইণ্ডিয়ানদের কাছে অস্ত্র আছে এবং ট্রেনের লোকদের অস্ত্রশস্ত্র দখলে চলে যাওয়ায় শক্তি আরও বেড়ে গেছে ওদের। অতি বিপজ্জনক বলে ভাবতেই হবে ওদের,

তাই প্রতিটি মুহূর্তে তৈরি থাকতে হবে আমাদের। সামান্য ঢিলেমি দেওয়া যাবে না।'

'জ্বী, স্যার, বুঝেছি।'

বুট খুলতে গিয়ে শরীরে কতটা ক্লান্তি হাড়ে হাড়ে টের পেল মেজর হ্যানলন। ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। বেডরোলে যাওয়ার তর সইছে না, মনে হচ্ছে ঘাসের উপর ঘুমিয়ে পড়বে। 'উইল,' বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল মেজর। *'মনকে চোখ ঠারলে কী চলবে? তোমার বয়স তো কমছে না, দিন দিন শুধু বাড়ছে!'*

ছায়ার ওপাশ থেকে উদয় হলো লেইক গ্রোভার। 'কফি দেব, স্যার?' সবিনয়ে জানতে চাইল।

'ধন্যবাদ, গ্রোভার।'

কফিতে চুমুক দিল মেজর। খেয়াল করল গ্রোভার যাচ্ছে না, উসখুস করছে। একটা কিছু বলতে চায় বোধহয়। কঠোর শৃঙ্খলা ও নিয়মতান্ত্রিক রীতিতে বিশ্বাসী বলে বেশিরভাগ অনিয়মিত বা নবীশ সৈনিক যমের মত ভয় পায় তাকে, তবে গ্রোভার তাতে আমল দেয় না বলেই মনে হচ্ছে।

'কিছু বলবে, গ্রোভার?'

'ওয়্যাগন ট্রেনে ছিল মিস্ অ্যানিটা, আমরা সবাই জানি এও জানি আমাদের রেশনে ঘাটতি রয়েছে, চাইলেই দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াতে পারব না। ছেলেরা আলোচনা করে ঠিক করেছে কৃচ্ছ্রতা শুরু করবে এবং প্রয়োজনে না-খেয়ে হলেও রাইড করবে, যদি আপনি মিস্ অ্যানিটার খোঁজে তালাশ চালাতে চান। ওরা সবাই মিলে আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছে এ-কথা বলার জন্য। যত দিন দরকার হবে, আমাদের সবাইকে পাশে পাবেন, স্যার।'

মনটা আর্দ্র হয়ে উঠল মেজরের, আবেগে কথা বলতে পারল না। সাতাশ বছরের সৈনিক জীবনে কখনও এমন প্রস্তাব পায়নি। জানে অন্যরা তাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু শুধু শ্রদ্ধার বিনিময়ে এ

প্রস্তাব আসেনি। কারণটাও বুঝতে পারছে—অ্যানিটা। অনিয়মিত সৈনিকদের ব্যাপারে সবসময়ই আন্তরিকতা দেখিয়ে এসেছে মেয়েটা, ভুলেও কাউকে খাটো করে বা আলাদা চোখে দেখা দূরে থাক, প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। তাই অপছন্দের লোকের মেয়ে হয়েও এদের মাঝে খুব জনপ্রিয় হয়ে আছে ও।

'আমার হয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ো, গ্রোভার। প্রস্তাবটা পেয়ে খুবই খুশি হয়েছি। কিন্তু দায়িত্বের বাইরে যাওয়ার উপায় নেই আমাদের, যে মিশন নিয়ে এসেছি আমরা তাই করব।'

কিন্তু নড়ার লক্ষণ দেখা গেল গ্রোভারের মধ্যে। এবার আর দ্বিধা করল না সে। 'আমরা আগেই বুঝেছি দায়িত্ব পালনে সামান্য নড়চড় হতে দেবেন না আপনি। মিস্ অ্যানিটার জন্য আলাদাভাবে তালাশ চালাবেন না, যেমন করতেন ওর জায়গায় অন্য কোন মেয়ে হলে। তারপরও মনে করেছি হয়তো···মেয়ের কথা চিন্তা করে আমাদেরকে তালাশ করার অনুমতি দেবেন।'

'ঠিক আছে, গ্রোভার। সবই তো বুঝলে।'

'হ্যাঁ, স্যার,' বলে স্যালুট ঠুকে ঘুরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল টেনেসিয়ান।

ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, কিন্তু নিজেকে সুযোগ দিল না মেজর। ঘুম তাড়াতে হাঁটাহাঁটি করল। আসলে চূড়ান্ত রিপোর্টের অপেক্ষা করছে।

এল রিপোর্ট। নয়জন মহিলা, চোদ্দজন শিশু ও একুশজন পুরুষ। প্রত্যেকে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে এবং প্রতিটি দেহ বিকৃত করা হয়েছে।

ক্লান্ত দেহ কম্বলে মুড়ে নেওয়ার পর অ্যানিটার মিষ্টি মুখটা ভেসে উঠল মেজরের মানসপটে। বিপজ্জনক এ এলাকায় কোথাও আছে মেয়েটা। অ্যানিটা মারা গেছে বা ওর খারাপ কিছু হয়েছে, মন বিশ্বাস করতে চাইছে না; বিশ্বাস করবেও না। আসার পথে,

কোন এক ফাঁকে, হয়তো অন্যদের অগোচরে, ট্রেন থেকে সরে গিয়েছিল অ্যানিটার ওয়্যাগন; এতগুলো মানুষের নিরাপদ সাহচর্য ছেড়ে কোথায় গেল? কেনই বা ওয়্যাগন ট্রেন ত্যাগ করল?

কাঁধে একজনের হাতের ছোঁয়ায় ঘুম ভাঙল মেজরের। ভোর হয়নি তখনও। ঠাণ্ডা বাতাস কাঁপ ধরিয়ে দিচ্ছে।

'স্যার? আপনি কি যেতে পারবেন? এদিকে অন্ধকারে একটা কিছু আছে...আহত হয়েছে ওটা!'

দুই

চমকে লোকটার দিকে তাকাল মেজর হ্যানলন। গার্ড বাহিনীর কর্পোরাল এলি পেট্রন।

চমকের ধাক্কা সামলে নিতে দেরি হয়নি মেজরের; পূর্ণ সজাগ এখন, সুস্থিরভাবে চিন্তাও করতে পারছে। পেট্রন সম্পর্কে ভালই জানা আছে। ছায়া দেখে ভড়কে যাওয়ার লোক নয়।

ঝটিতি গায়ের উপর থেকে কম্বল ছুঁড়ে ফেলে উঠে বসল মেজর। ভোরের হিমেল বাতাস চড়ের মত আঘাত করল দেহে। বুটের খোঁজে হাত বাড়াল সে। পাশ ফিরে দেখল দু'হাত দূরে নিজের বেডরোলে উঠে বসেছে লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন, বুট পায়ে গলিয়ে ফিতা বাঁধছে।

অন্ধকার কাটেনি এখনও। চারপাশে ছায়ার কারসাজি। ক্যাম্পফায়ারের আগুন নিস্প্রভ হয়ে এসেছে, ম্লান ছোট ছোট বলের মত জ্বলছে।

দ্রুত পায়ে এলি পেট্রনকে অনুসরণ করল মেজর।

ক্যাম্পের কিনারে এসে, থেমে কান পাতল ওরা। সামনে ক্ষীণ ঝর্না বইছে, পাহাড় থেকে নেমে আসার পর এঁকেবেঁকে নীচের সমতল জমিতে চলে গেছে। ঝর্নার ওপাশে পানির ছলাৎ শব্দ আর ঝোপ নড়াচড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। একটু পর অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে ওঠার শব্দ কানে এল। যন্ত্রণাকাতর গোঙানি।

ক্রিসপিন পিছন পিছন চলে এসেছে। চট করে পিস্তল বের করে ফেলল সে। 'আমি যাচ্ছি, স্যার,' জরুরি কণ্ঠে বলল। 'আহত একজন মানুষ আছে ওখানে।'

পিস্তল বের করেছে স্রেফ বাড়তি সতর্কতার খাতিরে, নইলে টমাস ক্রিসপিন একরকম নিশ্চিত যে ওর ধারণায় ভুল নেই। মেজর হ্যানলনও তাই ভাবছে।

কিন্তু কর্পোরাল এলি পেট্রনকে উদ্বিগ্ন মনে হলো, বিশেষ করে ক্রিসপিনের পিছু নিয়ে মেজরকে এগোতে দেখে। বিড়বিড় করে প্রতিবাদ জানাল সে, তবে দু'জনের কেউ কানে তুলল না। হয়তো বিপদ ঘটবে না কারও, কিন্তু একইসঙ্গে দু'জন অফিসারকে ঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেওয়া সমীচীন মনে করছে না। তারচেয়ে সে নিজেই যেতে পারত!

ঝর্নার আশপাশে ঝোপঝাড় ছাড়াও প্রকাণ্ড অ্যাসপেন আর উইলো জন্মেছে। গাছের নীচে গাঢ় অন্ধকার, এতই যে দু'হাতের বেশি দৃষ্টি চলে না। একেবারে কাছে চলে গেল দুই অফিসার, কারও আচরণে মনে হলো না ভিতরে ভিতরে উদ্বিগ্ন বা ভয় পাচ্ছে কি-না; বরং কর্তব্যের তাগিদে বিস্মৃত হয়েছে নিজস্ব নিরাপত্তার কথা।

পেতলের বোতামে ম্লান আলোর ঝিলিক চোখে পড়ল ওদের। ক্ষীণ স্বরে গুঙিয়ে উঠল আহত লোকটা, সম্ভবত নিজেকে খাড়া করার চেষ্টা করেছে, ঝোপ নড়ার খসখসে শব্দ হলো।

পিস্তলের গর্জনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কমলা আগুন ওগরাতে দেখতে পেল ওরা। ভোঁতা শব্দে মেজর হ্যানলনের পাশে গাছের

গুঁড়িতে বিদ্ধ হলো বুলেট।

একইসঙ্গে পাল্টা জবাব দিল দুই অফিসার, পিস্তলের গর্জন শুনে মনে হলো একটাই গুলি হয়েছে। ঠিক পরমুহূর্তে ক্রিসপিনের মাথার উপর গাছের শাখা থেকে কয়েকটা পাতা খসাল প্রতিপক্ষের বুলেট। অন্ধকারে পড়িমরি করে ছুট দিল কেউ, কিন্তু ঝোপঝাড় ডিঙিয়ে বেশিদূর যেতে পারল না, হুড়মুড় করে পড়ল কয়েক হাত দূরে।

অ্যাসপেনের গুঁড়ির আড়ালে মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করল দু'জন, অজ্ঞাত প্রতিপক্ষ ধরাশায়ী হয়েছে নিশ্চিত হওয়ার পর এগোল। আহত লোকটার পাশে পৌঁছে গেল ক্রিসপিন, নিচু হয়ে পরীক্ষা করার পর ঘোষণা করল: 'গর্ডন শার্প! সময় শেষ হয়ে গেছে ওর।'

সার্জেন্টের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেজর।

'এখান থেকে পশ্চিমে গেছে ওরা,' কণ্ঠ শুনে বোঝা যাচ্ছে কথা বলতে শেষ শক্তি খরচ করছে সার্জেন্ট শার্প, বুকের গভীরে ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে। না-দেখলেও মেজর বুঝতে পারল মুখে ফেনা উঠে গেছে তার। 'ওয়্যাগন আছে ওদের সঙ্গে। মোট চারজন, স্যার, এদের একজন ডুনাওয়ে।'

ইতোমধ্যে অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে ওদের। আবছাভাবে হলেও দেখতে পাচ্ছে রক্তে সয়লাব হয়ে গেছে সার্জেন্ট শার্পের শার্ট, মাথায় চাপ চাপ রক্ত লেগে আছে। গুলি খাওয়ার পর অনেকটা পথ এসেছে সে, কীভাবে এল সেটা খোদা মালুম। গর্ডন শার্পের দৃঢ়তা ঈর্ষণীয়। অমানুষিক ধকল গেছে, প্রতি পদক্ষেপে আরও রক্তক্ষরণ হয়েছে, রক্তশূন্যতার দুর্বলতা ক্রমে গ্রাস করেছে তাকে, নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে সার্জেন্ট; কিন্তু সবকিছু উপেক্ষা করে এগিয়ে এসেছে, অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। যেখানে আহত হয়েছে, সেখানে পড়ে থাকলে হয়তো বেঁচে যেত, অন্তত সম্ভাবনা ছিল, কারণ সকাল হলে তার খোঁজে বেরিয়ে পড়ত

সৈনিকেরা।

মানুষটা নিজের প্রাণের পরোয়া করেনি। নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও দায়িত্ব পালন করেছে।

'কোন্ গোত্রের লোক, সার্জেন্ট? কোন্ জাতের ইণ্ডিয়ান ওরা?'

কথা বলার চেষ্টা করল শার্প, কিন্তু শ্বাসনালীতে রক্ত উঠে আসায় ঠিকমত পারল না। 'ল্যাম্বার্টকে বিশ্বাস না-করাই ভাল, ও...' হাত বাড়িয়ে মেজরের উর্দির আস্তিন খামচে ধরল সার্জেন্ট। 'ইণ্ডিয়ান নয়, ওরা...'

অস্পষ্ট হয়ে এল তার কণ্ঠ, কোনভাবে অর্থোদ্ধার করতে পারল না মেজর বা লেফটেন্যান্ট। হাত তুলে স্যালুট করল উইল হ্যানলন, অন্তর থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে সার্জেন্টকে। 'তোমার মত সৈনিক কমই আছে, শার্প,' চড়া স্বরে ঘোষণা করল মেজর, চাইছে তাতে যদি জরুরি কথাগুলো বলতে সক্ষম হয় শার্প। 'তোমার চেয়ে দক্ষ ও বিশ্বস্ত সৈনিক আর হয় না।'

বাহুতে সার্জেন্টের হাতের চাপ অনুভব করতে পারল মেজর, মুহূর্তের জন্য, তারপর শিথিল হয়ে গেল; সম্ভবত মরণাপন্ন পেশির সাময়িক ক্রিয়ার ফলাফল। কিন্তু মেজর প্রত্যাশা করল এটা তার কথার প্রত্যুত্তর, এমন অভিজ্ঞ ও প্রত্যয়ী একজন সৈনিকের জন্য যা প্রেরণা হিসাবে কাজ করে।

পিছনে পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল মেজর।

কর্পোরাল এলি পেট্রিন এসেছে। 'ক্রীকের ওপাশে কীসে যেন আপনার গুলি লেগেছে, স্যার। গ্রোভার খোঁজ নিতে গেছে।'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিল লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন। 'সার্জেন্ট মারা গেছে, স্যার।'

মুখ তুলে মেজর দেখল পুবাকাশ ফর্সা হতে শুরু করেছে। দ্রুত বিদায় নিচ্ছে ছায়ারা। হ্যাঁ, মানুষটা নেই। কিন্তু স্মৃতি রয়ে গেছে, আর সেসবই ভিড় করছে তার মনে। গর্ডন শার্পের সঙ্গে পেট্রল বাহিনী নিয়ে বেরিয়েছে কতবার? টেক্সাস থেকে ডাকোটা

কিংবা ওয়াইওমিং থেকে অ্যারিজোনা পর্যন্ত নানা ট্রেইলে দিনের পর দিন কেটেছে। একই পথে কতবার যাতায়াত করেছে, গুনে শেষ করা যাবে না। কে জানত এবারই শেষ, আর কখনও মেজরের সঙ্গে বেরোনো হবে না সার্জেন্ট শার্পের?

ক্রীকটা বড়জোর ছয় ফুট চওড়া। গভীরতা আরও কম, মাত্র ছয় ইঞ্চি। স্বচ্ছ টলটলে পানি বইছে। ক্রীকের ওপাশে, পানির কিনারে পড়ে থাকা লাশের পাশে দাঁড়িয়ে আছে লেইক গ্রোভার। দুই অফিসারের বুলেটই বিদ্ধ করেছে তাকে। একটা বুক ফুটো করে ফুসফুস ভেদ করে পিছনে মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দিয়েছে। অন্যটা পাকস্থলিতে স্থান করে নিয়েছে। মানুষটা বেশিক্ষণ টিকে ছিল না, মরার আগে শুধু জানতে পেরেছে সে মারা যাচ্ছে শিগ্‌গিরই।

অনিয়মিত সৈনিকদের উর্দি তার পরনে, এটাই হচ্ছে একমাত্র অসামঞ্জস্য।

বুট দিয়ে ঠেলে লাশটা চিৎ করল গ্রোভার। হ্যানলন বা টমাস ক্রিসপিন, কেউই চমকাল না তেমন। স্কাউট জেফ ল্যাম্বার্টের মৃত মুখ দেখে বরং বিতৃষ্ণা বোধ করল দু'জনেই। এমন দু'মুখো সাপ নিয়ে এতদিন পথ চলছিল—অনুভূতিটা সুখকর নয়।

একটু দূরে ঝোপের আড়ালে ল্যাম্বার্টের ঘোড়া খুঁজে পেয়েছে গ্রোভার, লাগাম ধরে ওটাকে খোলা জায়গায় নিয়ে এল। 'স্যার, একটা ব্যাপার বোধহয় আপনার দেখা উচিত,' স্যাডলব্যাগের দিকে ইশারা করে সবিনয়ে বলল সে।

মেজর ইশারা করতে এগিয়ে গেল লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন, দ্রুত হাতে স্যাডলব্যাগ তল্লাশি করল। একটা থেকে বের হলো সোনা-রুপার মুদ্রা ভরা রুমালের পুঁটলি—থলে হিসাবে ব্যবহার করেছে ল্যাম্বার্ট—সঙ্গে কয়েকটা আংটি এবং দুটো বাড়তি পিস্তল।

'লুটের মাল,' মন্তব্য করল ক্রিসপিন, কণ্ঠ নিস্পৃহ। রুমালের পুঁটলি থেকে চন্দ্রাকৃতির একটা আংটি তুলে দেখাল সে। 'আরে, এটা তো কটন ভেন্সের ছিল!'

সপ্তম আইওয়া ক্যাভালরির ট্রুপার ছিল কটন ভেন্স। যুদ্ধে এক পা হারানোর পর তাকে ক্যালিফোর্নিয়ায় বদলি করা হয়, মিলিটারি একাডেমির ডেস্কে বসিয়ে দেওয়া হয়। কাজ নিয়ে ফোর্ট লারামি এসেছিল ভেন্স এবং ওয়্যাগন-ট্রেনে ক্যালিফোর্নিয়া ফিরে যাচ্ছিল।

'ল্যাম্বার্ট তা হলে ওদের লোক ছিল,' বিড়বিড় করে নিজের চিন্তা প্রকাশ করে ফেলল মেজর। 'কিংবা ওদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তার। ওয়্যাগন ট্রেন লুট করার পর থেকে দেখাও করেছে ওদের সঙ্গে।'

অন্যান্য ওয়্যাগন ট্রেন লুটের ঘটনাগুলো মনে পড়ল মেজর হ্যানলনের। কতদিন ধরে বেঈমানি করছে ল্যাম্বার্ট? এটা স্পষ্টই যে রেনিগেডদের কাছে ওয়্যাগন ট্রেনের খবর পাঠিয়ে দিত সে। এ-পর্যন্ত কয়টা ওয়্যাগন ট্রেন ল্যাম্বার্টের কারণে লুট হয়েছে? কয়টা অকালমৃত্যুর জন্য দায়ী ল্যাম্বার্ট?

ইণ্ডিয়ানদের গতিবিধি স্কাউট করার জন্য প্রায়ই ফোর্ট থেকে বাইরে যেত জেফ ল্যাম্বার্ট, কাজের ফাঁকে অনায়াসে রেনিগেডদের সাথে যোগাযোগ রাখতে পারত। ক্যাভালরি ট্রুপ, পশ্চিমে আসা ভাগ্যান্বেষী মানুষের কাফেলা বা খোদ ফোর্টের খবরও নিশ্চয়ই চালান করে দিত।

গর্ডন শার্পের কথা পুরোপুরি বুঝতে না-পারলেও সারমর্মটুকু ঠিকই ধরতে পেরেছে মেজর। শার্প বলেছে ওয়্যাগন ট্রেনের উপর হামলাকারীরা ইণ্ডিয়ান নয়। মুমূর্ষু মানুষ মিথ্যে বলে না, তা ছাড়া মিথ্যে বলায় স্বার্থও ছিল না শার্পের; এবং মানুষ হিসাবে ওজনদার ছিল সে, মুখ ফুটে যাই বলুক বুঝে-শুনে বলত। সেক্ষেত্রে, ধরে নেওয়া যায় শার্পের ধারণাই ঠিক। মেজর ঠিক করেছে পরে অন্য কিছু প্রমাণিত না-হওয়া পর্যন্ত শার্পের মতামতকেই গুরুত্ব দেবে।

তা হলে কারা ওরা? সাদা রেনিগেড, নাকি উচ্চাভিলাষী কনফেডারেট যারা রেইডের দোষ ইণ্ডিয়ানদের ঘাড়ে চাপিয়ে পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুলতে চায়? সেক্ষেত্রে, এরা জুলসবার্গে

ছিল বা অচিরে সেখানে যাবে। চৌহদ্দির মধ্যে ওটাই সবচেয়ে জমজমাট শহর, টাকা খরচ করার জায়গা। এ ধরনের লুটেরারা ভোগে বিশ্বাসী, লুটের মাল ভোগ করতে অস্থির হয়ে পড়ে। সেজন্য কাছের শহর, অর্থাৎ জুলসবার্গ তাদের জন্য আদর্শ হতে পারে। এক্ষেত্রে বাড়তি একটা সুবিধা পাবে তারা—হামলার পিছনে ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে বরং ওদের সংশ্লিষ্টতা প্রমাণ করা কঠিন হবে।

'স্যার, অনুমতি দেবেন?'

'কী ব্যাপার, গ্রোভার?'

'ল্যাম্বার্টের ঘোড়াটা নিয়ে চারপাশে চক্কর দিয়ে আসতে চাই।'

'বেশ। ফিরে এসে সরাসরি আমার কাছে রিপোর্ট করবে।'

লাশ দুটো অচিরে নিয়ে যাওয়া হলো ক্যাম্পে, এবং দেরি না-করে গোর দেওয়া হলো। তেমন আনুষ্ঠানিকতা হলো না, কর্তব্য পালন করতে যা করা দরকার তাই করা হলো। ল্যাম্বার্টের জঘন্য বেঈমানির ঘটনা জানতে পারায় অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য নেমে এসেছে সৈনিকদের মাঝে।

নাস্তার পর্ব শেষ হয়ে যাওয়ার পরপরই ক্যাম্পে ফিরে এল লেইক গ্রোভার।

'শার্পের ফেলে আসা ট্র্যাক অনুসরণ করেছি, স্যার,' রিপোর্ট করল সার্জেন্ট লেইক গ্রোভার। 'ল্যাম্বার্ট যেখানে ওর উপর চড়াও হয়েছিল, জায়গাটা দেখেছি। শার্পের কাছে গিয়েছিল ল্যাম্বার্ট, সুযোগের অপেক্ষায় ছিল; তারপর মোক্ষম সময়ে মাথায় পিস্তলের বাঁট দিয়ে প্রচণ্ড আঘাত করেছে। শার্প যেখানে স্যাডল থেকে পড়ে গিয়েছিল, জায়গাটা দেখলাম, রক্তাক্ত পিস্তলের বাঁটের দাগও দেখেছি।

'ঘটনাস্থলে বেশিক্ষণ ছিল না ল্যাম্বার্ট, সম্ভবত কারও চোখে ধরা পড়ার ভয় পাচ্ছিল, ঘোড়ার পিঠে চড়ে দ্রুত রওনা দেয় সে। ল্যাম্বার্ট চলে যেতে প্রায় দেড়শো ফুটের মত পথ নিজেকে হেঁচড়ে এগিয়ে নিয়ে গেছে সার্জেন্ট শার্প, ওর ঘোড়াকে বোধহয় তাড়িয়ে

দিয়েছিল ল্যাম্বার্ট, কিংবা কোন কারণে দূরে সরে গিয়েছিল। যাই হোক, ঘোড়ার কাছে পৌঁছাতে সক্ষম হয় সার্জ, স্টিরাপ ধরে খাড়া করে নিজেকে এবং শেষে স্যাডলে চাপে। কীভাবে যেন শব্দ শুনে ফেলেছিল ল্যাম্বার্ট, কারণ ফিরে এসে বাকি কাজটা সেরে গেছে। দু'বার সার্জের বুকে-পিঠে ছুরি চালিয়েছে। ঘাসের সঙ্গে রক্ত লেগে ছিল, স্পষ্ট বোঝা যায় সার্জের দেহে ছুরি চালানোর পর ঘাসে রক্ত মুছে পরিষ্কার করেছে সে।'

'ওয়্যাগনের ট্র্যাক দেখেছ?' জানতে চাইল মেজর।

'জ্বী, স্যার। লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে ওয়্যাগনের সঙ্গে আছে। ওর বিশাল গ্রে ঘোড়াটার ছাপ দেখেছি।'

আচ্ছা...তা হলে ঠিকই বলেছে ক্রিসপিন! কাউকে না-জানিয়ে ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে ভিড়ে গেছে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে। কারণটা সহজে অনুমেয়—অ্যানিটা হ্যানলন।

'একটা কথা বলব, স্যার?' উদ্বিগ্ন দেখাল গ্রোভারকে। 'খুনে ওই আউটফিট সম্পর্কে। খুব খারাপ লোক ওরা, এরচেয়ে খারাপ আর হতে পারে না।'

মেজর হ্যানলন ঠিকমত শুনছে না, অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। অ্যানিটা...অ্যানিটা আর ডুনাওয়ের কথা ভাবছে।

'স্যার, ওদের দলে প্রায় চল্লিশ জন লোক আছে,' বলে গেল লেইক গ্রোভার। 'প্রত্যেকে টাফ লোক। শক্তিশালী ঘোড়া, পর্যাপ্ত অস্ত্র এবং এলাকা সম্পর্কে জ্ঞান...সব রয়েছে বলে খুবই খতরনাক হয়ে উঠতে পারে ওরা।' হাতের ইশারায় উত্তর দিক দেখাল সে। 'প্রায় দু'তিন ধরে একটা জায়গায় ক্যাম্প করে ছিল ওরা, অপেক্ষা করছিল ওয়্যাগন ট্রেনের জন্য। বিস্তর সাপ্লাই রয়েছে ওদের সঙ্গে, দেখলাম যত খেয়েছে তারচেয়ে কম নষ্ট করেনি। চিন্তার কথা হচ্ছে: বাক্সভরা আনকোরা অস্ত্র আছে ওদের কাছে, খোলা হয়নি এখনও...'

'বাক্সভরা অস্ত্র?' চোখ কপালে উঠে গেছে মেজরের, বিশ্বাস

করতে পারছে না খবরটা।

'জ্বী, স্যার।'

সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় সেনাবাহিনীর অভিজ্ঞতা আছে, এমন কেউ নেতৃত্ব দিচ্ছে দলটাকে; কিংবা সাধারণ কেউ, কিন্তু এতগুলো মানুষকে সুনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে সক্ষম হয়েছে। যাই হোক, প্রতিপক্ষ হিসাবে তাকে সমীহ করতেই হবে। খুবই বিপজ্জনক লোক।

বিপরীতে ষাটজন দুর্ধর্ষ, কঠিন লোক, অথচ পেট্রল বাহিনীতে রয়েছে ষাটজন, যার বেশিরভাগ সদ্য নিয়োগ পাওয়া, এখনও নিয়মিত হয়নি এবং পেশাদার লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা নেই কারও।

সার্জেন্ট গর্ডন শার্পের অভাব হাড়ে হাড়ে টের পাবে ওরা। অপূরণীয় ক্ষতি করে গেছে স্কাউট জেফ ল্যাম্বার্ট। শুধু লড়াকু ও দক্ষ একজন সৈনিককে হারায়নি পেট্রল বাহিনী, বরং চতুর, যোগ্য এবং কৌশলী একজনকে হারিয়ে ফেলেছে, নবীশ সৈনিকদের কাছে যে আদর্শ হতে পারত।

'অ্যাম্বুলেন্স সম্পর্কে কী জানতে পেরেছ, গ্রোভার?' উৎকণ্ঠিত স্বরে জিজ্ঞেস করল মেজর হ্যানলন। 'ওয়্যাগন ট্রেনের পরিণতির কথা কি জানে ওরা?'

'আমার কাছে তো মনে হলো জানে ওরা, অন্তত অনুমান করে নেবে। বেশ কয়েক মাইল পিছনে ওয়্যাগন ট্রেন ছেড়ে গেছে ওরা, ঘটনার জায়গা থেকে দূরে থাকলেও ঠিকই আসল ঘটনা অনুমান করে নিতে পারবে, কারণ ওদের সঙ্গে ছিল নাথান ডুনাওয়ে—মাফ করবেন, স্যার—লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে! কোন কিছু ওর দৃষ্টি এড়ায় না, খুবই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান মানুষ। ওর বিশেষ যোগ্যতা হচ্ছে চট করে প্রতিপক্ষের কৌশল আঁচ করে নিতে পারে।

'নিচু জমি ধরে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গেছে লেফটেন্যান্ট, আড়াল আছে এমন জায়গা ব্যবহার করেছে সর্বক্ষণ। রেনিগেডদের ট্রেইল যেখানে পেরিয়ে গেছে—জায়গাটা দেখেছি—চিহ্ন দেখে মনে হলো

ওদের সম্পর্কে জানত লেফটেন্যান্ট, নইলে এত সতর্ক থাকত না সে। ক্যাম্পে আসার দু'তিন দিন আগে জায়গাটা পেরিয়ে এসেছে রেনিগেডরা। আমি নিশ্চিত ওদের সম্পর্কে আগাগোড়া সবই জানে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে।'

চিন্তাটা সঙ্গে সঙ্গে মেজরের মাথায় উঁকি দিল, এবং বাতিলও করে দিল। উদ্ভট! কিন্তু কয়েক মুহূর্ত পর ঠিকই ফিরে এল, মনে খুঁতখুঁতে অনুভূতি তৈরি করছে।

'গ্রোভার,' শেষে সতর্ক কণ্ঠে বলল মেজর হ্যানলন। 'ওদের নেতার ঘোড়ার ছাপ আলাদা করতে পারবে? বলতে চাইছি, কী ধরনের ঘোড়ায় চড়েছে লোকটা?'

মুহূর্ত খানেক চিন্তিত মনে হলো গ্রোভারকে, দ্বিধা কাটাতে পারছে না। মেজরের সঙ্গে চোখাচোখি হলো, দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে সে বলল: 'না, স্যার, নিশ্চিত বলতে পারব না।'

কয়েক হাত দূরে ছিল লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন, কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল সে ওদের আলাপ।

'বলেছ পশ্চিমে গেছে অ্যাম্বুলেন্সটা?' জানতে চাইল মেজর। 'ফোর্টের দিকে ফিরে যায়নি?'

'পশ্চিমেই গেছে ওরা।'

নীরব হয়ে গেল হ্যানলন, টুকরো টুকরো তথ্যগুলো জোড়া লাগাচ্ছে। বোঝার চেষ্টা করল এসবের তাৎপর্য। মনে মনে শঙ্কিত মেজর, আশঙ্কা করছে ব্যক্তিগত অপছন্দ বা বিতৃষ্ণা দ্বারা প্রভাবিত হবে, হঠকারি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে। ইতোমধ্যে কি নিজেকে বোঝায়নি যে চালচুলোহীন মানুষ মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়? অন্তত বিপদে আস্থা রাখা যায় না তাদের উপর। ডুনাওয়ে সম্পর্কে এমন চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হয়েছে, না আদৌ সেই অধিকার রয়েছে তার?

'ছুটি শেষ হওয়ার পরও কাজে যোগ দেয়নি লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে,' মৃদু স্বরে বলল মেজর।

নীরবতা নেমে এল। মেজরের বলা কথাটার তাৎপর্য বা এর পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলাদা আলাদাভাবে ভাবছে ওরা। শুধু কাজে যোগ না-দিয়ে ক্ষান্ত হয়নি ডুনাওয়ে, বরং রহস্যময় কারণে ওয়্যাগন ট্রেনে শামিল হয়েছে এবং অ্যানিটা হ্যানলন ও মেরিয়ন ক্রকেটকে বহনকারী অ্যাম্বুলেন্সটাকে ফোর্ট লারামির উল্টোদিকে চালনা করেছে।

কেন?

কী উদ্দেশে ওয়্যাগন ট্রেনে শামিল হয়েছিল ডুনাওয়ে, শুধুই অ্যানিটার কারণে? নাকি গূঢ় কোন উদ্দেশ্য আছে তার? ফোর্ট লারামির দিকে যাত্রা করা যেখানে স্বাভাবিক ছিল, তা না-করে কেন উল্টোদিকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যাচ্ছে সে, বিপজ্জনক ইণ্ডিয়ান এলাকার আরও গভীরে প্রবেশ করছে দু'জন অসহায় লেডিকে নিয়ে?

আরও একটা তথ্য বিবেচনার দাবি রাখে। ওয়্যাগন ট্রেন যাত্রা করার বেশ আগেই ফোর্ট ছেড়ে গিয়েছিল নাথান ডুনাওয়ে এবং কয়েকদিন পর জুলসবার্গে দেখা গেছে তাকে। রাজ্যের সব দুর্বৃত্ত, আউটল ও বেপরোয়া লোকের স্বর্গরাজ্য বলে কুখ্যাত শহরটা।

কেন জুলসবার্গের মত নরকে গিয়েছিল ডুনাওয়ে, ক্যাভালরির একজন দক্ষ ও জনপ্রিয় জুনিয়র অফিসার?

পশ্চিম দিকে যাচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সটা। নিচু জমি আর আড়াল ব্যবহার করতে হচ্ছে বলে প্রত্যাশিত গতিতে এগোতে পারবে না, চাইলে ঘোড়া ছুটিয়ে ওটাকে ধরে ফেলা সম্ভব হবে।

ফোর্ট লারামির সম্পূর্ণ পথ নিজের মনে কল্পনা করল মেজর হ্যানলন। প্রায় দু'শো মাইল। রোজকার বিশ্রাম থেকে এক ঘণ্টা ছেঁটে ফেললে কিছু সময় বাঁচবে। এভাবে যদি একটা দিন বাঁচানো যায়, আর সঙ্গে দু'দিনের বাড়তি রসদ রয়েছে ওদের; সব মিলিয়ে তিনদিন হাতে পাবে। তিনদিনে কি অ্যানিটাকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে? রেনিগেডদেরও উচিত শিক্ষা দিতে হবে।

লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিনের দিকে ফিরল মেজর। মুখ নিস্পৃহ তার, দেখে বোঝার উপায় নেই মনের ভিতরে কী ভাবনা চলছে।

'লেফটেন্যান্ট, কী মনে হয় তোমার, অ্যানিটার সঙ্গে বোঝাপড়া ছাড়া লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ের ওয়্যাগন ট্রেনে যোগ দেওয়ার অন্য কোন কারণ কি থাকতে পারে?'

'না, স্যার।'

'বেশ। এবার চিন্তা করে বলো তো ছুটি শেষ হয়ে যাওয়ার পরও কাজে যোগ না-দেওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে ওর? কিংবা বলতে পারবে কেন অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে সে?'

'না, স্যার। কিন্তু...' থেমে গেল ক্রিসপিন।

'কিন্তু *কী?*'

'যদি না ফোর্ট ব্রিজার ওর গন্তব্য হয়ে থাকে। আমার অবশ্য ধারণা ব্রিজারের দিকে যাচ্ছে সে। ফোর্ট লারামি থেকে ব্রিজার বেশ কাছে।'

ঠিকই বলেছে ক্রিসপিন। নিজের উপর বিরক্তি বোধ করল মেজর হ্যানলন। সহজ এ ব্যাপারটা চিন্তাই করেনি! বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে মন, সারাক্ষণই নাথান ডুনাওয়ের দোষ খুঁজতে ব্যস্ত বলে খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপারে মাথা খাটাচ্ছে না। ঠিক হচ্ছে না কাজটা! মনে মনে নিজেকে চোখ রাঙাল মেজর, এভাবে চলতে থাকলে শেষে হয়তো বিরাট কোন ভুল করে বসবে।

তবে আদপে যাই ঘটে থাকুক, অনেক কিছুই ব্যাখ্যাতীত রয়ে গেছে, লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়েকে সামনে না-পেলে সেসব রহস্যময় রয়ে যাবে।

সেন্ট লুই না-গিয়ে কেন জুলসবার্গে গেল ডুনাওয়ে?

'কর্পোরাল পেট্রিন, এখন থেকে তুমি সার্জেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে,' নির্দেশ দিল মেজর হ্যানলন, আপাতত নিজের কাজে মনোযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 'ক্রিসপিন, অশ্বারোহী

বাহিনীর কমাণ্ডে থাকো তুমি, সবাইকে যাত্রার আয়োজন করতে বলো। সার্জেন্ট গ্রোভার, স্কাউটের কাজটা তোমারই করতে হবে। দেখো তো, অ্যাম্বুলেন্সের ট্রেইল খুঁজে পাও কি-না। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ওটাকে ধরে ফেলতে চাই আমি। অ্যাম্বুলেন্স, রেনিগেড বা অন্য যে-কারও ট্র্যাক খুঁজে পেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে। বুঝেছ?'

'জ্বী, স্যার, বুঝেছি।'

সাড়া পড়ে গেল পুরো ক্যাম্পে। দ্রুত সক্রিয় হলো সৈন্যরা, যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ ফাঁকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল মেজর হ্যানলন, কিন্তু মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারল না। সঙ্কটময় অবস্থা!

ফ্যাকাসে ঘাস সবুজ হতে শুরু করেছে, তারমানে ইণ্ডিয়ান ঘোড়াগুলোর জন্য পর্যাপ্ত খাবারের যোগাড় হয়ে গেছে। এখন আর অভিযানে বেরোতে দ্বিধা করবে না ইণ্ডিয়ানরা। একবার কুঁড়ে ছেড়ে বেরোলে দিনের পর দিন কাটিয়ে দেয় ওরা, শত শত মাইল পাড়ি দেয় এবং চলার পথে দল বেঁধে রেইড করতে থাকে। দীর্ঘ সময় চলার পথে থাকে বলে ঘোড়ার দানাপানি নিয়ে ভাবতে হয়। শীতে পর্যাপ্ত ঘাস থাকে না বলে সাধারণত বেরোয় না ওরা।

তারমানে, কিছুদিনের মধ্যে ওঅর ট্রেইলে শুরু হয়ে যাবে চেয়ানি আর আরাপাহোদের আনাগোনা। লে. কর্নেল ক্যালাওয়ে সৈন্য সঙ্কটে পড়ে যাবেন, কারণ ইণ্ডিয়ানদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রায় চতুর্দিকে সৈন্য পাঠাতে হয়। এ-অবস্থায় নেহাত জরুরি কাজ ছাড়া ফোর্টের বাইরে কাউকে রাখা হয় না। তাই পেট্রল বাহিনীর ফোর্ট লারামির বাইরে থাকা মানেই ফোর্টের জন্য প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্ত নিতান্ত ঝুঁকির মধ্যে থাকা।

যে মিশন নিয়ে এসেছে, তার বা কর্তৃপক্ষের নির্দেশের ব্যত্যয় ঘটানোর সুযোগ নেই। সামান্য হেরফের হয়তো করা যাবে, কিন্তু মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। তবে অ্যাম্বুলেন্স উদ্ধার করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফোর্টে ফিরতে পারলে সমস্যা নেই।

আর রেনিগেডদের পক্ষ থেকে ভয়ের কারণ থাকলেও বাস্তবে তেমন সম্ভাবনা বেশ কম। সাধারণত সেনাবাহিনীর কমাণ্ড দেখলে এড়িয়ে চলে ওরা, গুরুতর কারণ না-থাকলে হামলা করার দুঃসাহস দেখায় না; মূলত চেহারাই দেখায় না কারণ ওদের সাফল্য নির্ভর করে কৃত অপরাধ ইণ্ডিয়ানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার উপর। তাই সযত্নে পরিকল্পনা করে ওরা, চুপিসারে রেইড চালায় এবং এমনভাবে কাজ সারে যাতে মনে হয় ইণ্ডিয়ানরা দায়ী। তবে কখনও মওকা পেলে যে সেনাবাহিনীর উপর চড়াও হয় না, তা নয়…

কোন কারণে যদি রেনিগেডদের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, এমনকী যদি ওরা জেতেও, ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হবে, পেট্রল বাহিনী এক প্রকার নখদন্তহীন হয়ে পড়বে। ব্যাপারটা ইণ্ডিয়ানদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যাবে না, বরং খবরটা পেয়েই উৎসাহিত হবে ব্রেভরা, খর্বশক্তির পেট্রল বাহিনীর উপর সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। দুই গোত্রের সর্দার রোমান নোজ আর ব্ল্যাক কেটল চাইলে অনায়াসে দু'শো যোদ্ধা জোগাড় করে ফেলতে পারবে, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ওদের অসন্তোষ যেহেতু চরমে পৌঁছেছে।

সামনে বিস্তীর্ণ অঞ্চল মূলত পাইনঝাড়ে পরিপূর্ণ নিচু রীজ আর অগভীর সবুজ উপত্যকার সমাহার। পাইনের সঙ্গে পাহাড়ী ঢালে অ্যাসপেনও রয়েছে। উত্তর-পশ্চিমে, নিচু রীজ ছাড়িয়ে দিগন্তে ঝাপসা দেখাচ্ছে দূরের পাহাড়শ্রেণী, আনাচে-কানাচে ঘন বনভূমি জন্মেছে, আর শৃঙ্গের চূড়ায় এখনও শীতে জমে যাওয়া শুভ্র বরফ চোখে পড়ছে।

এমন এলাকায় অ্যাম্বুশে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। জেফ ল্যাম্বার্টের কাছ থেকে নিশ্চয়ই পেট্রল বাহিনীর লোকবল ও শক্তি সম্পর্কে জেনেছে রেনিগেডরা। তবে আশার কথা ওরা নগদে বিশ্বাসী, বিনিময়ে পর্যাপ্ত টাকা বা মালামাল পাওয়া না-গেলে

কারও উপর হামলা করতে আগ্রহ পায় না। পেট্রল বাহিনীকে পর্যুদস্ত করতে পারলে শুধু ঘোড়া পাবে। তবে ঘোড়া সংগ্রহ করার এরচেয়ে অনেক সহজ পদ্ধতি ওদের জানা আছে।

খবর নিয়ে ফিরে এল লেইক গ্রোভার। স্যাডল না-ছেড়েই কাছে চলে এল সে। জানাল গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে চলে গেছে অ্যাম্বুলেন্স, শুরুতে ওয়্যাগন ট্রেইল ধরে এগিয়েছে।

'ভাল কাজ দেখিয়েছ,' সার্জেন্টের প্রশংসা করল মেজর। 'একটা কথা। ওদের ক্যাম্প খুঁজে পেলে চোখ-কান খোলা রেখো। পাহারায় থাকতে পারে কেউ। কোনভাবে যদি একজনকে বন্দি করা যায়...যাক্গে, ক্যাম্প খুঁজে পেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে আমাকে।'

সেনাবাহিনীর রীতিনীতি বা শৃঙ্খলা মেনে চলার ব্যাপারে খুবই উদার মেজর হ্যানলন, সারাটা জীবনে এই নিয়মে অভ্যস্ত হয়ে গেলেও এও জানে রুক্ষ, বৈরী পশ্চিমে ওসব আঁকড়ে থাকলে চলে না, বরং রদবদল করা কখনও কখনও জরুরি হয়ে পড়ে। পুঁথিগত বিদ্যা এখানে অচল। প্রজ্ঞা, বুদ্ধি আর বিচক্ষণতা খাটিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কর্মপন্থা ঠিক করতে হয়। শৃঙ্খলার ব্যাপারে কট্টরপন্থী হলেও অধীন সৈন্যদের জানমালের ব্যাপারে পুরোদস্তুর সচেতন ও আন্তরিক সে। সবার আগে বাহিনীর নিরাপত্তা করে এমনকী প্রতিটি সৈনিকের ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করে। তাই ফোর্ট থেকে বেরোলে বেশিরভাগ সময় মেজর হ্যানলনের ভাবনা জুড়ে থাকে অধীন সৈনিকদের ভাল-মন্দ, রসদ, ঘোড়ার অবস্থা, অস্ত্রশস্ত্র...প্রতিটি বিষয়ে বাড়তি দায়িত্ব বোধ করে সে।

সেনাবাহিনীর কৌশলের ব্যাপারেও একই কথা প্রযোজ্য। যুদ্ধ বা লড়াই কখন এড়িয়ে চলতে হয়, এটা প্রতিটি অফিসারের জানা উচিত। প্রতিপক্ষের দুর্বলতার মুহূর্তে আঘাত হানতে হয়, তা হলে অল্প আয়াসে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করা সম্ভব। জীবনে বহুবার এ কৌশল অবলম্বন করে সফল হয়েছে সে, প্রতিপক্ষ অপেক্ষাকৃত

শক্তিশালী ও সুবিধাজনক থাকার পরও হার মেনেছে; লড়াইয়ের ফলাফল হয়েছিল অভূতপূর্ব—শত্রুর চরম সর্বনাশ করার বিপরীতে নিজেদের ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ ছিল প্রায় মামুলি।

মিনিট দশ পর যাত্রা শুরু করল বাহিনী। পাশাপাশি দু'জন করে এগোচ্ছে। সবার আগে মেজর হ্যানলন আর লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন, তারপর পর্যায়ক্রমে অন্যরা।

এগিয়ে চলার ফাঁকে পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল মেজর উইল হ্যানলন। সাধারণত সেনাবাহিনীর দলবদ্ধ যে-কোন ইউনিটের বিরুদ্ধে লড়াই এড়িয়ে চলে রেনিগেডরা, কিন্তু কেউ অতি উৎসাহী বা বেপরোয়া হয়ে উঠতে পারে। তাই আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা নিয়ে এগোতে হবে। সব ধরনের পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকাই শ্রেয়।

সদ্য রিক্রুট করা সৈনিকদের ক্লোজ-অর্ডার ড্রিল করাতে গিয়ে কতই না সময় নষ্ট হয়! ব্যাপারটা রীতিমত পীড়াদায়ক মনে হয় মেজর হ্যানলনের কাছে। কাজের কাজ কিছুই হয় না তাতে। শুধু সময় নষ্ট! প্যারেড তৈরি বা মার্চিং শেখাতে গিয়ে দিনের পর দিন লেগে যায়। অথচ এ ধরনের অনুশীলন বাস্তবে, লড়াইয়ের ময়দানে এতটুকু কাজে লাগে না। নতুন নিয়োগ পাওয়া সৈনিককে সবই শেখানো হয়, শুধু কীভাবে সম্মুখসমরে লড়তে হবে—এটা ছাড়া। সৈনিক জীবনের মূল শিক্ষা কেবল লড়াইয়ের মাধ্যমে সম্ভব, বেঁচে থাকার চেষ্টা হতে পারে সত্যিকার অনুশীলন। এক লড়াইয়ে যখন কেউ টিকে থাকে, পরের লড়াইয়ের জন্য সে হয়ে যায় দক্ষ ও অভিজ্ঞ। আসল শিক্ষা তো এটাই!

টানা দুই ঘণ্টা এগোল বাহিনী। শেষে ক্ষণিকের বিরতি দিতে এক উপত্যকায় থামার নির্দেশ দিল মেজর। পর্যাপ্ত ঘাস আর পানি আছে এখানে। শত্রুর মুখোমুখি হতে হলে সময়মত বিশ্রামের বিকল্প নেই, মেজর চায় সৈন্য এবং তাদের বাহন—সবাই তরতাজা থাকুক।

পরিশ্রান্ত শ্রমিকদের মাঝে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকের অবস্থা জেনে নিল মেজর। প্রতিটি ঘোড়া খুঁটিয়ে দেখল।

শেষে দলের শুরুতে ফিরে এল।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব, স্যার?' জানতে চাইল টমাস ক্রিসপিন।

'বলো।'

'আপনি কি ভাবছেন রেনিগেডদের নেতৃত্ব দিচ্ছে লেফটেন্যাণ্ট ডুনাওয়ে?'

'উঁহুঁ, অমন কিছু আমি বোঝাইনি। কিন্তু বেশ কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি, আসলে কী ঘটেছে পরিষ্কার হওয়া দরকার। ডুনাওয়ের জুলসবার্গে যাওয়ার কারণটা রহস্যময়। অথচ সেণ্ট লুই যাবে বলে ছুটি নিয়েছিল সে। আর এখন সে আছে আমার মেয়ের সঙ্গে, যখন তার থাকার কথা ফোর্ট লারামিতে। কোনভাবেই ওর অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে থাকার কথা নয়। নারকীয় হত্যাকাণ্ডের আগে ইচ্ছাকৃতভাবে অ্যাম্বুলেন্সটাকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়াও রহস্যময়। এতে আপাতত শুধু একটা ব্যাপারই প্রকাশ পায়: অমন ভয়ানক ঘটনা যে হবে সে আগে থেকে জানত।

'আরও একটা ব্যাপার,' ব্যাখ্যা করল মেজর হ্যানলন। 'ক্রমে পশ্চিমে যাচ্ছে সে। ছুটি শেষে কাজে যোগ দেয়নি, তেমন নমুনাও দেখা যাচ্ছে না। এতে তুমি কী বুঝছ জানি না, কিন্তু আমি বুঝি শুধু একটাই—সেনাবাহিনী থেকে পালাতে চাইছে সে।'

'কিন্তু এর সবই অনুমান, স্যার,' সবিনয়ে প্রতিবাদ করল টম ক্রিসপিন। 'আপনি যেভাবে ব্যাখ্যা করলেন, প্রতিটি ব্যাপার অন্য ভাবেও ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।'

'হ্যাঁ। সত্যি কথা বলতে কী, লেফটেন্যাণ্টের মুখ থেকে ওসব শোনার জন্য আমি নিজেও আগ্রহ বোধ করছি। তবে ওর দেওয়া কোন ব্যাখ্যাই বোধহয় ধোপে টিকবে না বা নিরেট কিছু হবে না, যদি আদৌ ব্যাখ্যা থেকে থাকে।'

মুখ তুলে সূর্যের দিকে তাকাল মেজর হ্যানলন। তাপে পিঠ তাতাচ্ছে এখন। প্রতিটি সৈনিক ঘামে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। 'আরও পাঁচ মিনিট দাও, লেফটেন্যান্ট, তারপর যাত্রা করব আমরা।'

'ডুনাওয়ে আমার বন্ধু, স্যার,' দৃঢ় স্বরে বলল ক্রিসপিন। 'কিন্তু তারচেয়েও বড় কথা, ওকে আমি চিনি। জানি ওর পক্ষে কী সম্ভব আর কী অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না অমন জঘন্য কাজ করেছে ও।'

'বন্ধুর উপর এতটা আস্থা রাখার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। আশা করছি এর যোগ্যতা সে রাখে, অপাত্রে দান হয়ে যাচ্ছে না। যাই হোক, দেখা হলে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়েকে গ্রেফতার করতে হবে আমাদের।'

'সেটা কি করতেই হবে?'

'হ্যাঁ। নির্দেশ বা নিয়ম অমান্য করার সুযোগ নেই তোমার।'

অপ্রস্তুত হয়ে গেল লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন। 'নিশ্চয়ই, স্যার!'

লেফটেন্যান্টকে চলে যেতে দেখল মেজর হ্যানলন। ডুনাওয়ে মানুষ হিসাবে যাই হোক, সতীর্থ ও অধীন সৈনিকদের প্রবল আস্থা ও বিশ্বস্ততা অর্জন করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ফোর্ট লারামিতে এমন কেউ নেই যে ডুনাওয়ের পক্ষে কথা বলবে না, কিংবা প্রয়োজনে ওর জন্য লড়াই করতেও পিছ-পা হবে না।

ব্যাপারটা সত্যি চমকপ্রদ, স্বীকার করতে বাধ্য হলো মেজর হ্যানলন। এ যোগ্যতা বা অর্জন বহু সিনিয়র অফিসারেরও নেই। ব্যক্তিগতভাবে ডুনাওয়ের প্রতি বিদ্বেষী হওয়া দূরে থাক, এমনকী তাকে রীতিমত সমীহ করে মেজর; কিন্তু সমস্যা হয়েছে শুধু এক জায়গায়—অ্যানিটার সঙ্গে সম্পর্ক। সেটাই এ-মুহূর্তে মেজরের কাছে বিবেচ্য বিষয়।

দুনিয়ায় এত পুরুষ থাকতে মেয়েটা পছন্দ করল তাকেই! খুব স্বাধীনচেতা আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীনতা—সাকল্যে ডুনাওয়ের বিরুদ্ধে দুটো অভিযোগ দাঁড় করানো যায়; নইলে

লেফটেন্যান্টের মধ্যে সমালোচনা করার মত আর বলতে গেলে কিছুই নেই। *যারে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।* নাথান ডুনাওয়ের সেই দশা হয়েছে।

আত্মসমালোচনায় কাজ হলো না, উপলব্ধি করল মেজর উইল হ্যানলন, ডুনাওয়ের প্রতি ক্ষোভ বা অসন্তোষ প্রশম হয়নি। মেয়ের সিদ্ধান্ত সে কোনভাবে মেনে নিতে পারছে না—এটাই হচ্ছে বড় কথা।

একতরফাভাবে ডুনাওয়েকে তুলোধুনা করা কি ঠিক হচ্ছে?

মানুষ হিসাবে মেজর হ্যানলন সৎ, বিবেকবান এবং আন্তরিক; এমনকী নিজের ক্ষেত্রেও কোন কিছু সহজে মেনে নেয় না। অনেক ব্যাপারে কট্টরপন্থী, নিয়মতান্ত্রিকতার একনিষ্ঠ পূজারী বটে, কিন্তু নিজেকে ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বেও মনে করে না। ঠিক এজন্যই আত্মসমালোচনা করছে সে, ডুনাওয়ে বা মেয়ের আবেগ সম্পর্কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির যৌক্তিকতা বিচার করছে। লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়েকে সন্দেহ করা কতটুকু উচিত? ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েনি তো?

ইচ্ছে করে অ্যানিটার কথা ভাবছে না সে। পাছে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, কোনরকম ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। প্রতিটি বিষয়ে সুচিন্তিত ও যৌক্তিক বিবেচনা বা সিদ্ধান্ত দাবি করছে পরিস্থিতি। সন্দেহ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আশঙ্কা বা আবেগ···কোনটাই কাজে আসবে না, বরং মোক্ষম সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

মিনিট দশ পর আবার যাত্রা করল পেট্রল বাহিনী। প্রথমে ঘোড়াকে হাঁটাল মেজর, তারপর মাইল খানেক পাড়ি দিয়ে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল।

খুব বেশি সময় নেই ওদের হাতে।

তিন

প্রথমে উপত্যকার শেষ প্রান্তে ঝোপঝাড়ে ঘেরা এক জায়গায় অ্যাম্বুলেন্স লুকিয়ে রেখেছে লেফটেন্যাণ্ট নাথান ডুনাওয়ে, তারপর ঘোড়াগুলোকে ঘাসের উপর ছেড়ে দিয়ে ট্র্যাক লুকানোর কাজে নেমে পড়ল। জানে একেবারে নিশ্চিহ্ন করা অসম্ভব, দক্ষ ট্র্যাকার হলে ঠিকই খুঁজে বের করে ফেলবে, তারপরও কষ্ট করছে বাড়তি কিছু সময় পাওয়ার আশায়। কেউ পিছু নিলে বা অনুসরণ করলে যাতে তার বা তাদের দেরি হয়।

নাথান খুব ভাল করে জানে আদপে ইণ্ডিয়ান বা রেনিগেডদের ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না। তাই তেমন কিছু আশাও করছে না। শত্রুদের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে ওর, তাই কাউকেই খাটো করে দেখার বোকামি করছে না। একটাই লক্ষ্য ওর: মেজর উইল হ্যানলনের পেট্রল বাহিনী কাছাকাছি পৌঁছানো পর্যন্ত শত্রুদের ফাঁকি দিয়ে থাকা।

একই সঙ্গে ফোর্ট ব্রিজারের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। নাথান জানে ব্রিজারের দিকে যাত্রা করাই যৌক্তিক। শুধু ওখানে পৌঁছাতে পারলেই সত্যিকার নিরাপত্তা মিলবে। তবে সেখানে পৌঁছানো সত্যি কঠিন হবে।

আরও একটা ব্যাপার: মেজর হ্যানলনের পক্ষে পেট্রল বাহিনী নিয়ে নির্দিষ্ট দূরত্বের পর আর যাওয়া সম্ভব হবে না, ফোর্ট লারামি ফিরে যেতে হবে। চাইলেই মেয়েকে উদ্ধারের অভিযানে যেতে পারবে না সে। দুটো কারণ: প্রথমটি এক্তিয়ারের ব্যাপার, খোদ

একটা ইউনিটকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা যায় না, আর দ্বিতীয় কারণ: পেট্রল বাহিনীর সঙ্গে পর্যাপ্ত রসদ আছে বটে, তবে সীমিত সময়ের জন্য—মিশন পূর্ণতার স্বার্থে যতটা দরকার ততটা হিসাব করে যোগান দেওয়া হয়েছে; ফোর্ট লারামি থেকে দলটা যাত্রা করার সময় কেউ জানত না দু'শো মাইল দূরে আসার পর রেনিগেডদের তাড়া করার দরকার হতে পারে, কিংবা ওয়্যাগন ট্রেন লুট হতে পারে। রেনিগেডদের শায়েস্তা করা বা অ্যাম্বুলেন্স উদ্ধার করার দায়িত্ব দেওয়া হয়নি পেট্রল বাহিনীকে। পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী বড়জোর দু'তিনদিন তারা তালাশ চালাতে পারবে, তারপর রসদ ফুরিয়ে এলে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যেতে হবে ফোর্ট লারামি।

চিন্তার কথা হচ্ছে, পেট্রল বাহিনীর টহল-এলাকার প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে অ্যাম্বুলেন্স। আর বড়জোর পঞ্চাশ মাইল পাড়ি দেওয়ার এক্তিয়ার রয়েছে মেজর হ্যানলনের, কিন্তু এরপর ফোর্টে ফিরে যেতে হবে।

সেক্ষেত্রে, এখন নাথানদের করণীয়: দক্ষিণ ও পুবদিকের ট্রেইলে নজর রাখতে পারবে এমন জায়গায় অবস্থান নিয়ে পেট্রল বাহিনীর অপেক্ষায় থাকতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি মেজর হ্যানলনের দেখা না-পায়, দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ছুটতে হবে ফোর্ট ব্রিজারের উদ্দেশে।

ব্রিজারের দূরত্ব এখান থেকে আনুমানিক একশো মাইল।

কাজ শেষে যখন অ্যাম্বুলেন্সের কাছে ফিরে এল নাথান, পুব আকাশ তখন ফর্সা হয়ে গেছে। ওর জন্য অপেক্ষায় ছিল মেরিয়ন ক্রকেট। 'কফি তৈরি করলে অসুবিধা হবে, লেফটেন্যান্ট? যা ক্লান্ত সবাই, কফি না-হলে আর চলছে না!'

'বেশ তো। আয়রন হাইড আগুন জ্বালিয়ে দেবে। তবে একটু সতর্ক থাকতে হবে, ধোঁয়া হবে এমন কিছু যাতে আগুনে দেওয়া না-হয়। আর নাস্তার পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভালভাবে আগুন

নিভিয়ে দিতে হবে।'

মুখে যাই বলুক, নাথান জানে আগুন জ্বালানো খুবই ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তবে গরম খাবার আর কফিরও বিকল্প নেই। সবার শরীর ও মন চাঙা হবে তাতে। আয়রন হাইড দুর্ধর্ষ চেরোকি যোদ্ধা ছিল একসময়, নির্ভরযোগ্য লোক, সে জানে কী করে আগুন ছোট রাখতে হয়।

ঘুরে চলে আসছিল নাথান, কিন্তু মেরিয়ন ক্রকেটের ডাকে ফিরে তাকাল।

'লেফটেন্যান্ট, আমি তো এসবের কিছুই বুঝতে পারছি না!' সামান্য অসহিষ্ণু শোনাল মিসেস ক্রকেটের কণ্ঠ। 'যদি বিপদের এত সম্ভাবনাই ছিল, ওয়্যাগন ট্রেনের নিরাপত্তা বাদ দিয়ে কেন আমাদের নিয়ে এলে?'

'ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে থাকলে বিপদে পড়ে যেতাম আমরা। আমার উপর বিশ্বাস রাখো, ম্যা'ম।'

'বেশ, রাখলাম। কিন্তু আমাদের নিয়ে যাচ্ছ কোথায়, জানতে পারি?'

বগলে বেশ কিছু শুকনো কাঠ নিয়ে এসময় ক্যাম্পে ঢুকল কর্পোরাল লিউ বায়ার। দু'জনের আলাপের শেষটুকু শুনে আকৃষ্ট হয়েছে সে, দাঁড়িয়ে থেকে কান পাতল।

'কী জানো, ম্যা'ম, এখানে সবার প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছি আমি,' শান্ত স্বরে বলল নাথান, ধৈর্য হারায়নি। 'ওয়্যাগন ট্রেন পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।'

'বলতে চাইছ...এত লোকজন, সবাই...খুন হয়ে গেছে? ওহ্, না! এ তো অসম্ভব ব্যাপার।'

'স্বচক্ষে দেখলে যতটা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব, ততটাই নিশ্চিত আমি। ওয়্যাগন ট্রেন বলতে কিছু নেই, ওখানে শুধু ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যাবে এখন। বোধহয় একজন মানুষও বেঁচে নেই। আমি তোমাকে ভড়কে দিতে চাই না, ম্যা'ম, কিন্তু এটাই সত্যি। ওদের

সতর্ক করে দিয়েছিলাম, বলেছি জুতসই জায়গা বেছে নিয়ে থেমে প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিতে। বড়জোর এক-দেড়দিন যদি ঠেকিয়ে রাখা যেত, ততক্ষণে পেট্রল বাহিনী পৌঁছে যেত। কিন্তু আমার কথায় পাত্তা দেয়নি কেউ। অগত্যা ব্যক্তিগত প্রভাব খাটিয়ে আমি তোমাদের নিয়ে সরে এসেছি।'

তীক্ষ্ণ চোখে নাথানকে দেখছে মহিলা, বোঝার চেষ্টা করছে নাথান মিথ্যে বলছে কি-না। 'বুঝতে পারছি না কী করা উচিত,' শেষে অসহায় স্বরে বলল মেরিয়ন ক্রকেট। 'জীবনে বোধহয় এত ভয় কখনও পাইনি! কী কুক্ষণে যে বেড়াতে যেতে চাইলাম, আর শেনও আমাকে ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিল!' স্বামীর প্রতি অনুযোগ ঝরে পড়ল মহিলার কণ্ঠে। 'একটু খোঁজখবর নেওয়া উচিত ছিল না? তা নয়, হুট করে আজব কিছু লোকের সঙ্গে স্ত্রীকে ঠেলে দিল! কেন, আমি কি অন্যভাবে যেতে পারতাম না? ওহ্, কী যে করি, আমার আর কিছুই ভাল লাগছে না!'

চুপ করে থাকল নাথান, স্বামী-স্ত্রীর বিষয়ে আলাপ করার রুচি নেই। সবচেয়ে বড় কথা, বিপর্যস্ত পরিস্থিতির কারণে অভিযোগ করছে মিসেস ক্রকেট, আদপে এসব তার মনের কথা নয়। প্রায় হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার অবস্থা। নাথান বুঝতে পারছে পরের ধাপে ওর প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করবে মহিলা।

তার আগেই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে নিতে হবে। তাতে লাভ বৈ ক্ষতি হবে না, ভাবল নাথান ডুনাওয়ে। পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা উচিত সবার, নইলে ভুল বোঝাবুঝি হয়ে যেতে পারে।

'বায়ার, অন্যদেরকে এখানে আসতে বলবে?' কর্পোরালকে ডেকে বলল নাথান। 'মিসেস ক্রকেট, তুমিও অ্যানিটাকে আসতে বলো।'

'আমি এসেছি।'

অ্যাম্বুলেন্সের পিছন-দরজা দিয়ে মুখ বের করেছে অ্যানিটা

হ্যানলন। পাদানি হয়ে মাটিতে নেমে এল ও। ছিপছিপে দেহের দীর্ঘাঙ্গিনী। একটু লম্বাটে মুখ, চাহনি গম্ভীর। রাজ্যের মায়া ওর আয়ত নীল চোখে। মুহূর্তের জন্য নাথানের সঙ্গে দৃষ্টি এক হলো অ্যানিটার, কিন্তু কিছু না-বলে পুরুষদের আসার অপেক্ষায় থাকল নাথান।

ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। প্রেয়ারির স্বস্তিকর আবহাওয়া হয়তো কিছুক্ষণ পর সূর্যের খরতাপে অসহনীয় হয়ে উঠবে, তবে তার আগ পর্যন্ত সকালটা ভালই কাটবে। আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই, ঝকঝকে পরিষ্কার। বসন্তের ছোঁয়া লেগেছে প্রকৃতিতে, মাটির উপর সবকিছু ক্রমে সতেজ হয়ে উঠছে।

বাম দিকে নিচু একটা টিলা রয়েছে। উপত্যকাটা ছোট, তবে গাছপালা ও ঝোপঝাড়ে ভরা। যথেষ্ট আড়াল ছাড়াও ঝর্না আর পর্যাপ্ত ঘাস রয়েছে বলে পছন্দ করেছে নাথান। একেবারে কাছ থেকে না-দেখলে বোঝার উপায় নেই যে নিচু টিলার পিছনে এমন একটা উপত্যকা রয়েছে, কারণ ঢোকার জায়গাটা খুব সঙ্কীর্ণ এবং ঝোপঝাড়ে ঘেরা। বুনো প্রাণীর চলাচলের রাস্তা ছিল একসময়।

টিলার গা বেয়ে পাহাড়ী ঝর্না নেমে এসেছে উপত্যকার বুকে। পরে সরু নালার আকারে নীচের বেসিনে গিয়ে পড়েছে। বিস্তর গাছপালা জন্মেছে আনাচে-কানাচে, অগভীর অ্যারোয়োর মত খাদ বা নিচু জমিতে অনায়াসে চার-পাঁচটা অ্যাম্বুলেন্স লুকিয়ে রাখা যাবে। টিলার চূড়া ছাড়া অন্য কোন জায়গা থেকে চোখে পড়বে না। ঝর্নার অবস্থান একশো গজের মধ্যে। তবে সবচেয়ে বড় সুবিধা প্রতিটি টিলা প্রায় একইরকম, আলাদাভাবে ধরার উপায় নেই যে এটার কোলে অ্যাম্বুলেন্স লুকিয়ে রাখার মত পর্যাপ্ত জায়গা আছে।

অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার আন্দ্রেস মোয়েলার। গাট্টাগোট্টা দেহের এক জার্মান। মাথামোটা ও গোঁয়ার হিসাবে বদনাম আছে তার। জার্মান সেনাবাহিনীতে ছিল একসময়। কিন্তু কোন কারণে দেশ

ছেড়ে পশ্চিমে চলে আসে সে। নির্ভরযোগ্য, সমর্থ এবং বিশ্বস্ত। সকালে সূর্যোদয়ের উপর যতটা বিশ্বাস রাখা যায়, ঠিক ততটাই রাখা যায় মোয়েলারের উপর।

চেরোকি আয়রন হাইডের জন্ম ওকলাহামার পুবাঞ্চলে। প্রায় ছয় বছর হলো ক্যাভালরিতে আছে। বেশ লম্বা সে, সামান্য কুঁজো হয়ে হাঁটে। বয়স মাত্র তেইশ হলেও দেখে মনে হয় ত্রিশ চলছে; সম্ভবত ষাট বছরেও একইরকম দেখা যাবে ওকে। কঠিন মানুষ, ক্লান্তি কী জিনিস জানে না। ঘুমায় কম। যে-কোন অস্ত্রে নিপুণ লক্ষ্যভেদী।

ড্যান রসেট মূলত ভবঘুরে। কোন কাজে বেশিদিন লেগে থাকতে পারে না। হেন কাজ নেই যা করেনি। সাধারণ কাজের বাইরে রেললাইন ও স্টিমবোটের শ্রমিক, পত্রিকার মেশিনম্যান, এমনকী ডেপুটি মার্শাল হিসাবেও এক শহরে কাজ করেছে কিছুদিন। কাউহ্যাণ্ড হিসাবে দক্ষ। তবে ট্রেইল ড্রাইভে বেশি আনন্দ পায়।

দুই বছর ধরে সপ্তম আইওয়া ক্যাভালরিতে চাকুরি করছে, তবে নাথানের ধারণা আগেও সেনাবাহিনীতে ছিল রসেট, অন্য কোথাও। ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযানে নিযুক্ত বাহিনীতে বেশিদিন কাজ করতে চায় না বেশিরভাগ সৈনিক, প্রতি মুহূর্তে প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে খেলতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। স্নায়ুর চাপের কাছে একসময় পরাস্ত হয়ে চাকুরি ছেড়ে দেয় বা পালিয়ে যায়। মাঝখানের সময়ে হয়তো পাহাড়ে গিয়ে প্রসপেক্টিং বা বাফেলো শিকার করে, কিন্তু পেটের তাগিদে পরে আবার সেনাবাহিনীতে ফিরে আসে।

টিলার চূড়ায় পাহারায় রয়েছে ড্যান রসেট।

'কিছু দেখেছ?' খানিকটা চড়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল নাথান।

'কিচ্ছু না! মানুষ দূরে থাক, একটা হরিণও দেখতে পাইনি।'

একে একে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অন্যরা। দু'জন মহিলা

আর রসেট সহ চারজন পুরুষ। সবার উপর একবার চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে নিল নাথান, তারপর পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল। 'ওয়্যাগন ট্রেন ছেড়ে যখন আমার সঙ্গে চলে আসতে বলেছি, শুনে হয়তো মনে হয়েছে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানতাম তোমাদের প্রাণ বাঁচানোর সেটাই একমাত্র উপায় ছিল তখন।

'মাঝে মধ্যে জুলসবার্গে যাই আমি। একজন সৈনিকের জন্য সেটা অস্বাভাবিক হলেও বিশেষ কারণে যেতে হয়। কেউ কেউ হয়তো জানো আমার জন্ম এখানে, এখানেই বড় হয়েছি। জুলসবার্গে পরিচিত এক লোক আছে আমার। সে-ই খবর পাঠাল ওয়্যাগন ট্রেন সাউথ পাসে পৌঁছতে পারবে না। নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলাম।

'ওয়্যাগন ট্রেনে তোমাদের সঙ্গে যখন দেখা হলো, ততক্ষণে অনেকটা পথ পেরিয়ে এসেছ, আর ওয়্যাগন-মাস্টার অনেকটা নিশ্চিত হয়ে গেছে যে সম্ভাব্য সব বিপদ পিছনে ফেলে এসেছ তোমরা। কেউ হয়তো ওর সঙ্গে তর্ক করতে দেখেছ আমাকে, ওকে বোঝাতে চেয়েছিলাম যে ভাল একটা জায়গা বেছে নিয়ে প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতে। মূল কারণ অবশ্য মেজর উইল হ্যানলনের নেতৃত্বাধীন পেট্রল বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করা।

'কিন্তু আমার পরামর্শ গ্রহণ করেনি সে। বেসামরিক লোক বলে ওয়্যাগন-মাস্টার বা অন্য কারও উপর আমার কর্তৃত্ব ছিল না, সেনাবাহিনীর লোক হিসাবে যেটা তোমাদের উপর আছে। তাই অ্যাম্বুলেন্স সহ তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছি আমি।'

'আসার পথে মিস্ হ্যানলনকে তুমি বলেছ যে ওয়্যাগন ট্রেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে,' মুখ খুলল কর্পোরাল লিউ বায়ার। 'একটু আগে মিসেস ক্রকেটকেও তাই বলেছ। এত নিশ্চিত হলে কী করে?'

'না, এত নিশ্চিত হওয়ার উপায় নেই। তবে গতকাল দূরে

ধোঁয়া দেখেছি আমরা, ঠিক যেখানে ওয়্যাগন ট্রেনের থাকার কথা, সেখানে।'

'ওয়্যাগন ট্রেনের সব মানুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া চাট্টিখানি কথা নয়, লেফটেন্যান্ট। ওদের মধ্যে কঠিন, শক্ত কিছু লোক ছিল।'

'জুলসবার্গ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী—এবং সেটা একটুও ভুয়া নয়—বিপক্ষে অন্তত চল্লিশজন লড়াকু, বেপরোয়া লোক ছিল। অতর্কিতে হামলা করায় ওস্তাদ এরা। এ-ধরনের সমাবেশে রেইড বা হামলা করার অভিজ্ঞতা ওদের অন্তত কয়েক বছরের। কাজটা করতে করতে হাত পাকিয়ে ফেলেছে ওরা।

'এরা কেউ কিন্তু ইণ্ডিয়ান নয়। সাদা রেনিগেড, যাদের অনেকে একসময় সেনাবাহিনীতে ছিল। যোদ্ধা হিসাবে এরা প্রথম শ্রেণীর। সবচেয়ে বড় কথা, হামলার সময় বা জায়গা নিজেদের সুবিধা মত ঠিক করে নেয়, যাতে অসহায় যাত্রীদের চরম ক্ষতি করতে পারে। যদ্দূর জানি এদের হাত থেকে আজ পর্যন্ত গুটি কয়েক মানুষ নিস্তার পেয়েছে, তাও নেহাত সৌভাগ্যক্রমে। যখনই কোথাও হামলা করেছে ওরা, নির্বিচারে মানুষ খুন করেছে। বাচ্চা বা মহিলা বলে কাউকে খাতির করেনি। ওদের কৌশলই হচ্ছে আগে যাত্রীদের পাইকারি হারে খুন করা, যাতে কেউ প্রতিরোধ করতে না পারে কিংবা সাক্ষী হিসাবে বেঁচে থাকতে না-পারে। সবার শেষে লুটপাট চালায়।'

'রেনিগেডদের ব্যাপারে তোমাকে খুব নিশ্চিত মনে হচ্ছে, লেফটেন্যান্ট,' গম্ভীর স্বরে বলল লিউ বায়ার। 'খটকা লাগে না যে আসল ঘটনা ঘটার আগে থেকেই সব জেনে গেছ তুমি?'

মেজাজ ধরে রাখল নাথান। এখন অধৈর্য হলে চলবে না। তা ছাড়া, এ-ধরনের প্রশ্ন অপ্রত্যাশিত নয়। ড্যান রসেট বা এদের জায়গায় থাকলে একই প্রশ্ন ও-ও তুলত। 'একটা ব্যাপারে আমি আরও বেশি নিশ্চিত, কর্পোরাল বায়ার, ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে

আমি যোগ না-দিলে বা জোর করে তোমাদের এখানে নিয়ে না-এলে এতক্ষণে লাশ হয়ে পড়ে থাকতে ওখানে। একটা কথা শুনে নাও। আমার যদি কিছু হয়ে যায়, তা হলে তুমিই কমাণ্ডে থাকবে। আশা করছি আমার কথাগুলো তখন মনে থাকবে। ওই দলের নেতার কথা বলতে পারি, দুনিয়ায় বোধহয় ওর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক কোন লোক জীবিত নেই। আশঙ্কার কথা হচ্ছে, এখনও ওদের ফাঁকি দিয়ে নিরাপদ দূরত্বে আসতে পারিনি আমরা।'

'ফোর্ট ব্রিজারে যেতে চাও তুমি?'

'রেনিগেডদের হেডকোয়ার্টার আমরা পিছনে ফেলে এসেছি, আর ওরা আমাদের ধারে-কাছে কোথাও আছে। এটা ওদের এলাকা। একচ্ছত্র আধিপত্য ওদের। এমনকী ইণ্ডিয়ানরাও ওদের ঘাঁটাতে সাহস পায় না। ওরা যেহেতু ফিরে আসতে পারে, তাই অপেক্ষা করব বলে ঠিক করেছি।'

'আমাদের সম্পর্কে জানে ওরা?'

শ্রাগ করল নাথান। 'বলা মুশকিল। তবে জানলে যে ছুটে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রেনিগেডদের নেতা লোকটা খুবই ধুরন্ধর। আর যাকে হোক, ওকে বোধহয় ফাঁকি দেওয়া যাবে না। আগে-পরে যখনই হোক, অ্যাম্বুলেন্সের অনুপস্থিতি ঠিকই টের পেয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, কাউকে জীবিত ফিরতে দেওয়ার ইচ্ছে নেই ওদের। আর মেয়েরাও একটা কারণ।'

আলোচনায় ছেদ পড়ল কফির আমন্ত্রণে। 'কফি তৈরি হয়ে গেছে,' জানাল মিসেস ক্রকেট। 'নাস্তা খেতে এসো সবাই।'

ড্যান রসেট নাস্তা সেরে লুক-আউটে চলে যাওয়ার পর কর্পোরাল বায়ারের দিকে ফিরল নাথান। 'ওয়্যাগন আর মেয়েদের সঙ্গে থাকবে তুমি ও মোয়েলার। অন্তত একজন সজাগ থাকবে সর্বক্ষণ। এ ব্যাপারে গাফিলতি হলে চরম মূল্য দিতে হতে পারে।

'রসেট, আয়রনহাইড আর আমি পালা করে টিলার উপর থেকে নজর রাখব।'

অন্যরা এদিক-ওদিক সরে যেতে আগুনের পাশে এসে বসল নাথান, কফিপট থেকে কাপে গরম কফি ঢেলে নিল।

'অবস্থা ভাল ঠেকছে না আমার, ন্যাট,' শঙ্কিত স্বরে বলল অ্যানিটা।

'আমারও ভাল লাগছে না।'

'মূল ট্রেইল থেকে সরে এসেছি আমরা, একইসঙ্গে বাবার জন্যও অপেক্ষা করতে চাইছ। কিন্তু সরে আসায় বাবা আমাদের খুঁজে পাবেন?'

'বাহিনী নিয়ে হয়তো এত ব্যস্ত থাকবেন যে তালাশ করার সুযোগ বা ফুরসত নাও পেতে পারেন। মনে করে দেখো, পেট্রল বাহিনীতে কিন্তু অভিজ্ঞ সৈনিকের সংখ্যা হাতে গোণা কয়েকজন। যদ্দূর জানি বেশিরভাগ লোকের লড়াই করার অভিজ্ঞতা নেই।'

'ওই লোকগুলো...ওরা কি *সেনাবাহিনীকেও* আক্রমণ করবে?'

'করতে পারে, যদি বিনিময়ে প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া যায়। নিরেট স্বার্থ ছাড়া এত বড় ঝুঁকি নেবে না ওরা।' মিসেস ক্রকেটের দিকে ফিরল নাথান। 'ক্যাপ্টেন কি তোমাকে পিস্তল বা কোন অস্ত্র দিয়েছে, ম্যা'ম?'

'হ্যাঁ।'

'হাতের কাছে আর তৈরি রেখো ওটা। কাজে লাগতে পারে। একটা কথা, মোয়েলার বা বায়ারকে না-জানিয়ে তোমাদের কেউ কিন্তু ক্যাম্প ছেড়ে কোথাও যাবে না। কোন অবস্থাতেই নয়! আর যদি যেতেই হয়, ওদের জানাবে এবং দু'জনে একসঙ্গে যাবে।'

নীরবে খাওয়া সেরে নিল ওরা। জ্বলন্ত কয়লার দিকে চলে যাচ্ছে নাথানের দৃষ্টি।

'ন্যাট, কী করতে চাও তুমি?' জানতে চাইল অ্যানিটা।

'আগামী দু'তিনদিন এখানে কাটিয়ে দেব। এদিকে কেউ তালাশ করবে বলে মনে হয় না, একটু অস্বাভাবিক জায়গা। যা বুঝেছি প্রথমে আমাদের খোঁজ করবে ওরা, তবে সেটা বেশি

সময়ের জন্য নয়। পরিস্থিতি অনুকূল মনে হলে পশ্চিমে যাত্রা করব আমরা, পাহাড়ী এলাকার দিকে চলে যাব।'

বাতাস নিস্তরঙ্গ হয়ে গেছে, আকাশে মেঘ নেই। টিলার দিকে নজর চালাল নাথান। চূড়াটা ন্যাড়া, গাছ নেই, শুধু একটা ঝোপ কোনরকমে টিকে আছে, আর বামনাকৃতির কিছু সিডার জন্মেছে পাথরের বুকে।

তবে ওখানে ছোটখাট একটা গর্ত আছে। তিন-চারজন লোক লুকিয়ে থাকার মত যথেষ্ট বড়। গর্তে বসে চারদিকে দৃষ্টি রাখা সম্ভব, পুরো তিনশো ষাট ডিগ্রি; আর আশপাশে একশো গজের মধ্যে কোন কাভার বা আড়াল নেই। তবে এরপর সবচেয়ে কাছে রয়েছে একইরকম আরেকটা টিলা, অপেক্ষাকৃত উঁচু। দক্ষ কোন মার্কসম্যান ওটার চূড়ায় অবস্থান নিলে দফা রফা করে দিতে পারবে ওদের। আশপাশে প্রায় পুরো এলাকা কাভার করতে পারবে, অথচ নিজে সুরক্ষিত থেকে যাবে সে। পানির অভাব ছাড়া ক্যাম্পে এটাই ওদের একমাত্র সমস্যা।

অ্যাম্বলেন্স নিয়ে ওয়্যাগন ট্রেন থেকে সরে আসার পর থেকে সযত্নে ট্রেইল মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে নাথান, নানা পদক্ষেপ নিয়েছে, যদিও জানে তাতে দক্ষ ট্র্যাকারকে ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হবে না, ঠিকই ট্রেইল বের করে ফেলবে।

দুপুরে রসেটকে বিশ্রাম দিতে টিলার উপর উঠে এল নাথান। 'অযথা সময় নষ্ট না-করে লম্বা ঘুম দাও,' বলল তাকে।

সমান জায়গায় এসে বসল ও, সামনের বিস্তীর্ণ জমিতে নজর চালাল। দিগন্তে উড়ন্ত ধুলো বা কোথাও অস্বাভাবিকতা নেই।

রাতে বোধহয় জ্যোৎস্না থাকবে। গতরাতেও তাই ছিল। পাথর আর গাছপালা রাতের বেলায় ভিন্ন চেহারা পায়। দৃষ্টিভ্রম হয়ে যেতে পারে, যদি প্রতিটি জিনিস আলাদা আলাদাভাবে মনে না-থাকে। আদপে যা নয় দেখে তাই মনে হতে পারে।

রেনিগেডদের সম্পর্কে আগাগোড়া সবই জানে নাথান। ওদের

নেতৃত্ব দিচ্ছে টাস্কো ওয়াইল্ড, কথাটা অন্যদের জানানোর দরকার মনে করেনি। এমনিতে দুশ্চিন্তার শেষ নেই ওদের, তা বাড়ানো যৌক্তিক হবে না।

সীমান্তের কুখ্যাত দস্যু কোয়ান্ট্রিল বা ব্লাডি বিল অ্যাণ্ডারসনের মত পরিচিতি পায়নি ওয়াইল্ড, কিন্তু মোটেও হালকাভাবে দেখার উপায় নেই তাকে। হিংস্রতা বা নিষ্ঠুরতায় কোয়ান্ট্রিলের সমকক্ষ বলা যায়। ঠাণ্ডা মাথার খুনি। ধুরন্ধরও। নানা কারণে এমিগ্র্যাণ্ট ট্রেইলে আস্তানা পরিবর্তন করেছে সে। নগদ লাভ হচ্ছে বেশ, উপরন্তু অপকর্মের দায় ইণ্ডিয়ানদের উপর চাপিয়ে দেওয়া যাচ্ছে, এবং চৌহদ্দিতে তেমন কোন বসতি নেই যে ওদের দুষ্কর্মের খবর সেনাবাহিনী বা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেবে। সবচেয়ে বড় কথা, পুরো এলাকা হাতের তালুর মত চেনা আছে ওয়াইল্ডের, ওর মত আর কেউ ভালভাবে এ এলাকা চেনে না।

টাস্কো ওয়াইল্ডের কথা কম-বেশি সবাই জানে, কিন্তু এটা জানে না যে এত পশ্চিমেও অভিযান চালাচ্ছে। কেণ্টাকি এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে সে, এমন কথা শোনা গেলেও আসলে এর কোন ভিত্তি নেই। স্রেফ গুজব। কেউ কেউ মনে করে মিসৌরির এক গানফাইটে মারা গেছে ওয়াইল্ড। কিন্তু দিব্যি টিকে আছে সে, বরং প্রচার চায় না বলেই ভুলটা শুধরানোর গরজ অনুভব করে না।

ব্যক্তিগতভাবে ওয়াইল্ডকে চেনে নাথান ডুনাওয়ে, এবং কথাটা অস্বীকার করার প্রয়োজনও বোধ করে না। একসময় অন্তরঙ্গতা ছিল দু'জনের। বন্ধু বলা যাবে না, তবে পার্টনার হিসাবে একসঙ্গে ছিল কিছুদিন।

ওয়াইওমিং-এ নিজস্ব ও বিশ্বস্ত খবরদাতা আছে নাথানের, চকটো বেন লোকটার নাম। ওয়াইল্ডের খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গেই জানায় ওকে। ছেলেবেলা থেকে বেনকে চেনে নাথান, পাহাড়ী এই শিকারীকে বেশ পছন্দও করে।

ফোর্ট লারামিতে কাজে যোগ দেওয়ার আগে ওয়াইওমিং-এ তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, বুড়োকে দেখে সত্যি আনন্দিত হয়েছিল নাথান। একসঙ্গে দুটো দিন ছিল ওরা। পুরানো দিনের গল্প করেছে।

কয়েকদিন আগে, নাথান যখন ছুটি নিয়ে সেন্ট লুই যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, চকটো বেন খবর পাঠাল জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে চায়। নিজস্ব পরিকল্পনার হেরফের হয় বলে জুলসবার্গ যাওয়া বাতিল করে দিতে চাইছিল নাথান, কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলে। এরআগে কখনও এমন জরুরি অনুরোধ করেনি চকটো বেন, তাই সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে জুলসবার্গে চলে গেছে।

নির্দিষ্ট সেলুনে দেখা হলো দু'জনের। কুশল বিনিময়ের পর সরাসরি কাজের কথায় চলে গেল বুড়ো। 'শুনেছি তুমি মেজরের মেয়েকে পছন্দ করো,' চোখ কুঁচকে ওর দিকে তাকাল বুড়ো বেন, চোখের কোণে অসংখ্য ভাঁজ পড়েছে। 'তোমাদের জন্য শুভেচ্ছা থাকল আমার। জরুরি কথা হচ্ছে, ওয়াইল্ড দেখেছে মেয়েটাকে, এবং মেজরের মেয়েকে মনে ধরেছে ওর। জানোই তো, মেয়েদের ব্যাপারে ওর কেমন দুর্বলতা! শুরুতে খুব আগ্রহ দেখায়, ক'দিন গেলে আর রুচিতে ওঠে না। তখন স্রেফ মলমূত্রের মত ছুঁড়ে ফেলে। মেয়েটার মধ্যে তখন আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এক স্কুর করুণ দশা দেখার সুযোগ হয়েছিল। ওয়াইল্ড যখন ওকে ত্যাগ করে, মাত্র দু'দিন রেখেছিল সঙ্গে…কোন অ্যাপাচিকেও এত বীভৎস অত্যাচার করতে দেখিনি।

'ভুলেও ওকে হালকা চোখে দেখো না, চরম ভুল করবে তা হলে! যে-কোন অস্ত্রে দক্ষ; ছুরি, পিস্তল বা রাইফেল…যাই হোক। আর র‍্যাটলারের চেয়েও ধূর্ত। সাপ তো ছোবল মারার আগে ফণা তোলে, মানে সতর্কসঙ্কেত দেয়, কিন্তু টাস্কো ওয়াইল্ড দেয় না। তোমার অজান্তে ছোবল হানবে সে, কিচ্ছু টের পাবে না।'

মেয়েদের ব্যাপারে টাস্কো ওয়াইল্ডের আচরণ চরম বিকৃতির পর্যায়ে পড়ে। নানা ঘটনার খবর কম-বেশি কানে আসে, তবে

এর কোনটাই বলার মত নয়। একজন নারীর কাছে ওয়াইল্ড স্রেফ একটা পশু, বুনো উন্মাদনায় নিজের চাহিদা মিটিয়ে নেয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে ওয়াইল্ড তার পারিবারিক নাম নয়, অন্যদের দেওয়া, হয়তো বদ স্বভাবের কারণে। আসল নামটা তার কুখ্যাতির ভিড়ে হারিয়ে গেছে।

তবে নাথান জানে। কারণও আছে। ছেলেবেলা থেকে চিনত তাকে, যখন আজকের টাস্কো ওয়াইল্ড হয়নি সে, সাধারণ যে-কোন মানুষের মত মানবীয় কিছু গুণাবলী ছিল তার মধ্যে। সেটা অবশ্য এখন সুদূর অতীত। উন্মাদ খুনে টাস্কো ওয়াইল্ডের যে আর দশটা ছেলের মত উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ কৈশোর কেটেছে, তা বিশ্বাস করা কঠিন। দুটোয় আকাশ-পাতাল ফারাক।

সকালের সূর্য দেখে নাকি সারাদিনের আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু ওয়াইল্ডের ক্ষেত্রে কথাটা একেবারে খাটে না।

টাস্কো ওয়াইল্ডের কুকীর্তির খবর, বিশেষ করে মেয়েঘটিত, খোদ ফোর্টেও শোনা যায়। সাডস রো অর্থাৎ অফিসার্স কোয়ার্টার্সে এসব খুব সাধারণ ব্যাপার। গুজবের যেন নিজস্ব হাত-পা আছে, সব খবর সাডস রো পর্যন্ত পৌঁছে যায়। এমনকী অ্যানিটাও শুনেছে তার দু'একটা। ছেলেবেলায় মন্দ ছিল না সে, বন্ধু-বান্ধবও যথেষ্ট ছিল; এমনকী আশপাশের মেয়েদের সঙ্গেও খাতির ছিল।

ঢাল ধরে উঠে আসছে কেউ, পদশব্দ পেয়ে বুঝল নাথান। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। অ্যানিটা।

ওর পাশে বসল মেয়েটা। বিস্তীর্ণ জমির ওপাশে, পাথর আর ঝোপঝাড়ের ফাঁকে সঙ্কীর্ণ ট্রেইলের দিকে তাকিয়ে জানতে চাইল: 'ওরা কি ওদিক দিয়ে আসবে?'

শ্রাগ করল নাথান। আসলে বলা মুশকিল কোন্ দিক দিয়ে আসবে। এখানে ঢোকার মত বেশ কয়েকটা পথ আছে, অন্তত দূর থেকে দেখে তাই মনে হচ্ছে। ইশারায় দেখাল অ্যানিটাকে।

দুই হাঁটু জড়িয়ে বসল অ্যানিটা, কব্জির উপর চিবুক রাখল।

'এলাকাটা তোমার পরিচিত, ন্যাট?'

'হ্যাঁ।'

'এ জায়গার কথা বোধহয় একবার বলেছ আমাকে, তাই না? যে-বার ইণ্ডিয়ানদের হাত থেকে বাঁচার জন্য লুকিয়ে ছিলে। টানা তিনদিন ছিলে।'

মাথা ঝাঁকাল নাথান।

দক্ষিণ দিকে ইশারা করল অ্যানিটা। 'ওদিকে কোথাও তোমার বাবা-মার কবর, তাই না?'

'সবই দেখছি তোমার মনে থাকে!'

'তোমার সঙ্গে আরও একটা ছেলে ছিল। ইণ্ডিয়ান হামলায় তোমার মত সেও বাবা-মা হারিয়েছিল।'

'ছিল অবশ্য, তবে এই উপত্যকায় আমার সঙ্গে ছিল না সে। পরদিন দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে, সুইট ওঅটর রিমের কাছে।'

'ছেলেটার নামও কিন্তু বলেছ আমাকে।'

'মাঝে মধ্যে আমি বাচাল হয়ে যাই।'

নীরবতা নেমে এল। চুপচাপ প্রকৃতি দেখছে অ্যানিটা। আর পুরো এলাকায় সতর্ক নজর রাখার ফাঁকে মেয়েটির সঙ্গ উপভোগ করছে নাথান। ভাল লাগছে ওর।

শুধু সৌন্দর্যের কারণে নয়, বরং অ্যানিটার প্রতি নাথানের আকৃষ্ট হওয়ার মূল কারণ কিছু অনুপম বৈশিষ্ট্য—অ্যানিটা দৃঢ়চেতা, প্রেরণাময়ী, মায়াবতী এক নারী। ব্যারাকে জন্ম, অথচ মোটেও বাপের সংগ্রামী ও কঠোর জীবনাদর্শে দীক্ষিত হয়নি, বরং স্রেফ কল্পনাপ্রবণ হয়েও জীবনকে উপভোগ করার বিলাসিতা দেখায়। সমাজের উঁচু শ্রেণীর কারও প্রতি আকর্ষণ বোধ করে না অ্যানিটা, ওর কাছে নাথান ডুনাওয়ের মত স্বপ্নদ্রষ্টাই আকর্ষণীয় পুরুষ, নাই-বা থাকল তার সম্পত্তি বা প্রতিপত্তি।

'ন্যাট,' হঠাৎ নীরবতা ভাঙল অ্যানিটা, কণ্ঠ ভারী হয়ে গেছে। 'একটা খবর তুমি জানো না, অথচ সবার আগে তোমার জানা

উচিত। সরকারী অনেক টাকা আছে আমাদের ওয়্যাগনে।'

ঝটিতি ঘাড় ফিরিয়ে অ্যানিটার দিকে তাকাল নাথান, আতঙ্ক ভর করেছে মনে, যেন হৃৎপিণ্ড খামচে ধরেছে কেউ। 'সত্যি বলছ?' নিচু স্বরে জানতে চাইল ও, যদিও জানে কখনোই ওর সঙ্গে মিথ্যে বলবে না মেয়েটা। 'মানে…ঠিক জানো তো?'

মাথা ঝাঁকাল অ্যানিটা, নাথানের প্রতিক্রিয়া দেখে মুখ করুণ হয়ে গেছে। বুঝতে পারছে মানুষটার ঘাড়ে দুশ্চিন্তা ও দায়িত্বের ভার আরও বাড়িয়ে দিল।

অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল নাথান। পরিস্থিতি খারাপ হয়ে গেল বোধহয়। নিতান্ত অলস হিসাবে বদনাম আছে ওয়াইল্ডের, কখনও কখনও একেবারে হাত-পা গুটিয়ে আয়েশ করে, পেটে খিদে না-থাকলে নেড়ি কুকুর যেমন শুধু ঝিমায়; পরিস্থিতি কঠিন দেখলে পিছিয়েও যায় এবং সহজ শিকারের ধান্ধায় থাকে, আবার কোন মেয়েকে দেখেও তাকে পাওয়া সহজ হবে না বুঝলে অগ্রাহ্য করে, নিজেকে প্রবোধ দেয় দুনিয়ায় আরও মেয়ে আছে। কিন্তু টাকা এবং মেয়ে—দুটো যখন একসঙ্গে থাকে, দুনিয়ার কোন কিছু আটকে রাখতে পারবে না টাস্কো ওয়াইল্ডকে।

শুধু আযরাইল যদি পারে!

'তুমি ছাড়া আর কে কে জানে এ-খবর?' জরুরি কণ্ঠে জানতে চাইল নাথান, ঝড়ের বেগে ভাবনা চলছে মাথায়।

'মেরিয়ন আর…কর্পোরাল বায়ার। ওকে দেখে হয়তো মনে হবে আমাদের পাহারা দিচ্ছে, আসলে কিন্তু টাকা পাহারা দিচ্ছে।'

'কত টাকা?'

'ষাট হাজার ডলার…সব সোনার মুদ্রা।'

ষাট হাজার ডলার! এত বড় অঙ্কের দান কখনোই ছাড়বে না টাস্কো ওয়াইল্ড। নিশ্চয়ই খবরটা আগেই জেনে গিয়েছিল, কেউ তাকে দিয়েছে। এত বড় ওয়্যাগন ট্রেনে হামলা করার কারণ এখন বোঝা যাচ্ছে। কোন কিছুর পরোয়া করেনি ওয়াইল্ড, নিজের লক্ষ্য

থেকে সামান্যও বিচ্যুত হয়নি। হামেশা যে-সেনাবাহিনীকে এড়িয়ে চলত, তাদের ওয়্যাগন লুট করার ফন্দি এঁটেছে। ষাট হাজার ডলার কোন কিছুকে পরোয়া না-করার মত যথেষ্ট টাকা। উপরি হিসাবে যদি কয়েকটা মেয়েকে পাওয়া যায়...সোনায় সোহাগা হয় রেনিগেডদের জন্য।

অন্তত বিশজন পূর্ণবয়স্ক পুরুষ ছিল দলে, কেউ কেউ লড়াকু ছিল। বিপক্ষ দলে ভারী দেখলে সাধারণত এড়িয়ে চলে ওয়াইল্ড, কিন্তু এবার পরোয়া করেনি। পুরো ওয়্যাগন ট্রেন নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে সে, নির্বিচারে খুন করেছে অসহায় মানুষগুলোকে—বাচ্চা, মহিলা বলে কাউকে খাতির করেনি। এত বড় ঝুঁকি নিয়ে কাজ সারার পর আর্মির ওয়্যাগন বা অ্যাম্বুলেন্সের দেখা পায়নি, টাকাও পায়নি, কিংবা উর্দি পরা কাউকেও দেখেনি।

টাস্কো ওয়াইল্ড আর যাই করুক, অন্তত আস্তানায় ফিরে যাবে না। ঠিকই বুঝে নেবে সোনাভরা অ্যাম্বুলেন্সটা ফাঁকি দিয়ে সরে গেছে কোথাও, এবং এ-মুহূর্তে আশপাশে আছে। ট্রেইল খুঁজতে হন্যে হয়ে পড়বে সে, সোনা খুঁজে না-পাওয়া পর্যন্ত কোন কিছুতে নিরস্ত হবে না।

সম্ভবত, শঙ্কিত মনে ভাবল নাথান, শুধু সোনায়ও সন্তুষ্ট হবে না ওয়াইল্ড, বিশেষ করে সোনার সঙ্গে যেহেতু রাজকন্যা অর্থাৎ অ্যানিটা উইলসনও আছে।

চার

সূর্য এখন মাথার উপর উঠে গেছে, রোদে তাতাচ্ছে প্রকৃতি, তবে অসহ্য গরম লাগছে না ঝিরঝিরে বাতাস থাকায়। বিস্তীর্ণ তৃণভূমি

ছাড়িয়ে দূরে চলে গেল নাথান ডুনাওয়ের দৃষ্টি, কোথাও মানুষের উপস্থিতির প্রমাণ চোখে পড়ছে না। পশ্চিমে, দিগন্তের পটভূমির সঙ্গে প্রায় বিলীন হয়ে গেছে উইণ্ড রীভার মাউণ্টেন।

'প্রাণপণে যদি ফোর্ট ব্রিজারের দিকে ছুটিও,' অন্যমনস্ক সুরে বলল নাথান। 'ওদেরকে হারানো যাবে না। ঠিকই আমাদের ধরে ফেলতে পারবে। তবে অ্যাম্বুলেন্স ফেলে গিয়ে যদি...'

আদপে তেমন সম্ভাবনাও বেশ কম। অ্যাম্বুলেন্সটা এমন কোন ভারী নয় যে গতি কমিয়ে দিচ্ছে, গড়পড়তা ওয়্যাগনের চেয়ে বরং বেশি গতিতে এগোনো সম্ভব। ফেলে আসা পথে প্রশস্ত ও বহুল ব্যবহৃত ট্রেইল ধরে এসেছে ওরা। ফর্টি-নাইনারস কোম্পানির ওয়্যাগন নিয়মিত চলাচল করে এখন, তারও আগে অরিগনগামী ভাগ্যান্বেষী মানুষের চলাচলে প্রসিদ্ধ ট্রেইল হিসাবে মর্যাদা পেয়ে গেছে। পথ চলতে তাই কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়নি। তবে সমস্যা হবে অ্যাম্বুলেন্স লুকাতে গিয়ে, কাজটা বেশ কঠিন; আর ওটার চাকার ছাপ লুকানো আরও কঠিন। প্রায় অসম্ভব।

'ওদের অবস্থান জানা জরুরি হয়ে পড়েছে,' বলল নাথান। 'আশপাশে কয়েক মাইলের মধ্যে আছে ওরা।'

'বাবা পেট্রল বাহিনীর সঙ্গে আছেন জানি, কিন্তু বলা মুশকিল কতটা পশ্চিমে আসতে পারবেন, বিশেষ করে বাহিনী নিয়ে। তবে এরকম জায়গায় লুকিয়ে থাকলে কাছ দিয়ে গেলেও আমাদের খুঁজে পাবেন বলে মনে হয় না।'

'সার্জেণ্ট লেইক গ্রোভার পারবে,' বলে ক্ষণিকের জন্য থামল নাথান, ভাবছে। 'সঠিক নির্দেশনা পেলেও মনে হয় না মেজর হ্যানলন এত দূর পর্যন্ত আসবেন। সবচেয়ে বড় কথা, টহল শেষ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফোর্টে ফিরে যেতে হবে ওদের। খোদ ফোর্টে লোকবল এত কম যে লে. কর্নেল ক্যালাওয়ে চাইবেন না পেট্রল বাহিনী বেশিদিনের জন্য ফোর্টের বাইরে থাকুক।

'উঁহুঁ, মেজর হ্যানলনের কাছ থেকে সাহায্যের আশা না-করাই

ভাল। যা করার নিজেদের করতে হবে। ভেবে-চিন্তে, সতর্কতার সঙ্গে, সবদিক বিবেচনা করে পরিকল্পনা করতে হবে। আর যখন এখান থেকে ফোর্ট ব্রিজারের উদ্দেশে যাত্রা করব আমরা, দ্রুত চলতে হবে। বুদ্ধি খাটিয়ে পথের বাধা পেরোতে হবে।'

'এখন কেন যাত্রা করছি না? এখন গেলে তো ওদের চেয়ে এগিয়ে থাকতে পারব।'

অ্যানিটার কণ্ঠে বোঝা যাচ্ছে তর্ক করছে না, স্রেফ কৌতূহল নিবৃত্ত করছে; আসলে বুঝতে চাইছে পরিস্থিতি। তৃণভূমির উপর থেকে চোখ না-সরিয়ে জবাব দিল নাথান: 'উঁহুঁ, আপাতত এখানে ঘাপটি মেরে থাকব আমরা। যাত্রা করলেই তো ধুলো উড়বে, ছাপ পড়বে মাটিতে। এর কোনটাই রেনিগেডদের দৃষ্টি এড়াবে না। সেক্ষেত্রে ওদেরকে পথে দেখিয়ে কাছে নিয়ে আসা হবে শুধু।'

ধীর গতিতে দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। বিশ্রামের সুযোগটা সানন্দে গ্রহণ করেছে সৈনিকেরা। শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিচ্ছে। পর্যাপ্ত ছায়া আছে, ঝিরঝিরে বাতাসও বয়ে চলেছে। খরতাপ তেমন অসুবিধা করছে না। তবে ক্রমে তেজ কমে আসছে সূর্যের।

সৈন্যদের মধ্যে শুধু কর্পোরাল বায়ারকে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে, নইলে অন্যরা চুটিয়ে উপভোগ করছে সময়টা। প্রায়ই টিলার দিকে নজর চলে যাচ্ছে বায়ারের, যেখানে পাহারায় রয়েছে নাথান ডুনাওয়ে।

লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়েকে শ্রদ্ধা করে বায়ার, কারণ সৈনিক হিসাবে রীতিমত আদর্শ সে। অধীনদের সঙ্গে কখনোই খারাপ ব্যবহার করে না, কথা বলে নিচু স্বরে। ভুল করলেও শুরুতেই বকাঝকা করে না, বরং বুঝিয়ে দেয়। এমন আন্তরিক ও সহানুভূতিপ্রবণ অফিসার খুব কমই আছে। একইসঙ্গে শৃঙ্খলা বা দায়িত্বের ব্যাপারেও কঠোর লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ে। কেউ আজ পর্যন্ত কাজে ফাঁকি দিতে পারেনি তাকে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, সাধারণ সৈনিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে

সে, অফিসার হিসাবে মোটেই আত্মম্ভরি বা অহঙ্কারী নয়। এমন অফিসারকে যে সাধারণ সৈনিকরা পছন্দ করবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

লিউ বায়ারের অনুভূতিও অভিন্ন ছিল। তবে পরিস্থিতির কারণে এখন লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়েকে প্রতিপক্ষ ভাবছে, অথচ কারণটা নিজেও জানে না। ফোর্ট লারামি থেকে যাত্রা করার সময় বায়ারের কমাণ্ডে ছিল অ্যাম্বুলেন্স, কিন্তু ওয়্যাগন ট্রেন ত্যাগ করার পর থেকে কার্যত পদাধিকার বলে তা লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ের হাতে চলে গেছে। ব্যাপারটা পছন্দ না-হলেও নীরবে হজম করতে হচ্ছে ওকে। উপরঅলা বলে কথা!

তবে একইসঙ্গে স্বস্তিও বোধ করছে। দায়িত্ব মানেই ঝামেলা, উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তার সঙ্গে সহবাস। এ থেকে মুক্তি তো পেয়েছে!

কিন্তু ফলের ভিতর যেমন *বেরসিক* বীচি থাকে, কর্তৃত্ব হারিয়ে তেমনি দুশ্চিন্তার নতুন খোরাকও পেয়ে গেছে কর্পোরাল লিউ বায়ার। সন্দেহের বীজ ঢুকে গেছে মনে। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ এসে হাজির লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে, ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে তার থাকার কথা কখনোই ছিল না। কেন এসেছে সে? নিজের প্রভাব খাটিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের কর্তৃত্ব তুলে নিয়েছে হাতে এবং ওদেরকে ওয়্যাগন ট্রেন ছেড়ে অজানার উদ্দেশে এগোতে বাধ্য করেছে। কী উদ্দেশ্য তার?

প্রথমে বায়ার মনে করেছিল লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়েকে ব্যাক-আপ হিসাবে পাঠানো হয়েছে এবং টাকার কথা সে জানে, কিন্তু এখন আর ততটা নিশ্চিত নয়। অস্থিরমতি হিসাবে বদনাম আছে ডুনাওয়ের, সেনাবাহিনীতে আসা-যাওয়া করেছে; ফের পালাতে বা চাকুরি ছেড়ে দিতে পারে। এমন একজন অফিসারকে ষাট হাজার ডলারের খবর দেওয়ার কথা নয়। এরচেয়ে কম টাকা নিয়েও সেনাবাহিনী থেকে পালানোর কয়েকটা ঘটনা জানা আছে লিউ বায়ারের।

এ-ব্যাপারে ড্যান রসেটের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত মনে করল সে, দু'জনেই যেহেতু অ্যাম্বুলেন্সের দায়িত্বে রয়েছে। অবশ্য আয়রন হাইডও আছে, কিন্তু চেরোকি ইণ্ডিয়ানকে একটুও বিশ্বাস হয় না ওর। ক্যাম্পে ফিরে প্রসঙ্গটা তুলল।

'ষাট হাজার? অত টাকা কার সঙ্গে আছে?'

নিজের উপর বিরক্ত হলো কর্পোরাল বায়ার। টাকার বিষয়ে কাউকে কিছু না-বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাকে, কিন্তু মুখ ফস্কে বলে ফেলেছে। যাই হোক, এখন আর আফসোস করে লাভ হবে না।

'তোমার কী ধারণা, মেয়েদের পাহারা দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে আমাদের?' ত্যক্ত স্বরে পাল্টা প্রশ্ন করল বায়ার।

নিচু স্বরে শিস দিল রসেট, অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল একটু দূরে রাখা অ্যাম্বুলেন্সের দিকে।

'আগে ভেবে দেখি,' মৃদু স্বরে বলল রসেট। 'কী করা যেতে পারে। রাতে আলাপ করব আবার। যাই করি, ভেবে-চিন্তে করতে হবে।'

বিকালে নাথানকে নিস্তার দিতে টিলার উপর উঠে এল চেরোকি ইণ্ডিয়ান। সূর্যের শেষ রশ্মি দূরের পর্বতমালাকে রঙিন করে তুলেছে, চূড়ার বরফ কাঁচা সোনার রঙ পেয়েছে। ইণ্ডিয়ান পাশে এসে বসতে তাকে উপত্যকায় ঢোকার সম্ভাব্য পথগুলো দেখাল নাথান।

আয়রন হাইড খুবই বুদ্ধিমান। শিক্ষিত হিসাবে সুনাম আছে চেরোকিদের, সেও তার ব্যতিক্রম নয়। নিজের ভাষার পাশাপাশি ইংরেজি লিখতে ও পড়তে পারে।

'তুমি নাকি টাস্কো ওয়াইল্ডকে চেনো, লেফটেন্যাণ্ট,' মৃদু স্বরে জানতে চাইল ইণ্ডিয়ান। 'কথাটা সত্যি নাকি?'

'উঠতি বয়সে ওকে চিনতাম। কয়েক বছর পর অবশ্য দেখা হয়েছিল একবার, তখন আমার ষোলো চলছিল। তারপর আর

দেখা হয়নি।'

'বন্ধুত্ব ছিল তোমাদের?'

'একসঙ্গে কাজ করেছি, ইণ্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে লড়েছি। পরে চেয়ানি গ্রাম থেকে একত্রে পালিয়ে এসেছিলাম। বন্ধুত্ব বলা যাবে কি-না জানি না, হয়তো ছিল। কিন্তু টাকা আর মেয়েদের প্রশ্নে আমি কারও সঙ্গে আপস করি না।'

'আচ্ছা!' মুখ দেখে বোঝা গেল না কী ভাবছে সে। একটু পর জানতে চাইল: 'কী মনে হয়, ওয়াইল্ড আমাদের খুঁজে পাবে?'

'পাবে। তবে কতক্ষণ লাগবে, এটাই হচ্ছে প্রশ্ন। উপত্যকায় ঢোকার মুখে যদি আমাদের ট্রেইল হারিয়ে ফেলে, তা হলে আরও পশ্চিমে চলে যাবে ওরা, কিংবা লারামির দিকে ফিরতি পথে খোঁজ চালাবে। আমাদের বোধহয় যাত্রার মোক্ষম সুযোগ এসে যাবে তখন।'

'টাকার ব্যাপারে জানো তুমি?'

বেকুব বনে গেল নাথান, ধীরে ধীরে ইণ্ডিয়ানের দিকে ফিরল।

রহস্যময় হাসি দেখা গেল আয়রন হাইডের মুখে। 'ওহ্, এত অবাক হওয়ার বোধহয় কিছু নেই! সবাই না-হলেও অন্তত আমি জানি, লেফটেন্যান্ট। আমি নিজে ওগুলো ওয়্যাগনে তুলেছি। বোধহয় অন্যরাও জানে।'

বিতৃষ্ণা বোধ করছে নাথান। খবরটা কি অ্যাম্বুলেন্সের সবাই জানে? এমন অদ্ভুত কাণ্ড সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব, বিশ্বাস করতে পারছে না।

আয়রন হাইডকে বিশ্বাস করা যায়। চার সৈনিকের মধ্যে শুধু চেরোকির সঙ্গে জানাশোনা আছে নাথানের। অন্যদের ফোর্টে দেখেছে বটে, কিন্তু একসঙ্গে কাজ করেনি। বিগ টিম্বার্স এলাকায় ইউনিট নিয়ে যখন গিয়েছিল নাথান, স্কাউট হিসাবে কাজ করেছিল আয়রন হাইড।

আন্দ্রেস মোয়েলারকে সাচ্চা লোক মনে হচ্ছে। নির্ভরযোগ্য।

কিন্তু রসেট? লোকটা সম্পর্কে সন্দেহ রয়ে গেছে নাথানের মনে। কিছু কিছু মানুষ আছে সুযোগের অভাবে সৎ থাকে, আপাতদৃষ্টিতে তাদের আসল রূপ বোঝা যায় না; ড্যান রসেটকে তাই মনে হচ্ছে নাথানের কাছে। জানে ওর ভুলও হতে পারে। তবে একটা বিষয় নিশ্চিত: সৈনিক হিসাবে রসেট দক্ষ। রাইফেলে চালু হাত।

ভোরে আয়রন হাইডের জায়গায় পাহারার দায়িত্ব নিল ড্যান রসেট।

নাথানের সঙ্গে ঘোড়াগুলোকে ঝর্নার কাছে নিয়ে এল চেরোকি। দুই ব্যারেলে পর্যাপ্ত প্যানি আছে, কিন্তু নাথান চায় না ঘোড়ার চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে মজুদ পানিতে ঘাটতি পড়ুক। কে জানে, এমন পরিস্থিতি আসতে পারে যখন আশপাশে পানি পাবে না! তখন কাজে লাগবে ব্যারেলে মজুদ পানি। তা ছাড়া, ঘোড়ার জন্য পানির চাহিদাও বেশি। মোট নয়টা ঘোড়া—চারটা অ্যাম্বুলেন্সের, বাকিগুলো মোয়েলার ও মিসেস ক্রকেট ছাড়া অন্যদের জন্য।

এদিকে ঝর্না সামান্য দূরে হলেও, পর্যাপ্ত পানি রয়েছে। সব ঘোড়া মিলে দিন-রাত খেলেও শেষ হবে না। দিনে দু'তিনবার ঘোড়াগুলোকে নিয়ে আসতে হবে ঝর্নার কাছে। হাত-পায়ের খিল ছাড়ানো হবে, যেহেতু প্রায় শুয়ে-বসে কাটছে ওদের সময়।

ঘোড়াকে পানি খাইয়ে ক্যাম্পে ফিরে এল ওরা। বিশ্রাম নিতে চলে গেল আয়রন হাইড। এদিকে নাস্তার আয়োজন করছে মিসেস ক্রকেট, খুব ছোট করে আগুন জ্বালিয়েছে। স্টোভ চড়িয়ে দিল আগুনে।

কাছে গিয়ে বসল নাথান। কাছাকাছি বসে আছে ড্যান রসেট আর লিউ বায়ার। আন্দ্রেস মোয়েলার অ্যাম্বুলেন্সের কাছে।

'যা ঘাস আছে, আরও একটা দিন অনায়াসে চলবে,' বলল বায়ার। 'তারপর কী করব আমরা?'

গর্ত করে তৈরি চুলোর জ্বলন্ত কয়লার দিকে তাকিয়ে ছিল

নাথান, প্রশ্নটা শুনেও মুখ তুলল না, তবে মনে মনে বিকল্প উপায় হাতড়ে বেড়াচ্ছে। মুখ দেখে অবশ্য মনের ভাবনা প্রকাশ পেল না।

'অ্যাম্বুলেন্সটা ফেলে যাব,' শেষে বলল ও। 'ঘোড়ায় চড়ে পশ্চিমমুখী ট্রেইল ধরে উইণ্ড রীভারের দিকে এগোব।'

দু'পা ছড়িয়ে বসেছে লিউ বায়ার, কোলের কাছে মাটির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। ধারণাটা কর্পোরালের মনে ধরেনি, কিন্তু প্রতিবাদও করতে পারছে না। অসহায় অবস্থায় নিজেকে আবিষ্কার করল সে।

'লেফটেন্যান্ট কি এলাকাটা চেনো?' শেষে বলল সে। 'ইয়ে, মানে...আমি তো চিনি না! বোধহয় অন্যদের কেউও চেনে না।'

'চিনি,' নাথানের সংক্ষিপ্ত জবাব।

নিশ্চয়তাসুলভ উত্তর দিলেও পুরোপুরি সত্যি বোধহয় বলা হলো না, ভাবছে নাথান। উইণ্ড রীভার মাউন্টেনের শেষ প্রান্তে একটা ট্রেইলের কথা শুনেছিল, তাও বেশ কয়েক বছর আগে। ঠিক মনে আছে তো, নাকি ভুল করছে?

পাহাড়শ্রেণীর শুরুতে ছোট্ট একটা বসতি আছে, তবে সেখানে যাওয়ার ইচ্ছে নেই নাথানের। গুটিকয়েক লোকের বাস। ওখানে আশ্রয় নেওয়া মানে নিরীহ লোকজনকে বিপদে ফেলা। নির্ঘাত তাদের উপর চড়াও হবে রেনিগেডরা। ওয়্যাগন ট্রেনের সংঘবদ্ধ ত্রিশজন লোক যখন ওয়াইল্ড বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি, ছোট্ট শহরের কয়েকজন লোকও পারবে না। শুধু শুধু মানুষগুলোর বিপদ বাড়ানো!

ইতস্তত করছে কর্পোরাল বায়ার, নাথানের পরিকল্পনা মেনে নিতে পারছে না, অথবা আস্থা রাখতে পারছে না। অসন্তোষ চেপে রেখে বলল, 'কী জানো, লেফটেন্যান্ট, এত টাকা নিয়ে অ্যাম্বুলেন্স ছেড়ে যাওয়া বিরাট ঝুঁকি হয়ে যাবে।'

'তোমার কোন প্রস্তাব থাকলে বলতে পারো।'

এবার খেপে গেল সে। 'কমাণ্ডে আমি নই, তুমি আছ। তাই

তোমাকেই করণীয় ঠিক করতে হবে, স্যার! ওয়্যাগন ট্রেন থেকে আমাদের সরিয়ে আনার সময় সব দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছ তুমি, অন্তত তাই বলেছ আমাদের। আইডিয়াটা তখন থেকে পছন্দ হয়নি আমার!'

'যা করেছি নিজ দায়িত্বে করেছি আমি, কর্পোরাল। সব দায় একা আমার। আমি শুধু জানতে চেয়েছি তোমার বিকল্প কোন প্ল্যান আছে কি-না, ব্যস, আর কিছু নয়। যাই হোক, না-থাকলে অনেক কথা হয়েছে, আর বাড়ানোর দরকার নেই। আছে নাকি?'

'না, তবে...'

প্রায় নিঃশব্দে ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে আয়রন হাইড। নিস্পৃহ মুখে জানাল গরম খবরটা: 'লোক আসছে, স্যার! অনুমান করছি প্রায় ত্রিশজন হবে।'

এমন কিছু ঘটতে পারে, আঁচ করেছিল নাথান ডুনাওয়ে, কিন্তু তারপরও বেশ চমকে গেল। ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়ে পড়িমরি করে ছুটল টিলার দিকে। ঢাল ধরে ওঠার সময় ছোট ছোট নুড়িপাথর ছিটকে পড়ল, কিন্তু গ্রাহ্য করল না। সমূহ বিপদের যে আশঙ্কা করেছিল, তাই এসে উপস্থিত হয়েছে—একটু আগে-ভাগে চলে এসেছে!

অথচ চরম আশাবাদী মন একবারের জন্যও ভাবেনি টাস্কো ওয়াইল্ডের দলবলকে ফাঁকি দিতে পারবে। জানত রেনিগেডদের মুখোমুখি হতে হবে, এড়ানো কোনভাবে সম্ভব হবে না; তাই মনে মনে প্রস্তুতি নিচ্ছিল, পরিকল্পনা আঁটছিল। চল্লিশজন দুর্ধর্ষ লড়াকু লোকের বিরুদ্ধে ওরা মাত্র চারজন, পরিসংখ্যান থেকে লড়াইয়ের ফলাফল অনুমান করা যেতে পারে। কিন্তু নিশ্চিত পরাজয় জেনেও লড়াই করে মানুষ, এটাই পৌরুষের বিশেষত্ব। নাথান শুধু হিসাব করছিল অনুকূল পরিবেশে কীভাবে রেনিগেডদের পাওয়া যাবে, তা হলে যতটা সম্ভব ক্ষতি করতে পারবে ওয়াইল্ডদের। মরবে ঠিকই, কিন্তু তার আগে মরণকামড় দিয়ে যাবে।

অথচ সময়ই পেল না!

ট্র্যাক লুকানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, তবে বোঝাই যাচ্ছে কাজে আসেনি। বরং যত দেরিতে আশা করছিল রেনিগেডদের, তার অনেক আগে পৌঁছে গেছে শয়তানগুলো। কে জানে, ভূতের আছর হয়েছে বোধহয় ওদের উপর! নির্ঘাত দক্ষ ট্র্যাকার আছে দলে, নইলে এত দ্রুত ট্রেইল খুঁজে বের করতে পারত না।

টিলার উপর পৌঁছে গেল নাথান, হাঁটু গেড়ে বসল। ওর পাশে পৌঁছে গেছে আয়রন হাইড। কর্পোরাল লিউ বায়ারও নীচে দুশ্চিন্তা নিয়ে অপেক্ষা করার চেয়ে এখানে আসা শ্রেয় মনে করেছে। নাথানের পাশে এসে বসল সে, এক ছুটে টিলায় উঠে আসায় সামান্য হাঁপাচ্ছে।

ট্রেইলে দেখা গেল রাইডারদের। পাশাপাশি জোড়ায় জোড়ায় রাইড করছে, ঠিক সৈনিকদের মত। সবার সামনে রক্তলাল একটা বে ঘোড়ায় চড়েছে রেনিগেডদের নেতা। মূল দলের বেশ কিছুটা সামনের ট্রেইল জরিপ করছে দুই স্কাউট, আয়রন হাইড তাদের দেখিয়ে না-দিলে হয়তো দেখতেই পেত না নাথান। মাঝে মধ্যে আগু-পিছু করছে ওরা, চিহ্ন খুঁজছে।

বেশিরভাগ রেনিগেডের পরনে বাকস্কিনের পোশাক। এক ঝোপের পিছনে ফিল্ডগ্লাস লুকিয়ে রেখেছিল নাথান, যাতে ওটায় সূর্যের আলোর প্রতিফলন না-ঘটে। গ্লাসের সাহায্যে তাকাতে চট করে স্পষ্ট হয়ে গেল সব, এক লাফে যেন কাছে চলে এল মানুষ আর ঘোড়া।

খুঁটিয়ে দেখল নাথান।

কয়েকটা চমকপ্রদ ব্যাপার ধরা পড়ল ওর চোখে। রেনিগেডরা গায়ে-গতরে নোংরা বা অপরিচ্ছন্ন হলে কী হবে, দুটো ব্যাপারে প্রত্যেকের খুব মিল রয়েছে—সমর্থ, চৌকস ও কঠিন লোক। লড়াই বা মারপিট এদের কাছে ডাল-ভাত। বেছে বেছে দলে লোক নিয়েছে টাস্কো ওয়াইল্ড। এর চেয়ে শক্তিশালী, যোগ্য লোক

আর হতে পারে না। নাথান সরাসরি এদের নিষ্ঠুরতা বা হিংস্রতা না-দেখলেও বাজি রেখে বলতে পারবে যে-কোন অন্যায় কাজে এরা কেউ কারও চেয়ে কম যাবে না।

আর দ্বিতীয় চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে: প্রত্যেকের সঙ্গে তেজী, শক্তিশালী ও উদ্যমী ঘোড়া। সাধারণ কাউহ্যাণ্ডরা এমন ঘোড়ার মালিক হওয়ার স্বপ্ন দেখে সবসময়। এমনকী খোদ সেনাবাহিনীর কাছেও একসঙ্গে এত সেরা জাতের ঘোড়া থাকে না।

'এরা সেই দল?' কর্পোরাল বায়ারের কণ্ঠ নিস্পৃহ।

'হ্যাঁ। ভাল করে দেখে নাও ওদের। সবার সামনে লাল বে ঘোড়ায় চড়ছে টাস্কো ওয়াইল্ড। বাছাই করা লোক, সতর্কতার সঙ্গে লড়াই করার সামর্থ্য বিবেচনার মাধ্যমে বাছাই করা হয়েছে। ওদের সঙ্গে লড়তে গেলে সেনাবাহিনী বা রেঞ্জাররাও দশবার চিন্তা করবে।'

'তোমার ধারণা এরাই ওয়্যাগন ট্রেন নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে?'

'শুধু আমাদেরটা নয়, গত কয়েক বছর ধরে বেশ কয়েকটা ওয়্যাগন ট্রেনে লুটপাট চালিয়েছে। ওদের সাফল্যের গোপন রহস্য হচ্ছে কাউকে জীবিত রাখে না বা পালাতে দেয় না, প্রথম সুযোগে সবাইকে মেরে ফেলে। তারপর লুটপাট চালায়।'

'শুধু আমাদের বেলায় ব্যতিক্রম ঘটেছে।'

'তা বটে, তবে সেটা ঘটেছে শুধুমাত্র আমরা আগেই ওয়্যাগন ট্রেন ত্যাগ করেছি বলে। সেজন্য খুব খুশি হওয়ার কিছু নেই, কারণ যেভাবে হোক অ্যাম্বুলেন্স আর আমাদেরকে খুঁজতে চলে এসেছে। একটা ব্যাপারে নিশ্চিত থাকতে পারো: কোন কিছুতে থামবে না টাস্কো ওয়াইল্ড, ঠিকই আমাদের খুঁজে বের করবে। এবং মেরে ফেলার চেষ্টাও চালাবে। যতদিন ওর কুকর্মের খবর জানাজানি না-হচ্ছে, ততদিন নিশ্চিন্ত মনে কাজ চালিয়ে যেতে পারবে ও, যেখানে বা যাকে খুশি টার্গেট বানাবে, তাড়া খাওয়ার বা অন্য কারও নাক গলানোর আশঙ্কা থাকবে না।'

এগিয়ে চলল দলটা। এ-মুহূর্তে উপত্যকা থেকে প্রায় তিনশো গজ দূরে আছে। যে-পথে যাচ্ছে রেনিগেডরা, ভাগ্যিস ওদিক থেকে উপত্যকায় ঢোকার পথ নেই; কিন্তু তারপরও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না নাথান।

আরও একটা চিন্তা খেলে গেল ওর মাথায়। অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে ওর উপস্থিতির খবর কি জানা আছে ওয়াইল্ডের? সঠিক বলা মুশকিল। সুইট ওঅটরে, ছেলেবেলায় দেখা হওয়ার সময় গোপন এই হাইডআউট সম্পর্কে কি বলেছিল তাকে, বললেও ঠিক কতটা বলেছিল? এটা কি জানিয়েছিল ইণ্ডিয়ানরা আশপাশে হন্যে হয়ে খুঁজেছিল ওকে, অথচ এখানে নিরাপদে অপেক্ষা করেছে ও?

এরচেয়ে নিরাপদ জায়গা সত্যি হয় না! খোদ ইণ্ডিয়ানরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানে অন্যদের খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা নেই বললে চলে। তবে নেহাত কাকতালীয়ভাবে যদি কেউ পেয়ে যায়, সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

কারও কাছ থেকে যদি দিক নির্দেশনা পায়, তা হলে এই উপত্যকা খুঁজে পাবে টাস্কো ওয়াইল্ড, কিংবা ছেলেবেলায় এখানে লুকিয়ে থাকার কথা যদি তাকে বেফাঁস বলে থাকে নাথান এবং সেটা যদি এখনও মনে থাকে রেনিগেড নেতার, তা হলেই সেরেছে!

দ্রুত ভাবছে নাথান, বুঝতে পারছে এখান থেকে কেটে পড়ার এটাই মোক্ষম সময়। রেনিগেডরা যেহেতু উপত্যকা পেরিয়ে আরও সামনের দিকে যাচ্ছে, চট করে ভুলটা ধরতে পারবে না; যখন বুঝতে পারবে, ততক্ষণে অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারবে ওরা।

আয়রন হাইডকে লুকআউটে বসিয়ে রেখে দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এল নাথান। খেয়াল করল সবাই কম-বেশি উদ্বিগ্ন, সন্ত্রস্ত ও উত্তেজিত।

'এখনই যাত্রা করব আমরা,' ঘোষণা করল নাথান। 'ঘোড়ায় স্যাডল চাপাও। অ্যাম্বুলেন্সটা এখানে ফেলে যাব, তবে ওটার সব

ঘোড়া নিতে হবে।'

সক্রিয় হলো সবাই। আশাতীত দ্রুততায় কাজ গুছিয়ে ফেলল। কম্বল, স্লিকার, খাবার, ঔষধ, কার্তুজ এবং ষাট হাজার ডলারের সোনার মুদ্রা—সবকিছু গুছিয়ে বাঁধাছাঁদা করে ফেলল। স্যাডলব্যাগে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র ছাড়াও টুকিটাকি এটা-সেটা নেওয়া হলো, কাপড়ের থলে তৈরি করে স্যাডল ক্যান্টারের সঙ্গে ঝুলিয়ে দিল কেউ কেউ। দুটো ঘোড়া প্যাক হর্স হিসাবে ব্যবহার করা হবে।

এক ঘণ্টার মধ্যে ক্যাম্প ছেড়ে যাত্রা করল ওরা। উপত্যকা থেকে বেরিয়ে উত্তরে এগোল নাথান ডুনাওয়ে, নেতৃত্বে রয়েছে। অন্যরা অনুসরণ করল বটে, তবে কাউকেই খুব আগ্রহী মনে হলো না। কেউ কেউ ভাবছে এখানে থেকে গেলেই ভাল করত, হয়তো রেনিগেডরা বিফল হয়ে ফিরে আসত এবং একইভাবে উপত্যকাকে পাশ কাটিয়ে চলে যেত, ওদেরকে খুঁজে পেত না।

তবে আইডিয়াটা যে কার্যকরী হবে না, তা বলা বাহুল্য, অন্তত তাই মনে করে নাথান। এত বড় ঝুঁকি নিতে নারাজ। তা ছাড়া, সময় থাকতে যাত্রা করলে ফোর্ট ব্রিজারের পথে এগিয়ে যেতে পারবে। ওর বরং ধারণা, আগে-পরে যখনই হোক ওয়াইল্ড ঠিকই ওদের খুঁজে পাবে, তখন স্রেফ পাখি শিকারের মত গুলি করে মারবে।

অসহায়ভাবে মরার চেয়ে বরং চেষ্টা করাই সমীচীন, যেহেতু তাতে সফল হওয়ার খুব···খুবই ক্ষীণ হলেও একটা সম্ভাবনা তো আছেই!

স্যাডলে বসে, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকটা একবার দেখে নিল ও। একজনের পিছনে এগোচ্ছে একজন, নাথানের নির্দেশে নিচু জমি ধরে পথ চলছে। সচরাচর ট্রেইল ছেড়ে এবড়োখেবড়ো পথে এগোচ্ছে এখন। দু'বার মরচে-রঙা বিশালকায় পাথুরে স্ল্যাবে ভরা জমি পাড়ি দিয়েছে। একবার পথই খুঁজে পাচ্ছিল না, কিন্তু মিনিট

বিশেক খোঁজাখুঁজির পর আবিষ্কার করেছে সঙ্কীর্ণ ট্রেইল।

জায়গাটা পেরিয়ে যাওয়ার পর পিছনে চলে এসেছে নাথান, পাতার ঝাড়ু দিয়ে ট্রেইলে পড়া ঘোড়ার সব ছাপ মুছে দিয়েছে, এবং শেষে, পাথরের উপর লালচে মাটি আর ধুলো ছিটিয়ে দিয়েছে।

আবার যখন সামনে এল নাথান, সবার পিছনে রাখল আয়রন হাইডকে। পিছনের ট্রেইলে নজর রাখবে চেরোকি। অন্য কারও উপর ভরসা রাখা যাবে না।

উত্তর দিকে যাচ্ছে ওরা। ওদিকে বসতি আছে বলে কখনও শোনেনি নাথান, কিন্তু পরিস্থিতি অনুযায়ী উত্তরে ওদের যাওয়ার কথা নয়, টাস্কো ওয়াইল্ডও তাই ভাববে; ঠিক এজন্যই যাচ্ছে। যেদিকে সে ওদেরকে আশা করছে না, সেদিকে গেলেই তো ক্ষীণ সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে। আরও একটা সুবিধা, এবড়োখেবড়ো প্রান্তর বলে ট্র্যাক লুকানো সহজ হবে। পাহাড় পেরিয়ে পশ্চিমে ঢাল বরাবর ট্রেইল আছে।

তবে একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না নাথান ডুনাওয়ে। হওয়ার উপায়ও নেই। এসব ক্ষেত্রে ভাগ্যের বিরাট ভূমিকা থাকে। কপাল খারাপ হলে হয়তো দেখা যায় প্রথমেই এই ট্রেইল ধরবে রেনিগেডরা। যেহেতু কোন ট্রেইলই পুরোপুরি মুছে দেওয়া সম্ভব নয়, তাই কিছু না কিছু চিহ্ন থেকে যাবেই। সাফল্যের সঙ্গে যখন বহুদিন মানুষ শিকারের ব্যবসা করছে টাস্কো ওয়াইল্ড, ধরে নিতে হবে তার সঙ্গে দক্ষ ট্র্যাকার রয়েছে। তাই...একসময় ওদের রেখে যাওয়া ছাপ ঠিকই আবিষ্কৃত হবে। কতটা দেরি হয়, এটাই হচ্ছে নাথানের পরিকল্পনার সাফল্যের পূর্বশর্ত। একটা দিনও যদি রেনিগেডদের দেরি করিয়ে দেওয়া যায়, ততক্ষণে—সবকিছু ঠিক থাকলে, অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারবে ওরা। ফোর্ট ব্রিজারের দিকে বিশ মাইল। এও কম কী!

তবে টাস্কো ওয়াইল্ড যে ওদের ট্রেইল খুঁজে পাবেই, এমন

নিশ্চয়তাও দেওয়া যায় না। অন্য যে-কোন দিকে যাওয়ার চেয়ে উত্তর দিকে গেলে ওদের সাফল্যের সম্ভাবনা বেশি, এটাই বিচার করেছে নাথান। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াটাই নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়।

দেখা যাক, কী ঘটে!

অবশ্য বিকল্প একটা ভাবনাও মগজের কোণে সংরক্ষণ করে রেখেছে ও। মরিয়া এবং কোণঠাসা একজন মানুষের মরণ ছোবল বলা যাবে সেটাকে। যদি খারাপ কিছু ঘটেই যায়, নাথান সিদ্ধান্ত নিয়েছে উল্টো ঘুরে রেনিগেডদের কাছে চলে যাবে। টাস্কো ওয়াইল্ডকে খুঁজে বের করে খুন করে ফেলবে।

ওয়াইল্ড না-থাকলে দলটা হয়তো ভেঙে যাবে, কারণ তাদের কারোই দলনেতার মত প্রত্যয়, দুর্জয় মানসিকতা, চালিকাশক্তি বা অদম্য জেদ নেই।

পাঁচ

সদ্য নিযুক্ত স্কাউট সার্জেন্ট লেইক গ্রোভারকে বাহিনীর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে থামার ইশারা করল মেজর উইল হ্যানলন। এমনিতেও থামতে হত, কারণ টানা তিন ঘণ্টা এগিয়েছে ওরা। নিজেদের বিশ্রামের দরকার নাও থাকতে পারে, কিন্তু ঘোড়াগুলোর জন্য হলেও থামা উচিত। কিছু সময়ের জন্য হাঁপ ছাড়ুক ওরা।

'স্যার,' মাটির উপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল গ্রোভার, যাতে বালিতে আঁকিবুঁকি কাটতে পারে। 'অ্যাম্বুলেন্সের চিহ্ন পেয়েছি। লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে সত্যি চতুর লোক। সে ঠিকই টের পেয়েছে

অনুসরণ করা হবে, এবং সেজন্য শুরু থেকে ট্র্যাক লুকানোর চেষ্টা করেছে। যথাসাধ্য করছে সে। কিন্তু আস্ত একটা অ্যাম্বুলেন্সের ছাপ লুকানো তো চাট্টিখানি কথা নয়।

'রেনিগেডরা ওদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এগোচ্ছে ওরা, অ্যাম্বুলেন্সের চিহ্ন খুঁজছে।' সবক'টা দাঁত বের করে এবার হাসল গ্রোভার, উচ্ছল প্রাণখোলা কিন্তু নিঃশব্দ হাসি। 'কয়েকবারই লেফটেন্যান্টের ট্রেইল পেরিয়ে গেছে ওরা, অথচ কিছুই বুঝতে পারেনি।'

'রেনিগেডরা ওদের কাছ থেকে কত দূরে আছে?'

'এক ঘণ্টা…বড়জোর দুই ঘণ্টার দূরত্ব। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, স্যার, লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে খুবই কৌশলী আর চালাক। এখন হয়তো দু'এক ঘণ্টা এগিয়ে আছে, কিন্তু শিগ্গিরই ব্যবধান বাড়িয়ে ফেলবে, তেমন আয়োজনই দেখতে পেলাম।' থামল সার্জেন্ট, কয়েকটা ঘাসের ডগা চিবাচ্ছে। এরপর অন্যমনস্ক স্বরে বলল, 'স্যার, ট্রেইলে পড়ে থাকা মামুলি চিহ্ন থেকেও কিন্তু অনেক কিছু বোঝা যায়, কখনও কখনও সামনে থাকা লোকটার মনও দিব্যি পড়ে নেওয়া সম্ভব।'

'তুমি কী পড়ে নিয়েছ?' প্রশ্ন করল মেজর হ্যানলন, গ্রোভারের হামবড়া ভাবে বিরক্ত হচ্ছে।

'লেফটেন্যান্ট ভয় পেয়েছে।'

'ভয় পেয়েছে? লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে?'

'সেই অর্থে ভয় পায়নি, স্যার। আমি বলতে চাইছি, ভড়কে গেছে সে। খুবই বিচলিত ও উদ্বিগ্ন। ধাওয়াকারীদের নিয়ে চিন্তিত সে। শুধু ট্র্যাক লুকিয়ে খালাস হয়নি, বরং বাড়তি কিছু কাজও করছে। ওর কাজকারবার দেখে মনে হচ্ছে সে জানে কে তার পিছনে লেগেছে, এবং এও জানে লোকটা সহজে হাল ছাড়বে না।

'কেউ স্বীকার না-করলেও আমি নিজেকে অসাধারণ একজন ট্র্যাকার মনে করি। ছেলেবেলা কেটেছে ইনজুনদের সঙ্গে, ওদের

সব কায়দা-কানুনে হাফেজ হয়ে গেছি। কয়েক ঘণ্টা যদি কারও ট্রেইল অনুসরণ করি, তা হলে অনায়াসে তার জীবন বৃত্তান্ত বলে দিতে পারব। ট্রেইল হচ্ছে আমলনামার মত, একজন মানুষের চরিত্র বোঝা যায়। ইয়ে, স্যার, লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়েকে কিন্তু আজকের আগেও ট্র্যাকিং করেছি আমি...'

বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল মেজর হ্যানলন। ব্যাটা বলে কী! 'কেন করেছ কাজটা?' জানতে চাইল সে।

শ্রাগ করল গ্রোভার। 'মনের আনন্দে, আবিষ্কারের নেশায়। ওই যে বললাম, মানুষের ভিতরের দিকটা দেখা যায় ট্রেইলে। বীভার যেমন কাঠি আর পানি পেলে বাঁধ তৈরি করে ফেলে। ট্রেইল দেখলেই আমার অনুসরণ করতে ইচ্ছে করে, জানতে ইচ্ছে করে কে গেছে, লোকটা কেমন, কী করে! কথায় বলে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও...'

মেজরের চোখে কঠিন চাহনি দেখে নিরস্ত হলো সার্জেন্ট গ্রোভার, থোক্ করে থুথু ফেলল মাটিতে, তারপর খেই ধরল: 'কাউকে বিশ্বাস করা মানেই তো নিজের জীবন তার হাতে তুলে দেওয়া, তাই না, স্যার? সেক্ষেত্রে, মানুষটা কেমন যদি জানা হয়ে যায়, তা হলে চট করে সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব তার উপর আস্থা রাখা উচিত কি অনুচিত হবে।

'তো, স্যার, লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে একমাত্র ব্যতিক্রম যার ট্রেইল অনুসরণ করে কোন তথ্য পাওয়া যায় না, এমনকী সঙ্গে ট্রুপ থাকলেও কাউকে সুযোগ দেয় না সে। পথ চলার সময় এতটা আত্মবিশ্বাসী থাকে, ওর কাজে-কর্মে মনে হয় প্রতিটি খুঁটিনাটি জিনিস ওর জানা, প্রকৃতি সম্পর্কে ওর জ্ঞান এত নিখুঁত যেন মনে হয় নিজ হাতে বানিয়েছে...তাই এমনকী ইনজুনদের পক্ষেও ওকে অ্যাম্বুশ করা কঠিন কাজ। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ইনজুনরাও সেটা জানে, তাই কেউ সেই চেষ্টা করে না।'

থেমে আবার থুথু ফেলল সার্জেন্ট। 'লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়েকে

নিয়ে ইনজুনদের আলাপ করতে আমি নিজ কানে শুনেছি, স্যার। জাত বা গোত্র নির্বিশেষে লেফটেন্যান্টকে অসম্ভব সমীহ করে ওরা, বিশাল যোদ্ধা মনে করে। কখনও যদি ইনজুনদের সঙ্গে সন্ধি বা আলোচনা করার দরকার হয়, নির্দ্বিধায় পাঠিয়ে দিয়ো নাথান ডুনাওয়েকে, আর কেউ না-পারলেও ঠিকই সে সফল হবে। ডুনাওয়ে সম্পর্কে জানে ওরা এবং তাকে শ্রদ্ধাও করে।'

বিরক্তি চলে গেছে মেজর হ্যানলনের। লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে দক্ষ সৈনিক, জানত সে; কিন্তু এটা জানত না যে ইণ্ডিয়ানরা তাকে রীতিমত সমীহ বা শ্রদ্ধা করে। এও জানা ছিল না ইণ্ডিয়ানরা তার সম্পর্কে এত খবর রাখে।

'ট্রেইলের কথা বলো,' মনে করিয়ে দিল মেজর।

'আরে, আসল কথাই বলা হয়নি,' স্মিত হেসে বলল সার্জেন্ট গ্রোভার। 'ট্রেইলে চিহ্ন দেখে বুঝলাম ফোর্ট ব্রিজারের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে লেফটেন্যান্ট। সে জানে রেনিগেডরা হন্যে হয়ে ধাওয়া করবে পিছনে এবং তাদের মধ্যে বিশেষ কাউকে সে চেনে, এও জানে সেই লোকটা লেফটেন্যান্টকে যে-কোন মূল্যে ধরতে চায়।'

বালির উপর থাকা চিহ্ন নিরীখ করল মেজর হ্যানলন। যাত্রা করার পর থেকে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে, কিন্তু কাজ তেমন এগোয়নি, আম্বুলেন্স বা অ্যানিটার সুনির্দিষ্ট অবস্থান জানতে পারেনি; উদ্ধার করা তো দূর অস্ত ব্যাপার। এদিকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রেশনও কমে আসছে। সামনে যে কঠিন সময় অপেক্ষা করছে, তা বলা বাহুল্য। ক্রমে বন্ধুর এলাকায় প্রবেশ করছে ওরা।

বিতৃষ্ণা বোধ করছে মেজর হ্যানলন। সময়টাই বড় সমস্যা।

লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে শত্রুর ভয়ে শঙ্কিত, সার্জেন্ট গ্রোভারের মতামতকে মনে মনে বাতিল করে দিল মেজর। ট্র্যাকিং সেও কিছু কিছু জানে, তাই ট্র্যাক দেখে গ্রোভারের ধারণাকে স্রেফ অনুমান মনে হচ্ছে। লোকটা বোধহয় বাড়িয়ে বলেছে।

'তোমার কী মনে হয়, কী করবে ও?' জানতে চাইল উইল হ্যানলন।

'অনুমান নয়, আমি নিশ্চিত জানি। লেফটেন্যাণ্টকে খুব ভাল করে চেনা আছে আমার। অ্যাম্বুলেন্স ফেলে সবাইকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়বে, তারপর বুনো বা পাহাড়ী এলাকার দিকে চলে যাবে।'

'সরাসরি ব্রিজারের দিকে যাবে না? এরকম ক্ষেত্রে তো তুফান বেগে নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে ছোটা উচিত।'

'না, স্যার। লেফটেন্যাণ্ট ভাল করে জানে ওভাবে সফল হতে পারবে না, বিশেষ করে সঙ্গে যেহেতু মেয়েরা আছে। লড়াই করার বা ঊর্ধ্বশ্বাসে ঘোড়া ছোটানোর আগে যত রকম কৌশল আছে সব প্রয়োগ করবে সে। কোণঠাসা হলে লড়বে, কিংবা পালাতে হলে ঘোড়া ছোটাবে, কিন্তু তার আগে রেনিগেডদের খসিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে। আমাকে যদি জিজ্ঞেস করো, তা হলে বলব উইণ্ড রীভার মাউণ্টেনের দিকে যাবে সে।'

'কেন?'

'বুনো এলাকা বলে। লুকানোর মত জায়গার অভাব নেই ওদিকে। ক্যানিয়ন বা গাছপালার আড়ালে-আবডালে মাইলের পর মাইল এগোতে পারবে। ওদিকে যা পরিবেশ, চাইলে আমাদের মত একটা বাহিনীও অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারবে।'

'স্যার?' মেজরের মনোযোগ আকর্ষণ করল লেফটেন্যাণ্ট টমাস ক্রিসপিন। 'গ্রোভার ঠিকই বলেছে। রেনিগেডদের সম্পর্কে জানে ডুনাওয়ে, এমনকী টাস্কো ওয়াইল্ডের সঙ্গেও পরিচয় আছে ওর।'

'ওয়াইল্ড? সে আসবে কোত্থেকে?' বিরক্তি চেপে রাখল না মেজর। 'ক্যান্সাস বা মিসৌরির আশপাশে আস্তানা গেড়েছে সে। বেশিদূরে গেলে না-হয় বড়জোর কেন্টাকি যেতে পারে। কিন্তু এদিকে নয়।'

'আসলেই কি আমরা নিশ্চিত জানি কোথায় আছে ওয়াইল্ড,

স্যার?' যুক্তি দেখাল ক্রিসপিন। 'সবই শোনা কথা। ভিত্তিহীন। তবে একটা কথা, এই এলাকার নাড়িনক্ষত্র কিছুই অজানা নেই ওয়াইল্ডের, এবং এখানে অপারেশন চালানোই ওর জন্য সবদিক থেকে সুবিধাজনক। ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে সেনাবাহিনীকে এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ হয় না। লোকালয়ে বা ওয়্যাগন ট্রেনে যে গোলমাল হয়, সব ঘটনার জন্য ইণ্ডিয়ানরা দায়ী বলে মনে হয় না আমার। এমনও হতে পারে ঘটনা এমনভাবে ঘটানো হচ্ছে যাতে মনে হয় ইণ্ডিয়ানদের কাজ।

'মাফ করবেন, স্যার, একটা কথা মনে পড়ে গেছে। নাথান ডুনাওয়ের বাবা-মা কিন্তু এদিকেই মারা গেছে, ইণ্ডিয়ানরা ওদের ওয়্যাগন ট্রেনে হামলা করেছিল। একই ঘটনায় টাস্কো ওয়াইল্ডও তার স্বজনদের হারিয়ে ফেলে। ঘটনার পর পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হয় ওদের, এবং একসঙ্গে লারামি পৌঁছাতে সক্ষম হয়।'

'এর সবই অনুমান, লেফটেন্যান্ট। এদিকে টাস্কো ওয়াইল্ডের উপস্থিতির কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি, কেউ কখনও তাকে দেখেনি বা ওর অভিযানের কথাও শোনেনি। তা হলে কেন ভাবব ওয়াইল্ড আছে এখানে, বা অ্যাম্বুলেন্সের পিছনে লেগেছে? আমি তো শুনেছি মিসৌরি বা ওদিকে কোথাও এক গানফাইটে মারা গেছে সে।'

'আমি অবশ্য প্রমাণ দিতে পারব না। স্রেফ ধারণাই তো!'

'এতে কিন্তু কয়েকটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়,' মাঝখানে বলল লেইক গ্রোভার। 'শুনেছি ওয়াইল্ড খুবই বেপরোয়া লোক। গায়ে-গতরেও বিশালদেহী।'

'হ্যাঁ, ছয় ফুট দুই ইঞ্চি। ওজন আড়াইশো পাউণ্ড,' জানাল ক্রিসপিন।

'রেনিগেড নেতার যা সাইজ, আমাদের যে কাউকে ছাড়িয়ে যাবে সে,' বলল গ্রোভার। 'বিশালদেহী, দৈত্যাকার মানুষ হলে কী হবে, নড়াচড়া খুবই ক্ষিপ্র!'

'যত সব ফালতু কথা!' মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যাচ্ছে মেজরের, সামলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। 'ওয়াইল্ডের কাজ-কারবার পুব অঞ্চলে, এখান থেকে শত শত মাইল দূরে।' উঠে দাঁড়াল মেজর। 'হয়েছে, এবার কাজের দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক। ক্রিসপিন, তোমার লোকদের স্যাডলে চড়তে বলো। যত দ্রুত সম্ভব ওদের ধরে ফেলতে হবে। মুখোমুখি হলে নিশ্চয়ই লড়াই হবে। সেজন্য তৈরি থাকতে হবে আমাদের। হয়তো ওদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারব আমরা, আর যদি নাও পারি লড়াইয়ের মধ্যে আটকে রাখব যাতে সেই সুযোগে নিরাপদ দূরত্বে চলে যেতে পারে নাথান ডুনাওয়ে।'

গ্রোভার চলে যেতে মেজরের দিকে ফিরল ক্রিসপিন। 'আপনি তা হলে লেফটেন্যাণ্ট ডুনাওয়েকে সন্দেহ করছেন না আর?'

'লেফটেন্যাণ্ট ক্রিসপিন,' কঠিন শোনাল মেজর হ্যানলনের কণ্ঠ। 'এ-মুহূর্তে ফোর্ট লারামিতে থাকার কথা ডুনাওয়ের, কিন্তু ছুটি শেষে কাজে যোগ দেয়নি সে এবং পদাধিকার খাটিয়ে আর্মি অ্যাম্বুলেন্স ও বিশেষ দায়িত্বে নিয়োজিত ডিটাচমেণ্টের কর্তৃত্ব ছিনিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, নিজের মর্জিমাফিক ফোর্ট লারামির উল্টোদিকে এগোচ্ছে সে, যেদিকে সৈন্য বা অ্যাম্বুলেন্সের যাওয়ার কথা নয়।'

'সেটা ঠিক,' শ্রাগ করে বলল টমাস ক্রিসপিন। 'তবে একই সঙ্গে আপনার মেয়ের জীবনও বাঁচিয়েছে সে।'

'বটে! তবে একইসঙ্গে পে রোলের ষাট হাজার ডলারও সঙ্গে নিয়েছে সে।'

একেবারে বেকুব বনে গেল লেফটেন্যাণ্ট ক্রিসপিন, হাঁ হয়ে গেছে মুখ। 'ষাট হাজার ডলার?' শেষে আমতা আমতা করে জানতে চাইল। 'জানতাম না, স্যার!'

'এটাও নিশ্চয়ই এখন বুঝতে পারছ, বিপজ্জনক এক লোকের হাতে অতগুলো টাকা পড়েছে? সৈনিক হিসাবে যত দক্ষই হোক,

লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে মূলত উড়নচণ্ডী টাইপের মানুষ, কোথাও কোন পিছুটান বা বাঁধন নেই ওর। চালচুলোহীন এমন একজনের জন্য ষাট হাজার খুব লোভনীয় মনে হতে পারে, তাই না?

'এবার মন দিয়ে আমার কথা শুনে নাও, লেফটেন্যান্ট,' কড়া স্বরে বলল মেজর, মুখ কঠিন হয়ে গেছে। 'আমি কাউকে সন্দেহ করছি না। স্রেফ প্রতিটি সম্ভাব্য দিক বিচার করছি। এটা তো মানবে যে বেশ কয়েকটা ব্যাপারে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ের কাছ থেকে ব্যাখ্যা পাওনা হয়েছে কর্তৃপক্ষ?'

'জ্বী, ঠিকই বলেছেন।'

ইতোমধ্যে যাত্রা শুরু করেছে পেট্রল বাহিনী। চলার পথে সামনের বিস্তীর্ণ জমি নিরীখ করল মেজর হ্যানলন। বাতাস আর্দ্র ও ঠাণ্ডা, বেশ ভাল লাগছে। গরম অস্বস্তিকর হয়ে ওঠেনি। জমির বুকে সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠছে, চারপাশে বসন্তের হাওয়া। প্রথমে ঘোড়াকে কিছুদূর পর্যন্ত হাঁটাল সে, তারপর দুলকি চালে মাইল খানেক এগোল।

সামনে, প্রায় আধ-মাইল দূরে রয়েছে লেইক গ্রোভার। সঙ্গে আরও দুই সৈনিক। রেনিগেডদের দেখতে পেলে জানাবে মূল বাহিনীকে।

স্যাডলে নড়েচড়ে বসল মেজর হ্যানলন। বয়স শরীরে কামড় বসাচ্ছে, সামর্থ্য কমিয়ে দিয়েছে—হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে এখন। কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে নিজের ওজন ধরে রেখেছে। বিয়ের আগেরদিন যা ছিল, এখন তারচেয়ে মাত্র দুই কিলোগ্রাম কম। ফিটফাট থাকতে পছন্দ করে মেজর। রোজগার তেমন না-হলেও সেরা দর্জির তৈরি কাপড় পরে। উপরঅলারা কখনও তাকে একদিনের জন্যও ক্ষৌরিহীন অবস্থায় দেখেনি।

কয়েকবারই ডেস্কে কাজ করার প্রস্তাব পেয়েছে মেজর, একই সঙ্গে পদোন্নতির প্রতিশ্রুতিও ছিল; কিন্তু ফিল্ডে কাজ করার আগ্রহ দেখিয়েছে সবসময়। চাকুরিকাল যত বেড়েছে, পদোন্নতির সুযোগ

ততই কমে এসেছে। হ্যানলন খেয়াল করেছে ডেস্কে কাজ করতে অভ্যস্ত মানুষ তার চেয়ে কম পরিশ্রমী, ঝুঁকি নিতে অনিচ্ছুক। বড় কর্তারা সবসময় চান তাদের চারপাশে সহজ চরিত্রের, গোবেচারা টাইপের লোক থাকুক, যাতে তাদের দক্ষতা বা যোগ্যতার কারণে নিজেরা কখনও বিব্রত না-হন।

তবে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম, ভাবল মেজর, তার জন্য ফিল্ড বা ডেস্ক—দুটোর মধ্যে পার্থক্য নেই, সব জায়গায় সমান দক্ষতায় কাজ করতে সক্ষম। অথচ উপরঅলাদের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের সংঘাতও বাধে না। সুদর্শন তো বটেই, বিভিন্ন দেশে কাজের অভিজ্ঞতা থাকার পরও কোন দূতাবাসে অ্যাটাশের দায়িত্ব না-পাওয়াটা তার জন্য বিস্ময়কর।

কথায় কথায় নিজের মনোভাব লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিনকে জানাল মেজর।

'না, স্যার, অমন প্রস্তাব পেলেও ও নেবে না,' জবাবে বলল ক্রিসপিন। 'অন্য এক সূত্র থেকে খবর পেয়েছিলাম এরকম কী যেন একটা প্রস্তাব পেয়েছিল নাথান। কিন্তু রাজি হয়নি। আপনার মতই, স্যার, পশ্চিমে সক্রিয় সৈনিক হিসাবে দায়িত্ব পালন করতে পছন্দ করে ও।'

একটু পর সে যোগ করল: 'চার-পাঁচটা ভাষা জানে নাথান, অনর্গল কথাও বলতে পারে।'

'চমকপ্রদ ব্যাপার হলেও এতে বিস্ময়ের তেমন কিছু নেই,' মন্তব্য করল মেজর। 'কী জানো, অনেক আগেই আমি শিখেছি পশ্চিমে কোন মানুষ সম্পর্কে চট করে সিদ্ধান্ত নিতে নেই, কে যে আসলে কী, বোঝা মুশকিল। প্রথম ক্যাভালরির K-কোম্পানির প্রথম সার্জেন্ট কে ছিল, জানো? রাশান এক কবি। আরও মজার ব্যাপার হচ্ছে: অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনীর সাবেক এক সৈনিক আছে আমাদের সঙ্গে।'

'সত্যি?' বিস্মিত স্বরে বলল ক্রিসপিন। 'লোকটা কে?'

স্মিত হাসল মেজর হ্যানলন। 'এটা না-হয় ধাঁধা হিসাবে থাক, দেখা যাক তুমি নিজ চেষ্টায় বের করতে পারো কি-না। লোকটা নিজে যেহেতু আগের চাকুরির কথা বলতে চায় না, আমিও মুখ খুলে বেচারার ইচ্ছের অসম্মান করব কেন?'

'কিন্তু আপনি কীভাবে জানলেন?'

'পশ্চিমে আসার আগে সৈনিকদের কাগজপত্র রিভিউ করে যে ভিস্কাউন্ট, তার কথা মনে আছে? সে হচ্ছে এই লোকের মায়ের পেটের ভাই। চুপিসারে আমাকে আসল কথা বলেছে।'

নীরব হয়ে গেল ওরা। ঘোড়ার খুরের ছন্দময় শব্দ হচ্ছে শুধু। মাটির বুকে এখনও ঘাস পুরোপুরি গজায়নি, কিছু ধুলো রয়ে গেছে। খুরের দাপটে অল্প-বিস্তর ধুলো উড়ছে।

অ্যানিটার কথা ভাবছে মেজর হ্যানলন। কোথায় আছে এখন মেয়েটা? খুব ভয় পেয়েছে? বিস্ময়কর হলেও, ডুনাওয়েকে পছন্দ না-করলেও এ মুহূর্তে অ্যানিটার পাশে তার উপস্থিতি কিছুটা হলেও স্বস্তি জোগাচ্ছে মেজরকে। ভরসা পাচ্ছে। অন্যরা তাকে যাই ভাবুক, কেউ অভিযোগ করতে পারবে না ডুনাওয়ে কোন অভদ্র আচরণ করেছে, বিশেষ করে মহিলাদের সঙ্গে। পুরোদস্তুর ভদ্রলোক হিসাবে সুনাম আছে লেফটেন্যান্টের।

মেয়েঘটিত কেলেঙ্কারি সেনাবাহিনীতেও ঘটে। মেজরের মনে পড়ল এই কিছুদিন আগেও অন্য ইউনিটের এক লেফটেন্যান্ট এক বেশ্যার সঙ্গে সম্পর্কের কারণে চাকুরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল।

'অন্যরা এটাকে যে দৃষ্টিতেই দেখুক,' ঘটনা শুনে সোজাসাপ্টা মন্তব্য করেছিল লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে। 'ওর সিদ্ধান্তকে আমি সাধুবাদ জানাই। একজন ভদ্রলোকের যা করা উচিত তাই করেছে সে, মহিলাকে সম্মান দেখিয়েছে। আমিও তাই করব,' মুহূর্তের জন্য থেমে বলেছিল সে। 'আমার সঙ্গে যদি কোন ভদ্রমহিলা থাকে, তাকে লেডি হিসাবেই সম্মান করব—তার পরিচয় বা পেশা কোন ব্যাপার নয়।'

ধেত্তেরি, বিরক্ত মনে নিজেকে গাল দিল মেজর হ্যানলন, *ছেলেটার এত গুণের তারিফ করছি, কিন্তু তারপরও কেন পছন্দ হয় না ওকে?*

বেশ ভালই এগোচ্ছে ওরা, রেনিগেডদের ধরে ফেলতে দেরি হবে না। ট্রেইলে ওয়াইল্ড বাহিনীর ফেলে যাওয়া চিহ্ন একেবারে তাজা, এমনকী মেজর হ্যানলনের মত ট্র্যাকিংয়ে অদক্ষ মানুষও বুঝতে পারছে বেশিক্ষণ হয়নি এখান দিয়ে গেছে রেনিগেডরা। ব্যাটারা কি টের পেয়ে গেছে যে অনুসরণ করা হচ্ছে?

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল মেজর, কিন্তু প্রশ্নটার উত্তর খুঁজে পেল না। বোঝা মুশকিল। ট্রেইলে এমন কোন রদবদল চোখে পড়ছে না, যা থেকে বোঝা যাবে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে রেনিগেডরা।

দু'বার স্বল্প সময়ের বিরতি নিল ওরা, কাভার এবং ছায়া আছে এমন জায়গায় থেমেছে। দ্বিতীয়বারের সময় কফি তৈরির নির্দেশ দিল মেজর, কফিতে চুমুক দেওয়ার ফাঁকে সার্জেন্ট মাইক গ্রোভারের কাছ থেকে রিপোর্ট নিল।

'সন্ধ্যা হতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি, তবে ওরা ক্যাম্প করে ফেলেছে,' জানাল স্কাউট। 'বেডরোল বিছিয়ে কেউ কেউ আয়েশ করছে, রান্নার কাজও প্রায় শেষ করে এনেছে।'

'পাহারা রেখেছে?'

'জ্বী, স্যার। কিন্তু ওদের হাবভাবে তেমন সতর্কতা চোখে পড়ল না। একেবারে কাছে চলে গিয়েছিলাম। ভাল জায়গায় ক্যাম্প করেছে, পর্যাপ্ত কাভার আছে, আবার আশপাশে অনেকটা দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে।'

চিন্তিত দৃষ্টিতে টেনেসিয়ানকে দেখছে মেজর। 'কোন সমস্যা, গ্রোভার? তোমাকে ভিতরে ভিতরে বিচলিত মনে হচ্ছে? খুঁতখুঁত করছে মন কোন ব্যাপারে?'

'জ্বী, স্যার। ওদেরকে দেখে যতই আয়েশে ব্যস্ত মনে হোক,

আমার কিন্তু মন সায় দিচ্ছে না। কোথাও একটা গড়বড় আছে। ভাব দেখে মনে হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্স ওদের হাতের মুঠির মধ্যে, কিংবা কোন একটা চমক লুকিয়ে রেখেছে। ঠিক বুঝতে পারছি না ঘাপলাটা কী, তবে একটা কিছু আছে নিশ্চয়ই!'

'বেশ, মেনে নিলাম তোমার কথা,' বলল মেজর। অনিয়মিত সৈনিকদের সম্পর্কে হ্যানলনের অভিজ্ঞতা বেশ সমৃদ্ধ, জানে বেশিরভাগ সময় এরা পরিস্থিতির ভুল বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করে। একই ধরনের অনুভূতি জীবনে তারও হয়েছে কয়েকবার, এবং তার পরিণতি অগ্রাহ্য করতেও শিখে ফেলেছে।

'গ্রোভার,' মৃদু স্বরে বলল মেজর। 'যাও, কিছুক্ষণ বিশ্রাম নাও গে। অনেক ধকল গেছে তোমার। রেনিগেডদের ক্যাম্পের উপর দৃষ্টি রাখতে হবে। এক কাজ করো, দু'জন লোককে নজর রাখতে পাঠিয়ে দাও। অস্বাভাবিক কোন ঘটনা নজরে পড়লে যেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে জানায়। অনেকের সঙ্গে তো কাজ করেছ, কাদের পাঠানো যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে তোমার?'

মেজরের ধারণা আছে কাকে কাকে পাঠানো উচিত। তবে লেইক গ্রোভার যেহেতু এদের প্রায় সবার সঙ্গে কাজ করেছে, তার মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে।

'গর্ডন শার্প এ-কাজে সেরা ছিল। সে যেহেতু নেই...হেনশ, প্রিঙ্গল বা রুইক...এরা তিনজনই কাজের লোক।'

বিস্মিত হলেও সেটা প্রকাশ করল না মেজর হ্যানলন। লুক প্রিঙ্গল একসময় শিকারী ছিল। ডাকোটা ও উইসকনসিনে সৈনিক হিসাবে চাকুরি করেছে ড্যান রুইক, ইণ্ডিয়ানদের সম্পর্কে জানে সে, কয়েকটা ভাষাও বলতে পারে। কিন্তু মাইক হেনশ?

মেজর প্রশ্ন করার আগেই জবাব দিল লেইক গ্রোভার। মৃদু হেসে বলল, 'হেনশের ব্যাপারে আপনার মনে বোধহয় প্রশ্ন বা দ্বিধা আছে। কিন্তু এ ব্যাপারে ওস্তাদ লোক বলতে হবে ওকে। কান খুব খাড়া, আশপাশে কোন কিছুই ওর কান এড়ায় না।

সবচেয়ে বড় কথা, ধৈর্য ধরে পড়ে থাকতে জানে, অযথা নড়াচড়া করে না। এ এলাকায় হয়তো তেমন অভিজ্ঞতা নেই ওর, কিন্তু বিশ্বাস করুন, প্রয়োজনের সময় দেখবেন ওই বেশি কাজের। কয়েকবার ওর সঙ্গে স্কাউটিংয়ে গেছিলাম, নিশ্চিন্তে নির্ভর করা যায় ওর উপর। খুবই সতর্ক মানুষ হেনশ, দেখে-শুনে গুলি করে, অযথা সীসা খরচ করার বিরোধী। সবচেয়ে বড় কথা, টার্গেটিকে একেবারে সুবিধামত না-পেলে গুলি করার পক্ষপাতী নয় সে।'

'ধন্যবাদ, গ্রোভার। এবার আরও কফি গিলে শুয়ে পড়ো। বিশ্রাম পাওনা হয়েছে তোমার।'

গ্রোভার চলে যেতে সময় নিয়ে কফি উপভোগ করল মেজর। কী আশ্চর্য! অস্ট্রিয়ান সেনাবাহিনীর প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট, বর্তমানে আমেরিকান কর্পোরাল, মাইক হেনশের বাড়তি এসব গুণের কথা সে নিজেও জানত না। এদিকে লেইক গ্রোভারও তার সম্পর্কে সব জানে না। কত বিচিত্র সব মানুষ! চুপচাপ স্বভাবের, আত্মকেন্দ্রিক মাইক হেনশকে দেখে মনে হয় না এমন করিৎকর্মা লোক।

আত্মবিশ্বাসী মানুষ সে। দীর্ঘ, ছিপছিপে, পেটা শরীর। ঘোড়া চড়তে ওস্তাদ, রাইফেলে চালু হাত। এখানে কর্পোরাল হিসাবে যোগ দেওয়ার কয়েকদিনের মধ্যে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে সে, বোঝা গেছে অতীতেও সৈনিক ছিল। তবে সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হচ্ছে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা। প্রকৃতিপ্রদত্ত। সতীর্থ সৈনিকেরা তাকে যেমন পছন্দ করে, তেমনি তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সমীহের চোখে দেখে; বেশি অভিভূত করে অন্যদের প্রভাবিত করার অনাগ্রহ। অন্যের বাহ্বা পাওয়ার জন্য কিছু করে না মাইক হেনশ।

মাইক হেনশকে খবর দিল মেজর হ্যানলন।

'হেনশ,' তাকে বলল মেজর। 'আমি চাই চারপাশের এলাকা স্কাউট করবে তুমি। রেনিগেডদের ক্যাম্পের চারপাশে চক্কর দিতে হবে। কিন্তু সাবধান, ওদের অনেকেই পাহাড়ী মানুষ, এমনকী

বনে-বাদাড়েও খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। জন্ম থেকে এ ধরনের পরিবেশে অভ্যস্ত ওরা।

'যাই হোক, ওদের ক্যাম্প পর্যবেক্ষণ করার সময় খেয়াল কোরো অ্যাম্বুলেন্স বা আমাদের লোকজনকে দেখা যায় কি-না। অস্বাভাবিক কোন কিছু না-ঘটলে ভোরের আগে আমরা এখান থেকে নড়ছি না। এখান থেকে বেরিয়ে ওদের ক্যাম্পে যাব। যাই ঘটুক, সরাসরি আমার কাছে রিপোর্ট কোরো, আর আমাকে না-পেলে লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিনকে জানাবে।'

'ইয়েস, স্যার।'

'আরেকটা কথা, কর্পোরাল, রেনিগেডদের কেউই কিন্তু বোকা নয়, বিশেষ করে তাদের নেতার কথা মাথায় রেখো। প্রত্যেকে এরা নিষ্ঠুর খুনি, সামান্য দয়াও কাউকে দেখায় না।'

'বেশ, স্যার, আমি মনে রাখব।'

রেনিগেডদের ক্যাম্পে নজর রাখার জন্য দু'বার নিজেই ঢাল ধরে উঠে গেল মেজর হ্যানলন, দেখল ক্যাম্পে আগুন জ্বলছে। বড়সড় করে ধরানো হয়েছে। খোলা জায়গায় এভাবে বড় করে আগুন জ্বালায় না কেউ, আর এরা তো রেনিগেড, চুপিসারে এগোনোর যথেষ্ট কারণ রয়েছে ওদের।

ব্যাপারটা ধাঁধায় ফেলে দিল মেজরকে।

প্রথমবার আগুনের আশপাশে নড়াচড়া চোখে পড়েছে, কিন্তু দ্বিতীয়বারে শুধু জ্বলন্ত আগুন দেখল। তবে সন্দেহ নিরসন করার উপায় নেই, অন্তত ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। তারপর না-হয় চুপিচুপি চলে যাবে ক্যাম্পের কিনারে।

শেষে নিজেদের ক্যাম্পে ফিরে এসে বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল মেজর উইল হ্যানলন। চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছে এসময় কাঁধে কারও হাত পড়ায় চোখ মেলে তাকাল মেজর।

'স্যার, ওরা আমাদের বোকা বানিয়েছে। ক্যাম্পে কেউ নেই, উধাও হয়ে গেছে সবাই!'

ছয়

‘চলে গেছে?’ নিজেকে বেকুব মনে হলো মেজর হ্যানলনের, অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল ড্যান রুইকের দিকে, সে-ই জাগিয়েছে মেজরকে।

‘জ্বী, স্যার। ওখানে আদৌ কোন ক্যাম্প নেই, স্রেফ আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে যাতে দূর থেকে দেখে ক্যাম্প মনে হয়। সার্জেন্ট গ্রোভার বিশদ বলতে পারবে, স্যার, তবে আমার ধারণা আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য কয়েকজনকে রেখে গেছে ওরা, মাঝে মধ্যে নড়াচড়াও করেছে লোকগুলো, যাতে আমাদের চোখে মনে হয় স্বাভাবিক একটা ক্যাম্প। অন্যরা চুপিসারে সরে পড়েছে।’

‘ধন্যবাদ, রুইক। হেনশ কি ফিরেছে?’

‘না, স্যার, এখনও ফিরে আসেনি। ওকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, স্যার, বেচারা এ-দেশে নতুন, এলাকাটাও ভাল চেনে না...’

‘ড্যান রুইক, পেট্রল বাহিনীর এক-তৃতীয়াংশ সৈনিক বিদেশী বা আদপে যারা সত্যিকার আমেরিকান নয়। আর এদের কেউ কেউ সেরাদের মধ্যেও সেরা।’

রুইক চলে যেতে কয়েক মুহূর্ত ভাবল মেজর হ্যানলন, কয়েকটা সম্ভাবনা উঁকি দিল মাথায়। শুয়ে পড়ে কম্বল টেনে নিল গায়ের উপর, এবং এর কিছুক্ষণ পর ঘুমিয়েও পড়ল। ভাল সৈন্য সময়ের সদ্ব্যবহার করে—খাবার পেলে খায়, বসার সুযোগ পেলে কখনও দাঁড়ায় না, আর ঘুমানোর সুযোগ থাকলে জেগে থাকে না...যতক্ষণ না সেটা তার কর্তব্য পালনে পরিপন্থী হয়।

জ্বলন্ত কাঠের ধোঁয়ার গন্ধে জেগে উঠল মেজর হ্যানলন। চোখ মেলে দেখল সদ্য জ্বালানো আগুনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে লেইক গ্রোভার। তিন টুকরো পাথর বসিয়ে, আগুনের ঠিক মাঝখানে, কফির পট চাপানো হয়েছে।

'মর্নিং, স্যার। খোঁজখবর নিতে ওদিকে গিয়েছিলাম।' জানাল গ্রোভার।

'কী দেখলে?'

'ক্যাম্প-ট্যাম্প কিছু নেই! ভাঁওতা দিয়েছে। মূল দল যেমন দ্রুত কেটে পড়েছে, এরাও সকাল হওয়ার আগেই ভেগে গেছে। রাতভর ছিল শুধুই ভাঁওতা দেওয়ার জন্য, এ ফুরসতে অন্যদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে। আমার ধারণা, ওরা কিছু চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে বটে, তবে যথেষ্ট নয়।'

'মানে? কী বলতে চাইছ?'

'রেনিগেডরা যথেষ্ট চালু লোক, কিছু কারিশমাও দেখিয়েছে চিহ্ন খুঁজতে গিয়ে। বিস্তর চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে ওরা, তবে ট্রেইল পায়নি। যেভাবে হন্যে হয়ে পুরো এলাকায় তল্লাশি চালিয়েছে, বোঝা যায় আসলে কী ঘটেছে বুঝতে পারেনি, স্রেফ অন্ধের মত ঢুঁ মেরেছে জায়গায় জায়গায়। এক্ষেত্রে যা হওয়ার কথা, তাই হয়েছে শেষে। সব চিহ্ন হারিয়ে ফেলেছে। স্যার, এর সব কৃতিত্ব লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ের। এমনভাবে সে চিহ্ন রেখে গেছে যে ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে রেনিগেডদের। খুবই ধুরন্ধর লোক!'

'রেনিগেডরা কতজন হবে?'

'চল্লিশজন তো হবেই। রাইফেলের কুঁদোর দাগ আর ঘোড়ার পিকেট লাইনের দৈর্ঘ্য দেখে অনুমান করেছি। কম-বেশিও হতে পারে।'

'তুমি তা হলে ওদের ক্যাম্প খুঁজে পেয়েছ?'

'জ্বী, স্যার। আগুন তৈরি করার কয়েক ঘণ্টা পর মালপত্র নিয়ে কেটে পড়ে ওরা। আরও পাঁচ মাইল দূরে গিয়ে অন্ধকারে

ক্যাম্প করেছিল। আমি যখন ওখানে পৌঁছাই, এর বড়জোর আধ-ঘণ্টা আগে ক্যাম্প ত্যাগ করেছে সবাই।'

'হেনশ ফিরেছে?'

'না, স্যার।'

'ধন্যবাদ, গ্রোভার। আগে কফি খেয়ে চাঙা হয়ে নিই, তারপর ভেবে দেখা যাবে কী করা যায়।'

পুরো দিনটা কাজে লাগাতে হবে আজ। ধরে ফেলতে হবে রেনিগেডদের, ভাবছে মেজর। লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ের ট্রেইল খুঁজে পেতে হবে ওয়াইল্ডবাহিনীর, তাতে চলার গতি ধীর হয়ে যাবে তাদের। এটা ঠিকই বুঝবে তারা, এবং এও জানে যে পিছন থেকে তাদের ধরে ফেলার চেষ্টা চালাবে পেট্রল বাহিনী। সেক্ষেত্রে একটা কাজই করার আছে তাদের···অ্যাম্বুশ করবে।

অনুমান হলেও যুক্তি আছে এতে। মেজর হ্যানলন মোটামুটি নিশ্চিত যে ঠিক এভাবেই ভাবছে রেনিগেডরা। পিছনে ধেয়ে আসা পেট্রল বাহিনীকে দেরি করানোর বা ভড়কে দেওয়ার জন্য অ্যাম্বুশ করবে, এবং একইসঙ্গে পালিয়ে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্সের যাত্রীদের ধরার চেষ্টা চালাবে।

মেজর নাস্তা শেষ করার পরপরই ক্যাম্পে ফিরে এল মাইক হেনশ।

'কফি নিয়ে চলে এসো,' আহ্বান করল হ্যানলন। 'তারপর তোমার রিপোর্ট শুনব।'

'অ্যাম্বুলেন্সটা খুঁজে পেয়েছি, স্যার,' জানাল হেনশ, কফিতে চুমুক দিচ্ছে। মেজরের মন্তব্যের অপেক্ষা না-করে বলে গেল: 'খুব চাতুর্যের সঙ্গে জায়গা বাছাই করা হয়েছে, এমন জায়গায় লুকানো ছিল যে খুঁজে পাওয়া মুশকিল। নেহাত ভাগ্যক্রমে ওটা পেয়েছি। ঘোড়া যেখানে ঘাস খেয়েছে, খাটো আকৃতির ঘাস না-থাকলে খুঁজেই পেতাম না।

'কাছে এক টিলার উপর লুকআউট তৈরি করেছিল ওরা।

ওখান থেকে শত্রুদের উপর নজর রেখেছে। শেষে, রেনিগেডদের জায়গাটা পেরিয়ে যেতে দেখে সব মালামাল ঘোড়ার পিঠে তুলে রওনা দিয়েছে উত্তর দিকে।'

'মেয়েদের উপস্থিতির কোন প্রমাণ পেয়েছ?'

'হ্যাঁ, দু'জন ছিল ওখানে। একটা ঝর্না পর্যন্ত লেফটেন্যান্টদের ট্রেইল খুঁজে পেয়েছিলাম, তারপর হারিয়ে ফেলেছি।'

'অন্যরা…রেনিগেডরাও কি ওদের ট্রেইল খুঁজে পেয়েছে?'

'জ্বী, স্যার। তবে ওরাও শেষ পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে।'

লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে যে ফোর্ট ব্রিজারের দিকে ছুটবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটু ঘুরপথে যাচ্ছে সে, তবে চূড়ান্ত গন্তব্য ওটাই। নাক বরাবর ছুটে রেনিগেডদের খসাতে পারবে না বলেই পাহাড়ী এলাকার দিকে এগোচ্ছে, যেহেতু সঙ্গে মহিলারা ছাড়াও ভারী মুদ্রা রয়েছে। এলাকাটা ডুনাওয়ের চেনা, কিন্তু কতটা চেনা? ব্যাপারটা শেষে বুমেরাং হয়ে দাঁড়াবে না তো?

রেনিগেডরা এখন ওদের ধরে ফেলতে চেষ্টা করবে, কিংবা যেভাবে হোক আটকাবে।

'স্যার?'

'বলো, হেনশ।'

'রেনিগেডরা কিন্তু পুরো এলাকা খুব ভাল করে চেনে। বেশ কয়েকবার সহজ পথ দিয়ে গেছে ওরা, চেনা-জানা না-হলে যা সম্ভব ছিল না। ওদের নেতা জানে কী করছে বা কীসের পিছনে লেগেছে।'

তাড়াহুড়ো করা অভ্যাসে নেই মেজর উইল হ্যানলনের। এমনকী এখনও, যখন সময় আর দূরত্ব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবছে সে। পরিস্থিতির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করছে। সমস্যা উত্তরণে সম্ভাব্য উপায়গুলো ভাবল, তারপর সিদ্ধান্ত নিল কোন্‌টা গ্রহণ করা উচিত হবে।

অ্যাম্বুশের সব সম্ভাব্য জায়গা স্কাউট করতে হবে, ভাবছে

মেজর হ্যানলন, তবে এতেও সমূহ বিপদ এড়াতে পারার সম্ভাবনা কম। রেনিগেডদের অনেকে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে থেকেছে এবং অস্বাভাবিক জায়গায় অ্যাম্বুশ করার ব্যাপারে বিরাট সুনাম আছে ইনজুনদের। এমন জায়গা ওরা পছন্দ করবে, যেটা দেখে মনেই হবে না।

নিচু এক টিলার উপর উঠে এল মেজর, সঙ্গে গ্রোভার আর হেনশ রয়েছে। সামনের বিস্তীর্ণ এলাকা জরিপ করল। আঙুল তুলে দূরের কাঠামোগুলো চিনিয়ে দিল দুই স্কাউট। ফিল্ডগ্লাসের সাহায্যে পুরো এলাকা একবার ত্বরিত পর্যবেক্ষণ করল মেজর, শেষে সময় নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল।

একটু পর টিলার উপর উঠে এল লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন। পরিস্থিতি তাকে ব্যাখ্যা করল মেজর। 'অ্যাম্বুশ বা অন্যভাবে যাতে আমাদের চমকে দিতে না-পারে, সেজন্য তৈরি থাকতে হবে। বিশেষ করে খোলা জায়গায় খুব সাবধান থাকতে হবে। আমি চাই, যদি লড়তেই হয়, সামনাসামনি খোলা জায়গায় লড়ব, যাতে ওরা বাড়তি সুবিধা না-পায়।'

ঘুরে দুই স্কাউটের দিকে ফিরল উইল হ্যানলন। 'হেনশ, এবার আমাকে অ্যাম্বুলেন্সের কাছে নিয়ে যাবে। রুইককে সঙ্গে নিয়ে যাব আমরা। ক্রিসপিন, সৈন্যদের তৈরি হতে বলো। ওদের যাত্রা করিয়ে দাও। গ্রোভার আর প্রিঙ্গলকে বেশ খানিকটা এগিয়ে যেতে দিয়ো। ওদেরকে কাজে লাগিয়ো, কিন্তু নির্ভর করে বসে থেকো না।'

টিলা থেকে নেমে দ্রুত স্যাডলে চাপল ওরা, তারপর গোপন উপত্যকার দিকে এগোল। হেনশ পথ দেখাচ্ছে। নির্দিষ্ট জায়গায়, উপত্যকায় যেখানে অ্যাম্বুলেন্স লুকানো ছিল, সেখানে এসে বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাল মেজর হ্যানলন। খুবই অল্প জায়গা, অথচ একেবারে কাছে না-এলে চোখে পড়ে না। মাত্র দশ গজ দূর দিয়ে কেউ হেঁটে গেলেও বুঝবে না এখানে দারুণ একটা জায়গা

আছে। কারও চোখ ফাঁকি দেওয়ার জন্য বা আহত হয়ে লুকিয়ে থাকার জন্য এরচেয়ে জুতসই জায়গা আর হতে পারে না।

ওয়্যাগনের ভিতরে ঢুকে পড়ল মেজর হ্যানলন। এক দেয়ালে গোপন একটা কম্পার্টমেন্ট ছিল। কবাট সরাতে ভিতরটা চোখে পড়ল...ফাঁকা। তবে বিস্মিত হয়নি, কারণ এমন কিছুই প্রত্যাশা করেছে। টাকা রয়ে গেছে কি-না, খোঁজ নেওয়া তার দায়িত্ব ছিল।

ওয়্যাগন থেকে নেমে টিলার উপর উঠে এল। বেশ কিছু চিহ্ন পড়ে আছে, বোঝা যায় এখান থেকে চারপাশে, বিশেষ করে ট্রেইলে নজর রেখেছে অ্যাম্বুলেন্সের যাত্রীরা। রেনিগেডদের দেখা মাত্র দ্রুত সরে পড়ার মত পর্যাপ্ত সময় পেয়েছে।

'জায়গাটা খুঁজে পেতে সময় লেগেছে, স্যার,' জানাল মাইক হেনশ। 'কাজটা সহজ ছিল না।'

'হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি,' অন্যমনস্ক স্বরে বলল মেজর, দিগন্তে চলে গেছে দৃষ্টি—উইণ্ড রীভার মাউন্টেন দেখছে। দিগন্তের প্রায় পুরোটাই জুড়ে রয়েছে বিস্তীর্ণ পর্বতশ্রেণী। 'ভাবছি আদৌ ওটা পার হওয়ার কোন পথ আছে কি-না।'

'আছে, স্যার,' জানাল লুক প্রিঙ্গল। 'বেশ কঠিন ট্রেইল, তবে যাওয়া যায়। ফোর্ট লারামিতে এক পাহাড়ী লোকের কাছে শুনেছি বেশ কয়েকটা পথ আছে। কিন্তু চেনা না-থাকলে ওই পাহাড় পেরোনো অসম্ভব।'

সামনে বিস্তীর্ণ সাউথ পাস এলাকা। তবে ওখানে যেতে হলে আগে বীভার রিম পেরোতে হবে। এবড়োখেবড়ো প্রান্তর; খানাখন্দ, বোল্ডার, পাথরসারি আর অ্যারোয়োয় ভরা। খারাপের চূড়ান্ত। ফোর্ট ব্রিজারের উদ্দেশে যাত্রা করা ছোটখাট দলের পক্ষে সফল হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললে চলে।

ডুনাওয়ে কী করবে?

মিনিট দশ পর যাত্রা করল ওরা। নাগাড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ধরে ফেলল সঙ্গীদের, আগেই মূল বাহিনীকে রওনা করিয়ে দিয়েছে

লেফটেন্যান্ট টমাস ক্রিসপিন।

দুপুর পর্যন্ত টানা এগোল ওরা, মাঝে শুধু দু'বার মিনিট কয়েক থেমেছে। এবড়োখেবড়ো প্রান্তর বা খরতাপ, কোনটাই গ্রাহ্য করছে না। কিন্তু এখন পর্যন্ত রেনিগেডদের কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি।

দ্বিতীয়বার থামার সময় স্যাডল ছেড়ে যখন নামতে গেল মেজর হ্যানলন, মনে হলো হাঁটু ভেঙে পড়ে যাবে। হাঁটুতে জোর পাচ্ছে না। মুহূর্ত কয়েক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল সে, নিজেকে ফিরে পেতে সংগ্রাম করছে। বয়স যে হয়েছে, তার প্রমাণ পাচ্ছে হাড়ে হাড়ে। যাই হোক, সামর্থ্যের সীমা অতিক্রম করা ঠিক হবে না, ভাবল সে, তবে কোনক্রমে দুর্বলতাও প্রকাশ করা যাবে না।

মিনিট কয়েক পর চ্যাপ্টা এক পাথরে বসে পড়ল মেজর। ক্যানিয়নের আনাচে-কানাচে ছায়ার ঘনত্ব বাড়ছে, শেষ বিকালের আলোয় ঝলমল করছে পাহাড়ী শৃঙ্গে জমে থাকা বরফের গালিচা; অদ্ভুত সৌন্দর্য ঠিকরে বেরোচ্ছে। আর ক্যানিয়নের নীচে, মাইলের পর মাইল বিস্তীর্ণ সবুজ তৃণভূমি পেরিয়ে এসেছে ওরা। তারও আগে খানাখন্দ ও বোল্ডারে ভরা বন্ধুর প্রান্তর পাড়ি দিয়েছে। ক্লান্ত সবাই, এতটাই যে কেউ কেউ বসে পড়েছে স্যাডল ছাড়ার পর। ঘোড়া পিকেট করার আগ্রহ পাচ্ছে না।

তবে ব্যতিক্রমও আছে। কারও কারও শক্তির যেন শেষ নেই, নিজ থেকে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, আশ্চর্য রকম সতেজ! দূরে, পাহাড়ের কোলে চলন্ত কয়েকটা কাঠামো চোখে পড়তে ফিল্ডগ্লাস বের করে চোখের সামনে তুলে ধরল মেজর হ্যানলন।

মোষ···প্রায় ছয়-সাতটা।

সম্ভবত বিশ্রামের জায়গা খুঁজছে ওগুলো। পরিস্থিতি অনুকূল হলে কয়েকজনকে মোষ শিকারের জন্য পাঠিয়ে দিতে পারত, তা হলে খাবার নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকত না। অন্তত আরও একটা দিন

ছুটতে পারত রেনিগেডদের পিছনে। নির্দিষ্ট সময়ে ফোর্টে উপস্থিত না-হওয়ার কারণ হিসাবে পে রোলের টাকা উদ্ধারের চেষ্টা করেছে, আশা করা যায় গ্রহণযোগ্য হবে। বড় কর্তাদের প্রভাবিত করতে সমস্যা হবে না, ভাবছে মেজর হ্যানলন।

গ্রোভার আর রুইক, দু'জনেই এগিয়ে এল।

'পেয়েছি ওদের!' জানাল গ্রোভার, কণ্ঠে সন্তুষ্টি। 'বীভার রিমের নীচে ক্যাম্প করেছে, স্যার, এখান থেকে কয়েক মাইলের বেশি হবে না। টুইন ক্রীক হয়ে, লাইমস্টোন মাউণ্টেনের দিকে চলে গেছে, তারপর বামে মোড় নিয়ে বীভার রিমে পৌঁছেছে। আনুমানিক রিমের এক হাজার ফুট নীচে ওদের ক্যাম্প।'

'যে-ট্রেইল ধরে গেছে ওরা—পাহারা রেখেছে?'

'আলবৎ রেখেছে! চারজন ট্রেইলের আনাচে-কানাচে লুকিয়ে আছে, আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কিন্তু আমার আর রুইকের সঙ্গে কোন কারিশমাই টিকবে না! ওদের ফাঁকি দিয়ে একটু ঘুরে একেবারে রিমের কিনারা পর্যন্ত চলে গেছি।'

'আমরা ওটা পেরোতে পারব?'

'পারব না কেন? রিমটা প্রায় পাঁচশো ফুট উঁচু। চূড়ার কাছ থেকে শেষ আশি-নব্বই ফুট একেবারে খাড়া, নইলে বুনো ট্রেইল ধরে উঠে যাওয়া কঠিন হবে না। বিশেষ করে আমাদের জন্য। সাধারণ মানুষ হয়তো পারবে না।'

'ওঠার চেষ্টা করেছ নাকি তোমরা?'

'আমি করেছি, স্যার,' জানাল রুইক। 'শুধু উঠিইনি, ওপাশে বীভার ক্রীকের তলা পর্যন্ত নেমে গেছি। পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম, তবে ঘোড়ার পিঠে যেতে সমস্যা হবে বলে মনে হয় না।'

পরিস্থিতি আগ্রাসী হওয়ার দাবি করছে। হয়তো অ্যাম্বুশে গিয়ে পড়বে, কিন্তু ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। রেনিগেডদের উপর যদি মোক্ষম হামলা করতে পারে, বিরাট উপকার করা হবে ডুনাওয়ের; ফোর্ট ব্রিজারের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে

ছুট দেওয়ার জন্য বা কোথাও লুকিয়ে পড়ার সুযোগ পেয়ে যাবে লেফটেন্যান্ট। আগে ওদের বিপদ কাটুক, তারপর ডুনাওয়ের সঙ্গে বোঝাপড়া করা যাবে।

আগের কাজ আগে সারতে হবে।

লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিনের দিকে ফিরল মেজর। 'গরম খাবার দাও ওদের। খেয়ে-দেয়ে সবাই বিশ্রাম নিক। তবে আগের মতই পাহারা থাকতে হবে। চার ঘণ্টা বিশ্রাম শেষে, মাঝরাতের কিছু পর বেরোব আমরা।'

অ্যানিটার কথা আবার ভাবল। কোথায় আছে মেয়েটা? কী করছে এখন? ভাগ্যিস, মেরিয়ন আছে ওর সঙ্গে। মহিলা কথাবার্তা বা পোশাকে যতই কেতাদুরস্ত হোক, সৈনিক স্বামীর ছায়া পড়েছে তার মধ্যে। মেরিয়ন ক্রকেটকে সৈনিকই বলা যায়। স্বামীকে বেশ কয়েকবার যুদ্ধ করতে দেখেছে সে, এমনকী নিজেও ছিল দু'এক জায়গায়। এক্ষেত্রে যা হওয়ার কথা, সাধারণ মহিলাদের চেয়ে অনেক বেশি দৃঢ়চেতা হয়ে উঠেছে মেরিয়ন।

স্যাডলব্যাগ থেকে রেযর বের করে আগুনের শিখার উপর ধরে গরম করল মেজর হ্যানলন, তারপর দিনের শেষ আলোয় ক্ষৌরি করে নিল। হাত চালানোর ফাঁকে নিজের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে ভাবল।

খুবই সতর্কতার সঙ্গে চাল দিতে হবে, রেনিগেডদের ক্যাম্পে ঢুকতে হবে প্রায় নিঃশব্দে। এরা প্রত্যেকে অভিজ্ঞ যোদ্ধা, কেউ পাহাড়ী মানুষ, কেউ ইণ্ডিয়ানদের মত দক্ষ ও দুঃসাহসী। লড়াইয়ে এদের অভিজ্ঞতা পেট্রল বাহিনীর যে-কারও চেয়ে বেশি। তবে এমন দুর্ধর্ষ লোকও কখনও কখনও অতি আত্মবিশ্বাসী হয়ে পড়ে, ভুল করে; আর এদিকে নবীশ সৈনিকদের নিয়ে লড়বে মেজর, নিজের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে তার টনটনে জ্ঞান রয়েছে, এবং যুদ্ধ কৌশলও ঠিক করবে সেটা ভেবে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে বেডরোলে শরীর ছেড়ে দিল মেজর

হ্যানলন। অনুভব করল ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে শরীরের সব মাংসপেশি। ভাজা বেকন আর কফির ঘ্রাণ পেল, পাহাড় থেকে বাতাসের সঙ্গে ধেয়ে আসছে সিডারের সুঘ্রাণ। আহ্, সত্যি চমৎকার পরিবেশ! দারুণ উপভোগ্য জীবন মনে হত...অ্যানিটা যদি বিপদে না পড়ত!

স্যাডল ছেড়ে অ্যানিটার পাশে চলে এল লেফটেন্যাণ্ট নাথান ডুনাওয়ে, মেয়েটিকে নামতে সাহায্য করল। 'এখানে বিশ্রাম নেব আমরা,' বলে মিসেস ক্রকেটের কাছে চলে গেল, তাকেও নামতে সাহায্য করবে।

আয়রন হাইড আর আন্দ্রেস মোয়েলারও স্যাডল ছাড়ল, এরপর ড্যান রসেট। শুধু কর্পোরাল লিউ বায়ারকে নামার ব্যাপারে আগ্রহী মনে হলো না, স্যাডলে গাঁট হয়ে বসে আছে, সতর্ক ও সন্দিহান দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে চারপাশে।

'এটা কোন্ নদী?' জানতে চাইল সে।

'পোপো অ্যাগি,' জবাবে বলল ডুনাওয়ে। 'যদিও পুরো নাম লিটল পোপো অ্যাগি, লোকে ছোট নামে ডাকতে অভ্যস্ত। স্যাডল ছেড়ে বিশ্রাম নাও কিছুক্ষণ, অযথা সময় নষ্ট করছ কেন? কাল সকালে আবার ধকল যাবে, শরীরটাকে সেজন্য তৈরি রাখা ভাল হবে না?'

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ভারিক্কি চালে স্যাডল ছাড়ল বায়ার। অন্য সবার মতই ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত সে, কিন্তু একইসঙ্গে সীমাহীন উদ্বেগও বোধ করছে। পরিস্থিতি পছন্দ হচ্ছে না। কোন দোযখে ওদের নিয়ে এসেছে লেফটেন্যাণ্ট ডুনাওয়ে? আসার পথে নরক পাড়ি দিতে হয়েছে, এমন উদ্ভট ভ্রমণ করতে হবে কল্পনাও করেনি; হাজার দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। এত কিছু না-করে নাক বরাবর ফোর্ট ব্রিজারের দিকে ঘোড়া ছোটালেই হত। রেনিগেডরা যে বেশ দূরে আছে, সেটা দিব্যি বুঝতে পারছে; সেক্ষেত্রে, ধরে

নেওয়া যায় ওরা হয়তো সফলও হবে। অন্তত জোরাল সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু রহস্যময় কোন কারণে এখানে ওদের নিয়ে এসেছে লেফটেন্যান্ট। তার মতি-গতি বোঝা যাচ্ছে না।

শুরুতে যাও-বা সামান্য বিশ্বাস হচ্ছিল, কিন্তু এখন আর ডুনাওয়েকে এতটুকু বিশ্বাস নেই লিউ বায়ারের। ষাট হাজার ডলারের চিন্তা সারাক্ষণ ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়। ডুনাওয়ে বোধহয় টাকা মেরে দেওয়ার তালে আছে। নইলে মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে এত খারাপ জায়গায় এসেছে কেন?

ভুল আগেই করে ফেলেছে। ওয়্যাগন ট্রেনে লেফটেন্যান্টের আচমকা উপস্থিতি ছিল চরম সন্দেহজনক, ভূতের মত উদয় হয়েছিল সে। তারপর ওদেরকে ওয়্যাগন ট্রেন ত্যাগ করতে বলল! পদমর্যাদার প্রভাব খাটিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের কর্তৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল সে, ওদেরকে বাধ্য করেছে তাল মেলাতে। তখনই বিরোধিতা করা উচিত ছিল। এখন চাইলেও কর্তৃত্ব ফেরত পাবে না।

ওয়্যাগন ট্রেনের পরিণতি সম্পর্কে খুব একটা নিশ্চিত নয় লিউ বায়ার। লেফটেন্যান্ট বলেছে সবাই মারা গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ওয়্যাগন ট্রেন। শুরুতে বিশ্বাস করলেও এখন আর করে না কর্পোরাল, বরং এটাকে ডুনাওয়ের কূটচাল বলে মনে করছে। সে নিজেই বলেছে স্বচক্ষে দেখেনি—দেখতে পাওয়ার কথাও নয়—বরং স্রেফ অনুমান করেছে। গাঁজাখুরি গল্প শুনিয়ে ওদেরকে পাহাড়ী এলাকায় নিয়ে এসেছে যাতে কেউ কখনও অ্যাম্বুলেন্স বা ওদেরকে খুঁজে না-পায়। মওকা পাওয়া মাত্র নিশ্চয়ই খুন করে ফেলবে সব যাত্রীকে। ষাট হাজার ডলারের লোভ সামলানো কঠিন কাজ।

ভুল আগেই করেছে, অ্যাম্বুলেন্সের কর্তৃত্ব হাতছাড়া করা ঠিক হয়নি। প্রথমেই লেফটেন্যান্টের কর্তৃত্ব অস্বীকার করা উচিত ছিল। দায়িত্বপ্রাপ্ত সৈনিক হিসাবে সে-অধিকার ওর ছিল, যদিও তাতে ব্যক্তিগত রেষারেষি কিংবা এমনকী শত্রুতাও তৈরি হয়ে যেতে

পারত ডুনাওয়ের সঙ্গে। কিছুটা প্রভাবিতও হয়েছিল তখন...তাই দ্বিমত করেনি, অনেকটা নিস্পৃহতার সঙ্গে মেনে নিয়েছিল নাথান ডুনাওয়ের প্রস্তাব। তখন তো জানত না ভুল করছে...

আপাতত কিছু করার নেই, সিদ্ধান্তে পৌঁছল কর্পোরাল বায়ার, তাল মেলাতে হবে লোকটার সঙ্গে; আর সতর্ক থাকতে হবে। কোন সুযোগ দেওয়া যাবে না।

আড়ষ্ট ভঙ্গিতে স্যাডল ছাড়ল লিউ বায়ার, লেফটেন্যাণ্ট ও নিজের মাঝে রাখল ঘোড়াকে। চিন্তিত মনে একে একে সবাইকে নিরীখ করল। অন্তত একজনকে ডুনাওয়ের সহযোগী মনে হচ্ছে। আয়রন হাইড। আগেও লেফটেন্যাণ্টের সঙ্গে কাজ করেছে সে, দু'জনে যথেষ্ট অন্তরঙ্গ। কে বলবে দু'জনে মিলে ঘোঁট পাকায়নি? ইণ্ডিয়ানদের এমনিতে বিশ্বাস নেই, আয়রন হাইডের মত শিক্ষিত হলেই বা কী!

'মোয়েলার, দেখো তো জবর একটা খাবারের ব্যবস্থা করা যায় কি-না,' ঘাড়ের উপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল লেফটেন্যাণ্ট ডুনাওয়ে। একে একে সব ঘোড়া পরীক্ষা করছে ও, স্যাডল খুলে পিঠ দেখছে—কোন ক্ষত বা ঘা তৈরি হলো কি-না। টানা রাইডিঙে চামড়া ছড়ে যায়, ফলশ্রুতিতে ক্ষত এবং ঘা হয়ে যেতে পারে। এখন যা অবস্থা, বাড়তি ঘোড়া নেই ওদের, কোন একটা ঘোড়া হারাতে হলে পুরো দলের দুর্ভোগ পোহাতে হবে।

ঝর্নার দিকে চলে গেল অ্যানিটা হ্যানলন। পাহাড়ী খাঁজ হয়ে নেমে এসেছে পানির ধারা, একশো বর্গফুটের মত নিচু জায়গায় পানি জমেছে, তারপর উপত্যকা ধরে চলে গেছে নীচের বেসিনে। পানির কিনারে সিডার জন্মেছে, গুল্ম জাতীয় গাছ তো আছেই।

স্বচ্ছ টলটলে পানি। দেখেই শরীর ঝরঝরে লাগল অ্যানিটার। পানিতে পা ডুবিয়ে ঝর্নার কিনারে ঘাসের উপর বসে পড়ল। ঠাণ্ডা পানির স্পর্শ দারুণ লাগছে! সতেজ অনুভূতি পা থেকে ক্রমে সারা দেহে ছড়িয়ে পড়ছে।

পদশব্দ পেয়ে পাহাড়ী ঢালের দিকে তাকাল অ্যানিটা, দেখল ঝর্নার দিকে আসছে নাথান। ছুরি দিয়ে উইলোর সরু ও লম্বা ডাল কেটে নিল সে, তারপর ওটার এক প্রান্ত থেকে সুতো বেঁধে বড়শি গাঁথল। শেষে পানির কিনারে চলে গেল। সজাগ মাছ শিকারীর পরীক্ষায় পাসও করে ফেলল পাঁচ মিনিট না-যেতেই। ঝটিতি টান দিল ছিপে, পানি থেকে উঠে আসার পর দেখা গেল বড়শিতে বড়সড় একটা বুটিদার ট্রাউট ছটফট করছে।

'আমরা কি বিপদ কাটিয়ে এসেছি, ন্যাট?' নিচু স্বরে জানতে চাইল অ্যানিটা।

'না। তোমাকে মিছে বলব না, অ্যানি, মহা বিপদে আছি। বড়জোর কয়েক ঘণ্টা সময় পাব, তারপর আপদ হাজির হয়ে যাবে। আমাদের ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে ওয়াইল্ড, কিন্তু ঠিক খুঁজে পাবে সে এবং তুফান বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে হাজির হয়ে যাবে। কিংবা হয়তো ফোর্ট ব্রিজারের দিকে যাবে, আমাদের যেতেই হবে এমন কোন জায়গায় ঘাপটি মেরে বসে থাকবে। তারপর...' কথাটা শেষ করল না নাথান।

'তা হলে কীভাবে উদ্ধার পাব আমরা?'

'আমার মনে হয় না সঙ্গীদের বেশিদিন আটকে রাখতে পারবে টাস্কো ওয়াইল্ড। এ-ধরনের লোকের ক্ষেত্রে ধৈর্য কম থাকে, ফল বাগাতে গিয়ে বেশিদিন মুলোর লোভ দেখিয়ে কাজ আদায় করা যায় না। তা ছাড়া, এতে বিস্তর ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। ওয়াইল্ড বুঝতে পারছে টানাহেঁচড়া বেশি হলে জানাজানি হবে, সেনাবাহিনী নাক গলাতে পারে। ইতোমধ্যে হয়তো তার পিছনেও লেগে গেছে তোমার বাবা।

'যাই হোক, মোদ্দা কথা হচ্ছে: যতক্ষণ সম্ভব ওদের ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করব আমরা। ভাবছি সরাসরি পাহাড়ে চলে যাব। হয়তো গতিপথ বদল করার দরকার হতে পারে, তবে আমার মনে হচ্ছে সুইট ওঅটর গ্যাপ হয়ে যদি পাহাড়ের ওপাশে চলে যেতে

পারি, তারপর ওপাশের উপত্যকা ধরে ছুটতে হবে। কারও চোখে ধরা না-পড়ে গ্রীন ভ্যালি পেরোতে পারলে, নাগাড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে উপত্যকার অন্য প্রান্তে পৌঁছে যেতে পারব। তবে যাই ঘটুক, মুহূর্তের জন্যও খাটো করে দেখা যাবে না ওয়াইল্ডকে, মহা ধুরন্ধর লোক। শয়তানের চেলা বললেও কম বলা হয় ওকে।'

ইতোমধ্যে ঝর্নার কাছে চলে এসেছে মেরিয়ন ক্রকেট, ওদের আলাপ শুনছে পিছনে দাঁড়িয়ে। 'এত সুন্দর জায়গা! কী যে দুঃখ লাগছে আমার, বলে বোঝাতে পারব না! অন্য পরিস্থিতিতেও তো এখানে আসতে পারতাম আমরা!' বিষাদে গলা বুজে গেল মিসেস ক্রকেটের। 'জীবন বড় অদ্ভুত, তাই না, লেফটেন্যান্ট? ওয়্যাগনে উঠলাম কী মনে করে, অথচ কোথায় চলে এলাম! নিজেও জানি না এরপর কী ঘটবে বা কোথায় যাব। আদৌ জানি না কোনদিন সুস্থ দেহে ফোর্টে ফিরতে পারব কি-না! শেনের সঙ্গে দেখা...' কথা শেষ করল না মহিলা, হয় আবেগে গলা ধরে এসেছে কিংবা স্বভাবসুলভ দৃঢ়তা দেখিয়ে নিজেকে সামলে নিয়েছে।

মিসেস ক্রকেটের পাশে চলে গেল অ্যানিটা। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আবিষ্কার করল কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরল দু'জন, নীরবে অশ্রু ফেলল। মিনিট কয়েকের জন্য নাথানের উপস্থিতি ভুলে গেল দু'জনেই।

শেষে, সংবিৎ ফিরে পেয়ে যখন তাকাল, দেখল নাথান তখন পঞ্চম ট্রাউটকে পানি থেকে তুলে আনছে। মুখ নির্বিকার, শিকারে অখণ্ড মনোযোগ। এতক্ষণ যেন কিছুই দেখতে পায়নি। ট্রাউটকে বড়শি থেকে ছাড়িয়ে নতুন করে ফেলল আবার।

'সামনে আরও সুন্দর জায়গা দেখতে পাবে, ম্যা'ম,' মৃদু স্বরে বলল নাথান। 'তখন হয়তো আজকের দুঃখ ভুলে যাবে। অপূর্ব সুন্দর কিছু হ্রদ আর দুনিয়ার সেরা গ্লেসিয়ার আছে উইণ্ড রীভার মাউণ্টেনে। অনেক কাছ থেকে ওসব দেখার সৌভাগ্য আমাদের হবে।'

কোথায় কী আছে তার বর্ণনা দিতে থাকল নাথান ডুনাওয়ে, বাধা না-দিয়ে নীরবে শুনে যাচ্ছে দুই মহিলা। নিষ্পলক চাহনিতে নাথানকে দেখছে অ্যানিটা, কথাগুলো কানে ঢুকলেও আসলে তার তাৎপর্য অনুধাবন করছে না, বরং আরও কিছু উপলব্ধির আপ্রাণ চেষ্টা করছে। প্রকৃতির এসব বর্ণনা তো গৌণ ব্যাপার, ওর কাছে মানুষটাকেই বরং অনেক বেশি আকর্ষণীয় মনে হয়।

নাথান নিঃসন্দেহে সুদর্শন, রুক্ষতা মেশানো পৌরুষ ছাপিয়েও কোমল ছাপ আছে চেহারায়; কাছে টানে, আন্তরিক মনে হয়। সদা গম্ভীর মুখে ও চোখে পেশাদারী কাঠিন্য বা নিস্পৃহতা থাকলেও অ্যানিটা জানে সেখানে আবেগও আছে। তার উপস্থিতি কখনও কখনও হাজার শব্দের চেয়েও বেশি কার্যকর।

বহু জায়গা ভ্রমণ করেছে নাথান, বিস্তর পড়াশোনাও করেছে; সবকিছু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার অভ্যাস তাকে জ্ঞানী না হোক অন্তত পরিণত মানুষে রূপান্তরিত করেছে।

মৃদু স্বরে, কোনরকম বাহুল্য ছাড়া কথা বলছে সে। অ্যানিটা জানে দুই মহিলার উদ্বেগ ও ক্লান্তি কাটাতে চাইছে নাথান। সহজ করে দিচ্ছে পরিবেশ। সারাটা দিন কঠিন ধকল আর বিপদের আশঙ্কায় কেটেছে ওদের। শত্রুদের ঘোল খাইয়েছে বলে মনে হচ্ছে...

কিন্তু কারা ওদের শত্রু? শত্রু কি বলা উচিত? বিশেষ করে ওদের পক্ষ থেকে যেহেতু কোনরকম বিদ্বেষ বা উস্কানি প্রকাশ করা হয়নি। অ্যানিটার ব্যক্তিগত শত্রু থাকার প্রশ্নই আসে না, মেরিয়ন বা অন্যদের সঙ্গেও এই রেনিগেডদের সংশ্লিষ্টতা নেই। অথচ ওদের প্রাণ হরণ করার জন্য হন্যে হয়ে পড়েছে মানুষগুলো। ষাট হাজার ডলার পাওয়ার জন্য পথের সব কাঁটা দূর করে দিতে বদ্ধপরিকর...

পশ্চিমে এমন ঘটনা হামেশা ঘটে। ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বা সংঘর্ষ ছাড়াই একে অন্যের শত্রু হয়ে পড়তে পারে। বিশেষ করে যখন

অর্থলিপ্সা আর দায়িত্ব পরস্পরের বিপরীতে অবস্থান নেয়। অর্থই সব অনর্থের মূল!

পরিণতিতে ভয়ঙ্কর এক নাটকের সাক্ষী হয়ে গেছে ও-ধাওয়া খাওয়া কিছু মানুষ সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা আর কৌশল খাটিয়ে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করছে শত্রুদের। পরিবেশ, পরিস্থিতি, সময় বা স্থান সবই তাদের বিরুদ্ধে।

সকাল থেকে নানা কৌশলে এগিয়েছে ওরা। বলা বাহুল্য এর সবই নাথানের মগজ থেকে বেরিয়েছে। ট্রেইলের নাড়িনক্ষত্র ওর জানা, সেসবই প্রয়োগ করেছে চলার পথে। প্রথমে পাথুরে জমি ধরে টানা এগিয়েছে, খুরের ছাপ বলতে গেলে পড়েইনি; তারপর ক্রীক পেরিয়েছে। ক্রীকের উজান ধরে মাইল খানেক এগোনোর পর লম্বা লম্বা ঘাসঅলা এক উপত্যকায় উঠে এসেছে।

উপত্যকা পেরিয়ে আবার উঠেছে পাথুরে জমিতে। এখান থেকে একা পিছনে, ক্রীকের ধারে চলে গেছে নাথান, সতর্কতার সঙ্গে নুয়ে পড়া ঘাস আগের অবস্থানে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে।

তারপর বেশ কয়েকবার ক্রীক বা নদী [illegible] খুরে [illegible] মি ধরে এগিয়েছে, অনুসরণকারীদের জন্য ধাঁধা তৈ[illegible] ট্রেইল খুঁজে পেতে অস্থির হয়ে যেতে হবে [illegible]। এ[illegible] ক্রমে পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গেছে।

সুইট ওঅটর মাউণ্টেনের কাঠামো অনেক শান্ত হয়ে গেছে এখন। পর্বতশ্রেণীর কোল থেকে কয়েক মাইল জুড়ে পাথুরে জমি, টিলাটক্কর আর প্রকাণ্ড ঢিবির মত উঁচু জমির আনাচে-কানাচে স্প্রুস, সিডার, অ্যাসপেন এবং কটনউডের ঝাড় জন্মেছে; কোথাও কোথাও ঘন বনের সৃষ্টি হয়েছে। আড়াল নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না, তাই নিশ্চিন্তে ট্রেইল লুকানোর কাজে মনোযোগ দিতে পেরেছে নাথান।

দুপুরে খাবার ও বিশ্রামের জন্য পাথুরে জমিতে থেমেছে

ওরা। ওখান থেকে ট্রেইলের দু'দিকই নিবিড় পর্যবেক্ষণ করেছে। কাউকে অনুসরণ করতে দেখেনি, অন্তত ওর ফিল্ডগ্লাসে ধরা পড়েনি। আর সামনের দিকটা নিরীখ করেছে সঠিক পথ খুঁজে বের করার জন্য–শিগ্গিরই ঢাল ধরে উঠে যেতে হবে পাহাড়ে। রুট নির্বাচনে ভুল হলে শুধু পণ্ডশ্রমই হবে না, উপরন্তু মূল্যবান সময় নষ্ট হবে, রেনিগেডদের কাছ থেকে কয়েক মাইল এগিয়ে থাকার সুবিধাটুকু বিসর্জন দিতে হবে।

স্যাডলে চড়ে চড়াই ধরে উঠেছে ওরা। নাথানের পাশে রাইড করছিল অ্যানিটা। আঙুল তুলে ওকে ল্যাণ্ডমার্ক দেখাল নাথান। 'দেখেছ? ওটা হচ্ছে রোয়ারিং রক মাউণ্টেন। আর শৃঙ্গের ঠিক বামে সুইট ওঅটর নিডলস। ওখানে উঠতে হবে আমাদের।'

'ট্রেইল আছে?'

'ইণ্ডিয়ান ট্রেইল। ওরা যখন উঠতে পেরেছে, তখন আমরাও পারব। খুঁজে বের করতে হবে। আড়াআড়ি কয়েকটা পাস আছে অবশ্য, প্রায় গোলকধাঁধা তৈরি করেছে। পথ হারানোর আশঙ্কার চেয়েও ওখানে বড় সমস্যা হচ্ছে ঠাণ্ডা। ভোগান্তি হবে বেশ, অন্তত এখান থেকে কল্পনা বা অনুমান করা মুশকিল।'

'বাবাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে!'

'মেজরকে নিয়ে তোমার চিন্তা না-করলেও চলবে। অভিজ্ঞ মানুষ তিনি। শক্ত ধাতুতে গড়া। যে-কোন কঠিন পরিস্থিতি উতরে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন।'

'কিন্তু বাবার তো বয়স হয়েছে, ন্যাট, আগের সামর্থ্য নেই। শুধু জেদ বা ইচ্ছাশক্তি দিয়ে সব হয় না। ওঁর সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে হাল ছাড়তে চান না। শরীরে কুলাবে না, কিন্তু হারও মানবেন না। দুর্ভোগের চূড়ান্ত সইবেন। নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় তটস্থ হয়ে আছেন, এও জানি এত পশ্চিমে আসার পরিকল্পনা ওঁর ছিল না। অফিসের শিডিউলেও তা নেই। সেক্ষেত্রে ফোর্টে ফিরে যেতে দেরি হবে পেট্রল বাহিনীর, এবং সেখানকার

লোকজনও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে।'

শ্রাগ করল নাথান। 'আস্থা রাখো ওঁর উপর। নিশ্চয়ই জানো সারা জীবন এমন কঠিন পরিস্থিতিতে দায়িত্ব পালন করে এসেছেন তিনি। যে-কোন বয়সে মানুষ শিক্ষা বা জ্ঞান লাভ করতে পারে, কিন্তু প্রজ্ঞা বা বিচক্ষণতা পায় শুধু অভিজ্ঞতা থেকে। ওই জিনিসটা ওঁর বিস্তর আছে।' ক্ষণিকের জন্য থামল ও, শেষে অন্যমনস্ক স্বরে বলল: 'ভাবছি টাস্কো ওয়াইল্ডের কথা তিনি জানেন কি-না। এটাই হয়তো সবকিছুর নিয়ামক হয়ে দাঁড়াবে শেষে।'

বেশ কয়েকটা মাছ ধরার পর অ্যানিটার হাতে ছিপ ধরিয়ে দিয়ে ক্যাম্পে চলে এল নাথান। পিছনের ট্রেইল জরিপ করতে হবে, দেখা দরকার রেনিগেডরা কতদূর পর্যন্ত এল। স্যাডলব্যাগ থেকে ফিল্ডগ্লাস বের করে পাথুরে চাতালের দিকে এগোল ও। খেয়াল করেছে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত মোয়েলার, তাকে সাহায্য করছে আয়রন হাইড, অন্যরা শুয়ে-বসে অলস সময় কাটাচ্ছে।

ক্যাম্প থেকে ঢাল ধরে বেশ খানিকটা সরে এল নাথান, জুত হয়ে বসল পাথরের কিনারে। এ মুহূর্তে পাহাড়ের কয়েকশো ফুট উঁচুতে উঠে এসেছে ওরা। নীচের জমিনে কোন নড়াচড়া নেই। ফিল্ডগ্লাস পাথরের ছায়ায় রেখেছে যাতে শেষ বিকালের সূর্যের আলোর প্রতিফলন না-ঘটে।

সময় নিয়ে, খুঁটিয়ে দেখল নাথান। শুধু পিছনের ট্রেইল নয়, একটু দক্ষিণ-পুবেও তালাশ করল—রেনিগেডদের ওদিকেই থাকার কথা।

এদিকে ক্যাম্পে ড্যান রসেটকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গেছে কর্পোরাল লিউ বায়ার। আগুন জ্বালানোর জন্য কাঠ সংগ্রহ করছে দু'জনে। বেশ কিছু জোগাড় করার পর কাজে বিরতি দিল বায়ার, কোমরে হাত রেখে মুখোমুখি হলো রসেটের।

কিছু একটা আছে কর্পোরালের মনে, আগেই টের পেয়েছিল চতুর রসেট, আড়চোখে এতক্ষণ নজর রাখছিল। কর্পোরালকে

সিধে হয়ে দাঁড়াতে দেখে সেও হাতের কাজ ফেলে রেখে আগ্রহ নিয়ে তাকাল।

'এসব আমার একটুও পছন্দ হচ্ছে না,' এক বাক্যে সমস্ত অসন্তোষ প্রকাশ করল বায়ার।

'কীসব?'

'জান পানি করে এই পাহাড়ে উঠে আসার কী দরকার ছিল, বলতে পারো? আমি তো বুঝতে পারছি না! কী যে আছে নাথান ডুনাওয়ের মনে! তুমি কিছু বুঝেছ, আসলে কী চায় ও?'

'না বোঝার কী আছে? পালাচ্ছে। সুন্দরী দুটো মেয়ে আর ষাট হাজার ডলার যখন তোমার সঙ্গে থাকবে—কীই বা থাকে? এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে পারছ না?'

'কিন্তু...'

'কিন্তু কী?'

'বুঝলাম দায়িত্ব পালন করছে সে। কিন্তু তারপরও পছন্দ হচ্ছে না আমার।'

ক্যাম্পের দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল ড্যান রসেট। রান্না নিয়ে ব্যস্ত মোয়েলার আর ইণ্ডিয়ানটা, এদিকে মনোযোগ নেই কারও। ওদের কথা শুনতেও পাবে না। 'তোমার কী ধারণা সব টাকা নিয়ে কেটে পড়ার মতলবে আছে ও?'

'কীভাবে বুঝব?' সন্দিগ্ধ দেখাল কর্পোরালকে, ভিতরে ভিতরে উদ্বেগে অস্থির বোধ করছে। 'ওর মতি-গতি বোঝা মুশকিল! শুরু থেকে হেঁয়ালির মত লাগছে আমার কাছে সব। আবোলতাবোল বলে ওয়্যাগন ট্রেন থেকে সরিয়ে আনল আমাদের, তারপর গোপন ওই উপত্যকায় বসিয়ে রাখল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। কিছু লোকের এক দল ওদিক দিয়ে গেছে বটে, কিন্তু তারমানে এই নয় যে আমাদের খোঁজে গিয়েছিল। আমি অন্তত বিশ্বাস করি না! তারও আগে, ট্রেন নিশ্চিহ্ন হওয়ার গল্পও কানে তুলিনি। কে জানে, ব্যাটা সত্যিকারে হয়তো দুনিয়ার সবচেয়ে বড় মিথ্যুক, কিংবা ওর চেয়ে চালু লোক

আর হয় না! দুটোর যে-কোনটাই হতে পারে। আমি অন্তত কোন মানুষকে এত চতুর ও কৌশলী হতে দেখিনি। ওয়্যাগন ট্রেনের ঘটনা যদি সত্যি হয়ে থাকে, ওকে বিচক্ষণ বলতেই হবে।'

'এমন হতে পারে না কোনভাবে ডুনাওয়ে খবর পেয়েছিল ওয়্যাগন ট্রেন লুট হতে পারে এবং সেজন্যই ছুটে এসেছে? বিশেষ করে এখানে যেহেতু মেজরের মেয়ে আছে।'

'মেজরের মেয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্ক কী?'

করুণার দৃষ্টিতে কর্পোরালের দিকে তাকাল রসেট। 'তোমার অবশ্য জানার কথাও নয়। অন্য ইউনিটে কাজ করো। তা ছাড়া, মনে হয় না আশপাশের খোঁজখবরও রাখো। মাঝে মধ্যে রাখতে হয়, বুঝলে? মিস্ হ্যানলনের প্রতি আগ্রহী আমাদের লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে।'

'তাই?' সরু চোখে রসেটকে দেখছে কর্পোরাল।

'আরে, আমাকেও অবিশ্বাস করছ নাকি?' কপালে চোখ তুলল রসেট। 'আজব মানুষ তো! তুমি দেখছি পুরোদস্তুর সন্দেহবাতিক হয়ে গেছ। অ্যাম্বুলেন্সের দায়িত্ব তোমার মাথা খারাপ করে দিয়েছে, লিউ, ভার সইতে পারছ না। উপরঅলারা ভুল লোক বেছেছে। তোমার উচিত ডেস্কে কাজ করা। আরে ভায়া, এত মাথা গরম করলে কী চলে?'

বিষণ্ন দৃষ্টিতে সঙ্গীকে দেখল বায়ার। রসেট ভুল বলেনি, ষাট হাজার ডলার ওর ঘুম কেড়ে নিয়েছে, মাথা খারাপ হতে বেশি দেরি নেই। সারাক্ষণ শুধু একটাই চিন্তা–কখন না হাতছাড়া হয়ে যায়! যাকে-তাকে সন্দেহ করছে। কাউকে এক রত্তি বিশ্বাস করছে না।

এভাবে চলতে থাকলে হয়তো পাগল হয়ে যাবে।

তবে রসেট ওয়্যাগন ট্রেনে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ের উপস্থিতির একটা গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছে, ভাবছে কর্পোরাল বায়ার, কিন্তু সেক্ষেত্রে সবকিছু ওকে খুলে বলল না কেন? ফোর্টে দায়িত্ব বাদ

দিয়ে হুট করে এখানে চলে আসা অস্বাভাবিক বটে, তবে অ্যানিটা হ্যানলনের অমঙ্গল বা বিপদের আশঙ্কা লেফটেন্যাণ্টকে প্ররোচিত করতে পারে...

রসেটের তথ্য কতটা সঠিক?

নিজেকে অসহায় অবস্থায় আবিষ্কার করল বায়ার। সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। ভাবতে গেলে গুলিয়ে যাচ্ছে সব। 'আমি বুঝতে পারছি না কী করব!' প্রায় গুঙিয়ে উঠল সে।

'অন্যের ভরসায় না-থেকে তুমি নিজেই দায়িত্ব নিতে পারো।'

তীক্ষ্ণ চাহনিতে রসেটকে বিদ্ধ করল কর্পোরাল। 'কী বলতে চাইছ?'

'সব সোনা নিয়ে ছুট দিতে পারো। হয় ব্রিজারের দিকে যাত্রা করবে, নইলে মেজর হ্যানলনের দিকে। পিছনে কোথাও থাকার কথা মেজরের। মনে হয় না বেশি দূরে আছে পেট্রল বাহিনী।'

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে দাঁড়াল বায়ার, জিভ চালিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিল। অস্বীকার করবে না চিন্তাটা ওর মাথায়ও এসেছিল।

'যদি ওটাই তোমার সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে, লিউ,' আন্তরিক স্বরে বলল ড্যান রসেট। 'তা হলে আমাকেও হিসাবে রেখো। যাই করো, পাশে পাবে আমাকে।'

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল কর্পোরাল। ষাট হাজার ডলার তো আসলে ওর দায়িত্বে রয়েছে, লেফটেন্যাণ্ট ডুনাওয়ের এখানে কর্তৃত্ব নেই। আদপে টাকার কথা তার জানারও কথা নয়। এটা একান্তও ওর দায়িত্ব। কর্তৃপক্ষ আশা করবে সব বাধা ডিঙিয়ে যথাসময়ে গন্তব্যে টাকা পৌঁছে দেবে সে। এর অন্যথা হলে ওকে জবাবদিহি করতে হবে, লেফটেন্যাণ্টকে জিজ্ঞেস করবে না কেউ।

'আচ্ছা, ড্যান,' আলাপী সুরে বলল কর্পোরাল। 'যদি সত্যিই রেনিগেডরা থাকে পিছনে, মনে হয় না ওরা আমাদের ট্রেইল খুঁজে পাবে। লেফটেন্যাণ্ট বোধহয় জাদু দেখিয়ে খসিয়ে ফেলেছে ওদের। এতে অবশ্য পেট্রল বাহিনীও আমাদের খুঁজে পাবে না।'

'ঠিকই বলেছ,' একমত হলো রসেট। 'এ মুহূর্তে শুধু আমরাই জানি কোথায় আছি কিংবা টাকা কোথায় আছে।'

'এটা সম্পূর্ণই আমার দায়িত্ব!' বিড়বিড় করল বায়ার।

'সেক্ষেত্রে, কথাটা শুনতে হয়তো ভাল লাগবে না, কিন্তু যদি খারাপ কিছু ঘটেই যায়, সেজন্য তোমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।' মুহূর্ত খানেক নীরব থাকার পর রসেট যোগ করল: 'যদি পাহাড়ের শেষ প্রান্তে যেতে হয়, তা হলে এখনই রওনা দেওয়া উচিত। ফোর্ট ব্রিজার এখান থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে।'

আর উত্তর-পশ্চিমে অরিগন ট্রেইল, নিজেকে মনে করিয়ে দিল ড্যান রসেট।

'বেশ,' অনেকক্ষণ ধরে ভাবল কর্পোরাল লিউ বায়ার, মনের সব টানাপড়েন বাতিল করে দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে। 'সুযোগের অপেক্ষায় থাকব আমরা।'

'নিশ্চয়ই, কর্পোরাল,' আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে তাকে আশ্বস্ত করল রসেট। 'যা বলেছি, আমাকে পাবে পাশে। তবে হুট করে কিছু করে বোসো না। বেয়াড়া বলে বদনাম আছে লেফটেন্যাণ্ট নাথান ডুনাওয়ের, মনে হয় না ওর মতের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেবে সে।'

সাত

শুকনো কাঠ দিয়ে, ছোট্ট করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। ধোঁয়া হচ্ছে না বললে চলে, আর যাও-বা হচ্ছে ঝিরঝিরে বাতাস টেনে নিয়ে যাচ্ছে পোপো অ্যাগি ক্যানিয়নের দিকে, মিলিয়ে যাচ্ছে গাছ

আর বাতাসের সঙ্গে।

ঘণ্টাখানেকের মাছ শিকারে প্রমাণ সাইজের বারোটা ট্রাউট ধরা পড়েছে। চড়াইয়ের যে-অংশে ক্যাম্প করেছে ওরা, বোল্ডার আর গাছের বাধা থাকায় বাতাস তেমন জোরাল নয়। পাশে ঝর্নার কুলকুল ধ্বনি সারাদিনের ধকলের পর বিশ্রামের সময়টাকে আরও উপভোগ্য করে তুলেছে।

'কী পাখি ওটা?' হঠাৎ জানতে চাইল অ্যানিটা, আঙুল তুলে দেখাল। ঝর্নার একেবারে কিনারে পাথরের উপর বসে আছে পাখিটা, ধূসর রঙের, নিচু করে রাখা মাথা এদিক-ওদিক নাড়ছে সারাক্ষণ।

'ওটাকে আমরা বলি পানকৌড়ি,' জানাল নাথান। 'বারবার পানিতে ডুব দেয় বলে কেউ কেউ বলে ডিপার। তবে আসলে ওটার নাম ঔযেল। দেখো...পানিতে ডুব দেবে ওটা, ক্রীকের তলায় খাবার খুঁজবে, আর যখন আবার উপরে উঠবে, দেখবে পুরো শরীর একটুও ভেজেনি। সম্ভবত তৈলাক্ত পালকের কারণে। স্রোতঅলা পানি পছন্দ করে ওরা। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে, মানুষের উপস্থিতিতে এতটুকু বিরক্ত হয় না। একবার কয়েক ঘণ্টা একটার কাছে বসে ছিলাম, কিন্তু ওটা কোন ভ্রূক্ষেপই করেনি।'

'তুমি তা হলে পাখি সম্পর্কেও আগ্রহী?'

'আমি সবকিছুতে আগ্রহী। এই দেশে যেহেতু থাকতে হবে, প্রকৃতির নানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান বিরাট উপকারে আসে। পশু-পাখির কথাই ধরো, ওদের আচরণ লক্ষ্য করলে আশপাশে কেউ আছে কি-না না-দেখেও জানতে পারবে তুমি। কখনও কখনও এটা বেশ কাজে দেয়।'

'কিন্তু আমাদের ব্যাপারে কী বলবে? তোমার পশু-পাখি কি আমাদের উপস্থিতিতে বিরক্ত হচ্ছে না, ওদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ছেদ পড়ছে না?'

'কিছু তো হচ্ছে, তবে আমরা যেহেতু মোটামুটি শান্ত আছি,

হুটহাট নড়াচড়া করছি না...পরিবেশের অংশ হয়ে গেছি, অন্তত তাই মনে করবে ওরা। তুমি যদি বনে থাকার সময় নীরব থাকো, পশু-পাখি তোমার উপস্থিতি মেনে নেবে। তোমার উপর ওদের দৃষ্টি থাকবে, কিন্তু যদি ওদের কাজে ব্যাঘাত না-ঘটাও তা হলে তোমাকে পরিবেশের অংশ ভেবে নেবে। এসময় যদি অন্য কেউ আসে, দেখবে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে ওদের মধ্যে, মুহূর্তের মধ্যে পালিয়ে যাবে। এক্ষেত্রে, অনায়াসে তুমি সতর্ক সঙ্কেত পেয়ে যাবে।'

সূর্য অস্ত যাচ্ছে। প্রকৃতিতে ছায়া ঘনাচ্ছে। গাছ, পাথর, ড্র, ক্যানিয়ন আর উপত্যকা গাঢ় দেখাচ্ছে এখন, পাহাড়ের অবয়ব ঝাপসা হয়ে গেছে; একমাত্র উজ্জলতা শুধু বরফ জমে থাকা শৃঙ্গ বা চূড়ায়।

একটু আগেভাগে সাপার সেরে নিল ওরা। জ্বলন্ত কয়লা ম্লান আলো বিতরণ করছে। প্রায় অন্ধকারে বসে আছে কর্পোরাল লিউ বায়ার, নিজস্ব ভাবনা নিয়ে মহা ব্যস্ত; এক কনুইয়ে ভর দিয়ে পাশ ফিরে বেডরোলে শুয়ে আছে ড্যান রসেট, জ্বলন্ত কয়লার দিকে দৃষ্টি। আয়রন হাইড একটা পাথরের সঙ্গে হেলান দিয়ে ঢুলছে, আর পাহারায় রয়েছে আন্দ্রেস মোয়েলার।

'ক্যাপ্টেন যদি এখন দেখত আমার অবস্থা!' অনুযোগের সুরে মন্তব্য করল মেরিয়ন ক্রকেট। 'আমাকে বলল অ্যাম্বুলেন্সে করে আরামসে ক্যালিফোর্নিয়ায় পৌঁছে যাব, ঘরের বারান্দায় রকারে বসার মত সহজ নাকি! হাহ্, কতটা সহজ এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি! শেন, তুমি যদি দেখতে!' হঠাৎ করে নিজেকে সামলে নিল মহিলা, তারপর নাথানের দিকে তাকাল। 'লেফটেন্যান্ট, সত্যি কি পাহাড় পেরোনোর কোন পথ আছে?'

'কয়েকটাই আছে, ম্যা'ম। সবচেয়ে সহজ এবং সংক্ষিপ্ত পথ হচ্ছে সিয়ক্স পাস। দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে গেছে ট্রেইলটা। বিকল্প হিসাবে সুইট ওঅটর গ্যাপ রয়েছে, হয়তো ওটাই ব্যবহার করব

আমরা, এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি। পাহাড়ী শৃঙ্গের মাঝামাঝি আরও একটা ট্রেইল আছে, শুশোন আর উতেরা ব্যবহার করে ওটা, প্রায় সময় দুই গোত্রের লোকজন ওই ট্রেইলে একে অন্যের সঙ্গে দেখা করে।'

মহিলা আর কিছু বলল না, থমথমে মুখে বসে থাকল কিছুক্ষণ, শেষে ক্যাম্পের কোণে অপেক্ষাকৃত অন্ধকার জায়গায় চলে গেল। ওদিকে মেয়েদের শোওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অ্যানিটা বেশ আগেই শুয়ে পড়েছে। কোনরকম নড়াচড়া নেই।

পাথরের সঙ্গে হেলান দিয়ে চোখ বুজল নাথান ডুনাওয়ে। ক্লান্তি অনুভব করছে, ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। চোখ বুজে থাকলেও কান দুটো সজাগ ওর, পানির কুলকুল ধ্বনি শুনতে পাচ্ছে; কল্পনায় এমনই এক ক্যাম্পে মৃদু আলাপ শুনতে পাচ্ছে, তবে শ্রবণেন্দ্রিয় ক্যাম্পের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেছে, বাইরের শব্দ শুনতে পাওয়ার প্রত্যাশায় উন্মুখ।

শরীর নুয়ে পড়তে চাইছে, কিন্তু মন আগামীদিনের পরিকল্পনা প্রণয়নে ব্যস্ত, ভেবে কিনারা করতে চাইছে কোন্ দিকে যাওয়া উচিত। মনে মনে সম্ভাব্য পথগুলো বিবেচনা করল, অনুমান করল কী কী অসুবিধা হতে পারে কোন্ কোন্ পথে।

সারাদিনে আসলে রওনা দেওয়ার পর থেকে একবারের জন্যও ট্যাস্কো ওয়াইল্ড বাহিনীর দেখা পায়নি। তারমানে এই নয় যে রেনিগেডরা হাল ছেড়ে দিয়েছে বা তাদেরকে খসিয়ে দিতে পেরেছে। দু'জন সুন্দরী মহিলা আর ষাট হাজার ডলারের জন্য নরক পর্যন্ত যেতেও রাজি ওয়াইল্ড, এরচেয়ে কম মুনাফার জন্যও ওলটপালট করে ফেলেছে সে।

ট্রেইল খুঁজে না-পেলেও ওয়াইল্ড ঠিকই অনুমান করে নেবে পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে ওরা। পাহাড়শ্রেণী ভাল ভাবে চেনে এমন লোক নিশ্চয়ই আছে বাহিনীতে, জানবে কীভাবে পাহাড় পেরোতে হবে। নাথানদের খুঁজে পেতে কষ্ট করতে হবে না, বরং আপসে

ওদের সামনে গিয়ে হাজির হবে–যদি, পাহাড়ের ধারে-কাছে থেকে নজর রাখে ওরা, যেহেতু পাহাড় পেরোনোর সম্ভাব্য পথ খুব বেশি নয়। গুটি কয়েক ট্রেইল। চল্লিশজন লোক থাকায় ভাগাভাগি করে সবক'টা ট্রেইলের উপর নজর রাখতে পারবে ওরা। নাথান ডুনাওয়ে বাহিনীকে দেখামাত্র ফাঁকা গুলি চালিয়ে অন্যদের সতর্ক করে দিলেই কাজ হয়ে যাবে।

সেক্ষেত্রে, নাথানদের ধরার চেষ্টা বাদ দিয়ে সংক্ষিপ্ত পথে পাহাড়শ্রেণীতে চলে যাবে ওরা, ট্রেইলের ধারে উপযুক্ত জায়গা খুঁজে অপেক্ষায় থাকবে।

যতটা আশা করেছিল নাথান, তারচেয়ে ভাল দৃঢ়তা ও সামর্থ্য দেখিয়েছে মেয়েরা; প্রায় পুরুষদের সমান তালে এগিয়েছে, অথচ একবারের জন্যও অভিযোগ বা থামার অনুরোধ করেনি। অ্যানিটা আর মিসেস ক্রকেটের তারিফ করতেই হয়।

তবে কাল সকাল থেকে পরিস্থিতি অন্যরকম হবে, যেহেতু পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে হবে, অনেক বেশি আয়াস লাগবে। সঙ্কীর্ণ, বিপজ্জনক ও বন্ধুর ট্রেইল ধরে উঠে যেতে হবে, পদে পদে থাকবে বাধা; মেয়েদের জন্য দোযখ হয়ে উঠবে পথ। শুধু ইণ্ডিয়ান আর বুনো প্রাণিরা এ-ধরনের ট্রেইল পাড়ি দিতে অভ্যস্ত।

সমস্যা এমনকী পুরুষদেরও হবে। তবে আয়াসী কাজে আগে থেকে অভ্যস্ততা থাকায় তুলনামূলক কম অসুবিধা হবে ওদের, যা মেয়েদের নেই।

এতক্ষণে বোধহয় ফোর্ট লারামির উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরেছে মেজর হ্যানলন, কিংবা ফিরে যাওয়ার চিন্তা গুরুত্বের সঙ্গে করছে। একে সঙ্গে অপর্যাপ্ত রেশন, তায় এক্তিয়ারের বাইরে যা খুশি করার সুযোগ নেই–বিশেষ করে পেট্রল বাহিনীর স্বাভাবিক দায়িত্বে এসে পঞ্চাশজন সৈনিককে নিয়ে রেনিগেডদের ধাওয়া বা অ্যাম্বুলেন্স খুঁজতে তল্লাশি চালাতে পারবে না। এমনকী অ্যাম্বুলেন্সের যাত্রী স্বয়ং তার মেয়ে অ্যানিটা বা ষাট হাজার ডলার খোয়া যাওয়ার

আশঙ্কা সত্ত্বেও। সবার আগে বিবেচ্য বিষয় হচ্ছেঃ মেজর হ্যানলন বিশেষ কাজে নিয়োজিত একটি বিশেষ বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছে, যে-কোন পরিস্থিতিতে ওই বাহিনীর স্বার্থ রক্ষা করতে হবে তাকে; তাই শত ইচ্ছে থাকলেও নাথানদের সাহায্য করার সুযোগ নেই এখন, যেহেতু মেজরের এক্তিয়ারের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক পশ্চিমে চলে এসেছে ওরা।

ফোর্ট থেকে বাইরে দায়িত্বের সময় প্রতিটি সৈনিককে নির্দিষ্ট পরিমাণ রেশন বরাদ্দ করা হয়। মাথা পিছু দৈনিক তিন পোয়া মাংস—হয় বেকন বা নুন-মেশানো শুকনো জার্কি–এক পাউণ্ড হার্ডট্যাক এবং কফি ছাড়াও লবণ দেওয়া হয়। শিকার করা সম্ভব হলে খাবারের যোগান বাড়ত। মোষ আর অ্যাণ্টিলোপ রয়েছে পাহাড়ী এলাকায়, যদিও সবসময় দেখা যায় না। তবে যেহেতু লোক বেশি, শিকার করে সুবিধা নাও করা যেতে পারে; সবচেয়ে বড় কথা, গুলির শব্দে রেনিগেড বা ইণ্ডিয়ানদের কাছে নিজেদের উপস্থিতি প্রকাশ হয়ে যাওয়ার ভয়ে শিকার করতে পারবে না পেট্রল বাহিনী।

তাই ধরে নেওয়া চলে, স্রেফ খাবারের ঘাটতি পড়ার ভয়ে দল নিয়ে ফোর্টের দিকে রওনা দিতে বাধ্য হবে মেজর হ্যানলন। এত সৈনিককে না-খাইয়ে দুর্ধর্ষ রেনিগেডদের ধাওয়া করা শুধু বোকামি নয়, রীতিমত অপরাধ হবে। বিবেকের কাছে নিজেকে কখনোই পরিষ্কার রাখতে পারবে না মেজর, অন্তত তাই মনে করে নাথান ডুনাওয়ে। মেজরের ধাত সম্পর্কে জানে ও। কোন অবস্থায়ই নিজ স্বার্থে পদবী বা কর্তৃত্বকে ব্যবহার করার ঘোর বিরোধী লোকটা। এখানে যদি তেমন কিছু করেও, সেটা হবে স্রেফ মেয়ের জন্য।

নাথানদের সঙ্গে যথেষ্ট খাবার আছে, সুযোগ পেলে মাছও ধরতে পারবে; তাই খাবার নিয়ে ভাবছে না। মেয়েদের এবং সঙ্গে এস্কর্ট বাহিনীর সাগরতীর পর্যন্ত যাওয়ার কথা ছিল অ্যাম্বুলেন্সে, সে-হিসাব করে পর্যাপ্ত সাপ্লাই দেওয়া হয়েছিল। নেভাডার ফোর্ট

হ্যালেক ছিল ওদের শেষ গন্তব্য। চার সৈনিকের সঙ্গে নাথান যোগ দেওয়াতে একজন বেড়ে গেলেও খাবারের ঘাটতি হবে না; এমনকী যদি ফোর্ট হ্যালেক পর্যন্ত যেতেও হয়।

হঠাৎ উঠে দাঁড়াল নাথান, মন খুঁতখুঁত করছে, তবে কারণ বলতে পারবে না। ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এল ও। আন্দ্রেস মোয়েলারের অবস্থান সম্পর্কে জানে, তাই অন্ধকারে পথ চলতেও অসুবিধা হলো না। আলোর বৃত্ত থেকে বেরিয়ে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে ছিল অন্ধকারে চোখ সয়ে আসার জন্য, তারপর নিঃশব্দে এগিয়েছে।

নিচু একটা টিলার চূড়ায় অবস্থান নিয়েছে মোয়েলার। চূড়াটা ন্যাড়া নয়, বরং বেশ কয়েকটা খাটো বোল্ডার আর কিছু ঝোপ রয়েছে। এক পাশে পাহাড়ী ঢাল থেকে গ্র্যানিটের চাঙড় বেরিয়ে গেছে, প্রাকৃতিক আড়াল তৈরি করেছে। ওটার ঠিক কিনারে বসে আছে মোয়েলার। সতর্কতার সঙ্গে স্থান নির্বাচন করেছে, যাতে পিছনের পাহাড় বা আকাশের পটভূমিতে ওর কাঠামো ফুটে না-ওঠে।

নেহাত ঠেকায় না-পড়লে নড়াচড়া করছে না জার্মান। যদি উঠতে হয়, আগে সন্তর্পণে হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, নিরেট আড়াল পাওয়ার পর তবেই উঠে দাঁড়াচ্ছে। এমন সাবধানী স্পৃহা পশ্চিমের বহু মানুষের মধ্যে নেই।

খানিকটা অবাকই হলো নাথান।

পশ্চিমে জন্ম হয়নি, কিংবা এখানে বেড়েও ওঠেনি; বরং জীবনের সিংহভাগ সময় মাতৃভূমিতে কাটিয়ে এসেছে সে। অথচ কয়েক বছরে দিব্যি অভ্যস্ত হয়ে গেছে পশ্চিমে, মানিয়ে নিয়েছে চমৎকারভাবে। সতর্ক, বিচক্ষণ ও নির্ভরযোগ্য লোক। এটাই হয়, ভাবল নাথান, সমর্থ মানুষ সব জায়গায় টিকে যায়, তার কাছে আফ্রিকা, আমেরিকা, ভাবতবর্ষ বা ইউরোপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো বা প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে

টিকে থাকার মূলমন্ত্র সব জায়গায় প্রায় অভিন্ন।

মোয়েলারের পাশে এসে বসল নাথান, কিছুক্ষণ রাতের প্রকৃতি নিরীখ করার পর জিজ্ঞেস করল: 'কিছু দেখতে বা শুনতে পেলে?'

'না, স্যার। নীচের ঝোপে একটা কিছু আছে অবশ্য, কোন পশু হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ভালুক হতে পারে, তবে প্রাণীটা খুব বড় নয়।'

'কত বছর ধরে এদেশে আছ, মোয়েলার?'

'আটান্নতে এসেছিলাম। এসেই বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম, ভাষা জানি না। শেষে, অনেক ভেবে-চিন্তে দেখলাম ভাষা দ্রুত শেখার জন্য সেনাবাহিনীতে ঢোকাই ভাল হবে। চাকুরি করা হবে, ভাষাও শিখে নিতে পারব। ভাবছি আগামী বছর চাকুরি ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা শুরু করব। ইতোমধ্যে ভাষা শেখা হয়ে গেছে, কিছু টাকাও জমিয়েছি, শুরু করার জন্য যথেষ্ট। দেশটা আমার পছন্দ হয়েছে, সিদ্ধান্ত নিয়েছি বাকি জীবন এখানেই কাটিয়ে দেব।'

'কখনও ফোর্ট ব্রিজারে গেছ?'

'জ্বী, স্যার। দু'বার। তবে এদিক থেকে কখনও যাইনি।'

'আমার যদি কিছু হয়ে যায়,' মৃদু স্বরে বলল নাথান। 'পাহাড় থেকে নেমে পশ্চিমে গ্রীন ভ্যালির দিকে চলে যাবে। সম্ভব হলে উপত্যকা পেরোনোর চেষ্টা কোরো, তারপর দক্ষিণে মোড় নিয়ে ব্রিজারের দিকে যাবে। পশ্চিমের পর্বতশ্রেণীর কিনারা ধরে এগিয়ো, তা হলে আড়াল এবং পিছনের পটভূমি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

'সারাক্ষণ চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। এরা ইণ্ডিয়ান না-হলেও ওদের চলাফেরা ইণ্ডিয়ানদের মতই, কেউ কেউ এরচেয়েও বেশি দক্ষ। চুপিসারে, নিঃশব্দে চলতে পারে। অনেকে ইনজুনদের সঙ্গে বড় হয়েছে, শিকার করেছে বা লড়াইও করেছে।'

'ওদের সম্পর্কে মোটামুটি জানি, স্যার।'

মোয়েলারকে রেখে ক্যাম্পে ফিরে এল নাথান। বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। চোখ বুজে ঘুমানোর প্রয়াস পেল, কিন্তু টের পেল এত ক্লান্তি সত্ত্বেও ঘুম আসছে না। কয়েকবারই তন্দ্রালু হয়ে গেল, কিন্তু প্রতিবার কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল।

দুশ্চিন্তা…বাড়তি দায়িত্ববোধ ওকে তটস্থ রেখেছে। দু'জন মহিলা আর ষাট হাজার ডলার রক্ষা করতে হবে, অথচ বিরুদ্ধে চল্লিশজনেরও বেশি দুর্ধর্ষ মানুষ; সকাল থেকে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে হবে, গা কাঁটা দেওয়ার মত খাড়া ট্রেইলও রয়েছে, দুর্ঘটনা ঘটার সমূহ ঝুঁকি নিয়ে উঠতে হবে। এছাড়া যে উপায় নেই। আর কোন বিকল্প নেই সামনে। ফোর্ট ব্রিজারে পৌঁছতে হলে এটাই সংক্ষিপ্ততম ও সহজ পথ। পাহাড়কে পাশ কাটিয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে এবং নির্ঘাত ওদের ধরে ফেলবে রেনিগেডরা, কারণ একেবারে কাছে-পিঠে রয়েছে জঘন্য লোকগুলো। দেখা পাওয়া মাত্র নির্বিচারে খুন করবে দয়া-মায়াহীন মানুষগুলো।

বেশ কয়েকবার বেডরোল ছেড়ে আগুনের কাছে চলে গেল নাথান, কাঠ যোগ করে আগুনকে চাঙা রাখল। দিনে খরতাপ থাকলেও এখন বেশ ঠাণ্ডা পড়ছে, কম্বলের উষ্ণতা ছেড়ে বেরোতে ইচ্ছে করছে না। উচ্চতার কারণেও ঠাণ্ডা বেশি অনুভূত হচ্ছে।

গভীর রাতে ড্যান রসেটকে বেডরোল ছেড়ে উঠে যেতে দেখল নাথান, পায়ে বুট গলিয়ে চাতালের কাছে চলে গেল সে। আন্দ্রেস মোয়েলারের জায়গায় পাহারা দেবে। একটু চুপিসারে ক্যাম্পে প্রবেশ করল জার্মান, ঠাণ্ডায় কাবু হয়ে গেছে। তড়িঘড়ি বেডরোল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল সে।

ভোর হওয়ার পরপরই উঠে পড়ল নাথান। অন্যরাও জেগে গেছে। দ্রুত নাস্তা সেরে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল।

সামনের দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড় পেরোতে হবে।

পথ দেখানোর জন্য আগে আগে এগোল নাথান। পাইনসারির

ফাঁকফোকর গলে এগোচ্ছে। পাহাড়ের কিনারার কাছাকাছি গিয়ে অ্যাসপেন বন পেরোল। এখন আর ট্রেইল লুকানোর বা ঢাকার চেষ্টা করছে না, বরং যে-জায়গা ধরে কারও যাওয়ার কথা নয়, সেসব জায়গা ধরে এগোচ্ছে; কেউ পিছু নিলে বিভ্রান্ত হয়ে পড়বে নির্ঘাত। তবে নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে ষোলোআনা সচেতন ও–ক্রমে ব্রাউন'স গাল্‌শের দিকে এগোচ্ছে।

মাঝ-সকাল নাগাদ কোল্ড স্প্রিং পৌঁছে গেল ওরা, দক্ষিণে আকাশচুম্বী ফ্রিক মাউন্টেনের উঁচু শৃঙ্গ, দৃষ্টিসীমায় অটল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওপাশে কী আছে, বোঝার উপায় নেই।

নাথানের হাতে এখন উইনচেস্টার শোভা পাচ্ছে, ডান হাতে রয়েছে রাইফেলটা। সাবধানের মার নেই, কখন কী ঘটে! ট্রেইলও সরল বা খোলামেলা নয় যে অনেকটা দূর পর্যন্ত দেখতে পাবে; বরং আশপাশে কাভারের অভাব নেই, কেউ ঘাপটি মেরে থাকলে অবাক হবে না ও। ইতোমধ্যে টাস্কো ওয়াইল্ড নিশ্চয়ই বুঝে গেছে তাদের ফাঁকি দিয়ে পাহাড় পেরোনোর মতলব করেছে অ্যাম্বুলেন্স যাত্রীরা। লোকজনকে ভাগ করে নানা দিকে ছড়িয়ে দেবে সে, অন্তত তেমন সম্ভাবনাই বেশি। তা ছাড়া, ইণ্ডিয়ানদের ভয় তো আছেই। বিপদ তাদের কাছ থেকেও আসতে পারে। শুধু শুশোন বা উতেরাই নয়, সিয়ক্সরাও এই ট্রেইল ব্যবহার করে। এমনকী কখনও কখনও ব্ল্যাকফিট বা চেয়ানিরাও ওপাশের অরিগন ট্রেইল বা ওভারল্যাণ্ড এলাকায় রেইড করার জন্য আসা-যাওয়া করে। যা পরিস্থিতি, ইনজুন আর রেনিগেডের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এখন।

তবে, ট্রেইলের কোথাও ইদানীং কেউ চলাচল করেছে এমন কোন চিহ্ন নাথানের চোখে পড়েনি।

কোল্ড স্প্রি ছাড়িয়ে আধ-মাইল আসার পর বামে মোড় নিল ওরা। এখান থেকে খারাপ হয়ে গেল ট্রেইল। একজনের পিছু নিয়ে আরেকজন এগোচ্ছে, পাশাপাশি এগোনোর সুযোগ নেই,

এতই সঙ্কীর্ণ। একইসঙ্গে বিপজ্জনকও। সামনে থেকে বড়জোর এক বা দু'জনকে একসঙ্গে দেখতে পাচ্ছে নাথান।

বড়জোর মাইল খানেক এগিয়েছে, এসময় হঠাৎ ভোজবাজির মত শেষ হয়ে গেল ট্রেইল। ঢালু পথ ধরে খাড়া ক্লিফের কিনারে এসে পৌঁছেছে, অন্তত এক হাজার ফুট নীচে ক্যানিয়ন ক্রীক। পানির প্রবাহ অপ্রশস্ত হলেও খরস্রোতা, কারণ পানির গর্জন এত উপর থেকেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। গুমগুম একটা শব্দ হচ্ছেই।

চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল নাথান। উঁহুঁ, ডানে-বামে নিরেট দেয়াল, যাওয়ার মত জায়গা নেই। সামনে এগোনো তো অসম্ভব।

পিছিয়ে যাবে?

সেক্ষেত্রে গতরাতের ক্যাম্প পর্যন্ত আগে যেতে হবে, তারপর নতুন কোন ট্রেইল খুঁজে বের করতে হবে। ধকলের কথা বাদ দিলেও, মূল্যবান কিছু সময় নষ্ট হবে।

পাশে অ্যানিটার উপস্থিতি টের পেল নাথান। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মেয়েটির মুখ।

'*ওটা* দিয়ে যাব আমরা?' খাড়া ঢালের কথা বোঝাচ্ছে অ্যানিটা।

'শক্ত হয়ে বসো স্যাডলে,' অভয় দেওয়ার সুরে পরামর্শ দিল নাথান। 'মেয়ারটা ঠিকই তোমাকে নিয়ে নীচে নেমে যাবে। বেশ ভাল জাতের ঘোড়া ওটা।'

ফিল্ডগ্লাস বের করে নীচের ক্রীক আর ক্লিফের ঢাল নিরীখ করল নাথান। এখানে যদি আটকা পড়ে থাকে...ফ্রিক মাউন্টেনের উত্তর ঢাল ঘন বনভূমিতে ভরা। অ্যাম্বুশের জন্য মোক্ষম জায়গা! পুরো রেনিগেড বাহিনীর জায়গা হয়ে যাবে ওখানে। তবে ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

'আয়রন হাইড,' চেরোকি ইণ্ডিয়ানকে নির্দেশ দিল নাথান। 'প্যাক হর্স দুটো নিয়ে সামনে এগোবে তুমি। মোয়েলার, তুমি সবার পিছনে থাকবে। চোখ-কান খোলা রেখো সর্বক্ষণ।'

'তুমি কোন্ জায়গায় থাকবে, লেফটেন্যান্ট?' জানতে চাইল কর্পোরাল বায়ার, নিস্পৃহ কণ্ঠ।

'সামনে স্কাউট করতে যাব। যা শুনেছি যদি ঠিক মনে থাকে, তা হলে ফ্রিক মাউন্টেনের কোল ঘেঁষে একটা ট্রেইল আছে, ওটা কয়েক মাইল দূরে এই ট্রেইলের সঙ্গে মিশেছে। তোমাদেরকে ওই ট্রেইলে তুলে দেওয়ার আগে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই। আয়রন হাইড, ধীরে-সুস্থে এগিয়ো, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই।'

ঘোড়া ঘুরিয়ে ক্লিফের কিনারে চলে এল ও, তারপর রিম ধরে নামতে শুরু করল। মুহূর্ত কয়েক পর নাথানকে অনুসরণ করল আয়রন হাইড।

'ভয় পাচ্ছ, মেরি?' জানতে চাইল অ্যানিটা।

'পাচ্ছি, তবে আগেও যেহেতু ভয় পেয়েছি, তাই এটা আমার কাছে নতুন কিছু নয়। অন্তত আতঙ্ক লাগছে না। চলো, এগোই!'

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নামতে শুরু করল ওরা। প্রথম দেখায় যতটা খাড়া মনে হয়েছিল, আসলে ততটা নয়। এবড়োখেবড়ো ঢালু জমি ধরে নেমে যাচ্ছে ঘোড়াগুলো। প্যাক হর্স দুটো নামতে আপত্তি করলেও আয়রন হাইডের দাবড়ানিতে শেষে নেমে গেছে সুবোধ বালকের মত। সেনাবাহিনীর ঘোড়া বলেই বোধহয় রক্ষা, খাড়া ঢাল ধরে নামছে বলে সাধারণ ঘোড়ার মত ভড়কে যায়নি।

ঘোড়ার চেয়ে আরোহীদের বেশি বিচলিত ও উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। মুখ শুকিয়ে গেছে অ্যানিটার, বুক ধড়ফড় করছে। রাজ্যের আশঙ্কা জাগছে মনে। এই বুঝি পা ফস্কে গেল মেয়ারটার! তেমন হলে মরণ ঠেকাতে পারবে না কেউ। অসমান ঢাল ধরে হাজারটা গড়ান খেয়ে ওকে নিয়ে নেমে যাবে ঘোড়াটা, হাজার ফুট নীচের ক্রীকে পড়ার আগেই বোধহয় ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। টানটান হয়ে আছে মেয়ারের শরীর, ঢালের সমান্তরালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নুয়ে পড়েছে। অ্যানিটার কেবলই মনে হচ্ছে স্যাডল থেকে পিছলে

পড়ে যাবে, সারাক্ষণ টান অনুভব করছে নীচের দিকে। অগত্যা বুদ্ধি করে পিছনে হেলে দিল দেহ, বুক সটান থাকল; এবং এতে ফলও পেল। সামনের দিকে অনুভূত টান কমে গেল।

আয়রন হাইডের পরামর্শ অনুযায়ী সবাই স্যাডলে খানিকটা পিছিয়ে বসল, তাতে নুয়ে পড়া ঘোড়ার পিঠে ওদের দেহের ভারসাম্য ঠিক থাকল এবং ঘোড়াগুলোরও নামতে সুবিধা হলো।

সামনে মাঝে মধ্যে পলকের জন্য দেখা যাচ্ছে নাথানকে। ক্লিফের গায়ে জন্মানো অসংখ্য গাছ বা ঝোপঝাড় ছাড়াও পাথুরে চাঙড় রয়েছে, এঁকেবেঁকে নামতে হচ্ছে ওদের; ফলে প্রায়ই আড়ালে পড়ে যাচ্ছে নাথান।

এমন শান্ত ও ধীর-স্থির মানুষ জীবনে আর দেখেনি, ভাবল অ্যানিটা। লোকটার নার্ভ এত শক্ত হয় কী করে! সামান্য বিকারও নেই মুখে, এতটুকু বিচলিত হয়নি; নিশ্চল বসে আছে স্যাডলে, কখনও কখনও দৃষ্টি তুলে আশপাশে তাকাচ্ছে, সম্ভাব্য পথ খুঁজে নিচ্ছে বটে, তবে বেশিরভাগ সময় ট্রেইলে আটকে আছে নাথানের নজর। কঠিন দায়িত্ব পালন করছে সে।

নাথানের চিন্তা অস্বস্তি ধরিয়ে দিল অ্যানিটার মনে। জানে বাবা ওকে পছন্দ করেন না, কখনও হয়তো মেনেও নেবেন না; তবে কয়েকবার নাথানের প্রশংসা করেছেন তিনি। অন্তত দু'বার ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতি কোনরকম সংঘর্ষ ছাড়াই সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে নাথান ডুনাওয়ে, অফিসার হিসাবে সে সেরা, দক্ষতা ও সামর্থ্যের বিচারে এমনকী সিনিয়রদের চেয়েও এগিয়ে...অথচ তারপরও ওর বাবা মেয়ের স্বামী হিসাবে নাথানকে মেনে নিতে চান না।

কেন?

এরচেয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে পছন্দ? নাকি নাথান ওঁর সহকর্মী বলে?

কর্পোরাল বায়ারের কাছাকাছি চলে এল ড্যান রসেট,

দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বড়জোর দুই ফুট। 'কখন?' ফিসফিস করে জানতে চাইল সে।

'সিয়ক্স পাস পেরোনোর সময় চেষ্টা চালাব,' মুহূর্ত খানেক ভেবে জবাব দিল কর্পোরাল। 'হুট করে আবার সরে যেয়ো না। আগে আমি সরে পড়ব, তারপর তুমি আমাকে অনুসরণ করবে।'

'কিন্তু কীভাবে কাজ সারবে? টাকা তো আয়রন হাইডের সঙ্গে আছে।'

'ওটা আমার উপর ছেড়ে দাও। এখন ওর সঙ্গে আছে বলে আজীবন বা সবসময় তাই থাকবে নাকি?'

নাথান ডুনাওয়ের কাছ থেকে এ মুহূর্তে আলাদা হওয়ার চিন্তা করছে না কর্পোরাল লিউ বায়ার। আপাতত। নাথানকে বিশ্বাস করে না সে, আবার বিরুদ্ধেও যেতে চায় না। মানুষটাকে রাগতে দেখেনি বায়ার, কিন্তু অনুমান করতে পারছে খেপে গেলে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে। রীতিমত লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে দেবে। এ ধরনের ধীর-স্থির মানুষকে চটাতে নেই।

ঢালের অর্ধেকটা পেরোনোর পর গ্রে ঘোড়াকে নিজ থেকে এগোনোর সুযোগ দিল নাথান ডুনাওয়ে। ট্রেইল এদিকে খানিকটা সহজ হয়ে এসেছে। পাথুরে চাঙড় বা চোখা গ্র্যানিটও নেই, বরং জমি প্রায় সমতল এবং বিস্তর ঘাসও জন্মেছে। এগোনোর কাজ তুলনামূলক সহজ হয়ে পড়েছে।

প্রায় আধ-মাইল যাওয়ার পর গতি কমাল ও। সামনে ঘন বন জন্মেছে, দশ গজের বেশি চোখে পড়ছে না। এবার সতর্কতার সঙ্গে এগোল নাথান, সজাগ দৃষ্টি রেখেছে ট্রেইলে; এত কষ্ট করার পর বেখেয়ালে উদ্দিষ্ট ট্রেইল হারিয়ে ফেলতে চায় না। একইসঙ্গে খেয়াল করছে কোথাও খুরের ছাপ বা কারও আসা-যাওয়ার অন্য কোন চিহ্ন আছে কি-না।

ছাপ আছে অবশ্য, সবই হরিণ আর এল্‌কের। এক জায়গায় প্রকাণ্ড এক ভালুক ট্রেইল পেরিয়েছে। গ্রে ঘোড়াটা নাক ঝেড়ে

অস্বস্তি প্রকাশ করল, ট্রেইলে ভালুকের ফেলে যাওয়া গন্ধ পছন্দ হচ্ছে না। কিন্তু নাথানের তাড়ায় এগোতে বাধ্য হলো গ্রে।

কিছুক্ষণ পর ট্রেইল দু'ভাগ হয়ে গেল। ঘোড়া থামিয়ে সঙ্কীর্ণ বেসিনে দুই ট্রেইলের সংযমস্থল খুঁটিয়ে দেখল। ঝাড়া কয়েক মিনিট ধরে আশপাশের গাছপালা ও ঝোপঝাড় নিরীখ করল, এবং শেষে ঘোড়াকে ধীরগতিতে আগে বাড়াল। খুব বেশি সময় নেই, সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং সঠিক পথ বেছে নিতে হবে। অন্যরা ওকে ধরে ফেলবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

আচমকা দু'জন অশ্বারোহীর খুরের ছাপ দেখতে পেল। দক্ষিণ-পুব দিক থেকে এসেছে তারা, ফ্রিক মাউন্টেনের কিনারা ঘুরে এখানে থেমেছিল, তারপর আবার ফিরে গেছে। চিহ্ন দেখে নাথান বুঝল লোক দু'জন ট্র্যাকের খোঁজে আশপাশে কিছুক্ষণ তালাশ চালিয়েছে, কিন্তু না-পেয়ে শেষে ফিরে গেছে।

'হয়েছে, সোলজার বয়,' একটা কণ্ঠ শোনা গেল। 'অনেক কারিশমা দেখিয়েছ। এবার রাইফেলটা ফেলে দাও।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেখতে পেল নাথান। নীচের ট্রেইলে, গাছের আড়ালে ছিল এতক্ষণ, কয়েক পা বাড়িয়ে খোলা জায়গায় চলে এসেছে। দু'জনের হাতে রাইফেল, নাথানের বুক বরাবর নিশানা করা। ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল।

এক মুহূর্তও দেরি বা দ্বিধা করল না নাথান ডুনাওয়ে। এমন বিপজ্জনক মুহূর্ত বহুবার এসেছে জীবনে, যখন ক্ষিপ্রতার চেয়েও বরং যথাসময়ে সক্রিয় হওয়ার ক্ষমতা ফলাফল নির্ধারণে নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। বাম হাতে লাগাম ওর, ডান হাতের রাইফেল অ্যাকশনের জন্য তৈরি ছিল, ব্যারেল লেপ্টে আছে ডান কনুইয়ের সঙ্গে। রাইফেলে সামান্য মোচড় তুলল নাথান, তাতে চট করে রাইফেলের কুঁদো কনুইয়ের ভাঁজে চলে গেল, ঠিক জায়গামত! ব্যাকফায়ারের ধাক্কা সামলাবে ওর বাহুর নীচের অংশ। দৃষ্টি তুলে সামনে তাকানোর সময়, একই মুহূর্তে সামান্য উঁচু করল

রাইফেলের নল।

এবং পরমুহূর্তে গুলি করল।

একবার...দু'বার...

নিজেদের সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল ওরা। একটু বেশি মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী ছিল। এতটা নিশ্চিত থাকে কেবল বোকারা। যে-কোন প্রতিপক্ষকে হেলাফেলা করতে নেই, প্রতিপক্ষের সামান্য কিন্তু খুবই কার্যকরী তৎপরতার ধারণাও তাদের ছিল না। তা ছাড়া, নাথানের প্রতিক্রিয়া ছিল খুবই সামান্য, চল্লিশ গজ দূর থেকে তা বুঝতে পারা কঠিন ছিল।

দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানার মুহূর্তে, একইসঙ্গে গ্রের গাছায় স্পার দাবিয়েছে নাথান। লাফিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াটা, তারপর উল্কা বেগে ছুট দিল।

বুকে গুলি খেয়ে বোকামি আর অতি আত্মবিশ্বাসের খেসারত দিয়েছে একজন, কিছু বুঝতেই পারেনি সে। বুকে খুনে সীসা ঢুকে পড়ার কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মারা গেছে সে, এমনকী তখনও স্যাডল থেকে খসে পড়েনি দেহটা। পরে যখন ভূপতিত হতে শুরু করল লাশ, স্টিরাপে আটকে গেল এক পা। ভড়কে গিয়ে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা, পিছনে টেনে নিয়ে গেল মনিবের লাশ।

অন্যজনের পাঁজর ঘেঁষে চলে গেছে বুলেট। তবে একেবারে অক্ষত নেই, চামড়া পুড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও নীল রঙের শার্ট ফুটো করে ফেলেছে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে লোকটার মুখ, চোখ জোড়া কোটর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার দশা আতঙ্কে। স্যাডলের পমেল খামচে ধরল সে। 'দয়া করে গুলি করো না!' কর্কশ স্বরে চেঁচিয়ে উঠল, কণ্ঠে আতঙ্ক চাপা থাকেনি। 'দেখো, আমি আহত হয়েছি! আর গুলি কোরো না।'

'তোমরা ওয়াইল্ডের লোক?'

নড করল লোকটা। 'এজন্য তোমাকে খুন করবে ওয়াইল্ড। গুলির শব্দ ঠিকই ওর কানে যাবে।'

ততক্ষণে লোকটার কাছে চলে গেছে নাথান। হাত বাড়িয়ে রেনিগেডের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে নিল। আরও অস্ত্রের খোঁজে শরীর তল্লাশি করা দরকার, তবে সেটা ঝুঁকিপূর্ণ হবে, হয়তো মওকা পেয়ে যাবে দুর্বৃত্ত।

'ঘোড়া ঘুরিয়ে নাও,' নির্দেশ দিল নাথান। 'সরাসরি টাস্কোর কাছে চলে যাবে।'

'অত পথ যেতে পারব না।'

'গেলেই ভাল হবে তোমার,' শান্ত স্বরে বলল নাথান। 'ফিরে যাওয়ার সময় ওয়্যাগন ট্রেনের মহিলা আর বাচ্চাদের কথা ভেবো। নির্বিচারে মানুষ খুন করেছ। জঘন্য খুনি ছাড়া আর কিছু না তোমরা। ক্যাম্পে গিয়ে ওয়াইল্ডকে বাড়ি ফিরে যেতে বোলো। বোলো এটা নাথান ডুনাওয়ের নির্দেশ।'

'ডুনাওয়ে? নামটা আগেও শুনেছি কোথায় যেন!' আরও শক্ত করে পমেল আঁকড়ে ধরল সে, এত জোরে ধরেছে যে আঙুলের রঙ বদলে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। নাথান খেয়াল করল চুইয়ে পড়া রক্তে স্যাডলের এক পাশ সয়লাব হয়ে যাচ্ছে। দ্রুত ক্ষরণ হচ্ছে। মিনিট খানেকের মধ্যে যথেষ্ট রক্ত হারিয়েছে লোকটা।

'হ্যাঁ, ঠিকই বলব টাস্কোকে,' ঘৃণা উগরে দিল মানুষটা। 'কিন্তু পরিণতিটা তোমার জন্য মোটেই ভাল হবে না। এজন্য তোমাকে ঠিকই খুন করবে সে।'

'দেরি না-করে রওনা দাও,' মৃদু স্বরে বলল নাথান। 'নইলে হয়তো মত পাল্টে যাবে আমার, তোমাকে ছেড়ে না-দিয়ে তখন খুনও করে বসতে পারি। কোন কিছুরই নিশ্চয়তা নেই।'

আট

মাঝরাতের কিছু আগে ঘুম থেকে জেগে গেল মেজর উইল হ্যানলন। চারপাশে তাকিয়ে দেখল অঘোরে ঘুমাচ্ছে সবাই। এক কোণে ম্লানভাবে জ্বলছে আগুন, কয়লা নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। নিচু টিলার কাছে পাহারায় রয়েছে দু'জন। কম্বলের উষ্ণতায় ঝিম মেরে পড়ে থাকল মেজর, আবছা অন্ধকারের মধ্যে তাকিয়ে থাকল পাহারাদারদের দিকে, গাঢ় দুটো কাঠামো। নড়ছে না বলতে গেলে, তবে সজাগ আছে দু'জনেই।

নিঃশব্দ রাত। এমন রাতে বহু দূর থেকে শব্দ শোনা যায়। খুব সতর্কতার সঙ্গে এগোতে হবে ওদের।

রেনিগেডদের ঘিরে ফেলার কোন ইচ্ছে নেই মেজরের, বরং আচমকা হামলায় মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চায় দলটার। ঘিরে ফেলা হলে প্রতিরোধ গড়বে তারা, মরিয়া হয়ে লড়বে; তাদের সঙ্গে তখন নবীশ সৈনিকেরা কুলিয়ে উঠবে বলে মনে হয় না, অন্তত মেজর হ্যানলনের সন্দেহ আছে। বেশি প্রত্যাশা না-করাই ভাল। সীমাবদ্ধ সামর্থ্যে যা কুলায়, সেভাবেই পরিকল্পনা করা উচিত; নইলে হিতে বিপরীত হবে।

এরা প্রত্যেকে আন্তরিক এবং উৎসাহী, কিন্তু রেনিগেডদের অভিজ্ঞতার বিচারে নেহাত শিশু। সম্মুখ-সমরে স্রেফ আত্মাহুতির মত পটল তুলবে। তাই আচমকা, সর্বশক্তিতে আক্রমণ করতে হবে, সামলে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না রেনিগেডদের। দেখা যাক, লোকগুলো লড়াই করে পরিস্থিতি উতরে যাওয়ার চেষ্টা

করে, নাকি পালিয়ে যায়। তাদেরকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারলে বিরাট উপকার হবে।

সবচেয়ে ভাল হবে যদি রেনিগেডদের দু'একজনকে ধরতে পারে। আজ রাতে তেমন সম্ভাবনা আছে। তথ্য দরকার, বেশ জরুরি হয়ে পড়েছে। সত্যি যদি টাস্কো ওয়াইল্ড এদের নেতা হয়ে থাকে? অন্যরা বারবারই বলেছে ওয়াইল্ড আছে এসবের মূলে, কিন্তু পাত্তা দেয়নি মেজর হ্যানলন; তবে গত কয়েক ঘণ্টায় পরিস্থিতি বদলে গেছে, সে নিজেও বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে ওয়াইল্ড তার কর্মক্ষেত্র ছাড়িয়ে অনেক পশ্চিমে চলে এসেছে।

সেক্ষেত্রে, যদি নৃশংস ওই লোকটা রেনিগেডদের নেতা হয়ে থাকে, যে-কোন মূল্যে তাকে হত্যা করতে বদ্ধপরিকর মেজর, আর তাকে বন্দি করতে পারলেও ক্ষতি নেই।

অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আগুনের কাছে চলে এল সার্জেন্ট লেইক গ্রোভার, কাঠ যোগ করে আগুন উস্কে দিল। সর্বক্ষণ সতর্ক থাকে মানুষটা, চারদিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখে। কোথায় কী দরকার, কী লাগবে কার–সবকিছুতে খেয়াল।

কাঁধে হাত রেখে কয়েকজনকে জাগিয়ে দিল গ্রোভার। মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগে সবাই জেগে গেল। দ্রুত তৈরি হয়ে নিল সব সৈনিক। মাঝরাতে ক্যাম্পে সাড়া পড়ে গেছে, তবে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শব্দ কেউই করছে না, জানে রাতের বেলায় সামান্য শব্দও অনেক দূর থেকে শোনা যায়।

ইতোমধ্যে তৈরি হয়ে গেছে মেজর। স্যাডলে আসীন সব সৈনিক সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে। 'ক্রিসপিন, এবার রওনা দেওয়া যেতে পারে,' নিচু স্বরে জানাল হ্যানলন। 'কোনরকম শব্দ যেন না হয়। খুব সাবধান! গ্রোভার, তুমি পথ দেখাবে।'

স্যাডলের খসখস শব্দ, ঘোড়ার নাক ঝাড়ার আওয়াজ কিংবা হালকা পায়ে এগোনোর চাপা শব্দ...এগোতে শুরু করল পেট্রল বাহিনী। প্রকৃতি শান্ত, স্থবির, কোথাও কোন সাড়া নেই।

চাকুরি জীবন যতই দীর্ঘ হোক—উপলব্ধি করছে মেজর উইল হ্যানলন—এই বয়সেও রাতের অভিযানের উত্তেজনা তাকে পেয়ে বসেছে। রোমাঞ্চ অনুভব করছে, ঠিক সৈনিক জীবনের শুরুতে যেমন অনুভব করত। কথা বলছে না কেউ, নীরবে এগিয়ে চলেছে গন্তব্যের পথে; ঘোড়ার পিঠে আসীন মানুষগুলো ঘোড়ার পা ফেলার ছন্দে ছন্দে নড়ছে, যেন একই দেহের অংশ।

উপরে তারাজ্বলা আকাশ। চাঁদ নেই। আবছাভাবে ট্রেইল চোখে পড়ছে। চলতে অসুবিধা হচ্ছে না। পথ ভুল যাতে না হয়, সেজন্য লেইক গ্রোভারকে নেতৃত্বের ভার দিয়েছে মেজর। ঠিক পিছনে রয়েছে সে। রিমের কিনারা হয়ে ধীর গতিতে নামতে শুরু করল। ট্রেইল এখানে খাড়া, ঢালু পথ অসমতল বলে রক্ষা, নইলে হয়তো পিছলে যেত ঘোড়ার পা।

নীচে, পাহাড়ের কোলে নেমে আসার পর ফোর্ড হয়ে বীভার ক্রীক পাড়ি দিল দলটা। ওপাড়ে এসে অপেক্ষায় থাকল, সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল সৈনিকদের মত একে একে পজিশন নিল লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিনের নির্দেশে। ট্রেইল বরাবর মাইল খানেক দূরে শত্রুদের অবস্থান, পাহাড়ী ঢাল ধরে উঠতে হবে বলে বাস্তবে পথটা অনেক কঠিন ও দুর্গম হবে।

গ্রোভার আর রুইককে সামনে পাঠিয়ে দিয়েছে মেজর। মিনিট কয়েক পর ফিরে এল সার্জেন্ট। 'অবস্থা ভাল ঠেকছে না, স্যার,' নিচু স্বরে জানাল সে। 'খুব বেশি শান্ত ওদের ক্যাম্প, এত শান্ত না-থাকারই কথা! বিশেষ করে ওরা যেহেতু রেনিগেড। মড়ার মত ঘুমাচ্ছে সবাই। শুধু একজন লোক আগুনের কাছে বসে আছে।'

'ক্রিসপিন,' নির্দেশ দিল মেজর হ্যানলন। 'বিশজন লোক নিয়ে বাম দিকে চলে যাও। সারি বেঁধে পজিশন নেবে। নির্দেশ পেলে এগোনোর জন্য তৈরি রেখো ওদের। কর্পোরাল হেনশ, দশজন লোক নিয়ে ডান দিকে যাবে তুমি। যাই হোক, অবস্থান নেওয়া হয়ে গেলে ওদেরকে আত্মসমর্পণ করার সুযোগ দেব

আমরা। কেউ যদি পালানোর বা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে, গুলি শুরু কোরো।'

নীরবে অপেক্ষায় থাকল মেজর হ্যানলন। দ্রুত লোক বাছাই করল লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন আর কর্পোরাল হেনশ, নির্দিষ্ট দিকে চলে গেল। বাকি যারা থাকল, তাদের নিয়ে ধীর গতিতে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে আগে বাড়ল মেজর।

হঠাৎ পাথরের উপর ছেঁচড়ানোর আওয়াজ শোনা গেল। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে কেউ। বাম দিক দিয়ে আসছে লোকটা। ঝট করে পাশ ফিরল মেজর, লোকটাকে থামাতে যাবে তখনই গায়ের উপর এসে পড়ল সে, খামচে ধরল মেজরের বাহু। হড়হড় করে, আতঙ্কিত স্বরে বলল: 'মেজর! ফাঁদে পা দিয়েছি আমরা! লেফটেন্যান্ট বলছে...'

সামনের ঘুটঘুটে অন্ধকার থেকে গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন, বোঝার উপায় নেই আসলে কত লোক; তবে কণ্ঠের উত্তেজনামিশ্রিত উল্লাসধ্বনি ইণ্ডিয়ানদের যুদ্ধের দামামার মত পিলে চমকে দিল সৈন্যদের। একেবারে বেকুব বনে গেল সবাই।

পরের ঘটনা খুব অল্প সময়ে ঘটল। কী থেকে কী হলো, কেউ বুঝতেই পারল না, শুধু নীরবে দেখে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকল না। পরিস্থিতি আসলে কী, বুঝতে পারছে না।

ঝটপট কয়েকটা মশাল জ্বলে উঠল, তারপর ওগুলো ছুঁড়ে ফেলা হলো আগে থেকে জমিয়ে রাখা কাঠের স্তূপে। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল মুহূর্তে, আলোকিত হয়ে উঠল চারপাশ এবং পরপরই আকাশ ভেঙে পড়ল সৈন্যদের মাথায়। মুহুর্মুহু গুলি শুরু হয়েছে। আড়াল থেকে গর্জে উঠেছে অন্তত বিশটা রাইফেল।

মেজরের জামার আস্তিন ফুটো করে চলে গেল একটা বুলেট। টের পেল ঠিক পাশে স্যাডল থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল এক সৈনিক, অস্ফুট স্বরের গোঙানি চাপা পড়ে গেল রাইফেলের গর্জনে।

'ফায়ার!' গলা ফাটিয়ে নির্দেশ দিল মেজর। চট করে পড়ে থাকা এক গাছের আড়ালে নিজেকে সরিয়ে নিল, কিছুটা হলেও আড়াল পাবে। চরম বিস্ময় অনেক আগেই সামলে নিয়েছে, জানে এখন মাথা ঠাণ্ডা রাখতে না-পারলে সর্বনাশের চূড়ান্ত ঘটে যাবে।

পিস্তল হাতে চলে এসেছে মেজরের।

এক পাথরের আড়ালে লেইক গ্রোভারকে দেখতে পেল, ঠাণ্ডা মাথায় একের পর এক গুলি করছে। গ্রোভারের ডানদিকে, আরও কিছুটা দূরে অবস্থান নিয়েছে কর্পোরাল মাইক হেনশ। বেগতিক অবস্থা আঁচ করতে পেরে দশজন লোককে ঝড়ের গতিতে অকুস্থলে নিয়ে এসেছে সে, অবস্থান নিয়েছে সুবিধামত জায়গায়। ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো পাথরের আড়াল থেকে শত্রুদের উদ্দেশে গুলি করছে।

টার্গেট কেউ দেখতে পাচ্ছে না। রাইফেল বা পিস্তল থেকে উগরে ওঠা কমলা আগুন তাদের আন্দাজে গুলি করার সুযোগ করে দিয়েছে।

সার্জেন্ট গর্ডন শার্পের কাজ ঠিকই চালিয়ে নিতে পারবে মাইক হেনশ, ভাবল মেজর হ্যানলন। পিস্তল হাতে অপেক্ষায় রয়েছে। অযথা গুলি খরচ করতে চায় না, যেহেতু এভাবে নিজের অবস্থান শত্রুদের কাছে প্রকাশ পেয়ে যাবে।

আচমকা বাম দিকে অন্ধকারে কমলা আগুন ওগরাল একটা অস্ত্র। সঙ্গে সঙ্গে পিস্তলে নিশানা করল মেজর হ্যানলন, সামান্য নিচু এবং বামে, তারপর ট্রিগার টেনে দিল। পাথুরে জমিতে পড়ে ধাতব শব্দ করল একটা রাইফেল, মেজর বুঝল লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি গুলি।

পরপরই থেমে গেল গোলাগুলি।

মুহূর্ত কয়েক পর ঝিম মারা নীরবতা নেমে এল। বাম দিকে লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিনের দলের তৎপরতার অস্পষ্ট আওয়াজ পেল মেজর। তারপর নীরবতা ভেঙে গর্জে উঠল অসংখ্য বন্দুক। একটু

আগের মত, আবার নীরব হয়ে গেল চারপাশ।

জমিয়ে রাখা কাঠের স্তূপে পুরোদমে আগুন জ্বলছে, উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে, অন্তত ত্রিশ গজ পর্যন্ত স্পষ্ট চোখে পড়ছে। যার যার জায়গায় পড়ে আছে সৈন্যরা, অস্ত্র নিয়ে তৈরি। কিন্তু প্রতিপক্ষ নিশ্চুপ।

অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। সাড়া নেই আশপাশে। সাহস করে আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল দু'জন সৈনিক। কোন গুলি ছুটে এল না। দেখাদেখি অন্যরাও বেরিয়ে এল।

'ওরা পালিয়ে গেছে, স্যার,' চেঁচিয়ে জানাল লেইক গ্রোভার। 'হামলা করার পর বেশি দেরি করেনি। কয়েক রাউণ্ড গুলি করে চম্পট দিয়েছে।'

'কর্পোরাল হেনশ, পুরো এলাকা তালাশ করো,' নির্দেশ দিল মেজর হ্যানলন। 'দেখো, কী ক্ষতি হলো আমাদের। রেনিগেডরা নিশ্চয়ই সবাই পালিয়ে যেতে পারেনি? দু'একজন আহত হওয়ার কথা। সবাইকে বন্দি করে নিয়ে এসো।'

'ইয়েস, স্যার।'

আগুনের কাছে চলে গেল মেজর। রেনিগেডদের চমকে দিতে এসে উল্টো নিজেরা চমকে গিয়েছিল, ফাঁদ পেতে অপেক্ষায় ছিল শত্রুরা। তবে ক্ষয়ক্ষতি বোধহয় তেমন হয়নি, অন্তত তাই ধারণা মেজর হ্যানলনের। কিন্তু চমকে গেলেও সময়মত সক্রিয় হয়েছে সেনাবাহিনী, পাল্টা আঘাত হয়েছে মোক্ষম; বিশেষ করে মেজরের দলকে সাহায্য করার জন্য যখন লেফটেন্যাণ্ট ক্রিসপিন আর কর্পোরাল হেনশও ছুটে এসেছিল। তিনদিক থেকে সম্মিলিত আক্রমণে দিশা না-পেয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে রেনিগেডরা। সৈন্যদের সাহস ও শৃঙ্খলার তারিফ করতেই হয়! তবে রক্ষা যে তাদের পরিচালনা করার জন্য যোগ্য নেতৃত্ব ছিল—ক্রিসপিন আর কর্পোরাল হেনশ অসামান্য দৃঢ়তা দেখিয়েছে।

সমূহ বিপদ উতরে যাওয়ার পাশাপাশি শত্রু সম্পর্কে স্পষ্ট

ধারণা পেয়েছে মেজর—ধুরন্ধর, ভয়ঙ্কর ও খুবই দক্ষ এরা, নিজের কাজ ঠিকই বোঝে।

জ্বলন্ত আগুন নেভানোর গরজ অনুভব করল না কেউ, মেজরও নির্দেশ দিল না। বরং আগুনের কাছে একটা পাথরের উপর বসে অপেক্ষায় থাকল সে।

সবার আগে লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন এল রিপোর্ট করতে। 'আমাদের জন্য তৈরি ছিল ওরা, স্যার,' জানাল সে। 'তবে আমরাও ওদের চমকে দিয়েছি। রেনিগেডদের আচরণ থেকে বুঝলাম ওরা ধরে নিয়েছিল ট্রেইলের ডান দিক থেকে আসব আমরা, যে-পথে এখানে এসেছে ওরা। কিন্তু আমরা এসেছি বাম দিক থেকে, ফলে খানিকটা অপ্রস্তুত অবস্থায় পেয়ে গিয়েছিলাম ওদের।'

মিনিট খানেক পর কর্পোরাল হেনশ এল। 'এলাকা পরিষ্কার, স্যার,' জানাল সে। 'ঘোড়া তৈরি ছিল ওদের, তাই পালিয়ে যেতে দেরি হয়নি। আমাদের একজন মারা গেছে, তিনজন আহত, তবে কারও অবস্থাই গুরুতর নয়।'

'ওদের কী অবস্থা?'

'তিনজন নিহত। দু'জন আহতকে বন্দি করা গেছে।'

মেজর যেদিকে গুলি করেছিল, আঙুল তুলে জায়গাটা দেখাল কর্পোরালকে। 'ওদিকে গিয়ে দেখো, হয়তো আরেকজনকে পাবে, হেনশ।'

পিস্তল হাতে দ্রুত সেখানে চলে গেল কর্পোরাল। একটু পর চেঁচিয়ে জানাল: 'ঠিকই বলেছেন, স্যার, একজন আছে এখানে। কণ্ঠার হাড়ের নীচ দিয়ে ভিতরে ঢুকেছে বুলেট, বোধহয় ফুসফুস ফুটো করে ফেলেছে। গুলি বেরিয়ে যায়নি।'

তিনজন কমে গেল। আরেকজনের বেশি দেরি নেই বোধহয়। বন্দি সহ ছয়জন। বাকি যা রয়ে গেছে, তার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য, তবে এও কম কী! কথা বলানোর জন্য দু'জনকে তো

পাওয়া গেছে। রেনিগেডদের সম্পর্কে নিরেট তথ্য জানা যাবে।

একটা ব্যাপার অস্বীকার করার উপায় নেই, ভাবছে মেজর হ্যানলন, তুলনামূলক নবীশ সৈন্যরা দক্ষ নেতৃত্ব ও কঠোর শৃঙ্খলাবোধের কারণে বিরূপ পরিস্থিতিতে যেভাবে দৃঢ়তা দেখাতে সমর্থ হয়েছে, তা রীতিমত প্রশংসনীয়। তবে পালানোর ব্যাপারেও মুন্সিয়ানা দেখিয়েছে রেনিগেডরা। দারুণ শৃঙ্খলা দেখিয়ে পালিয়ে যেতে পেরেছে ওরা। এখানেও দক্ষ নেতৃত্ব ও শৃঙ্খলার ব্যাপার রয়েছে।

টাস্কো ওয়াইল্ড? হতে পারে। এখন আর অবিশ্বাস করছে না মেজর। তবে এটাও বুঝতে পারছে রেনিগেডদের নেতা যদি সত্যি ওয়াইল্ড হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে মহা বিপদের জন্য তৈরি থাকতে হবে।

'বন্দিদের নিয়ে কী করব, স্যার? আপনি ওদের সঙ্গে কথা বলবেন?'

'চলো।'

মেজরকে পথ দেখাল লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন। আগুনের কাছে রয়েছে দুই বন্দি। একজন মাটিতে পড়ে আছে। অন্যজন বসে আছে পাশে। হাত-পা বাঁধা।

পড়ে থাকা লোকটার মুখে দৃষ্টি পড়তে মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল মেজর হ্যানলনের। নিতান্ত ছেলেমানুষ! মুখে দাঁড়ি-গোঁফও জন্মায়নি ঠিকমত। বুকের ভিতর কলজে খামচে ধরল যেন কেউ, ক্ষণিকের জন্য অসুস্থ বোধ করল মেজর। তার ছেলে নেই, কিন্তু কখনও কমবয়সী কোন ছেলের দুর্ভোগ দেখলে বুকে মোচড় দিয়ে ওঠে।

অন্যজনের মাথায় টাক পড়ে গেছে। ঘন জুলফি আর গোঁফ। দৃষ্টি দেখেই বোঝা যায় লোকটা নীচ। উরুর মাংস ফুঁড়ে চলে গেছে বুলেট, তেমন মারাত্মক কিছু নয়। রক্তক্ষরণও বন্ধ হয়ে গেছে ইতোমধ্যে।

ছেলেটার অবস্থাই বেশি খারাপ। অথচ নিশ্চুপ পড়ে আছে। নিষ্প্রাণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে।

আহত তরুণের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অনিয়মিত সৈনিকের দিকে ফিরল মেজর। 'জ্যাক, জলদি বেনসনকে ডেকে নিয়ে এসো তো। যতটা সম্ভব ছেলেটার চিকিৎসা দরকার।'

'আমার কী হবে?' জানতে চাইল অন্যজন। 'আমিও তো গুলি খেয়েছি।'

তাকে পাত্তা দিল না মেজর। 'বেনসন এলে আমাদের ক্যাম্পে নিয়ে যেয়ো ছেলেটাকে। যতটা সম্ভব ওর যত্ন নিয়ো।'

ঘুরে চলে যাচ্ছিল মেজর, কিন্তু অন্য বন্দির ডাকে পিছন ফিরতে হলো।

'এরইমধ্যে বিস্তর পাওনা হয়ে গেছে তোমার, সোলজার বয়,' তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল সে। 'যা আশা করেছি তাই করছ তোমরা, অর্থাৎ আমাদের প্ল্যান মাফিক ঘটছে সবকিছু। ফিরে আসতে দেরি হবে না ওদের, তারপর কড়ায় গণ্ডায় তোমার পাওনা বুঝিয়ে দেবে!'

ঘুরে শীতল চাহনিতে তাকে বিদ্ধ করল মেজর হ্যানলন। 'তাই মনে হচ্ছে তোমার? কীভাবে ভাবলে এত ঝুঁকি নিয়ে শুধু তোমার জন্য ফিরে আসবে ওরা? আর যদি আসেও, তাতে অন্তত তোমার কোন লাভ হবে না।' লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিনের দিকে ফিরল হ্যানলন। 'একজনকে একটা দড়ি নিয়ে আসতে বলো।'

'দড়ি? দড়ি আনবে কেন?' কেঁপে গেল বন্দির কণ্ঠ, ভড়কে গেছে। 'আরে, কী করতে চাইছ? আমাকে ফাঁসি দিতে পারবে না তোমরা!'

'কেন, তাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? কীসের ঠেকা পড়েছে আমাদের তোমাকে বাঁচিয়ে রাখতে?' মেজরের সঙ্গে তাল মেলাল লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন। 'দড়ি বা গাছ, কোনটারই অভাব হবে না। মাত্র তিনজনকে কতল করতে পেরেছি, সংখ্যাটা

আমাদের প্রত্যাশার তুলনায় নেহাত কম। ছেলেদের হাত এমনিতে নিশপিশ করছে, এখন যদি দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে! জবর এক নেক-টাই পার্টি দেখে নিশ্চয়ই ওদের মন ভরবে।'

দুটো প্যাক হর্স সহ ড্রতে ঢুকল এক সৈনিক। দুটোর পিঠেই বেশ বড়সড় বস্তা চাপানো, মালে বোঝাই। 'স্যার, ঘোড়া দুটোকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে ধরে ফেলেছি। আমার কাছে মনে হলো এগুলো পেলে রেশনের ঘাটতি অনেক কমে যাবে আমাদের।'

প্রথমে জোড়া মিউল আর পিঠে চাপানো বস্তা দুটো দেখল মেজর হ্যানলন, তারপর ছিপছিপে দেহের তরুণ আইরিশকে দেখল, সে-ই ঘোড়া দুটো নিয়ে এসেছে। 'তোমার নাম তো জন ম্যাকলারেন, তাই না? কাজের কাজ করেছ একটা! মিউল দুটো পেলে কোথায়?'

'ইয়ে, হয়েছে কী, স্যার,' আমতা আমতা করল তরুণ, বিব্রত দেখাচ্ছে খানিকটা। 'চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার জন্য এগিয়ে আসছিলাম যখন, ছোট্ট ড্রর পাশ কাটানোর সময় হঠাৎ চিন্তাটা উঁকি দিল মাথায়। পরিবেশ দেখে মনে হলো ওখানে হয়তো সব ঘোড়া রেখেছে ওরা। একটা জায়গা তো থাকতে বাধ্য!

'গিয়ে সত্যি সত্যি ঘোড়া দেখতে পেলাম। অনেক ঘোড়া ছিল। তবে শেষ প্রান্তে ছিল মিউল দুটো। ওগুলোর পিঠে চাপানো বস্তা দেখে আমার কাছে মনে হলো রেশন চুরি করতে পারলেই বরং বেশি উপকার হবে আমাদের।'

এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধ চাপড়ে দিল মেজর। 'দারুণ কাজ করেছ!'

'এই যে, আমার কথা ভুলে গেছ নাকি?' পিছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল বন্দি, আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। 'সত্যি সত্যি আমাকে ফাঁসি দেবে? এটা তোমরা করতে পারো না! ওয়াই...' আচমকা থেমে গেল সে, বুঝে গেছে বেফাঁস বলে ফেলছিল।

অনুমতির আশায় মেজরের দিকে ফিরল লেফটেন্যান্ট

ক্রিসপিন। 'দলটা সম্পর্কে যদি সবকিছু আমাদের জানায় ও, তা হলে হয়তো ওকে সঙ্গে নেওয়া যেতে পারে। কী বলেন, স্যার?'

'অসম্ভব! বন্দি সঙ্গে নিয়ে ঝামেলা বাড়ানোর কী দরকার? অত সময় নেই আমাদের, নজর রাখার জন্য বাড়তি লোকও নেই। তারচেয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলো।'

'দাঁড়াও!' গলা ফাটিয়ে চেঁচাল বন্দি, মরিয়া হয়ে পড়েছে। 'হ্যাঁ, আমি বলব! সবই বলব! যা যা জানতে চাও তোমরা, সব বলে দেব! তবুও আমাকে ফাঁসি দিয়ো না, প্রাণে মেরো না!'

'নতুন কী আর বলবে যেটা আমরা জানি না?' ঘুরে তার দিকে ফিরল মেজর হ্যানলন, কণ্ঠে বিদ্রূপ ও তাচ্ছিল্য। 'বুঝেছি, নিজের সম্পর্কে বলবে। কিন্তু সেও তো পুরানো জিনিস! তুমি হচ্ছ সস্তা এক চোর, আউটল আর খুনি–এই তো বলবে? নির্বিচারে মহিলা ও বাচ্চাদের খুন করেছ সেই স্বীকারোক্তি দেবে? ওসব জানি আমরা।'

'না! শোনো, দয়া করে আমার কথা শোনো! আমাদের নেতা কে জানাব তোমাদের, তার পরিকল্পনার কথাও বলব! তা ছাড়া, ওর সব হাঁড়ির খবর পাবে আমার...'

'তোমার নেতা?' শ্রাগ করল মেজর হ্যানলন। 'তোমার মতই আরেক খুনি? নাহ্, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, আর তোমার ফালতু কথা শোনার দরকার নেই!'

'হ্যাঁ, ওকে তো তাই মনে করো তোমরা!' চেঁচাল বন্দি। 'ওর নাম হচ্ছে টাস্কো ওয়াইল্ড!'

তা হলে ব্যাপারটা সত্যি!

পকেট থেকে একটা সিগার বের করে সময় নিয়ে ধরাল মেজর। মুখ নিস্পৃহ, দেখে বোঝার উপায় নেই মনে কী ভাবনা চলছে। এদিকে উদ্বিগ্ন মুখে, রাজ্যের প্রত্যাশা নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে বন্দি। মনে মনে বোধহয় সারা জীবনে যত প্রার্থনা করেনি, তাই করে ফেলছে এখন।

'নতুন কিছু তো শোনাতে পারলে না!' সিগারে কষে টান দিয়ে বলল মেজর, কণ্ঠ নিরাবেগ। 'আমরা এমনিতেও জানি চৌহদ্দিতে অপারেশন চালাচ্ছে ওয়াইল্ড। নিশ্চিত খবর না-হলেও মোটামুটি জানতাম। যাক্গে, ওটাই যদি তোমার সেরা খবর হয়ে থাকে, তা হলে কিছু বলার নেই আমার। কাজের কিছু যদি শোনাতে নাই পারো, তোমার নেক-টাই পার্টি বাতিল করে সৈনিকদের মজা পণ্ড করার কারণ দেখছি না আমি!'

একেবারে বেকুব বনে গেলে লোকটা, মুখ হাঁ হয়ে গেছে; বিশ্বাসই করতে পারছে না গরম খবরটা এদের কাছে কেমন গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে। ভেবেছিল এটাকে নিজের জামিন হিসাবে ব্যবহার করবে। সেনাবাহিনীর হাত থেকে ছাড়া পেলে আর তল্লাটে থাকবে না, তুমুল বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে অ্যারিজোনা ছাড়িয়ে চলে যাবে অন্য কোন জায়গায়, নতুনভাবে নতুন পরিচয়ে জীবন শুরু করবে। আপাতত জান বাঁচানোর জন্য মুখ খুললেও সে জানে খবরটা গোপন থাকবে না, ওর বেঈমানির খবর ঠিকই কানে চলে যাবে ওয়াইল্ডের। সেক্ষেত্রে, টাস্কো ওয়াইল্ডের সামনে যাওয়া আর আত্মহত্যার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

অসহায় দৃষ্টিতে ডানে-বামে তাকাল সে, একে একে সবাইকে দেখল, পাথুরে নির্লিপ্ততা সবার মুখে। সামান্য দয়াও দেখাবে বলে মনে হয় না। মরিয়া হয়ে পালানোর পথ খুঁজল সে, কিন্তু চারপাশে ঘিরে আছে সৈন্যরা, কোন পথ নেই।

অক্ষম রাগে ফেটে পড়ল লোকটা। 'অপেক্ষা করে দেখো, কী হয় তোমাদের! টাস্কো টাকাটা হাতে পেয়ে নিক, তারপর বুঝবে মজা! ইনজুনদের জন্য রাইফেল কোত্থেকে কিনতে হবে ভাল করেই জানে ও। কথাবার্তাও পাকা হয়ে আছে। অচিরে টের পাবে টাস্কো ওয়াইল্ডের ক্ষমতা!'

ঠোঁট থেকে সিগার সরাল মেজর হ্যানলন। 'আচ্ছা, এই তা হলে ওর পরিকল্পনা? বোকার স্বর্গে বাস করছে তোমার ওয়াইল্ড।

আগের দিন আর নেই, চাইলেই এখন যেখানে-সেখানে রাইফেল পাওয়া যায় না। শিপমেণ্ট করাও অনেক কঠিন।'

'বিশ্বাস করো, টাস্কোর পরিকল্পনা মোটেই কাঁচা নয়!' আশা দেখতে পাচ্ছে বন্দি, অনর্গল বলে যাচ্ছে পেটের খবর। 'সব আয়োজন চূড়ান্ত করে রেখেছে। কোত্থেকে রাইফেল কিনবে, কীভাবে আনবে বা কোথায় লুকিয়ে রাখবে...সব আনকোরা মাল! টাস্কো এও জানে ইনজুনদের কাছ থেকে রাইফেলের বিনিময়ে কী পেতে পারে। তোমরা মনে করেছ যেভাবে খুশি চালাতে পারবে দুনিয়াটা? উঁহুঁ, অত সোজা নয়, অন্তত এখানে। এক হাজার রাইফেলের ব্যবস্থা চূড়ান্ত, কয়েকশো ইতোমধ্যে চলেও এসেছে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে ইণ্ডিয়ানরা। ক্রমাগত তাগাদা দিয়ে চলেছে ওয়াইল্ডকে। রাইফেল হাতে আসা মাত্র পৌঁছে দেওয়া হবে ইণ্ডিয়ান গ্রামে, তারপর দেখবে কিছুদিনের মধ্যে মিসিসিপির এপাশে একটা একটা করে সেনাবাহিনীর ফোর্ট কীভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। ফোর্ট বলে কিছু থাকবে না মাটির উপর!'

নয়

পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে লেফটেন্যাণ্ট নাথান ডুনাওয়ের, জানে ফোর্ট ব্রিজারে পৌঁছতে পারার সম্ভাবনা আদপে কতটুকু; খুব বেশি নয়। সামান্য বলা চলে। প্রায় অসম্ভব। তাও বেশ কিছু যদি অর্থাৎ অনিশ্চয়তা থেকে যায়। তবে সফল হোক বা না-হোক, করণীয় কী করতে হবে, তা জানে নাথান এবং সে অনুযায়ী সক্রিয় হতেও দেরি করল না। ব্যর্থতার কথা ভেবে

আশঙ্কা বা হতাশায় বুক ভারী করার কোন মানে হয় না। চেষ্টা চালিয়ে যাবে, সময়ই বলে দেবে ওর তৎপরতা কতটা ফলপ্রসূ হবে।

দেরি না-করে তৎক্ষণাৎ যাত্রা করল ওরা, বার্ন্ট গাল্‌শের উত্তরে ইণ্ডিয়ান ট্রেইল ধরে এগিয়ে চলল।

দুই ট্রেইলের সংযোগস্থলে যে-লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বা পিস্তল লড়াই হয়েছে, লোকটা ফিরে গিয়ে টাস্কো ওয়াইল্ডকে নাথানের ম্যাসেজ দেবে। সব শুনে রেনিগেড-নেতা কী করবে সেটা সম্পূর্ণ তার তখনকার মর্জি বা মেজাজের উপর নির্ভর করবে। এমনিতে বদরাগী, অস্থির ও হিংস্র হিসাবে বদনাম আছে ওয়াইল্ডের, কিন্তু একইসঙ্গে সে হতে পারে ধুরন্ধর কৌশলী, হিসাবী ও সতর্ক যোদ্ধা, চরম বেপরোয়া এবং মারমুখী মানুষ। আগে থেকে তার মতিগতি অনুমান করা মুশকিল।

ছেলেবেলায় একসঙ্গে ইণ্ডিয়ান গ্রাম থেকে পালিয়েছিল ওরা, একে অন্যকে সাহায্য করেছে, তারও আগে ইণ্ডিয়ান হামলা থেকে উদ্ধার পেয়েছে নিজেদের চেষ্টায় এবং সবশেষে ফোর্ট লারামি পর্যন্ত দীর্ঘ যাত্রায় একে অন্যের উপর নির্ভর করেছে। তখনকার কিশোর টাস্কো ওয়াইল্ডের সঙ্গে বর্তমানে যুবক ওয়াইল্ডের তফাৎ আকাশ-পাতাল, কোনভাবে মেলানো যায় না।

এখন যেহেতু আম্বুলেন্সযাত্রীদের সঙ্গে ডুনাওয়ের উপস্থিতির কথা জানতে পারছে ওয়াইল্ড, হয়তো পুরানো দিনের কথা ভেবে ওদেরকে আর বিরক্ত করবে না সে, রেনিগেডদের নিয়ে তল্লাট ছেড়ে চলে যাবে। তবে নাথানের যথেষ্ট সন্দেহ আছে, ওর ধারণা ছেড়ে দেওয়া রেনিগেডের কাছ থেকে খবর পেয়ে দলবল নিয়ে ছুটে আসবে ওয়াইল্ড, এখন যেহেতু নিশ্চিত অবস্থান জানে—ওদের ধরতে আবার চেষ্টা চালাবে। তবে যতক্ষণে খবর পাবে, ততক্ষণে নাথানরা অনেকটা দূরে চলে যেতে পারবে—অন্তত তাই মনে করছে নাথান।

ক্রমে উঁচুতে উঠতে হবে ওদের, তারমানে গতি কমাতে হবে, এবং ঘোড়ার দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে। ইতোমধ্যে প্রায় আট হাজার ফুট উচ্চতায় উঠে এসেছে। সুইট ওঅটর গ্যাপের উচ্চতা আনুমানিক দশ হাজার ফুট, অন্তত তাই শুনেছে নাথান।

ইণ্ডিয়ান রীজের কিনারা ধরে টোপরাকৃতির এক পাহাড়ের দিকে ক্রমে এগিয়ে গেল ওরা। তারপর, আধ-ঘণ্টা বাদে সেখানে পৌঁছানোর পর পশ্চিমে মোড় নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে এক হ্রদের তীরে পৌঁছল।

অপূর্ব নৈসর্গিক সৌন্দর্যে ভরা এক স্বর্গে যেন ঢুকে পড়েছে! ঢেউ খেলানো একের পর এক পাহাড়। পাহাড়ী শৃঙ্গে জমে থাকা বরফের ছোঁয়া নিয়ে ধেয়ে আসা বাতাস ঠাণ্ডা, সতেজ ও ঝরঝরে; শরীর জুড়িয়ে যায়। পাহাড়ী ঢালে খাটো আকৃতির ঘন বন, অদ্ভুত হলেও সবগুলোর উচ্চতা একই—অন্তত ঢালের উপর থেকে দেখে তাই মনে হচ্ছে; এতটুকু হেরফের নেই। ভুল করে কেউ যদি ভেবে বসে সবুজ গালিচায় ঢাকা পাহাড়—মোটেই দোষ দেওয়া যাবে না তাকে।

পাহাড়ী ট্রেইল ঢাকা পড়ে গেছে গাছের কারণে, অন্তত উঁচু থেকে চোখে পড়ে না; তবে ঝর্না বা বহমান ক্রীক এঁকেবেঁকে চলে গেছে। কোনটা পাহাড়ের গভীরে ঢুকেছে, কোনটা নদী হয়ে নীচে নেমে গেছে। হাজার হাজার ফুট উপর থেকে দেখাচ্ছে সরু সুতার মত। পাহাড়ের প্রাণশক্তি যেন প্রবাহিত হয় ওগুলো দিয়ে!

শৃঙ্গের উপর জমে থাকা বরফের সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ না-হয়ে উপায় নেই। সূর্যালোকে ঝিলিক মারছে সারাক্ষণ, এবং বিস্ময়কর ব্যাপার: অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা বর্ণের উজ্জ্বল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। সমতল জমি থেকে অবশ্য এটা চোখে পড়ে না, কাছাকাছি উচ্চতায় রয়েছে বলে দেখতে পাচ্ছে ওরা।

বেশ কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে সৌন্দর্য উপভোগ করেছে ওরা, বিশেষ করে অ্যানিটা আর মেরিয়ন। পাহাড়ের এত উপরে ওঠা,

খুব কাছ থেকে পর্বতশৃঙ্গের চূড়ায় জমাট বাঁধা বরফ দেখা, ঘন বনে ছাওয়া পর্বত দেখা—সবই ওদের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। খুব কম মহিলার এই সৌভাগ্য হয়। বাস্তবতা হচ্ছে, নেহাত বিপদে না-পড়লে ওদেরও এই সুযোগ হত না।

আর সবাই উপভোগ্য সময় কাটালেও দুশ্চিন্তা থেকে মুহূর্তের জন্যও রেহাই পাচ্ছে না নাথান ডুনাওয়ে। জানে বিরাট ঝুঁকি নিয়ে এগোচ্ছে, রীতিমত জুয়া খেলছে। সুইট ওঅটর গ্যাপ মূলত পাহাড় পাড়ি দেওয়ার জন্য সঙ্কীর্ণ একটা পাস। উচ্চতার কারণে এখানে বরফ জমে যায়, কখনও কখনও এত নিরেট ও পুরু স্তর জমে যে পাস বন্ধ হয়ে যায়, পাহাড় পেরোনো অসম্ভব হয়ে পড়ে।

গন্তব্যে পৌঁছে যদি দেখে সুইট ওঅটর গ্যাপ বন্ধ হয়ে আছে, তা হলে বাড়তি দুর্ভোগ পোহাতে হবে। সেক্ষেত্রে দুটো করণীয় থাকবে ওদের সামনে: হয় ফিরতি পথে নীচে নেমে যেতে হবে, নইলে আরও এগিয়ে উইণ্ড রীভার মাউন্টেনের শৈলশ্রেণীর ধারে-কাছের কোন পাস হয়ে পাহাড় পেরোতে হবে।

যাই করুক, ধকলটা বোধহয় মেয়েরা সইতে পারবে না।

হ্রদের তীরে পৌঁছে ঘোড়ার রাশ টানল নাথান, স্যাডল ছেড়ে বলল: 'ঘোড়াগুলোকে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দেব।'

আশপাশে তাকাল নাথান, দেখল কাছেই গুল্ম ও লতা জাতীয় বেশ কিছু গাছ রয়েছে। ঘাস না-থাকলেও ওসব দিয়ে দিব্যি চলে যাবে ঘোড়াগুলোর। অ্যানিটা আর মেরিয়নকে স্যাডল ছাড়তে সাহায্য করল ও। দু'জনেই আড়ষ্ট দেহে নামল, চেষ্টা করল ক্লান্তি প্রকাশ না-করতে, কিন্তু শুকনো মুখ দেখে বোঝা গেল দম নেওয়ার ফুরসত দরকার ছিল।

ঘোড়া নিয়ে পানির কাছে চলে এল নাথান, গ্রে-কে ছেড়ে দিয়ে একে একে অ্যানিটা ও মেরিয়নের ঘোড়াও নিয়ে এল। পিছন ফিরে তাকাতে দেখল এক কোণে বসে আছে ড্যান রসেট আর কর্পোরাল লিউ বায়ার, নিচু স্বরে আলাপ করছে। মোয়েলার

ইতোমধ্যে গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে আধ-শোয়া হয়ে বসে পড়েছে, মুখের উপর হ্যাট চাপিয়ে দিয়েছে। সময়ের সদ্ব্যবহার করতে কসুর করেনি।

আয়রন হাইড অন্য ঘোড়ার যত্নে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। 'এখান থেকে কোন্ দিকে যেতে হবে?' জানতে চাইল চেরোকি। 'আমি নিশ্চিত নই। সমতল জমি যতটা চেনা আছে, পাহাড় ঠিক ততটাই কম চিনি। জানি না বললেই চলে।'

'পশ্চিমে যাব আমরা। রোয়ারিং ফর্ক পেরিয়ে কয়েকটা হ্রদের পাশ ঘেঁষে পোপো অ্যাগির মিডল ফর্ক হয়ে গ্যাপে উঠে যাব।' ক্ষণিকের জন্য থেমে নাথান যোগ করল: 'তবে বরফ জমে গ্যাপ বন্ধও থাকতে পারে।'

বিপজ্জনক তথ্যটা পেয়েও বিকার দেখা গেল না ইণ্ডিয়ানের মুখে, স্বভাবসুলভ নিস্পৃহ থাকল মুখ। তবে নাথান নিশ্চিত অন্য কেউ জানতে পারলে ভড়কে যেত, অন্তত কিছুটা হলেও চিন্তিত হয়ে পড়ত। সমতল জায়গা পাড়ি দেওয়া এক কথা, আর দুর্গম পাহাড়ী পথে নয় হাজার থেকে দশ হাজার ফুট উপরে ওঠা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার; শুধু এক হাজার ফুট উচ্চতাই তো নয়, বরং এর সঙ্গে দম নেওয়া, শারীরিক সামর্থ্য বা ফুসফুসের জোরেরও ব্যাপার রয়েছে। এত উচ্চতায় সামান্য দূরত্বও পাড়ি দেওয়া বেশ কঠিন। বিশেষ করে অনভ্যস্ত মানুষ সহজে কাহিল হয়ে পড়ে।

হ্রদের কিনারে পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ির উপর বসে গল্প করছে মেরিয়ন আর অ্যানিটা। সেদিকে চলে গেল নাথান, কাছে গিয়ে গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসল। ছোট ছোট লতা জাতীয় গাছ রয়েছে হ্রদের কিনারে, হলুদ ও সাদা ফুল ফুটেছে।

'পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে জায়গাটার প্রেমে পড়ে যেতাম!' অস্ফুট স্বরে বলল মেরিয়ন ক্রকেট, কণ্ঠে যুগপৎ হতাশা আর বিষাদ প্রকাশ পাচ্ছে। 'এত উচ্চতায় কখনও উঠিনি। আসলে এর পাঁচ ভাগের এক ভাগ উঁচুতেও উঠিনি। একটু কষ্ট হলেও

অনুভূতিটা সত্যি চমৎকার, বিশেষ করে মন ভরিয়ে দেওয়ার জন্য সৌন্দর্যের অভাব যেহেতু নেই।'

'আমার কাছে কিন্তু ভালই লাগছে,' বলল নাথান। 'কী জানো, ম্যা'ম, বিপদ বা ঝামেলা সব জায়গায় থাকে, এমনকী যখন তুমি ভাবো ওসব অনেক দূরে, আদপে তখনও কাছেই থাকে। সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ এই বিপদ আর সৌন্দর্য—দুটোর সঙ্গী হয়ে বাস করছে।'

'তুমি আবার কবে থেকে দার্শনিক হয়ে গেলে? জানতাম না তো!'

'আরে দূর! দার্শনিক হতে যাব কেন? বিপদের মধ্যে থাকতে থাকতে, পিস্তল নিয়ে যখন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কাটে, সচেতন মানুষ মাত্র তার সময় উপভোগ করার চেষ্টা করে, বুঝতে চায়। সমস্যা হচ্ছে, আমরা বেশিরভাগ মানুষ স্মৃতি বা কল্পনার জগতে বাস করি, বাস্তব ও বর্তমানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক থাকে না। জীবনে এমন অনেক মুহূর্ত থাকা উচিত যখন তুমি কেবল উপলব্ধি করবে—দেখবে, শুনবে আর ভাববে; এ ছাড়া কিচ্ছু করবে না। স্রেফ বসে থেকেও এভাবে প্রাণচাঞ্চল্য বাড়ানো সম্ভব। তাতে আয়ু না-বাড়ুক, কিন্তু জীবনটা সুখকর হবে নিশ্চয়ই।'

প্রকৃতির উপর চোখ, তবে মনোযোগ দিয়ে নাথানের কথা শুনছে অ্যানিটা হ্যানলন। নীরব বিস্ময় নিয়ে নাথানকে দেখছে, নতুন করে বলা যায়। তার এ-রূপ প্রায় অজানাই ছিল। চরম বিপদের মধ্যেও এমন শান্ত, সংযমী এবং আত্মবিশ্বাসী হতে পারে কেউ, অ্যাম্বুলেন্স বাহিনীর সঙ্গে নাথান না-থাকলে কখনোই জানত না। নিজের উপর নাথানের নিয়ন্ত্রণ অবাক করার মত।

সবসময় কি এমনই থাকে নাথান? ভাবল ও। বাবা একটা কথা প্রায়ই বলেন: চাপে পড়লে মানুষের ধাত চেনা যায়। অনুকূল পরিবেশে সবাই দক্ষতা দেখাতে সক্ষম, কিন্তু সত্যিকার বিপদ বা ঝামেলার সময় খুব কম লোকই ঠাণ্ডা মাথায় উতরে যেতে পারে।

নাথান সম্পর্কে বেশ কয়েকটা গল্পই শুনেছে। ছোট্ট পোস্টে কার্যত কারও গোপনীয় বা ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে কিছু থাকে না। এমনকী অতীতও প্রকাশ পেয়ে যায়। আর দক্ষ ও চৌকস সৈনিক হিসাবে নাথানের সুনাম রয়েছে বলে ওর অনেক কীর্তির খবরই শোনা যায় অন্যদের মুখে। পৃথিবীর নানা জায়গায় সৈন্য হিসাবে কাজ করেছে সে, লড়াই করেছে; নিশ্চয়ই বহু মেয়ের সঙ্গে পরিচয় বা জানাশোনাও হয়েছিল, কিন্তু বিয়ে করেনি সে…অন্তত তাই জানে সবাই।

তবে অতীতে নাথান যাই করুক, তেমন কোন মাথাব্যথা নেই অ্যানিটার। মানুষটাকে ওর নিজের জন্য যোগ্য মনে হয়। এমনকী বহু অফিসারের চেয়ে ঢের আন্তরিক ও অকপট নাথান, নিপাট ভদ্রলোক। এক ধরনের নিস্পৃহতা আর নিষ্ঠুরতার মুখোশ রয়েছে বাইরে, কখনও কখনও কঠিনও হয়ে যায় সে, কিন্তু অ্যানিটা জানে নাথান ডুনাওয়ে আসলে দৃঢ়চেতা ও বাস্তববাদী মানুষ। মন্দ লোককে সামাল দিতে গেলে কঠিন না-হলে চলে না। এই যেমন এখন, স্রেফ নাথানের দৃঢ়তার কারণে এখনও টিকে আছে ওরা, নইলে অনেক আগেই শকুনের খাবার হয়ে যেত।

রেনিগেডরা হামলা করলে নিশ্চয়ই নৃশংস ও নিষ্ঠুর খুনিতে পরিণত হবে মানুষটা, এবং সেটাই প্রত্যাশিত।

মিনিট কয়েক পর উঠে পড়ল নাথান, হ্রদের কিনারে ঘাসে চরতে থাকা ঘোড়ার কাছে চলে এল। খুঁটিয়ে দেখল প্রতিটি। সব ঠিকঠাক আছে। পানি আর খাবার পেয়ে ক্লান্তি দ্রুত কাটিয়ে উঠছে।

বিশ্রামরত সৈনিকদের কাছে এল ও। খেয়াল করল উৎসুক দেখাচ্ছে কর্পোরাল বায়ারকে। বরাবরের মত মুখে সন্দেহ আর দ্বিধা খেলা করছে।

'এখান থেকে কোন্ দিকে যাব আমরা, লেফটেন্যান্ট?' জানতে চাইল সে।

'পশ্চিমে যাব।'

'মেজর হ্যানলনের কমাণ্ডের বাইরে?'

'হ্যাঁ,' মৃদু স্বরে বলল নাথান। মানুষটার উদ্বেগ চিন্তা করে পরে যোগ করল: 'আমার ধারণা রেনিগেডরা এখন মেজরের দল আর আমাদের মাঝামাঝি কোথাও আছে। কিংবা পেট্রল বাহিনীর সঙ্গে রেনিগেডদের সংঘর্ষও বেধে যেতে পারে। তবে দল নিয়ে ফোর্টের পথে ফিরতি যাত্রার সময় হয়ে গেছে মেজরের, হয়তো ইতোমধ্যে রওনাও হয়ে গেছে। যাই হোক, আসল কথা হচ্ছে ওঁর কাছ থেকে সাহায্য পাচ্ছি না আমরা।'

'সিয়ক্স পাস তো আমাদের কাছাকাছি। ওদিক দিয়ে গেলেই কি ভাল হত না?'

'হ্যাঁ, কাছাকাছি বটে, তবে সবার আগে ওখানেই নজর রাখবে ওয়াইল্ড।'

'ওরা তা হলে ওয়াইল্ডের লোক ছিল? একজন খুন হয়েছে তোমার হাতে, অন্যজনকে ফেরত পাঠিয়েছ–ওদের কথা বলছি।'

'হ্যাঁ।'

'আমার দুশ্চিন্তার কারণ নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ, লেফটেন্যান্ট? কর্তৃপক্ষ আমার হাতে টাকা তুলে দিয়েছিল, তাই দায়িত্ব সব একা আমার। আমাকেই জবাবদিহি করতে হবে।'

'দায়িত্ব একসময় তোমার ছিল, কিন্তু এখন সম্পূর্ণ আমার, কর্পোরাল। তোমার এ-নিয়ে চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। যদি খারাপ কিছু ঘটেই তার দায় আমার থাকবে।'

'হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারছি, কিন্তু তারপরও...'

'চিন্তা কোরো না, কর্পোরাল,' যোগ করল নাথান। 'এখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একজনের পিছনে একজন এগোতে হবে। খুব ধীরে ধীরে যেতে হবে। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঢাল ধরে উঠতে হবে, তাই নেহাত ঠেকায় না-পড়লে ঘোড়ার উপর বেশি চাপ দেওয়া যাবে না।'

নাথান ডুনাওয়ে চলে যেতে কর্পোরালের কাছে এল ড্যান

রসেট। নির্বিকার মুখে সেকেণ্ড কয়েক চিন্তিত বায়ারকে দেখল সে, তারপর জানতে চাইল: 'তো, কর্পোরাল, কী করবে তুমি? পশ্চিমে যাচ্ছে ওরা। আমি তো এসবের মাথামুণ্ড কিছু বুঝতে পারছি না! হাতের কাছে সহজ পথ থাকতে কেন কঠিন ও ঘুরপথে যেতে হবে? এর মধ্যে অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই তো?'

একই চিন্তা লিউ বায়ারের মনে। এমন বিপদসঙ্কুল ও দুর্গম পথ ধরে কোথায় যাচ্ছে ওরা? কেনই বা পাহাড় ডিঙানোর সিদ্ধান্ত নিল? আদৌ কি প্রয়োজন ছিল, যেখানে অপেক্ষা করলে বা পিছনে গেলে মেজর হ্যানলনের পেট্রল বাহিনীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেত?

লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ের উদ্দেশ্য দুর্বোধ্য ঠেকছে লিউ বায়ারের কাছে। আসলে কী চায় সে? সবচেয়ে বড় কথা, টাস্কো ওয়াইল্ডের গল্প এখন আর বিশ্বাস হচ্ছে না। জুজুর ভয় দেখিয়ে ওদেরকে ছোটাচ্ছে সে, নিয়ে যাচ্ছে নিজের কাঙ্ক্ষিত স্থানে? এখন পর্যন্ত আদপে কোন রেনিগেডকে দেখতে পায়নি, নীচের ট্রেইলে যে-দু'জনের সঙ্গে লেফটেন্যান্টের গোলাগুলি হয়েছে, তারা আদৌ রেনিগেড না দুর্ভাগা দুই শিকারী—নেহাত দুর্ভাগ্যক্রমে সামনে পড়ে গিয়েছিল? কোন্‌টা যে সত্যি, বলা মুশকিল। একজনকে গুলি করে মেরেছে লেফটেন্যান্ট, আরেকজনকে ভাগিয়ে দিয়েছে, কিন্তু মনে হয় না পাহাড় থেকে বেরোতে পারবে লোকটা, শেষপর্যন্ত হয়তো ধুঁকে ধুঁকে মরবে!

'বেশ, ওরা ওদের মত এগিয়ে যাক,' লম্বা একটা নিঃশ্বাস নিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল কর্পোরাল বায়ার। 'ইচ্ছে করে পিছনে থাকব আমরা, দেরি করব। ওরা যখন অনেকটা এগিয়ে যাবে, মওকামত সটকে পড়ব দু'জন। কী ঘটেছে ওরা টের পেতে পেতে হয়তো ততক্ষণে মাইল কয়েক সরে যেতে পারব আমরা।'

'সে নিশ্চয়ই আমাদের পিছু নেবে,' বলল রসেট।

'আসুক। যদি পালাতে বা খসাতে না-পারি, তা হলে লুকিয়ে পড়ব কোথাও।'

শ্রাগ করল ড্যান রসেট, তবে খানিকটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখাচ্ছে তাকে। কর্পোরাল লিউ বায়ারের মত দায়িত্ববোধ বোধহয় তাকেও চিন্তিত করে তুলেছে। 'বেশ...আমি আছি। একটা কথা বলতেই হয়, বায়ার, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের মত কাজ করছ তুমি। ষাট হাজার ডলারের দায়িত্ব—বেশ বড় বোঝা, তার ভার কিছুটা আমাকে দিচ্ছ বলে ধন্যবাদ। টাকা ফোর্টে পৌঁছে দিতে পারলে আমার মনে হবে, এতদিনে যোগ্য সৈনিকের মত একটা কাজ করতে পেরেছি!'

হ্রদের কাছে ফিরে এল নাথান ডুনাওয়ে। 'স্যাডলে চড়ো,' নির্দেশ দিল ও। 'সবাই চোখ-কান খোলা রেখো।'

স্যাডলে চড়ে ট্রেইলে চলে এল ওরা, একে অন্যের পিছু সারি বেঁধেছে। সবার সামনে নাথান। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পশ্চিমে রোয়ারিং ফর্কের দিকে যাত্রা করল ও। কিছুদূর এগিয়ে পিছন ফিরে তাকাল, সবাই সারিবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে এগোচ্ছে। যথেষ্ট কিন্তু নিরাপদ দূরত্ব রেখেছে পরস্পরের মধ্যে।

ঘোড়া ঘুরিয়ে বনে ঢুকে পড়ল নাথান। পথ এত সঙ্কীর্ণ যে শুধু পিছনের ঘোড়া আর আরোহীকে দেখতে পাচ্ছে, তারপর আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এখন থেকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না খোলা জায়গায় পৌঁছাচ্ছে, সবাইকে কাছাকাছি রাখতে হবে। দূরত্ব বেশি থাকলে কেউ পথ ভুল করতে পারে। বিশেষ করে শেষের জন। এমন আশঙ্কা বাতিল করে দেওয়া যায় না।

নাথানের ভাবনার বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে রেনিগেডরা। এদের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে ওর। বর্তমান টাস্কো ওয়াইল্ড সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না-থাকলেও তার সম্পর্কে বহু খবর শুনেছে, এবং কিশোর টাস্কো ওয়াইল্ড সম্পর্কে বোধহয় ওর চেয়ে বেশি দুনিয়ার আর কেউ জানে না। ইণ্ডিয়ান গ্রামে থাকার সময় হাড়ে হাড়ে চিনেছে তাকে। সে-অভিজ্ঞতা থেকে এখনকার টাস্কো ওয়াইল্ড সম্পর্কে অনুমান করা কঠিন নয়।

ডানপিটে, অবাধ্য ও নিষ্ঠুর ছেলে ছিল সে। অন্যের দুর্বলতার সুযোগ নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করত না, অযথা ঝামেলা পাকানোয় ওস্তাদ, সংঘর্ষপ্রিয় ও আগ্রাসী, এবং নোংরা কৌশল খাটিয়ে স্বার্থ উদ্ধারে অসামান্য দক্ষ ছিল। শক্ত-সমর্থ, সুঠামদেহী ছিল টাস্কো, নেতৃত্ব দিতে পছন্দ করত, কিন্তু নিজের ভাল বুঝত ষোলোআনা; বিবেকের দংশন কী জিনিস কখনও শেখেনি।

এমন বেপরোয়া চরিত্রের এক কিশোর জীবনে অসংখ্য ঘাত-প্রতিঘাতের মুখোমুখি হয়ে সময়ের পরিক্রমায় যে বিধ্বংসী এক মানুষে পরিণত হবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

ওয়াইল্ড যদি ওদেরকে অনুসরণ না-করে থাকে, সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে আটকা পড়েছে কিংবা অলস হয়ে গেছে সে; কিন্তু ওদেরকে যদি খুঁজে পায় রেনিগেড-নেতা, সামান্য দয়া বা সহানুভূতিও দেখাবে না। জিনিসটার সঙ্গে যে তার আদৌ পরিচয় নেই!

টাস্কো ওয়াইল্ডকে বিচার করতে গিয়ে নিজেকেও বিচার করল নাথান ডুনাওয়ে। পশ্চিমে একইসঙ্গে কঠিন জীবনের শুরু হয়েছিল ওদের—ওয়্যাগন ট্রেনে ইণ্ডিয়ানদের হামলার পর। স্বজন, সর্বস্ব ও অতীত—সবই হারিয়েছিল; কিন্তু ভবিষ্যৎ নিজেদের হাতে গড়ে নিয়েছে ওরা। বাবা-মার শুধু স্মৃতিই সম্বল ছিল ওদের, এবং পরে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেসব ক্রমে ঝাপসা হয়ে গেছে।

ওয়াইল্ডের অতীত সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেনি নাথান, শুধু দেখেছে ওয়্যাগন ট্রেনে ভয়াবহ ইণ্ডিয়ান হামলার পর বেঁচে যাওয়া একমাত্র সঙ্গী এবং প্রায় একই বয়সী। এ কয়েকটা ব্যাপার ছাড়া আর কোন কিছুতে মিল ছিল না দু'জনের। রগচটা ও মারকুটে। ঈর্ষাপরায়ণ ও হিংসুটে। চালবাজ। এত অসঙ্গতির পরও নাথান তার সঙ্গে মিশেছে শুধু পরিস্থিতির খাতিরে, প্রাণ বাঁচানোর তাগিদ থেকে; ইণ্ডিয়ান গ্রামে থাকার সময় কিংবা পরে পালিয়ে গিয়ে ফোর্ট লারামি পর্যন্ত দীর্ঘ পথে একে অন্যকে সাহায্য করেছে ওরা।

টাস্কো ওয়াইল্ডের এমন কুখ্যাত মানুষ হিসাবে গড়ে ওঠায় পরিস্থিতির কতটা ভূমিকা ছিল, এ-নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে নাথানের। হয়তো পারিবারিক শিক্ষার অভাব ছিল। নিজের বেলায় দেখেছে আইরিশ বংশোদ্ভুত ওর বাবা-মা ছেলের দিকে সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন—কী করছে সে, কীভাবে কথা বলছে, কেমন আচরণ করছে অন্যদের সঙ্গে। খুঁটিনাটি ভুল-ত্রুটি শুধরে দিতেন।

পূর্বপুরুষদের কথা মনে পড়ল নাথানের। ভাগ্যান্বেষণে ওর দাদা আয়ারল্যাণ্ড থেকে আমেরিকা এসেছিলেন এবং সাধারণ এক শ্রমিক হিসাবে কাজ শুরু করেন। সর্বশেষ বিপ্লবে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন তিনি এবং যুদ্ধ করেন। যুদ্ধের পর হয়ে যান স্টক ড্রোভার। ছোটখাট এক পাল গরু বিক্রি করে ফেরার পথে খুন হয়ে যান দুর্বৃত্তদের হাতে। তরুণ বয়সে সংসারের হাল ধরতে বাধ্য হন নাথানের বাবা, এরিয়ি ক্যানালে কিছুদিন কাজ করার পর ইলিনয়সে চলে আসেন পরিবার নিয়ে।

১৮৪৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করে ওরা। শিক্ষার প্রতি বালক নাথানের আগ্রহ দেখে সবময় উৎসাহ দিতেন ওর দাদা। ছেলেবেলায় সত্তর বছর বয়সেও তাঁকে সুঠামদেহী ও কর্মচঞ্চল দেখেছে নাথান। তাঁর কাছ থেকে বিপ্লব আর পশ্চিমে শুরুর দিকে ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াইয়ের গল্প শুনেছে।

যৌবনের শুরুতেই আফ্রিকায় ফরাসি বাহিনীতে যোগ দেয় নাথান। সেনা-বিজ্ঞান ও যুদ্ধকৌশল সম্পর্কে ওর আগ্রহ আবিষ্কার করেন ঊর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা। সদ্য নিয়োগ পাওয়া নাথানকে বই আর নানা তথ্য দিয়ে উৎসাহ দেন তিনি। প্রায়ই গল্প করতেন। এ অফিসারই শেষে নাথানকে সরাসরি যুদ্ধক্ষেত্রে কমিশন নেওয়ার পরামর্শ দেন।

এরপর বহু যুদ্ধে যোগ দিয়েছে নাথান, সুনাম অর্জন করেছে; কিন্তু আজ কী অবস্থানে পৌঁছেছে? মোটেই উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। বৈরী ইণ্ডিয়ান এলাকার দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন পোস্টের জীবন

ছাড়া একটা মেয়েকে আর কী দেওয়ার আছে ওর? কূটনীতিক পদে যোগ দেওয়ার সুযোগ বা প্রস্তাব কয়েকবারই পেয়েছে, কিন্তু উপভোগ্য মনে হয়নি, এমনকী আর্থিক নানা সুবিধা থাকার পরও।

বিচ্ছিন্ন ও দূরের পোস্টে কাজ করা অনেক কঠিন, আর্থিক দিয়েও লাভজনক নয়, কারণ প্রাপ্য বেতনে মোটামুটি সচ্ছলভাবে একজনের চলে গেলেও আদপে তা সংসার করার জন্য যথেষ্ট নয়; উপরন্তু সৈনিক জীবনে ভবিষ্যতের কোন নিশ্চয়তা নেই। চল্লিশ ছুঁইছুঁই বহু লেফটেন্যাণ্টকে দেখেছে নাথান, যাদের পদোন্নতির প্রত্যাশা তারা নিজেরাও করে না, কারণ গৃহযুদ্ধের পর আক্ষরিক অর্থে প্রয়োজনের চেয়ে সৈন্যদের সংখ্যা বেশি হয়ে গেছে।

পশ্চিমে বা ইণ্ডিয়ান এলাকায় নিযুক্ত অফিসাররা স্রেফ দূরের ও বিচ্ছিন্ন পোস্টে কাজ করার খেসারত দিচ্ছে—বছরের পর বছর পড়ে আছে একই পদ ও কর্মস্থলে। অথচ এরাই সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশে দায়িত্ব পালন করে।

ত্রিশ চলছে ওর, কিন্তু ঠিকানা নেই, কোন ভবিষ্যৎ নেই। এই উপলব্ধি অ্যানিটার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর হয়েছে। তার আগে স্রেফ সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলছিল। ভবিষ্যৎ বা নিজের সম্পর্কে তেমন কিছুই ভাবেনি।

সামনে নদী দেখতে পেয়ে মনের ভাবনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে বর্তমানে মনোযোগ দিল নাথান। অন্যদের অপেক্ষা করার ইশারা দিয়ে নদীর কিনারা ধরে দু'দিকে তালাশ চালাল, শেষে উপযুক্ত জায়গা খুঁজে পেল—নদীর গভীরতা এখানে কম। প্রায় হাঁটু সমান, তবে স্রোত আছে বেশ।

ঠাণ্ডা, স্বচ্ছ টলটলে পানির স্রোত ঠেলে নদী পেরোল নাথান। ঘোড়াটা সামান্য ভড়কে গেলেও সামলে নিতে পারল ঠিকই, বিশেষ করে স্রোতের টানে শুরুতে যখন পা পিছলে যাচ্ছিল। পরপরই আয়রন হাইড এবং একে একে মেয়েরাও পেরোল। সবার শেষে আন্দ্রে মোয়েলার।

কিন্তু রসেট বা বায়ারের পাত্তাও নেই! প্যাক হর্সটাও ওদের সঙ্গে লাপাত্তা হয়ে গেছে।

অনেক আগেই তাদের পৌঁছানোর কথা। নাথান ফোর্ড খুঁজে পাওয়ার আগেই অন্যরা নদীর পাড়ে পৌঁছে গিয়েছিল।

'মোয়েলার, বায়ার কোথায়?' জানতে চাইল নাথান। 'তোমার ঠিক পিছনে ছিল সে।'

'জ্বী, স্যার। কিন্তু আসার পথে শেষ দিকে রসেট আর বায়ার পিছিয়ে পড়েছিল।'

সামান্য দ্বিধা করল নাথান। হয়তো সত্যি পিছিয়ে পড়েছিল ওরা, ব্যাপারটা অনিচ্ছাকৃতও হতে পারে। তবে কর্পোরাল লিউ বায়ারকে সবসময় অসন্তুষ্ট মনে হয়েছে। প্রথম থেকে নাথানের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেনি—ওয়্যাগন ট্রেন ত্যাগ করার ব্যাপারে যেমন আপত্তি করেছিল, তারপর একে একে গোপন উপত্যকায় লুকিয়ে পড়া, পশ্চিমে ফোর্ট ব্রিজারের উদ্দেশে যাত্রা এবং সর্বশেষ, পাহাড় ডিঙানোর বুদ্ধি তার মোটেও মনে ধরেনি। স্রেফ উপরঅলা বলে নাথানের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়েছে সে, কিন্তু মন থেকে মেনে নিতে পারেনি। ওয়্যাগন ট্রেন ত্যাগ করার ব্যাপারে তাকে নির্দেশ দিতে হয়েছিল। অবাধ্য বলা যাবে না বায়ারকে, তবে বিশ্বস্ত এবং মোটাবুদ্ধির লোক। সূক্ষ্ম চাল ধরতে পারে না। দায়িত্ব পালনে নিবেদিতপ্রাণ, তাই অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে পাঠানো ষাট হাজার ডলারের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর ও একগুঁয়ে আচরণ করছে।

কিন্তু ড্যান রসেট সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতে গড়া। বুদ্ধিমান, তবে খুব চতুর নয়; হামবড়া ভাব আছে—নিজের সামর্থ্য ও বুদ্ধিমত্তার উপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী। অন্যদের অবজ্ঞার চোখে দেখতে পছন্দ করে। নাথান একরকম নিশ্চিত অতীতে সেনাবাহিনীতে ছিল ড্যান রসেট, এবং পালিয়ে গেলেও পরে আবার রিক্রুট হয়েছে। এ ব্যাপারটা অবশ্য হামেশাই ঘটে; এত বেশি ঘটছে যে নির্দিষ্ট

কারও ব্যাপারে খোঁজখবর করা সম্ভব হয় না। তবে নাথানের চিন্তা শুধু এক জায়গায়—সেনাবাহিনীর চাকুরি থেকে পালানো এক কথা, আর ষাট হাজার ডলার নিয়ে পালানো—দুটোয় আকাশ-পাতাল তফাৎ।

'আয়রন হাইড,' চেরোকিকে ডেকে নিয়ে বলল নাথান। হ্রদের কিনারা হয়ে পাসের দিকে এগিয়ে যাও। সন্ধ্যার আগেই হ্রদের কিনারে ক্যাম্প কোরো। আমি ওদের খোঁজে যাচ্ছি, দেখা যাক কী হলো ওদের। আমার যদি কিছু হয়ে যায়, তুমি জানো কী করতে হবে।'

'জ্বী, স্যার,' ঘোড়া ঘুরিয়ে আগে আগে যাত্রা করল সে।

নাথানের পাশে চলে এল অ্যানিটা, মুখে রাজ্যের উদ্বেগ। 'ভয় লাগছে আমার, ন্যাট! কী অলক্ষুণে কথা বলছ! তোমার কিছু হতে যাবে কেন?'

'আয়রন হাইড আর মোয়েলারের উপর আস্থা রাখতে পারো। বিশ্বস্ত লোক ওরা। ভাল মানুষ। হ্রদ পেরোনোর পর স্টাউ ক্রীক পড়বে। ওটার ঠিক পর পোপো অ্যাগির মিডল ফর্ক। ফর্ক বরাবর গেলেই পাস পড়বে, আর পাস পেরোনো মানেই ওপাড়ের সুইট ওঅটরের শুরু।'

'তোমার কি যেতেই হবে?'

'পে-রোলের এত টাকা! দায়িত্ব যখন নিয়েছি, সব দায় একা আমার। এভাবে ওদেরকে চলে যেতে দিতে পারি না। এমনও হতে পারে, হয়তো বিপদে পড়েছে ওরা। যাক্‌গে, মনে হয় না বেশিদূর যেতে পেরেছে দু'জন। আশা করি সন্ধ্যার আগেই ধরে ফেলতে পারব।'

অ্যানিটাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না নাথান, ঘোড়া ঘুরিয়ে পানিতে নেমে পড়ল। নদী পেরোনোর পর গতি বাড়িয়ে দিল, ট্রেইলের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে, খুঁজে পেতে চায় ঠিক কোন্ জায়গা থেকে সরে পড়েছে কর্পোরালরা।

মিনিট বিশ পর খুঁজে পেল জায়গাটা। অদক্ষ হাতে চিহ্ন মুছে দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছে ওরা, কিন্তু এ-কাজে দু'জনের কেউই পটু নয়, তাই ঠিকই নাথানের নজরে পড়ল। প্যাক হর্স সহ দুই রাইডার দক্ষিণে লিটল পোপো অ্যাগি বেসিনের দিকে চলে গেছে। বেশ জোরেসোরে ঘোড়া ছুটিয়েছে ওরা, ক্লান্ত ঘোড়াগুলোর উপর দিয়ে বেশ ধকল যাচ্ছে—কিন্তু পাত্তা দেয়নি।

আশার কথা নাথানের প্রকাণ্ড গ্রের তুলনায় ওগুলোর সামর্থ্য কম, তাই মোটামুটি ধরে নেওয়া চলে রসেটদের ধরে ফেলতে পারবে।

বন পেরিয়ে রাশ টানল নাথান, সামনের খোলা প্রান্তর জরিপ করল। রসেটদের ট্রেইল অনুসরণ করতে গিয়ে অন্যান্য ঝামেলা বা বিপদের সম্ভাবনাকে গুরুত্বহীন মনে করতে পারে, বিশেষ করে রেনিগেডদের খণ্ড খণ্ড দলে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা যেহেতু খুব বেশি। তা ছাড়া, ইণ্ডিয়ানরাও থাকতে পারে। হুট করে এদের যে কারও সামনে গিয়ে পড়তে পারে নাথান। সেক্ষেত্রে, হয়তো কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই সর্বনাশ হয়ে যাবে।

খুঁটিয়ে সামনের বিস্তীর্ণ এলাকা পর্যবেক্ষণ করেও বিপদ ঘটার মত কিছু দেখতে না-পেয়ে স্পার দাবাল নাথান। দুলকি চালে এগোল গ্রে। জানে রসেটদের ট্রেইল খুঁজতে গিয়ে বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না, বরং দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই ফিরে যেতে হবে ওকে। সুইট ওঅটর গ্যাপ পেরোনোর সময় নাথানকে লাগবেই। আয়রন হাইড বা মোয়েলারের বিশ্বস্ততা নিয়ে সন্দেহ নেই, ট্রেইলে চেরোকির দক্ষতাও প্রশ্নাতীত; কিন্তু সুইট ওঅটর গ্যাপের জমাট বরফ এত তাড়াতাড়ি গলে গেছে বলে মনে হয় না। সঙ্কীর্ণ পাস পেরোনোর সময় তাই একে অন্যের সাহায্য লাগবে ওদের।

জীবনের চেয়ে টাকার মূল্য কখনোই বেশি নয়।

ভড়কে গেছে কর্পোরাল লিউ বায়ার। রীতিমত ভয় আর আতঙ্ক

বোধ করছে। লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ের আসল মতলব সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও, কিংবা তাকে বিশ্বাস না-করলেও ড্যান রসেটের প্ররোচনা না-পেলে এভাবে পে-রোলের টাকা নিয়ে সটকে পড়ত না। এত বড় দায়িত্ব নিয়েছে কাঁধে, শেষপর্যন্ত সফল হতে পারবে তো? উপরঅলার কর্তৃত্ব বা নির্দেশ উপেক্ষা করেছে, এক কথায় যা শৃঙ্খলাভঙ্গের শামিল, ব্যর্থ হলে সেটা নিশ্চিতভাবে ওর বিরুদ্ধে চলে যাবে। কর্তৃপক্ষ তখন কোন অজুহাত বা কারণ মেনে নেবে না, পুরোদস্তুর চোর সাব্যস্ত করবে ওকে।

সংক্ষিপ্ত পথে পাহাড়শ্রেণী পেরোনোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওরা। সর্বোচ্চ গতিতে ফোর্ট ব্রিজারের দিকে ছুটতে হবে। যাত্রা কঠিন হবে। ভয়াবহ কঠিন। চরম অনিশ্চয়তা আর দুর্ভোগ পোহাতে হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। সফল হলে নির্ঘাত সার্জেন্ট হিসাবে পদোন্নতি জুটবে, কিন্তু ব্যর্থ হলে...? আসলে, সাফল্য-ব্যর্থতা কোনটাই তেমন আমল দিচ্ছে না কর্পোরাল বায়ার, বরং পে-রোলের ষাট হাজার ডলার হেফাযতে রাখার এবং গন্তব্যস্থলে না হোক, অন্তত ফোর্ট ব্রিজারে পৌঁছে দেওয়ার চিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাবছে না।

সবার আগে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ের কর্তৃত্বের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। সেজন্য দূরত্বের কোন বিকল্প নেই। ডুনাওয়ে অভিজ্ঞ ও চালু লোক, ঠিকই বুঝে নেবে কী ঘটেছে এবং নির্ঘাত পিছু নেবে।

ট্রেইলে ঘোড়ার খুরের ছাপ মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে ওরা, কিন্তু দু'জনেই জানে তাতে মোটেই ধোঁকা দেওয়া যাবে না লেফটেন্যান্টকে। সেয়ানে লোক। ঠিক ধাওয়া করবে। তবে কখন সে ওদের অনুপস্থিতি টের পায় তার উপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। যত দেরিতে ব্যাপারটা ঘটে, ততই এগিয়ে যেতে পারবে ওরা। কর্পোরাল বায়ার জানে বেশিক্ষণ ওদের পিছু নিতে পারবে না সে, কারণ বিপদসঙ্কুল পথে—বিশেষ করে দু'জন মহিলা

থাকায়—পাহাড় পেরোনোর প্রতিটি মুহূর্তে ডুনাওয়ের উপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে দেখা দেবে। মেয়েদের ছেড়ে ওদের পিছু নিলেও বেশিক্ষণ সে লেগে থাকবে না, বরং ফিরে যেতে বাধ্য হবে।

সেক্ষেত্রে, যদি কয়েক ঘণ্টা চলার মধ্যে থাকতে পারে ওরা, আশা করা যায় লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ের দেখা আর পাবে না।

তবে ডুনাওয়ে সম্পর্কে শেষ কথা বলে কিছু নেই, জানে লিউ বায়ার। পুরো ফোর্টে ওই একজন অফিসার সম্পর্কে আগাম মন্তব্য করা কঠিন। একগুঁয়ে বলে বদনাম আছে তার, একবার কোন কিছুর পিছু লাগলে সেটা করে ছাড়ে। ক্ষীণ হলেও এখানেও তেমন ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

তবে অত ভেবে মাথা গরম করার পক্ষপাতি নয় কর্পোরাল। দেখা যাক, কী ঘটে। ঢিল ছোঁড়া হয়ে গেছে। এখন কাজ শুধু এগিয়ে যাওয়া, যতটা সম্ভব দূরত্ব তৈরি করতে হবে ডুনাওয়েদের সঙ্গে; একই সঙ্গে ফোর্ট ব্রিজারের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

পোপো অ্যাগি বেসিনে নেমে পড়ল ওরা। মাঝামাঝি জায়গায় সাইলাস ক্রীক পেরোল, তারপর দক্ষিণে ঘোড়া ছোটাল। বুঝতে পারছে ঘোড়াগুলোর সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করা হচ্ছে, কিন্তু নাচার ওরা।

চলার পথে একবার পিছন ফিরে তাকাল কর্পোরাল, ট্রেইলে আঁতিপাতি করে খুঁজল, তবে কাউকে দেখতে পেল না। কেউ ধাওয়া-করছে, এমন নমুনা দেখা যাচ্ছে না।

ত্রিশ ফুট পিছনে রয়েছে ড্যান রসেট। বায়ার পিছনে ফিরে তাকাতে হাসল সে। ধক্ করে উঠল কর্পোরালের কলজে, হাসিটা ভাল লাগেনি। অশুভ কী যেন রয়েছে রসেটের চোখে, অন্তত তাই মনে হলো ওর। পরমুহূর্তে নিজেকে চোখ রাঙাল। অযথা সন্দেহ করছে না? এতদিন করেছে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়েকে, তার কাছ থেকে মুক্তি পাওয়ার পর এখন রসেটকে করছে। মাথা কি খারাপ হয়ে গেল ওর? ষাট হাজার ডলারের দায়িত্ব বোঝার মতে চেপে

বসেছে মনে, সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা আর উদ্বেগের কারণে যাকে-তাকে সন্দেহ করছে।

ড্যান রসেটকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ঝুঁকি নিয়ে সাহায্য করতে রাজি হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, আর কেউ না জানুক, সে তো জানে রসেটের সমর্থন না-পেলে কখনোই লেফটেন্যান্টকে ছেড়ে যাওয়ার দুঃসাহস করত না।

উচ্চতার কারণে দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ঘোড়াগুলো। প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে এসেছে ওরা। তীক্ষ্ণ চোখে নিজের ঘোড়াকে দেখল বায়ার। মাথা দুলছে ওটার, মুখের কোণে কষা জমে গেছে। বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। আর বড়জোর মাইল খানেক যেতে পারবে, তারপর ঠিক পড়ে যাবে।

গতি কমাল বায়ার, একসময় থেমে গেল। স্যাডল ছেড়ে লাগাম ধরে ঘোড়াকে হাঁটাল। ঘাড়ের উপর দিয়ে পিছন ফিরে তাকাল ড্যান রসেটের দিকে, গম্ভীর স্বরে বলল: 'কিছুক্ষণ হাঁটাতে হবে ওদের, নইলে ঠিক খুন হয়ে যাবে। যা উচ্চতা! বেচারারা খানিকটা দম ফিরে পাক। তারপর না-হয় আবার ছোটা যাবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রসেটও স্যাডল ছাড়ল, পাশাপাশি এগোল। পিছনের ট্রেইল উঁচু গাছপালার কারণে আড়ালে পড়ে গেছে এখন। সামনে ঢালু জমিতে বিচ্ছিন্নভাবে সিডার, অ্যাসপেন আর স্প্রুস জন্মেছে। খোলা জায়গায় গ্র্যানিটের চাঙড়, ঝোপ বা গুল্ম জাতীয় গাছ। বিচিত্র ফুল ফুটেছে কিছু লতা জাতীয় গাছে। উঁচু শৃঙ্গ সগর্বে মাথা তুলে আছে দৃষ্টিপথে, অন্তত এক হাজার ফুট উঁচু। চূড়ায় জমাট বাঁধা বরফ এখন শ্বেতশুভ্র দেখাচ্ছে, শেষ বিকালের আলোয় ঝিলিক মারছে।

শান্ত, সতেজ-সবুজ প্রকৃতি। সৌন্দর্যের ঘাটতি নেই এখানে। স্রেফ ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

'আরও ডান দিকে সরে যেতে হবে,' পথনির্দেশনা দিল ড্যান রসেট। 'সিয়ক্স পাস থেকে অনেক পশ্চিমে চলে এসেছি আমরা।'

নীরবে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়ার ক্লান্ত খুরের শব্দ ছন্দহীন, বেসুরো লাগছে। মাঝে মধ্যে নাক ঝেড়ে শব্দ করছে, যেন তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানাচ্ছে—বিশ্রাম না-হলেই আর নয়!

'এ তো অনেক টাকা!' একটু পর অন্যমনস্ক সুরে বলল ড্যান রসেট। 'দায়িত্বটাও বোঝার মত।'

'হ্যাঁ, অনেক টাকা। আর দায়িত্বটাও অনেক বড়।'

'কিন্তু টাকাটা যদি তোমার হত, তা হলে এত দুশ্চিন্তা থাকত না, কী বলো?' হালকা চালে বলল রসেট, স্মিত হাসছে।

'হ্যাঁ, কিন্তু টাকাটা আমার নয়।'

'একবার ভেবে দেখেছ ওই টাকা দিয়ে কত কিছু কেনা যাবে? ষাট হাজার! যা খুশি তাই করা যাবে। পায়ের উপর পা তুলে দিন কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব। মাসের পর মাস ফুর্তি করলেও শেষ হবে না। আর যা ইচ্ছা তাই কিনতে পারবে। কিংবা পছন্দমত জায়গায় ব্যবসা খুলে বসে যেতে পারবে, বাকি জীবন নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

'অত চিন্তায় কাজ নেই,' বেরসিকের মত বলল কর্পোরাল লিউ বায়ার। 'কারণ এর অর্ধেক টাকার মালিকও কখনও হতে পারব না আমি।'

'তবে এ-মুহূর্তে ঠিক অত টাকাই আছে তোমার সঙ্গে,' মৃদু স্বরে বলল রসেট। 'কিংবা অর্ধেকটা।'

খেপে গেল কর্পোরাল, কঠিন চোখে তাকাল সহকর্মীর দিকে। 'এটা তামাশার বিষয় নয়, রসেট! আশ্চর্য, এমন ভাবনা তোমার মাথায় আসে কী করে? আমি তো বুঝি না! এটা সরকারি টাকা, আমানতের মত আমাদের কাছে আছে এবং আমাদের কাজ হচ্ছে ওসব জায়গামত পৌঁছে দেওয়া। একে বরং আমি নৈতিক ও পবিত্র দায়িত্ব বলব।'

বিন্দুমাত্র বিকার দেখা গেল না রসেটের মধ্যে, বরং দাঁত কেলিয়ে হাসল সে, নিস্পৃহ স্বরে বলল: 'এটা একান্তই তোমার

নিজস্ব ধারণা।'

'হ্যাঁ,' চুপ হয়ে গেল কর্পোরাল। এ-বিষয়ে আলাপ করতে অনিচ্ছুক। প্ররোচিত হয়নি মোটেই। রসেটের পরোক্ষ চেষ্টা বিফল হয়েছে।

'হ্যাঁ, টাকাটা আমারও নয়। তবে কথা হচ্ছে এই প্রথম এত টাকা হাতের নাগালে পেলাম।'

ঝট করে রসেটের দিকে ফিরল কর্পোরাল। ঠিক পিছনে হাঁটছে সে। 'অনেক হয়েছে! এ বিষয়ে আর কোন কথা...'

কথাগুলো গিলে ফেলল বায়ার। রসেটের উদ্যত পিস্তল ওকে বাধ্য করল চুপ হতে। পেট বরাবর নিশানা করেছে রসেট। বোকা বোকা চাহনিতে তাকে দেখল কর্পোরাল, আসলে কী হচ্ছে বুঝতে পারছে না।

'তুমি বোধহয় ভাবছ এমনি এমনি কথাগুলো বলছি, তাই না, বায়ার?' চালিয়াতির সুরে জানতে চাইল সে। 'এত টাকা একসঙ্গে জীবনেও দেখিনি! এমন মওকা আর পাব না। কী মনে হয়, সুযোগ ছেড়ে দেওয়া উচিত?'

'বোকামি কোরো না, রসেট!' আতঙ্ক প্রকাশ পেল বায়ারের কণ্ঠে। 'ডুনাওয়ে বোধহয় বেশি দূরে নেই, ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই টের পেয়ে গেছে সে। উঁহুঁ, মনে হয় না টাকা নিয়ে সটকে পড়তে পারবে।'

'সেটা তোমার ভাবতে হবে না।'

'রসেট...' ঘটনার আকস্মিকতায় বিমূঢ় বোধ করছে বায়ার, মাথা কাজ করছে না। মনে পড়ল পিস্তলটা কোমরে রয়েছে, একটু উঁচুতে—ডান দিকে, বাঁট সামনের দিকে। রাইড করার সময় যাতে পড়ে না-যায়, ওভাবে রেখেছিল। হোলস্টারের ঢাকনা নামানো, দিব্যি বুঝতে পারছে রসেট ট্রিগার টেপার আগে ঢাকনা তুলে পিস্তল ড্র করতে সক্ষম হবে না। কিন্তু সত্যি কি গুলি করবে রসেট? বিশ্বাস করতে পারছে না আদৌ তাই ঘটবে। টাকার জন্য

এভাবে তার সঙ্গে, সরকারের সঙ্গে বেঈমানি করবে ড্যান রসেট? হাজার হলেও একজন সৈনিক সে। দেশ ও দশের সেবা করবে বলে এই পেশা বেছে নিয়েছে, শপথ নিয়ে সৈনিক জীবন শুরু করেছে। ওসবের কি কোন মূল্য নেই?

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল। উঁহুঁ, যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে লোকটাকে। বেঁচে থাকতে কোনভাবে টাকা হাতছাড়া করা যাবে না। হয়তো একটা গুলি খাবে। গুলি লাগলেই কি মরে যাবে? মনে হয় না। রসেট দ্বিতীয়বার ট্রিগার টেপার আগেই বোধহয় পিস্তল বের করতে পারবে, সেক্ষেত্রে মরতে হলেও তাকে নিয়ে মরবে। অন্তত চেষ্টা করেছে বলে তো সান্ত্বনা দিতে পারবে নিজেকে!

জীবনের সবচেয়ে দ্রুততম ড্র করার চেষ্টা করল কর্পোরাল লিউ বায়ার।

নির্দ্বিধায় গুলি করল ড্যান রসেট।

ছোটখাট খোলা জায়গায় রয়েছে ওরা, চারপাশে গাছগাছালি। নির্জন উপত্যকায় পিস্তলের গুলি ভয়াবহ শোনাল। পেটে বুলেটের ধাক্কা অনুভব করল লিউ বায়ার, কিন্তু ব্যথা বোধ হলো না। 'তুমি আসলে চরম বোকামি করলে, রসেট। গলায় ফাঁসির দড়ির ব্যবস্থা করে ফেললে।'

'ধরতে পারলে তো!' খরখরে স্বরে হেসে উঠল রসেট, খুশি খুশি দেখাচ্ছে মুখ। বুঝে গেছে ষাট হাজার ডলার এখন ওর হয়ে গেছে। সন্তুষ্ট মনে দেখল হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে কর্পোরাল। চট করে কয়েক পা এগিয়ে গেল সে, বায়ারের হোলস্টার থেকে পিস্তলটা তুলে কোমরে গুঁজে রাখল। এবার পুরোপুরি নিশ্চিন্ত!

পিস্তলের গর্জনের প্রতিধ্বনি ক্ষীণতর হয়ে একসময় মিলিয়ে গেল। সমানে বিড়বিড় করছে কর্পোরাল, যন্ত্রণায় নাকি অনুতাপ বা হতাশায়, বোঝা গেল না। গ্রাহ্যও করল না রসেট। নিজের ঘোড়ার স্যাডলে চাপল সে, তারপর হাতে তুলে নিল কর্পোরালের ঘোড়া আর প্যাক হর্সের লাগাম।

ঘোড়ার পেটে হাঁটুর গুঁতো দেওয়ার আগে মরণাপন্ন সহকর্মীর দিকে তাকাল সে। 'দায়িত্বে ফাঁকি দাওনি তুমি, এটা আমি হলফ করে বলতে পারি,' মৃদু হাসল সে। 'অন্তপ্রাণ সৈনিক মাত্র দেশের জন্য দায়িত্ব পালন করা অবস্থায় মরার স্বপ্ন দেখে!'

দ্রুত গতিতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে। দুটো ঘোড়া আছে এখন সঙ্গে, চাইলে অদলবদল করতে পারবে। দ্রুত এগোতেও সমস্যা হবে না। অন্তত আগের মত ধকল পোহাতে হবে না।

ঘাসের উপর চিৎ হয়ে পড়ে থাকল কর্পোরাল লিউ বায়ার। নির্বাক হয়ে পড়েছে হতাশায়, অনুতাপে মন জর্জরিত। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থই হলো! বড্ড ভুল করে ফেলেছে লোক চিনতে! তার পরিণামে মৃত্যুও মেনে নিতে আপত্তি ছিল না, যদি টাকাগুলো ড্যান রসেটের হাতে না-পড়ত। কিন্তু সর্বনাশের ষোলোকলাই পূর্ণ হলো।

বায়ার জানে সময় ফুরিয়ে আসছে। পেটে গুলি খেয়েছে বলে কিছু সময় পাবে, এই যা, কিন্তু একসময় মৃত্যু আসবেই। কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু। অনুমান করেছে পেট ফুটো করে বুলেট শেষে মেরুদণ্ডে গিয়ে লেগেছে, কারণ কোমরের নীচে দুই পায়ে ন্যূনতম কোন অনুভূতি কাজ করছে না। অবশ হয়ে গেছে।

তবে মাথাটা ঠিকই পরিষ্কার। চিন্তা করতে পারছে, বুঝতে পারছে। কী বোকামিই না করেছে! তার খেসারত বড্ড ভয়ানক হয়ে গেল! বায়ার বুঝতে পারছে মরবে বিলক্ষণ, এবং কেউ ওকে খুঁজেও পাবে না। খুঁজতে এলে তো? বরং সবাই রসেটের মত ওকেও চোর ভাববে।

ঘাসের দলা মুঠো পাকিয়ে ধরল সে, তারপর উবু হয়ে শুতে সক্ষম হলো। মাথা তুলে তাকাল চারপাশে। নীরব, নিথর। কেউ নেই কোথাও। মৃত্যুর জন্য অসহায়ভাবে অপেক্ষা করতে হবে নির্জন উপত্যকায়। নীলচে ফুলের কাছে ঘুরঘুর করছে একটা মৌমাছি। কয়েক গজ দূরে এক গাছে কিচিরমিচির করছে দুটো পাখি।

কাঁপা, আড়ষ্ট হাতে কাজে নেমে পড়ল কর্পোরাল বায়ার। মরতে বসেছে তো কী হয়েছে, শেষ দায়িত্বটুকু তো পালন করা উচিত! পকেট হাতড়ে ছুরি বের করল সে, তারপর ঘাসের গুচ্ছ টেনে, পাশে ছুরি চালিয়ে ঘাসের একটা তীর তৈরি করার প্রয়াস পেল। মিনিট কয়েক লেগে গেলেও কাজ শেষে সন্তুষ্ট বোধ করল সে। হ্যাঁ, ড্যান রসেটের গমনপথ নির্দেশ করছে ঘাসের তীরটা।

শ্রান্ত দেহে এবার শুয়ে পড়ল বায়ার। টের পেল ব্যথা শুরু হয়েছে, ব্যথার তীব্র ঝলক ছড়িয়ে পড়ছে দেহের নিম্নাংশে।

কখন জ্ঞান হারিয়েছে বলতে পারবে না সে, কারণ ফের যখন চোখ মেলে তাকাল, দেখল সূর্য অবস্থান বদলেছে।

স্থির পড়ে থাকল বায়ার, জানে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, য়দিও তা খুব বেশি নয়; কিন্তু নড়াচড়া করতে গেলে আরও বেড়ে যাবে। অদ্ভুত ব্যাপার, মনে মনে একচোট হাসল সে, নিশ্চিত মৃত্যু যেখানে হতে চলেছে সেখানে বাড়তি রক্তক্ষরণ হলেই বা কী! বরং কষ্ট থেকে আগেই রেহাই পাবে।

এমন অদ্ভুতুড়ে অনুভূতির কারণ জানে বায়ার। বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। কেই বা মরতে চায়! বিশেষ করে স্বজনহীন অবস্থায়? কেউ দু'ফোঁটা অশ্রু ফেলছে না, এরচেয়ে বড় অপ্রাপ্তি আর কী হতে পারে একজন মৃত্যুপথযাত্রীর জন্য?

বায়ার অনুভব করছে ক্রমে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে অনুভূতি। মৃত্যু যত ঘনিয়ে আসছে, ততই নিস্পৃহতায় ছেয়ে যাচ্ছে মন। এমনকী ড্যান রসেটের প্রতিও বিদ্বেষ অনুভব করছে না।

মাটিতে ঘোড়ার খুরের শব্দে ফের সচেতন হলো কর্পোরাল লিউ বায়ার। চমকে উঠল। পরপরই দেখল ওর ঠিক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে একটা ঘোড়া। দ্রুত স্যাডল ছাড়ল লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ে।

'রসেট...' শেষ মুহূর্তেও দায়িত্ব ভুলে যায়নি কর্পোরাল, জানে বেশি সময় পাবে না, তাই দ্রুত লেফটেন্যান্টকে তথ্য দিতে ব্যস্ত

হয়ে পড়ল। 'টাকা নিয়ে পালিয়ে গেছে...সিয়ক্স পাসের দিকে যাচ্ছে।'

'অস্থির হয়ো না, বায়ার,' হাঁটু গেড়ে তার পাশে বসল নাথান, দু'হাতে কর্পোরালের মাথা তুলে নিল কোলে, তারপর ক্যান্টিন থেকে এক ঢোক পানি খেতে দিল।

'বিশ্বাস করো...আমি টাকা চুরি করিনি। মনে করেছিলাম তুমি হয়তো...'

'জানি, বায়ার,' তাকে থামিয়ে দিল নাথান। 'আমার উপর আস্থা রাখতে পারছিলে না। নিজ দায়িত্বে টাকা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিতে যাচ্ছিলে। তোমার কাছে মনে হয়েছিল সেটাই যৌক্তিক হবে।'

নড করল মরণাপন্ন মানুষটি। 'আমি দুঃখিত। আমি...'

'বাদ দাও।'

'তুমি যাও...সময় নষ্ট কোরো না। ...জানি বেশি সময় নেই আমার।'

'তোমার জন্য কিছু করতে পারলে খুশি হতাম, কর্পোরাল। কিন্তু আসলেই কিছু করার নেই। সরাতে গেলেই তোমার যন্ত্রণা বাড়বে, রক্তক্ষরণও হবে বেশি। আঘাতটা গুরুতর।'

'জানি।'

বহু কষ্টে কথা বলছে কর্পোরাল। যন্ত্রণায় বিকৃত হয়ে গেছে মুখ। নিজেকে সামলে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গেছে কপালে। তার কোমরের কাছে ঘাস রক্তাক্ত হয়ে গেছে ইতোমধ্যে, গাঢ় রং পেয়েছে মাটি।

উঠে দাঁড়াল নাথান। জীবনে বহু লোককে মরতে দেখেছে, তাই জানে কর্পোরালের বেশি সময় বাকি নেই, এবং তার জন্য সত্যি কিছু করারও নেই। অসহায় পরিস্থিতি। কিছু করার চেষ্টাই চরম বোকামি। অনর্থক।

'তুমি সত্যি ভাল মানুষ, বায়ার,' আন্তরিক স্বরে বলল নাথান।

'মেজর হ্যানলন আর কর্নেল গ্যালাওয়েকে আমি নিজেই বলব কথাটা। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করে গেছ। টাকা রক্ষা করতে গিয়ে জীবন দিয়েছ।'

'ধন্যবাদ!' অস্পষ্ট স্বরে বিড়বিড় করল কর্পোরাল, শক্তি দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে।

'আমি তা হলে যাচ্ছি, বায়ার। আর নিশ্চিন্ত থাকো, রসেটকে সঙ্গে নিয়েই তবে ফিরব।'

স্যাডলে চড়ল ও, তারপর কয়েক পা পিছিয়ে নিল ঘোড়াকে। স্যালুট ঠুকল নিবেদিতপ্রাণ মানুষটিকে, শেষে আলতো স্পার দাবাল গ্রের পাছায়।

স্থির পড়ে আছে কর্পোরাল বায়ার, আকাশে দৃষ্টি মেলে দিয়েছে। পাখি দুটো এখন আর কিচিরমিচির করছে না। দূরের এক উপত্যকা থেকে লার্কের ডাক ভেসে এল। ছেলেবেলায় বাড়ির পিছনে তৃণভূমিতে সকাল-বিকাল এই ডাক শুনতে পেত ও। বিকালে সব গরু নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় নিয়মিত শুনত। কোন একদিন ব্যতিক্রম হলে রাতটা ওর নির্ঘুম কাটত। লার্কের মিষ্টি গান ওর ক্লান্ত দেহকে চাঙা করে তুলত।

কানে বাজছে সেই সুরেলা ডাক...শুয়ে থেকে শুনতে পাচ্ছে সে।

দশ

সুইট ওঅটর নীডলস্ থেকে ধেয়ে আসছে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। আটলান্টিক পীক আর গ্র্যানিট পীকের চূড়ায় জমে থাকা বরফের

স্পর্শে ঠাণ্ডা হয়ে, শীতের হিমেল অনুভূতি ছড়িয়ে দিচ্ছে সর্বত্র। পাহাড়ী ঢালে তিরতির করে কাঁপছে অ্যাসপেনের পাতা, পাইন-সুবাসিত হিমেল বাতাস মিশ্র অনুভূতি তৈরি করছে লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়েের মনে। পাইনের সুঘ্রাণ ভাল লাগছে, বুক ভরে শ্বাস নিতে গিয়ে কনকনে বাতাস ঢুকে যাচ্ছে ফুসফুসে। তবে সব মিলিয়ে ওর কাছে মন্দ লাগছে না। যত ঠাণ্ডাই হোক, এমন পরিবেশ আদপে খুবই স্বাস্থ্যকর, বিশেষ করে যদি অনভ্যস্ততা না-থাকে।

তবে তাড়ার মধ্যে আছে বলে খুব উপভোগ করতে পারছে না নাথান। সময় কম। যত দ্রুত সম্ভব ফিরে যেতে হবে অন্যদের কাছে। সুইট ওঅটর পাস পেরোনোর সময় ওকে দরকার হবে। আয়রন হাইড বা মোয়েলারের উপর যতই আস্থা থাকুক, সামাল দিতে পারবে না ওরা। সবচেয়ে বড় কথা, যে-কোন মুহূর্তে ইণ্ডিয়ান বা রেনিগেডদের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। পাহাড় পেরোনোর গুটি কয়েক পথ বা পাস রয়েছে, তাই যে যেখানেই থাকুক না কেন, পর্বতশ্রেণী পাড়ি দেওয়ার জন্য ওসব সাধারণ পথ ব্যবহার করে। তা ছাড়া, টাস্কো ওয়াইল্ড যথেষ্ট সেয়ানা লোক, ঠিকই অনুমান করে নেবে পাহাড় পেরোচ্ছে নাথানরা, তাই সব পাসে লোক বসিয়ে রাখবে। চল্লিশজন লোকের জন্য পাঁচ বা ছয়টা পাস পাহারা দেওয়া মোটেই কঠিন হবে না।

সামনে কোথাও রয়েছে ড্যান রসেট। তাকে পাকড়াও করা সহজ হবে না। নির্ঘাত লড়াই করবে। ষাট হাজার ডলার যেহেতু তার হাতের মুঠোয় চলে গেছে, এখন আর কোন কিছুতে পরোয়া করবে না। একটা খুন ইতোমধ্যে করে ফেলেছে, প্রয়োজনে আরও পাঁচটা করবে। আক্রান্ত হলে মরণপণ লড়বে রসেট, কোণঠাসা ও বেপরোয়া মানুষের মত মরণকামড় দেবে। যে-কোন পরিস্থিতির বিবেচনায় ড্যান রসেট এখন খুবই বিপজ্জনক মানুষ।

নাথান অনুমান করেছে মাইল খানেকের মধ্যে রয়েছে রসেট,

কারণ ঘোড়ার ছাপ একেবারে তাজা; মাঝে মধ্যে ঘোড়ার খুরের চাপা শব্দও শুনতে পাচ্ছে। রসেট নিশ্চয়ই ধরে নেয়নি কেউ তার পিছু নেবে না, বরং নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সতর্কই থাকবে সে, ধরে নেবে নাথান হয়তো ধাওয়া করবে; সেক্ষেত্রে, তৈরি থাকবে সে, এবং আগ বাড়িয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দেওয়ার জন্য যদি অ্যাম্বুশও করে, বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। একটা খুন, শৃঙ্খলাভঙ্গ এবং ষাট হাজার ডলার সৈনিক ড্যান রসেটকে আমূল বদলে দিয়েছে, এখন কোন কিছুই পরোয়া করবে না সে। যে-কোন মূল্যে পালাবে এবং টাকা হাতছাড়া করবে না।

পাইনসারির ফাঁকফোকর গলে এগিয়ে চলল নাথান। সতর্ক ও এখন, হাতে রাইফেল রেখেছে। যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি।

ঢালের উপর বাতাসে নুয়ে পড়া ঘাস; গুল্ম জাতীয় ক্ষুদ্রাকার গাছে ছোট ছোট ফুল ফুটেছে। পুরো উপত্যকায় ফুল আর পাইনের মিশ্র ঘ্রাণ। বুক ভরে শ্বাস নিল নাথান, মুহূর্তের জন্য প্রকৃতির সৌন্দর্যে আনমনা হয়ে গেল; কিন্তু পরমুহূর্তে নিজেকে শাসন করল। এখন ভাবাবেগের সময় নয়, উপভোগ করার সুযোগ পরেও পাওয়া যাবে। আগে দায়িত্ব।

ঘোড়ার খুরের চাপে নুয়ে পড়েছে ঘাস আর ফুল। কিন্তু একটু পর আবার স্বস্থানে ফিরে যাবে। ঘোড়ার চলাচলের কোন চিহ্ন থাকবে না। কিছু ফুল হয়তো ছিঁড়ে যাবে, তবে ব্যাপারটা এড়ানোর উপায় নেই।

সহসা রাইফেলের ব্যারেলে সূর্যের আলোর প্রতিফলন দেখতে পেল নাথান। তৎক্ষণাৎ স্পার দাবাল ও, শরীর নুইয়ে প্রায় শুয়ে পড়ল স্যাডলে। ঘোড়ার রাশ টেনে কয়েক গজের মধ্যে ঘোড়াকে আধ-পাক ঘুরিয়ে ফেলল ও। ঠিক সেই মুহূর্তে কানে বিচিত্র গুঞ্জন তুলে ছুটে গেল তপ্ত সীসা। পলকের জন্য জায়গাটা দেখে নিল নাথান, সামনের বোল্ডারের আড়ালে রয়েছে আততায়ী; লাগাম ছেড়ে দিতে তুফান বেগে সেদিকে ছুটল গ্রে।

খোলা জায়গা পেরিয়ে যেতে হবে, ন্যূনতম কোন কাভার নেই। এগিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। রাইফেল সামনে বাগিয়ে ধরেছে নাথান, ঘোড়াটা ছুটছে প্রাণপণে; তবে ঢালের কারণে বেগ পাচ্ছে।

আবার গর্জে উঠল প্রতিপক্ষের রাইফেল। তাড়াহুড়ো করছে ড্যান রসেট, নাথানকে কাছাকাছি চলে যেতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। বুঝে গেছে নাথান বোল্ডার পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারলে তার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যাবে।

এবারের গুলিও ফস্কে গেল।

মুহূর্ত খানেক পর বোল্ডারের আড়ালে রসেটকে দেখতে পেল নাথান। ছোটার মধ্যে পরপর দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল ও। প্রথমটা পরিষ্কার লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, দ্বিতীয়টা রসেটের রাইফেলের মাযলে গিয়ে লাগল। ভারী বুলেটের ধাক্কায় হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রাইফেল, রসেট নিজেও আধ-পাক ঘুরে গেল।

অবস্থা বেগতিক দেখে নাথানের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল রসেট, থাবা দিয়ে ছিনিয়ে নিতে চাইল রাইফেল। ব্যারেল চেপে ধরেছে সে।

লাথি মেরে স্টিরাপ থেকে পা মুক্ত করল নাথান, তারপর লম্বা ডাইভ দিয়ে স্যাডল ছাড়ল। পুরো শরীরের ওজন নিয়ে রসেটের উপর চড়াও হলো।

বেমক্কা আঘাত পেয়ে অস্ফুট স্বরে গুঙিয়ে উঠল ড্যান রসেট, নাথানের ধাক্কায় গড়িয়ে সরে যেতে বাধ্য হলো। তারপর দু'জনেই ঝটিতি উঠে দাঁড়াল, নাথানের রাইফেল এখন রসেটের হাতে শোভা পাচ্ছে।

অবস্থা কী হতে পারে অনুমান করেছে নাথান, তাই হাত থেকে রাইফেল ছুটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হোলস্টারে চলে গেছে ওর হাত। ঢাকনা সরিয়ে ড্র করল, রসেট তখন রাইফেল বাগিয়ে ধরেছে, নিশানা করা মাত্র ট্রিগার টেনে দেবে। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ

আগে ড্র করতে সক্ষম হলো নাথান, এবং ট্রিগারও টেনে দিল।

বুকে বুলেটের ধাক্কায় টলে উঠল ড্যান রসেট। দুনিয়ার সব অবিশ্বাস নিয়ে তাকাল বুকের দিকে, চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেছে। রক্ত চুইয়ে পড়তে শুরু করেছে, ভিজে গেছে হৃৎপিণ্ডের কাছে শার্ট। লাল বৃত্তটা ক্রমে বড় হয়ে উঠছে। ধীর গতিতে চিৎ হয়ে পড়ে গেল রসেট।

উদ্যত পিস্তল হাতে রসেটের কাছে চলে গেল নাথান। লাথি মেরে তার হাত থেকে রাইফেলটা সরিয়ে দিল। হাতে জোর নেই রসেটের, ধরে রাখতে পারল না অস্ত্রটা।

ক্রমে নিস্তেজ হয়ে আসছে সে।

'তুমি আসলে জঘন্য একজন খুনি, রসেট,' গম্ভীর স্বরে বলল নাথান। 'কিছুক্ষণ আগে ভাল একজন মানুষকে খুন করেছ। তোমার চেয়ে ঢের ভাল মানুষ কর্পোরাল বায়ার।'

তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠেছে ড্যান রসেটের চোখে। 'এখান থেকে কোনভাবে বেরোতে পারবে না তুমি, ডুনাওয়ে! ফাঁদে পড়ে গেছ!'

আচমকা উঠে বসল সে, গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করল বুকে বুলেটের গর্ত দিয়ে। সঙ্গে বাতাসের বুদ্বুদ। বোঝা যায় ফুসফুস ফুটো করে ফেলেছে বুলেট।

'চারপাশ থেকে তোমাকে ঘিরে ফেলেছে ওরা, ডুনাওয়ে!' ফের বলল রসেট, কণ্ঠে তীব্র বিদ্বেষ। 'ওয়াইল্ডের দল তোমাকে কচুকাটা করবে! খুবলে খাবে সবাইকে! আমার সঙ্গে সঙ্গে তুমিও মরবে এখানে!'

'তাতে তোমার লাভটা কী হবে, শুনি?' স্মিত হেসে বলল নাথান, তারপর স্রেফ বাতিল করে দিল ড্যান রসেটকে। বেঈমান সৈনিকের সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাকে নিয়ে ভাবনার বিলাসিতা নেই ওর।

রাইফেল কুড়িয়ে নিয়ে ঘোড়ার দিকে এগোল নাথান, স্যাডলে চড়ে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল।

রসেটের আনা তিনটা ঘোড়া বিশ গজ দূরে নিচু এক জায়গায় রাখা। লাগাম ও প্যাক হর্সের দড়ি পরখ করল কাছে গিয়ে। নিজের রাইফেল আর পিস্তল রিলোড করার সময় ঝোপঝাড় এবং গাছের আড়াল নিরীখ করল, দূরত্ব মেপে নিল মনে মনে। শেষে ড্যান রসেটের পিস্তলটা তুলে নিল। রাইফেল নিয়ে ভাবনা নেই, ওটার মেকানিজম নষ্ট হয়ে গেছে বুলেটের আঘাতে। মেরামত করে লাভ হবে না।

এবার ড্যান রসেটের দিকে তাকাল। রক্তে সয়লাব হয়ে গেছে বুকের কাছে শার্ট, কর্কশ শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে সে; এক পাথরের সঙ্গে আধ-শোয়া হয়ে বসে আছে। মরতে দেরি নেই, কিন্তু চোখে অনুতাপ বা হতাশা দূরে থাক, কেবলই ঘৃণা আর বিদ্বেষ প্রকাশ পাচ্ছে।

রসেটের পিস্তলে নতুন কার্তুজ ভরে দুটোই কোমরে গুঁজে রাখল নাথান। এবার গ্রের লাগাম ধরে ওটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল নিচু জায়গায়। অন্য তিন ঘোড়ার লাগাম একত্রে বেঁধে হাঁটতে যাত্রা করল ফিরতি পথে। বোল্ডারসারি পেরিয়ে এল।

এভাবে মরণাপন্ন একজন শত্রুকে ফেলে যেতেও খারাপ লাগছে নাথানের। মানুষ তো! কিন্তু আদপে ওর কিছু করার নেই। লোকটা আগে-পরে মারা যাবেই, হয়তো দশ বা বিশ মিনিট টিকে থাকবে। এখানে দেরি করা মানে অ্যানিটা হ্যানলন ও মেরিয়ন ক্রকেটের প্রতি দায়িত্বে অবহেলা। বিশ মিনিট কেন, দুই মিনিটও মহামূল্যবান বলে প্রমাণিত হতে পারে। কখন কী বিপদ ওদের ঘাড়ে চেপে বসে, বলা মুশকিল। যত শিগ্গির সম্ভব ফিরে যেতে হবে ওকে, দায়িত্ব নিতে হবে।

নিয়তির লিখন খণ্ডাতে পারেনি ড্যান রসেট। কর্পোরাল লিউ বায়ারকে খুন করার সঙ্গে সঙ্গে আযরাইলের খাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছিল। ষাট হাজার ডলার নিয়ে জুয়া খেলেছে সে, এবং হেরেও গেছে।

খোলা জায়গার কিনারে এসে থামল নাথান ডুনাওয়ে, উত্তর অঞ্চলের দিকে দৃষ্টি চালাল। জানা নেই রেনিগেডদের কেউ আছে কি-না ওদিকে, কিন্তু মন বলছে আছে। অনুচরদের সম্ভাব্য সব পথে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখতে পারে টাস্কো ওয়াইল্ড, যাতে নিশ্চিত ভাবে ধরা পড়ে নাথানরা। এমনও হতে পারে, ঠিক পিছনে আছে ওরা, দ্রুত দূরত্ব কমিয়ে আনছে। কিংবা সামনেও হতে পারে। সঠিক অবস্থান বলা মুশকিল।

ঝুঁকিটা নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

সারাক্ষণ দুটো ঘোড়ার মাঝখানে হেঁটে উপত্যকা পেরোল নাথান, লিটল পোপো অ্যাগির অপেক্ষাকৃত বড়সড় বেসিনে ঢুকে পড়ল। থেমে চারপাশে অনুসন্ধানী দৃষ্টি চালাল যেন ঘোড়া পিকেট করার উপযুক্ত জায়গার সন্ধান করছে। ছোট্ট এক পাহাড় পেরিয়ে চট করে স্যাডলে উঠে বসল, দুলকি চালে ঘোড়া ছুটিয়ে পাহাড়ের এপাশে চলে এল। তারপর মোড় নিয়ে গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা গাছ পেরিয়ে গতি বাড়িয়ে দিল গ্রে-র।

পিছনে গর্জে উঠল একটা রাইফেল...অনেক দূর থেকে করা, তাও ছুটন্ত টার্গেটে। ধারে-কাছে দিয়েও গেল না বুলেট। অন্তত মাইল খানেক দূরে আছে রাইফেলধারী, অনুমান করল নাথান।

প্রায় আধ-মাইল আসার পর গতি কমাল ও। সামনে ঘন বন। নানা ধরনের গাছ ইতস্ততভাবে বেড়ে উঠেছে। নির্দ্বিধায় ঢুকে পড়ল। অস্পষ্ট ট্রেইল এগিয়ে গেছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। একই পথে দু'বার আসা-যাওয়া করল ও, কেউ অনুসরণ করলে যাতে ধন্দে পড়ে যায়, তারপর ক্রীক ধরে প্রায় একশো গজের মত এগোনোর পর পাথুরে পাড় দেখে উঠে এল। ঘোড়ার ছাপ এখানে পড়বে না বললে চলে। আবার বনে ঢুকে এবার নিশ্চিন্তে এগোল নাথান। এক ফাঁকে গ্রে-কে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য রসেটের ঘোড়ায় চড়ল।

রেনিগেডরা পিছনে আছে। দূরত্ব কমাতে চেষ্টার ক্রটি করবে

না ওরা। হয়তো ট্রেইল খোঁজার ঝামেলায় যাবে না, সরাসরি সুইট ওঅটর গ্যাপের উদ্দেশে চলে যাবে...যদি সেটা চেনা থাকে।

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। উচ্চতার কারণে এখান থেকে অত্যুজ্জ্বল দেখাচ্ছে নানা রঙের রশ্মিগুলো। পাহাড়ী শৃঙ্গের দৈত্যাকার ছায়া পড়েছে উপত্যকা আর বনের উপর।

সন্ধ্যা নামতে বেশি দেরি নেই।

গতি বাড়িয়ে নাগাড়ে ছুটে চলল নাথান। ফের রোয়ারিং ফর্ক পাড়ি দেওয়ার পর গতি কমাল। সন্ধ্যা হয়নি পুরোপুরি, তবে দিনের আলো ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। সমতল জমিতে হয়তো ছায়া ঘনিয়ে গেছে, স্রেফ উচ্চতা আর খোলা জায়গা বলে এখানে এখনও অন্ধকার নেমে আসেনি। গাছপালার ফাঁকফোকর গলে এগোল নাথান, পছন্দসই আড়াল পেয়ে থেমে স্যাডল-ব্রিডলের ভার থেকে মুক্তি দিল ঘোড়াগুলোকে। ঝর্না থেকে একটু দূরের ছোট্ট উপত্যকায় পিকেট করল ওদের। ঝর্নার লাগোয়া তৃণভূমি ইচ্ছে করে এড়িয়ে গেছে, কেউ এলে যাতে আওয়াজ পেয়ে সতর্ক হয়ে যেতে পারে। স্যাডলব্যাগ হাতড়ে কয়েক টুকরো জার্কি আর হার্ডট্যাক পেল। যা আছে প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য, তবে আপাতত এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। পেট পুরে পানি খেয়ে বেডরোল বিছাল। শেষে গ্রে-কে নিজের কাছাকাছি পিকেট করে শুয়ে পড়ল।

ছাইপাঁশ চিন্তা ভিড় করছে মনে, জোর করেও ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। চরম অনিশ্চয়তা নিয়েই রাত কাটাতে হবে। কে জানে, অ্যানিটাদের কোন বিপদ হলো কি-না। রেনিগেডদের অন্য কোন দল ওদের পিছু নেয়নি তো? আগাম বলা মুশকিল। ভরসার কথা আয়রন হাইড আর আন্দ্রেস মোয়েলার আছে, প্রাণপণ চেষ্টা চালাবে ওরা। তবে আক্রান্ত হয়নি বোধহয়, তা হলে গুলির শব্দ শুনতে পেত।

ভোর হওয়ার আগেই জাগল নাথান। দিনের আলো ভাল করে

ফুটে ওঠেনি তখনও। প্রথমে গ্রের পিঠে, তারপর একে একে সব ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল। ড্যান রসেটের ঘোড়াটা সবচেয়ে বড়, তাই ওটার পিঠে সব প্যাক চাপাল।

গ্রের স্যাডলে চড়ে এবার যাত্রা করল ও। দুই ঘণ্টা পর দূর থেকে দেখতে পেল সঙ্গীদের, নাস্তা শেষে ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে যাত্রার জন্য তৈরি হয়েছে ওরা। হ্রদের তীরে ছোটখাট এক উপত্যকায় ক্যাম্প করেছে।

নাথানকে দেখে কয়েক পা দৌড়ে এল অ্যানিটা, শেষে নিবৃত্ত হলো, আবেগ সামলে নিয়েছে। 'ন্যাট, ওহ্, কী যে চিন্তা হচ্ছিল!'

'কী হয়েছে?'

'ইয়ে...তোমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছিলাম।'

অন্যরাও এগিয়ে এল। স্যাডল ছাড়ল নাথান। রাত্রি জাগরণ আর রাইডিঙের ধকলে মুখ শুকনো দেখাচ্ছে। 'ওদের সঙ্গে দেখা হয়েছে...কর্পোরাল বায়ারকে খুন করে টাকা নিয়ে সটকে পড়েছিল রসেট। আমি যখন বায়ারকে খুঁজে পেলাম, তখনও মারা যায়নি সে। এর কিছুক্ষণ পর রসেটকে ধরে ফেলি। ওর গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেও আমারটা ঠিক জায়গায় লেগেছে।'

'তোমাকে গুলি করেছে ও?' মেরিয়ন ক্রকেটের কণ্ঠে বিস্ময়, বিশ্বাসই করতে পারছে না সহকর্মীদের নিজেদের মধ্যে গোলাগুলি হতে পারে।

'এক জীবনে কামাই করার মত টাকা। আমার তো মনে হয় কীভাবে খরচ করবে তার পরিকল্পনাও পাকা করে ফেলেছিল সে।'

'কফি আছে এখনও, ন্যাট,' আহ্বান করল অ্যানিটা। 'চলে এসো। নাস্তা করোনি নিশ্চয়ই? খালি হাতেই তো চলে গিয়েছিলে। কী বোকামি করেছি, কিছু খাবার তোমার সঙ্গে দেওয়া উচিত ছিল! রাতে কী খেয়েছ? আয়রন হাইড, দেখো তো ওকে কী দেওয়া যায়।'

জার্কি আর রুটি দিয়ে নাস্তা সেরে নিল নাথান। গরম কফিতে

চুমুক দিয়ে নিজেকে চাঙা মনে হলো। দু'পাশে প্রায় গায়ের উপর হামলে পড়া পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকাল, সুইট ওঅটর গ্যাপের প্রায় মুখে এসে পড়েছে, দুই পাহাড় কিছু দূরে মিলিত হয়েছে, এখান থেকে চোখে পড়ছে জায়গাটা।

'এখান থেকে হাঁটব আমরা,' পরামর্শের সুরে বলল নাথান, সন্তুষ্টি ওর কণ্ঠে। সঙ্গীদের অক্ষত ও নিরাপদ দেখে কী যে স্বস্তি বোধ করেছে তা প্রকাশ করেনি বটে, কিন্তু অন্তস্তল থেকে অনুভব করতে পারছে। তা ছাড়া, গন্তব্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। পাস পেরিয়ে যেতে পারলে ওপাশে বিস্তীর্ণ তৃণভূমি পড়বে, কোনরকমে যদি তৃণভূমির আধাআধি যেতে পারে, আশা করা যায় বিপদ উতরে যাবে।

'ঘোড়ার দম বাঁচিয়ে রাখা দরকার,' বলে চলল নাথান। 'বলা যায় না কখন প্রাণপণে ছুটতে হবে!' আয়রন হাইডের দিকে ফিরল ও। 'উপরে গিয়ে দেখে এসেছ নাকি?'

'না, স্যার...মনে হয় না তুষার ছাড়া আর কিছু আছে।'

বাতাসেও তুষারের অস্তিত্ব টের পাচ্ছে নাথান। পেঁজা তুলোর মত মাঝে মধ্যে তুষারের দু'এক কণা ভেসে আসছে, গায়ে বা মুখে পড়ে ঠাণ্ডা অনুভূতি তৈরি করছে।

ভবিষ্যতের কথা ভাবছে ও। সুইট ওঅটর গ্যাপ পেরিয়ে গেলেই যে টাস্কো ওয়াইল্ডদের ভুত ঘাড় থেকে নেমে যাবে তা নয়, বরং বিপদের সম্ভাবনা ঠিকই থাকবে, কারণ পাহাড় পাড়ি দেওয়ার পর ওপাশে পঞ্চাশ মাইল বিস্তীর্ণ অঞ্চল পাড়ি দিতে হবে; সেখানে নিশ্চয়ই লোকজন রাখবে ওয়াইল্ড, কিংবা ধাওয়া করে ধরার চেষ্টা চালাবে। তাই ফোর্ট ব্রিজারে পৌঁছতে পারলেই কেবল সত্যিকার নিরাপদ বোধ করতে পারবে ওরা। তার আগে নয়।

তবে একটা একটা করে বাধা পার হতে হবে, আগে থেকে ভেবে মাথা গরম করে লাভ নেই। এখন যেমন সুইট ওঅটর গ্যাপ

পেরোনো...তারপর পাহাড় থেকে নেমে যাওয়া...। এর মধ্যে অন্য কী ঘটে যায় আগাম বলা মুশকিল। রেনিগেড বা ইনজুনদের মুখোমুখি পড়ে যেতে পারে, অ্যাম্বুশে পড়তে পারে কিংবা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে...

যাই ঘটুক, এগিয়ে যেতে হবে—এটাই হচ্ছে মোদ্দা কথা। যখন যে পরিস্থিতি, সেভাবে মোকাবিলা করতে হবে।

দক্ষিণ আকাশে মেঘ জমছে, খেয়াল করল নাথান। ঝড় হতে পারে। ভয়ের কথা হচ্ছে এ-ধরনের উচ্চতায় ঝড় বিপজ্জনক হয়ে দেখা দেয়। বিশেষ করে বজ্রপাত হলে। বেশ কয়েকবার পর্বতশৃঙ্গে বজ্র আঘাত হানতে দেখেছে ও।

কোমরে রাখা বাড়তি পিস্তল অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওটা বের করে স্যাডলব্যাগে রেখে দিল। 'ওরা বোধহয় আমার পিছন পিছন আসছে,' বলল অন্যদের। 'তারমানে এই নয় যে পাসের ওপাশে থাকবে না। বরং তেমন সম্ভাবনাই বেশি। তবে সবকিছু নির্ভর করে এই পর্বতশ্রেণী সম্পর্কে ওদের জ্ঞানের উপর। চেনা সব জায়গায় লোক বসিয়ে রাখবে টাস্কো ওয়াইল্ড। তবে বাস্তবে এসব পাস খুব কম লোকই চেনে। বিশেষ করে সাদাদের মধ্যে। ইণ্ডিয়ানদের কথা আলাদা। আমি নিজেও তেমন চিনি না, স্রেফ শোনা কথার উপর ভরসা করছি।'

আরেক কাপ কফি নিল নাথান, সময় নিয়ে জার্কি চিবাল, এক টুকরো হার্ডট্যাক কফিতে চুবাল ওটা নরম করার জন্য।

'আয়রন হাইড,' মুখ তুলে বলল ও। 'প্যাক হর্স দুটো নিয়ে আগে আগে যাবে তুমি। মেয়েরা তোমার পিছনে থাকবে। তারপর মোয়েলার। যাত্রা করো। কফি শেষ করে রওনা দেব আমি।'

'ন্যাট, আমি যদি তোমার সঙ্গে থাকি, অসুবিধা হবে?' জানতে চাইল অ্যানিটা।

'বেশ তো।'

ক্যাম্প ত্যাগ করার আগে কফির তলানিটুকু আগুনে ঢেলে

দিল নাথান, তারপর আগুন থেকে আধ-পোড়া কাঠ তুলে নিল, জ্বলন্ত অঙ্গার ভেঙে ফেলে দিল যাতে দুর্ঘটনাক্রমেও আগুন না-লাগে। শেষে ধুলো দিয়ে ঢেকে দিল ছোট্ট গর্তটা।

'তুমি খুব সাবধানী,' মন্তব্য করল অ্যানিটা।

'আগুন খুব ভয়ঙ্কর জিনিস,' মৃদু হেসে বলল নাথান, গ্রে-র ঘাড়ে আদর করছে। 'সামান্য অবহেলা থেকে ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। ক্যাম্পফায়ারের মাটি চাপা আগুন থেকে মাইলকে মাইল জমির ঘাস পুড়ে যেতে দেখেছি, দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়েছিল। ওই ঘাস আবার গজিয়ে উঠতে কয়েক বছর লেগেছে।'

স্যাডলে চেপে একসঙ্গে পাসের উদ্দেশে যাত্রা করল ওরা। আর্দ্র ও ঠাণ্ডা বাতাস। মেঘের সারি এখন পর্বতশৃঙ্গের চারপাশে জমায়েত হয়েছে। দূরে মেঘ ডেকে উঠল। বিদ্যুৎ চমকাল।

চারপাশ নিঃশব্দ, নীরব। স্যাডলের খসখসে ও খুরের শব্দ ছাড়া আর কোন আওয়াজ নেই। মৃদু হিমেল বাতাস বইছে। ট্রেইলের এদিক-ওদিক তুষার জমে আছে, কোথাও কোথাও বেশ ঘন।

নীরবে পাশাপাশি এগিয়ে চলেছে ওরা। কান খাড়া, সতর্ক। সামান্যতম শব্দও শুনতে উদগ্রীব।

সুইট ওঅটর গ্যাপের দৈর্ঘ্য মাইল তিনেকের একটু বেশি। শুরু থেকে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হয়ে এল দু'পাশের দেয়াল। প্রাকৃতিক খানাখন্দে ভরা এবড়োখেবড়ো জমি। কখনও চড়াই, কখনও উৎরাই ধরে চলতে হয়। নিচু জায়গায় পুরু বরফ জমেছে। চলার পথে সতর্ক থাকতে হচ্ছে, কখন না ঘোড়ার খুর পিছলে যায়! শুভ্র তুষার জমে জমাট বরফে পরিণত হয়েছে।

আধ-মাইলের মত যাওয়ার পর বাকিদের দেখা পেল ওরা। ঘোড়াকে বিশ্রাম দেওয়ার জন্য থেমেছে আয়রন হাইড। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে চার হাজার ফুট উচ্চতায় বসবাসে অভ্যস্ত মানুষের জন্য দশ হাজার ফুট নাভিশ্বাস ওঠার মতই; বাহন এবং সওয়ার দু'পক্ষেরই

আয়াস লাগছে. অল্পতে হাঁপিয়ে উঠছে দমের ঘাটতি হওয়ায়। টানা বেশিক্ষণ এগোতে পারছে না।

সামনের ট্রেইল জুড়ে রয়েছে তুষারের প্রকাণ্ড স্তূপ। জমাট বাঁধার পর কোন একসময় ধস নেমেছিল। স্যাডল ছেড়ে এগিয়ে গেছে আয়রন হাইড, হেঁটে পরীক্ষা করার পর নিশ্চিন্ত হয়েছে। পুরু তুষার বেশ শক্ত হয়ে গেছে, সম্ভবত ঘোড়ার ওজনও সইতে পারবে।

একজন একজন করে হেঁটে জায়গাটা পেরোনোর সিদ্ধান্ত নিল নাথান। বরফের অসমান স্তূপ পার হওয়ার সময় সিদ্ধান্তটার যৌক্তিকতা হাড়ে হাড়ে টের পেল। বরফ-পৃষ্ঠ কোথাও মসৃণ, আবার কোথাও একেবারে অসমান। বারবার বুট পিছলে যাচ্ছে; কিন্তু চরম সতর্ক রয়েছে বলে দুর্ঘটনা ঘটল না। সারাক্ষণ উদ্বিগ্ন থাকল মেয়েরা, ভয়ে কখনও কখনও চোখ বন্ধ করে ফেলল; ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল কয়েকবার। চিৎকার করে তাগাদা আর উৎসাহ দিয়ে তবে হুঁশ ফেরাতে হলো ওদের। ছেলেদের মত স্নায়ুর চাপ সইতে পারবে না মেয়েরা, এটাই স্বাভাবিক। বরং এত উচ্চতায় পুরুষদের সমান তালে উঠে এসেছে, এতে বাহ্বা পেতে পারে অ্যানিটা আর মেরিয়ন। সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংস্পর্শ না-থাকলে বোধহয় ওদের পক্ষে তা সম্ভব হত না।

আধাআধি পেরোনোর পর সামনে আরও এক জায়গায় তুষার ধস এবং পড়ে থাকা বোল্ডারের স্তূপ দেখতে পেল ওরা।

শেষ ঘোড়াকে দ্বিতীয় ধসের উপর তুলে দিল নাথান, সরু পথ ধরে নিজ থেকে এগিয়ে গেল ওটা। শাখা-প্রশাখা দূরে থাক, সরে যাওয়ার মত পথ নেই বলে শুধু এগিয়ে যেতে পারবে ওটা, সঙ্গে কারও না-থাকলেও চলছে।

নাথানের পাশে চলে এল আন্দ্রেস মোয়েলার। চড়াই ধরে উঠে গিয়েছিল সে পিছনের ট্রেইলে নজর রাখার জন্য। 'ওরা আমাদের পিছু নিয়েছে, স্যার,' জানাল জার্মান। 'প্রায় দশ-

বারোজন।'

'কতদূরে আছে?'

'মিস্ হ্যানলনের ফিল্ডগ্লাস দিয়ে দেখেছি, স্যার। কোনরকমে ওদের কাঠামো ধরতে পেরেছি। গতরাতে যেখানে ক্যাম্প করেছি, আমার মনে হয় এর ধারে-কাছে চলে এসেছে।'

পাস সঙ্কীর্ণ হয়ে যেমন দুর্ভোগ বাড়িয়ে দিয়েছে ওদের, তেমনি বাতাসও জোরাল হয়ে উঠেছে। নিচু মেঘের সারি দেখা যাচ্ছে এখন, যেন ছোঁয়া যাবে। বজ্রপাত নিয়ে ভাবছে না নাথান, কারণ পাসের ভিতরের চেয়ে বাইরে বেশি বিপজ্জনক, কারণ বজ্রপাত হলে সেটা সবচেয়ে উঁচু জায়গা অর্থাৎ পর্বতশৃঙ্গের উপর পড়বে।

ধীর গতিতে হলেও এগিয়ে চলল ওরা। তাড়াহুড়োর সুযোগ নেই, হিতে বিপরীত হবে ব্যাপারটা। সামান্য এদিক-ওদিক হলে চরম সর্বনাশ ঘটে যেতে পারে। বাহন ও সওয়ার, দুইয়ের জন্যই কঠিন পরিস্থিতি। একে উচ্চতার জন্য দমে ঘাটতি, সামান্যতে হাঁপিয়ে ওঠা, তায় আছে অসীম সতর্কতার সঙ্গে পিচ্ছিল বরফপৃষ্ঠ ধরে এগিয়ে চলা।

নাথান আর আয়রন হাইডের অতীত অভিজ্ঞতা রয়েছে বলে ওদের সমস্যা হচ্ছে কম। দু'জনেই পাসের সবচেয়ে উঁচু জায়গার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, হঠাৎ দেখল সামনে পথ পুরোপুরি রুদ্ধ। প্রকাণ্ড বোল্ডার আর তুষার ধস কার্যত পাস বন্ধ করে দিয়েছে।

বেকুবের মত তাকিয়ে থাকল মোয়েলার, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মুখ। 'না, স্যার, অসম্ভব! ওটা পেরিয়ে যেতে পারব না আমরা!'

জার্মানের হতাশা বা আক্ষেপকে পাত্তা দিল না নাথান, বরং কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে খুঁটিয়ে দেখল পড়ে থাকা বোল্ডার আর জমাট বেঁধে যাওয়া তুষার–এ-মুহূর্তে বরফের পুরু চাঙড়ে পরিণত হয়েছে। ঢালের দু'পাশে ধসে পড়েছে। এ ধরনের ধস প্রায়ই হয়, বিশেষ করে এমন উচ্চতায় আর পাহাড়ী ঢালের কারণে; এবং শুধু

একবারেই নয়, বারবার হতে থাকে। এ-মুহূর্তে যা আছে, মোটেও স্থির থাকবে না, বরং কিছুদিনের মধ্যে আপনাআপনি ধস নামবে, ঢালের আরও নীচের দিকে নেমে যাবে পাথর ও জমাট বরফ। পনেরোদিন পর এলে হয়তো ঢালের দু'দিকে চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট নীচে ধস দেখতে পেত এবং পাস অতিক্রম করে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হত। কিন্তু এখন ঘোড়া নিয়ে পার হওয়া যাবে না, কষ্টেসৃষ্টে হয়তো একা পেরোনো সম্ভব।

তুষার-ধসের কাছে চলে এল নাথান।

উপচে পড়া তুষারের উচ্চতা কমপক্ষে ত্রিশ ফুট, খাড়াভাবে নেমে এসেছে। নিবিষ্ট মনে নিরীখ করল ও, তারপর ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলব্যাগ থেকে বাউই ছুরি নিয়ে ফিরে এল। স্রেফ পরখ করার জন্য হালকা পোঁচ দিল তুষারের বুকে, ছুরির ফলা ঢুকিয়ে দিল। সম্ভবত ইদানীংকার ধস বলেই, তুষার তেমন জমাট বাঁধেনি এখনও, অন্তত নিরেট বরফে পরিণত হয়নি। অনায়াসে কাটা যাচ্ছে। মিনিট তিনেকের মধ্যে প্রমাণ সাইজের চৌকো এক টুকরো বরফ কাটতে সক্ষম হলো নাথান।

এদিকে উৎসাহিত হয়ে পড়েছে আন্দ্রেস মোয়েলার। গাঁইতি হাতে নাথানের সঙ্গে যোগ দিল সে। 'অ্যাম্বুলেন্স ছেড়ে আসার সময় প্যাক হর্সের সঙ্গে এটা বেঁধে রেখেছিলাম। মনে করেছিলাম কাজে লাগতে পারে, কিন্তু ভাবিনি এমন মূল্যবান হয়ে দেখা দেবে।'

'দারুণ একটা কাজ করেছ!' অকৃত্রিম প্রশংসা করল নাথান। 'তুষারের সিঁড়ি তৈরি করব আমরা।'

ক্লান্তিকর কাজ। এমনিতে উচ্চতার কারণে হাঁপিয়ে যাচ্ছে, তায় লাগাতার হাত চালাতে হচ্ছে। পুরুষদের তিনজন পালাক্রমে কাজ করছে। ঘোড়ার জন্য জুতসই করে সিঁড়ি তৈরি করছে ওরা বেলচা বা বাউই ছুরি চালিয়ে। বেলচা দিয়ে প্রথমে কোনরকম একটা ধাপ তৈরি করছে একজন, অন্যজন পরে ছুরি দিয়ে ওটাকে

কাজ চালানোর মত সিঁড়ির রূপ দিচ্ছে। মোটামুটি মসৃণ করে তৈরি করছে।

কিছু কিছু জায়গায় তুষার বেশ নরম, ঘোড়ার বা ওদের ওজন সইতে পারবে বলে মনে হয় না।

'যারা আমাদের অনুসরণ করছে,' অসন্তুষ্ট সুরে বলল অ্যানিটা হ্যানলন। 'কোন কষ্টই করতে হবে না ওদের! তৈরি করা সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে উঠে যাবে।'

'চিন্তা কোরো না, ওদেরকেও যাতে খোঁড়াখুঁড়ি করতে হয়, তেমন ব্যবস্থা করে যাব,' মেয়েটিকে আশ্বস্ত করল নাথান। 'আয়রন হাইড, ঘোড়া নিয়ে উঠে পড়ো, দেখো তো ভার সইতে পারে কিনা।'

নিজের ঘোড়া নিয়ে সামনে এগোল চেরোকি। প্রথম সিঁড়ির কাছে এসে থমকে দাঁড়াল ঘোড়াটা, আয়রন হাইডের তাগাদা সত্ত্বেও পা বাড়াল না। অস্বস্তি প্রকাশ করতে নাক ঝাড়ল। ঝাড়া মিনিট খানেক কেটে গেল বোবা প্রাণীটার দ্বিধা-দ্বন্দ্বে, শেষে সংশয় নিয়ে পা বাড়াল। দুই সিঁড়ি টপকানোর পর সাহস ফিরে পেল ওটা, লাফিয়ে লাফিয়ে পেরোতে লাগল একটার পর একটা সিঁড়ি। একটু পর ঢালের ওপাশে হারিয়ে গেল।

'মেরিয়ন, এবার তুমি,' বলল নাথান।

মিসেস ক্রকেটের ঘোড়াটা কোনরকম ঝামেলা ছাড়াই পার হয়ে গেল।

'মোয়েলার, আমার ঘোড়াটা তোমাকেই নিয়ে যেতে হবে,' হেনরি রাইফেল হাতে তুলে নিয়ে নির্দেশ দিল নাথান। 'অ্যানিটার পরে যাবে তুমি।'

'আপনি একা ওদের থামাতে পারবেন না, স্যার। প্রতিপক্ষে ওরা অন্তত দশজন।'

'ওদেরকে থামানোর পরিকল্পনাও নেই আমার। কয়েকজনের পিলে চমকে দেব, এই যা। চিন্তা কোরো না।'

পিছনের তুষার ধসের ঢাল ধরে উঠতে শুরু করল নাথান। আনুমানিক ত্রিশ গজ ওঠার পর পড়ে থাকা গাছের গুঁড়ি দেখে থামল। আদপে গাছটা ধসে পড়েনি, বরং গাছের চারপাশে তুষার জমে আস্ত গাছকে গিলে ফেলেছে। কয়েকটা শাখা খোলা জায়গায় বেরিয়ে আছে, আর তাতেই মনে হচ্ছে গাছের গুঁড়ি পড়ে আছে।

বড়সড় এক ডালের উপর জুত হয়ে বসল নাথান, তারপর অন্য এক শাখার উপর রাইফেল রেখে নীচের জমিনে দৃষ্টি রাখল। দেখতে পেল লোকগুলোকে। মাইল খানেক দূরে আছে। ধীরে হলেও এগিয়ে আসছে। ওদের মতই তাড়াহুড়ো করছে না, করার উপায়ও নেই অবশ্য।

মিনিট কয়েক পর রাইফেল তুলে সতর্কতার সঙ্গে একজনকে নিশানা করল ও, তারপর ট্রিগার টিপে দিল।

নির্জন পাহাড়ী পরিবেশ কাঁপিয়ে দিল রাইফেলের গর্জন, শেষে পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি তুলল। লোকটার গায়ে গুলি লেগেছে কি-না বুঝতে পারল না নাথান, তবে তাকে লাফিয়ে স্যাডল ছাড়তে দেখতে পেল। মুহূর্ত কয়েক পর উঠে দাঁড়াল সে। অন্যরা ঘোড়া থামিয়ে ফেলেছে।

ঠাণ্ডা মাথায় আরও তিনটা বুলেট খরচ করল নাথান। বেমক্কা গুলি খেয়ে মরার সম্ভাবনা দেখে দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে গেছে লোকগুলো, বুঝে গেছে পাসের উপর অবস্থান নেওয়া স্নাইপারের সঙ্গে পারবে না এখন, তাই আড়াল নিতে মনস্থির করেছে। মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা।

নাথান নিশ্চিত কাউকে হতাহত করতে পারেনি, কিন্তু ভড়কে দিতে পেরেছে। খুব কাছ দিয়ে গেছে বুলেট। সুযোগ পেলে যে স্নাইপার দু'একজনকে ফেলে দিতে পারবে না, এমন নিশ্চয়তা নেই, এবং সেটা পরখ করার গরজ বা ইচ্ছাও কারও নেই। সুতরাং যে যেখানে পেরেছে আড়াল নিয়েছে।

তবে নাথানের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। চট করে আড়াল থেকে

বেরোবে না ওরা, আগের মত ট্রেইলে নিশ্চিন্তেও এগোবে না। তারমানে ওদের দেরি করিয়ে দেওয়া গেছে। নাথান এটাই করতে চেয়েছিল।

দ্রুত ঢাল থেকে নেমে এল। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল ট্রেইলে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ঢালের ওপাশে চলে গেছে অ্যানিটারা।

জানে এখন থেকে খুবই সতর্কতার সঙ্গে এগোবে রেনিগেডরা, কারণ নাথান ওদের মনে মরণের ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। যে-লোক এত দূর থেকে প্রায় নিখুঁত নিশানায় গুলি করতে পারে, প্রায় সব গুলি টার্গেটের খুব কাছে দিয়ে গেছে; তার পিছু নেওয়ার সময় সতর্কতার বিকল্প নেই। বরং সামান্য অসাবধানতার ফলে বেঘোরে মরতে হতে পারে। প্রতিটি গুলি করার সময় বুলেটের গতিবেগ ও ওজন, টার্গেটের সঙ্গে কৌণিক অবস্থান, দূরত্ব...সবই বিবেচনা করেছে নাথান, তাই প্রায় সফল হয়ে গিয়েছিল।

সিঁড়ি ভেঙে উঠতে শুরু করল ও, দ্রুত পা চালাচ্ছে। সঙ্গে ঘোড়া নেই, চলছেও একা। তা ছাড়া, ঘোড়া নিয়ে নিরাপদে চলে গেছে অন্যরা, তারমানে তুষারের সিঁড়ি ধসে পড়ার সম্ভাবনা নেই। তবে একটু সতর্ক থাকতে হবে, কারণ ছয়টা ঘোড়া পেরোনোর পর সিঁড়ির কিনারা ভেঙে গেছে বেশিরভাগ জায়গায়, পা হড়কানো বা পিছলানোর বেশ সম্ভাবনা। কখনও কখনও চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি টপকেছে ঘোড়াগুলো।

চূড়ায় আসার পর ওপাশে তাকাল নাথান।

সামনে সুইট ওঅটর নদী, ওর ডানের পাহাড় থেকে যেটার জন্ম। পাসের এই অংশ প্রায় সবুজ, কোথাও কোথাও জমে থাকা সামান্য তুষার চোখে পড়ছে। পাথুরে জমির বুক চিরে বইছে নদী, স্বচ্ছ টলটলে স্রোত চলে গেছে লাগোয়া উপত্যকায়। নদীর পাড়ে বুনো গুল্ম জাতীয় গাছ দেখা যাচ্ছে, কয়েকটায় ফুলও ফুটেছে!

প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য ছাড়া আর কিছু নেই।

ঘোড়া, মানুষ...কেউ নেই! পাসের যতটা দেখা যাচ্ছে, কেউ নেই কোথাও। শূন্য, নির্জন ও পরিত্যক্ত যেন।

এমনকী ওর ঘোড়াটাও নেই...

ভুতুড়ে ব্যাপার নাকি, কোথায় গেল সবাই?

এগারো

গুলির শব্দ পায়নি। এমন নয় যে ওর কান এড়িয়ে গেছে, বরং যা নির্জন এলাকা—গুলি হলে নির্ঘাত শুনতে পেত।

আদপে কী ঘটেছে অনুমান করার প্রয়াস পেল নাথান। বৃষ্টি নামতে যেহেতু দেরি নেই, হয়তো পাস পেরিয়ে কোথাও আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে আয়রন হাইডরা। এটাই যৌক্তিক কারণ মনে হচ্ছে, জীবন-মরণ সমস্যা না-হলে এটাই মনে করবে সবাই...

হয়তো এক দল ইনজুনের মুখোমুখি পড়ে গিয়েছিল ওরা, তবে ওর চার সহযাত্রীর এমন আমচকা উধাও হয়ে যাওয়া টাস্কো ওয়াইল্ডের কুকীর্তিও হতে পারে। হয়তো ওয়াইল্ড অনুমান করে নিয়েছিল সুইট ওঅটর পাস হয়ে পাহাড় পেরোবে নাথানরা এবং সে-অনুযায়ী পাসের এ-পাশে লোক বসিয়ে রেখেছে।

শোনা যায় টাস্কো ওয়াইল্ডের দলে চল্লিশজন লোক আছে। পাঁচজন করে সিয়ক্স পাস আর সুইট ওঅটর পাসে বসিয়ে রাখলে মূল দলের শক্তি তেমন খর্ব হবে না। সত্যি যদি অনুচরদের এখানে অপেক্ষায় রেখে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই মোয়েলারদের কব্জা করে ফেলেছে এরা; এবং নিশ্চিতভাবে বলা যায় নাথানকেও

আশা করছে। হয়তো দু'একজন রাইফেল হাতে এ-মুহূর্তে অপেক্ষায় আছে। যা পরিস্থিতি, নাথানকে মৃত দেখতে পেলেই বরং বেশি খুশি হবে ওয়াইল্ড।

তুষার ধস থেকে নেমে পাসের পুব দেয়ালে সরে এল নাথান। বিস্তর অ্যাসপেন আছে এদিকে, গাছের আড়ালে থেকে অনায়াসে পাহাড়ের ওপাশে চলে যেতে পারবে।

প্রায় দু'শো ফুট উঠে আসার পর পিছনে ট্রেইলের দিকে নজর চালাল।

কোণাকুণি উঠে আসায় প্রকাণ্ড তুষার-ধসটা এখন ওর পিছনে পড়ে গেছে। হালকা বন ছাড়াও ছোট ছোট খোলা জায়গা রয়েছে পাসে। একটু খুঁটিয়ে দেখতে পাস থেকে বেরিয়ে যাওয়া ট্রেইলে ক্ষীণ ট্র্যাক চোখে পড়ল—পাস ছাড়ার পরপরই বনে ঢুকে পড়েছে কয়েকজন রাইডার।

বুটের গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসল নাথান, অ্যাসপেনের ফাঁকফোকর গলে নজর চালাল নীচের ট্রেইল আর সামনের জমির উপর। কোথাও কেউ নেই, কোন চিহ্নও চোখে পড়ল না। শেষে, বিড়ালের নিঃশব্দতায় ঢাল ধরে এগোতে শুরু করল। কয়েক গজ এগোনোর পর, গাছের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল ইতস্তত পড়ে থাকা কয়েকটা পাথরের আড়ালে বসে আছে এক লোক। হাতে রাইফেল লোকটার, নজর তুষার-ধসের উপর।

ঢাল ধরে নীচে নেমে গিয়ে লোকটার উপর চড়াও হবে কি-না একবার ভাবল নাথান, শেষে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। নিঃশব্দে যাওয়া সম্ভব হবে না, লোকটা টের পাবেই; সেক্ষেত্রে, বড্ড ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে। তাকে কব্জা করতে গিয়ে নিজেই বেকায়দায় পড়ে যাবে। বিপদ দেখে যদি গুলিও করে, মাঝখানে বাধা হয়ে আছে অ্যাসপেন ঝাড়, বুলেট গাছে বাধা পেতে পারে।

অগত্যা পিছিয়ে এসে আগের মতই সন্তর্পণে ঢাল ধরে নামতে থাকল নাথান। ভাবছে লোকটা বেশিক্ষণ থাকবে না, বড়জোর

এক ঘণ্টা...তারপর নিশ্চয়ই হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে; কারণ সহযাত্রীদের ঠিক পরপরই নাথানের উপস্থিত হওয়ার কথা।

আরে, লোকটার নিশ্চয়ই ঘোড়া আছে! সহসা মনে পড়ল ওর, এবং নিজেকে চাবকাতে ইচ্ছে হলো। আরও আগেই ব্যাপারটা মাথায় আসা উচিত ছিল। কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই ঘোড়াটাকে পিকেট করে রেখেছে লোকটা। *ব্যাটাকে খুন করার চেয়ে বরং ওর ঘোড়াটাই বেশি দরকার আমার,* আনমনে ভাবল নাথান।

ধীরে ধীরে, খুবই সতর্কতার সঙ্গে ঢাল ধরে নামতে শুরু করল ও। মাঝে মাঝে থেমে চারপাশে দৃষ্টি চালাল, গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে ঘোড়ার খোঁজে তালাশ করল।

মিনিট কয়েক পর দেখতে পেল ঘোড়াটাকে, লোকটার কাছ থেকে আনুমানিক দু'শো গজ দূরের ছোট্ট এক তৃণভূমিতে আপন মনে ঘাস খাচ্ছে। তৃণভূমির কিনারায় যথেষ্ট আড়াল থাকায় সহজে চোখে পড়ছে না।

ঘোড়াটার কাছে পৌঁছতে আরও বিশ মিনিট লাগল। সময়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা—অমানুষিক ধকল গেল। তবে লাগাম হাতে তুলে নিয়ে স্যাডলে চড়তে কয়েক সেকেণ্ডের বেশি লাগল না ওর।

ঘোড়া পাওয়াতে যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে তা নয়, তবে কিছু সুবিধা হয়েছে। চাইলে ছুটতে পারবে, সরে পড়তে পারবে যে-কোন দিকে; অন্তত অসহায় লাগবে না। কিন্তু তল্লাটে ওয়াইল্ড বাহিনী যে-কোন রাইডারের দিকে শ্যেনদৃষ্টি রাখবে বলে বিপদ এখনও কাটেনি ওর।

সামান্য তালাশ করতে বেরিয়ে যাওয়ার মত একটা জায়গা দেখতে পেল নাথান, হাঁটুর গুঁতোয় ঘোড়াকে আগে বাড়াল। ঢালু ও সঙ্কীর্ণ পথ ধরে এগোল ঘোড়াটা।

মিনিট কয়েক স্যাডল থাকল ও, ঢাল ধরে ক্রমশ উঠছে, নীচে পাস বা সামনের উন্মুক্ত উপত্যকার উপর নজর রাখার জন্য থামল

কখনও কখনও। ঘাসের উপর ট্র্যাক এখনও চোখে পড়ছে, এত স্পষ্ট যে শুধু উপত্যকা থেকে নয়, এমনকী পাহাড়ী ঢালের উপর থেকেও চোখে পড়ছে। দুটো ট্রেইল দেখা যাচ্ছে, যার একটা ধরে উপত্যকায় ঢুকেছে রেনিগেডরা।

আটলাণ্টিক পীকের কোল বরাবর নাথানের অবস্থান এখন। সামনে সুইট ওঅটর নিডলস। বেশিরভাগ পবর্তশৃঙ্গ ও শৈলশ্রেণী লাগোয়া বনভূমির মাথা ছাড়িয়ে গেছে মাত্র, তাই নিচু জমি ধরে এগোচ্ছে নাথান। ট্রেইলে বিস্তর ঝরে পড়া পাতা আর শুকনো ডালপালা পড়ে আছে।

হঠাৎ ঘোড়ার কান দুটো খাড়া হয়ে গেল, চট করে রাশ টানল নাথান। ঢালু জমি ক্রমে নীচে নেমে গেছে, পুরো পথ নানারকম গাছে ছাওয়া, কোথাও বেশ ঘন কোথাও পাতলা; আর বিস্তীর্ণ তৃণভূমির এক চিলতে অংশ চোখে পড়ছে, প্রায় মাইলখানেক দূরে জায়গাটা। ওখানে একটা ক্যাম্প! সরু রেখায় ধোঁয়ার কুণ্ডলি উঠে যাচ্ছে আকাশের দিকে, লোকজনের নড়াচড়াও দেখতে পাচ্ছে নাথান।

গতি কমিয়ে সন্তর্পণে এগোল ও, চোখ-কান খাড়া। মাইল খানেক দূরে আছে এখন—ক্যাম্প থেকে একটু উপরে ওর অবস্থান; আনুমানিক সিকি মাইল দূরত্বে পৌঁছানোর পর স্যাডল ছাড়ল।

ঘোড়াটা দখল করার পর এই প্রথম স্যাডল চেক করল। শূন্য স্ক্যাবার্ড, ব্ল্যাঙ্কেট-রোল আর একজোড়া স্যাডলব্যাগ রয়েছে।

এক স্যাডলব্যাগে পয়েন্ট ফোর-ফোরের থলে, ক্যাপ এবং দুটো লোডেড সিলিণ্ডার পেল। ভালভাবে মোড়ানো এক প্যাকেট জার্কি আর হার্ডট্যাক ছাড়াও থলের একেবারে তলায় প্রায় ডজন খানেক আংটি, কয়েকটা ঘড়ি এবং এক মুঠো মুদ্রা—বেশিরভাগ সোনার—খুঁজে পেল। নিঃসন্দেহে ওয়্যাগন ট্রেনে লুঠ করা মালামাল।

অন্য স্যাডলব্যাগে রয়েছে একজোড়া মোজা, এক প্যাকেট

তামাক, পুরো লোডেড জোড়া ব্যারেলের ক্ষুদে একটা ডেরিঞ্জার।

পয়েন্ট ফোর-ফোর কার্তুজ, বাড়তি সিলিণ্ডার দুটো, খাবারের প্যাকেট আর ডেরিঞ্জারটা পকেটে চালান করে দিল নাথান। ছুরি বের করে মাঝখানের চামড়ার জোড়া কেটে আলাদা করে ফেলল স্যাডলব্যাগ দুটো, একটায় অন্যান্য মালামাল ঠেসে ঢুকিয়ে রাখল; অন্যটার চামড়ার সঙ্গে ল্যানিয়ার্ড বেঁধে দিল, কারসাজি করে আড়াল-মত বসিয়ে দিল ডেরিঞ্জারের ট্রিগার গার্ড। কোট খুলে র-হাইডের চামড়ার ব্যাগটা কনুইয়ের উপর কাঁধের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধল যাতে ছোট্ট পিস্তলটা আলগোছে বসে থাকে বাহুর মাঝ-বরাবর, খুব নড়াচড়া বা দৌড়-ঝাঁপ দিলেও পড়ে যাবে না। এবার গায়ে কোট চাপাল।

ঘন ঝোপের আড়ালে ঘোড়াটাকে বেঁধে রেখে ঢাল বরাবর এগিয়ে গেল নাথান, সর্বক্ষণই সতর্ক পদক্ষেপ ফেলছে। ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে, অ্যাসপেন গুঁড়ির আড়ালে হাঁটু মুড়ে বসে পুরো ক্যাম্পের উপর নজর চালাল।

ঘোড়ার সংখ্যা দেখে বুঝল অন্তত দশজন লোক রয়েছে ক্যাম্পে। বেশিরভাগ লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, ঘুমিয়ে পড়েছে কিংবা অলস সময় কাটাচ্ছে চোখ বুজে; সযত্নে রাইফেল পরিষ্কার করছে একজন। আগুনের কাছে খাবার তৈরিতে ব্যস্ত আরেকজন। তিন-চারজন এক কোণে বসে গল্প করছে।

দূরত্বের কারণে কারও কথা শুনতে পাচ্ছে না নাথান। অগত্যা আগে বাড়ল সন্তর্পণে। কখন বেখেয়ালে শব্দ করে বসে—এ নিয়ে উদ্বিগ্ন সারাক্ষণ। তেমন হলে কপালে খারাবি আছে, এখান থেকে বেঁচে ফিরে যেতে পারবে না। ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ে যাবে, হুড়মুড় করে ছুটবে রেনিগেডরা, সবাই মিলে শিকার করবে ওকে।

কয়েক গজ এগোনোর পর আবছাভাবে রেনিগেডদের আলাপ শুনতে পেল নাথান। পুরো ক্যাম্পে আবার শ্যেনদৃষ্টি চালাতে এবার ওর গ্রে ঘোড়া ছাড়াও আরও কয়েকটা পরিচিত ঘোড়া

দেখতে পেল।

ব্যাপার কী? ওর গ্রে বা অন্যদের ঘোড়া এখানে এল কী করে? তারমানে···বন্দি হয়েছে অ্যানিটারা! এজন্যই পাস পেরিয়ে ওদের টিকিটিও খুঁজে পায়নি। কোনরকম আভাস দেওয়া ছাড়াই উধাও হয়ে গিয়েছিল আয়রন হাইড সহ চারজন মানুষ।

সতর্কতার সঙ্গে আরও ডানে সরে গেল নাথান, ক্যাম্পের ডান পাশ দেখতে চায়। বিশ গজ সরে যেতে অ্যানিটা ও মেরিয়নকে দেখতে পেল। মাটিতে বসে আছে দু'জনেই, কব্জি আর গোড়ালি বাঁধা। কাছাকাছি হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয়েছে আন্দ্রেস মোয়েলারকে। তারও দশ গজ দূরে রয়েছে আয়রন হাইড।

চিন্তিত দৃষ্টিতে পুরো ক্যাম্পের লে-আউট দেখল নাথান। কানে আসছে রেনিগেডদের আলাপ।

একজন অধৈর্য হয়ে পড়ল শেষ পর্যন্ত। 'ধ্যেৎ! টাস্কো গেল কোথায়? আসছে না কেন ও? হাতের কাজটা শেষ না-হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছি না!'

'অত অধৈর্য হচ্ছ কেন, ফ্রোম? ঠিকই চলে আসবে ও। ওর সম্পর্কে তো জানো, কারণ ছাড়া কোথাও দেরি করার কথা নয়।'

আচ্ছা, ওয়াইল্ডের জন্য অপেক্ষা করছে এরা! ব্যাপারটা স্বস্তি বা আনন্দের নয় নাথানের জন্য, বিশেষ করে ওয়াইল্ডের সঙ্গে যেহেতু আরও লোক থাকবে; সেক্ষেত্রে, অ্যানিটাদের উদ্ধার করার সম্ভাবনা একেবারে কমে যাবে।

কিছু করতে হলে শিগ্গিরই করতে হবে। টাস্কো ওয়াইল্ড এই ক্যাম্পে পৌঁছানোর আগেই। একটু আগেও ভেবেছিল সন্ধ্যার অন্ধকার নামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, কিন্তু এখন দেরি করা মানে সামান্য যে সম্ভাবনাও আছে তা ধূলিস্যাৎ হতে দেওয়া।

মেঘের গর্জ শোনা যাচ্ছে। মুখ তুলে আটলান্টিকের দিকে তাকাল নাথান, দেখল ভারী মেঘের আনাগোনায় অস্পষ্ট ও অদৃশ্য হয়ে গেছে চূড়াটা, কালো মেঘ ঢেকে ফেলেছে। বড়বড় কয়েকটা

ফোঁটা পড়ল ইতস্তত, এর কয়েক মুহূর্ত পর হুড়মুড় করে বৃষ্টি নেমে এল।

দ্রুত পায়ে ঘোড়ার কাছে ফিরে এল নাথান, বেডরোলের ভাঁজ খুলে ফেলল। যা আশা করেছিল, স্লিকার আছে। 'সাবধানী লোক,' বিড়বিড় করে আসল মালিকের তারিফ করল। 'এমন আবহাওয়ায় স্লিকার হাতের কাছে রাখা উচিত। বিশেষ করে পাহাড়ে থাকার সময়।' গায়ে স্লিকার চাপিয়ে কম্বল আর বিছানাপত্র রোল করে স্যাডলের পিছনে বেঁধে রাখল ও।

ক্যাম্পের দিকে মনোযোগ দিল নাথান। বড়সড় এক গাছের নীচে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বন্দিদের, জড়সড় ভঙ্গিতে বসে আছে ওরা। একটু দূরে একচালা একটা কাঠামো দাঁড় করাচ্ছে কয়েক রেনিগেড। দৃষ্টি সরিয়ে নিজের গায়ের স্লিকারের দিকে এক পলক তাকাল নাথান, তারপর দ্বিধা কাটিয়ে উঠে ঘুরে দাঁড়াল, ঢাল ধরে নামতে শুরু করল।

স্লিকারের নীচে ডান হাতে রাইফেল ওর, শক্ত মুঠিতে ধরে রেখেছে। তৃণভূমিতে যখন পা রাখল, তুমুল বর্ষণ চলছে তখন, পর্দার মত অস্পষ্টতা তৈরি করেছে দৃষ্টিপথে। ক্যাম্পের কাছাকাছি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল নাথান, দৃঢ় পায়ে সরাসরি হাঁটতে শুরু করল বন্দিদের দিকে।

বৃষ্টি ভেজা ঘাসের উপর বুটের অস্পষ্ট ছোপছোপ শব্দ হচ্ছে, তবে মুষলধারে বৃষ্টির তোড় তা ঢেকে দিচ্ছে। বন্দিরা আনন্দিত অভিব্যক্তিতে দেখল ওকে, কিন্তু কারও দিকে তেমন তাকাল না নাথান, বরং চারপাশে একবার সতর্ক দৃষ্টি রেখে আয়রন হাইডের পিছনে চলে গেল। ছুরি চলে এসেছে ওর হাতে। দ্রুত কয়েক পোঁচ চালাল কব্জিতে বাঁধা দড়িতে। বেশ মজবুত দড়ি, তবে ছুরির ধারও কম নয়। আয়রন হাইডের হাতের দড়ি কাটা হতে অ্যানিটার দিকে এগিয়ে গেল নাথান।

অ্যানিটাকে দড়ির বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে মোয়েলারের দিকে

মনোযোগ দিল ও। ততক্ষণে মেরিয়নের বাঁধন কেটে দিয়েছে আয়রন হাইড।

আচমকা উদয় হলো এক লোক। বিশ গজ দূর থেকে হাঁক ছাড়ল নাথানের উদ্দেশে: 'লিও, লেফটেন্যান্ট ব্যাটাকে সাবাড় করেছ নাকি? গুলির আওয়াজ তো শুনতে পাইনি!'

ঘোঁৎ জাতীয় একটা শব্দ করল নাথান।

উত্তর না-পেয়ে এগিয়ে এল লোকটা। 'এই, লিও,' বলল সে। 'তুমি যদি কাজ না-চুকিয়ে ফিরে এসে থাকো...'

আরও দুই পা এগিয়ে আসার পর ভুল বুঝতে পারল সে, বর্ষাতি-পরা নাথানকে চিনতে না-পারলেও এটা বুঝেছে যে লিও নয়। বিস্ফারিত হয়ে গেছে তার চোখ, চিৎকার করার জন্য মুখ হাঁ করল, কিন্তু তার হাঁ করা মুখে পিস্তলের মাযল ঢুকিয়ে দিল নাথান ডুনাওয়ে। তারপর বাঁট দিয়ে মাঝারি জোরের আঘাত চালাল তার থুঁতনিতে। গুঙিয়ে উঠে কাটা কলা গাছের মত পড়ে গেল লোকটা।

'ঢালের উপর চলে যাও!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল নাথান। 'একটা ঘোড়া আছে ওখানে!'

ঝটিতি ঘুরে দাঁড়িয়ে রেনিগেডদের পিকেট করা ঘোড়ার উদ্দেশে দ্রুত পা চালাল। একচালা লীন-টুর নীচে গাদাগাদি করে আশ্রয় নিয়েছে লোকগুলো। বৃষ্টির ছাঁট তারপরও ভিজিয়ে দিচ্ছে।

তবে বৃষ্টি এখন শাপেবর হয়ে দেখা দিয়েছে নাথানদের জন্য, বৃষ্টি না-থাকলে অনেক আগেই ধরা পড়ে যেত, অ্যানিটাদেরও উদ্ধার করা সম্ভব হত না। ক্যাম্পে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ওদের চোখে পড়ে যেত। তুমুল বৃষ্টির কারণে, কার্যত এখন, খুব কাছ থেকে না-হলে ওকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ।

কী মনে করে বন্দিদের দিকে তাকাল একজন, জানতে চায় সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি-না। বন্দিরা উধাও হয়ে গেছে দেখে চেঁচিয়ে উঠল সে, একইমুহূর্তে ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেল নাথান।

সব ঘোড়ার লাগাম একসঙ্গে বাঁধা ছিল, ছুরির দুই পোঁচে বাঁধন কেটে দিল ও, হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল একটার ব্রিডল, তারপর ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে দিল।

নাথান খেয়াল করেছে আয়রন হাইড আর আন্দ্রেস মোয়েলারের স্যাডল স্ক্যাবার্ডে অস্ত্র রয়ে গেছে এখনও। ওদের বন্দি করার পর কেউ অস্ত্র সরিয়ে নেওয়ার গরজ অনুভব করেনি। নাথানের গ্রে ঘোড়াও যেমন ছিল, তাই রয়ে গেছে। কেউ স্পর্শ করেনি।

চট করে ঘোড়া দুটোর ব্রিডল খামচে ধরল ও, তারপর দ্রুত গ্রে-র পিঠে চড়ে ঢালের উদ্দেশে এগোল। বৃষ্টি পর্দার মত বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, আশা করা যায় গোলমালের মধ্যে ওর উপস্থিতি চট করে ধরা পড়বে না, অন্তত এখনই।

একটা ঘোড়ার স্যাডলে চেপে বসেছে নাথান।

বন্দিদের উধাও হয়ে যেতে দেখেছে যে-লোকটা, চেঁচিয়ে অন্যদের সতর্ক করার ফাঁকে ছোবল মারল হোলস্টারে। চট করে রাইফেলটা স্ক্যাবার্ডে ঠেলে দিল নাথান, পরমুহূর্তে থাবা মারল হোলস্টারে, সিক্সশ্যূটার তুলে নিল।

গ্রের পাছায় স্পার দাবিয়ে লীন-টুতে থাকা রেনিগেডদের উদ্দেশে পরপর তিনটা গুলি পাঠিয়ে দিল। চিৎকার করছে যে-লোকটা, তার দিকে ছুটে যাচ্ছে গ্রে। চোখের পলকে পেরিয়ে গেল মাঝখানের কয়েক গজ দূরত্ব, তারপর চড়াও হলো লোকটার উপর। ততক্ষণে সে পিস্তল তুলে নিশানা করে ফেলেছে, বুঝতে পারছিল সময় নেই, তাই তাড়াহুড়ো করছিল।

গ্রের কাঁধের ধাক্কায় চিৎপটান হয়ে পড়ল সে, গুঙিয়ে উঠল; কিন্তু নাথানকে ছাড়তে নারাজ, পিস্তল তুলে আবার নিশানা করল।

পিস্তলের নল নিচু করে তাকে গুলি করল নাথান। টের পেল গুলি ফস্কে গেছে, অস্থির ভঙ্গিতে লাফাচ্ছে লোকটা, তায় নিজেও

ছুটন্ত ঘোড়ার স্যাডলে বসে গুলি করেছে। পাশ ফিরে লীন-টুর দিকে আরেকটা গুলি পাঠিয়ে দিল ও।

ঢাল ধরে যে-জায়গা দিয়ে নেমেছিল, জায়গাটা পেরিয়ে গেল নাথান। গতি না-কমিয়ে ছুটে গেল পাহাড়ের দিকে। পিছু পিছু আসছে অন্য ঘোড়াগুলো।

বাকি কয়েকটা ঘোড়া যেখানে অপেক্ষায় ছিল, ওখানে পৌঁছানো মাত্র ঝোপের আড়াল থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল একটা ছায়া, উড়ে গিয়ে চড়াও হলো এক ঘোড়ার পিঠে। ভুতুড়ে ছায়াটা দেখে হয়তো ভড়কে যেত অন্য কেউ, তবে আয়রন হাইড সম্পর্কে জানা আছে বলে নাথান কেবল মুচকি হাসল। চট করে ঘোড়াকে সামলে নিল সে, তারপর আরও দুটোর লাগাম চেপে ধরে নিয়ে গেল মেয়েদের কাছে, আন্দ্রেস মোয়েলারও হাত লাগিয়েছে বেরিয়ে এসে।

মিনিট খানেকের মধ্যে দেখা গেল মেরিয়ন ছাড়া সবাই ঘোড়া পেয়েছে। আসলে একটা ঘোড়া কম। নিচু হয়ে মেরিয়নের কোমর চেপে ধরল মোয়েলার, তারপর ঝটকা টানে তুলে নিল স্যাডলে। স্পার দাবিয়ে এরপর ছুটল ঢাল ধরে, মাথা নিচু করে থাকলেও বৃষ্টিতে ভেজা ডালপালা সমানে চাপড় মারছে ওদের চোখে-মুখে, শরীরে।

গাছপালার ফাঁকে দীর্ঘ অপরিসর একটা পথ উন্মুক্ত হলো, তুমুল বেগে বৃষ্টির ছাঁট উপেক্ষা করে নিচু মেঘে ঢাকা পর্বতশৃঙ্গের দিকে এগোল ওরা।

গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে উঠে এসেছে, এসময় বজ্রপাত পড়ল কাছে। হাজারটা বোমা ফাটল যেন, উজ্জ্বল আলোয় ঝলমলে হয়ে গেল চারদিক। মাত্র এক সেকেণ্ডের জন্য। তারপর কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল। পিছু নিয়ে চলে এসেছে অন্যরা। শঙ্কিত, উত্তেজিত ও উদ্বিগ্ন একেকটা মুখ, বিশেষ করে মেয়েদের।

নিরুদ্বিগ্ন মনে পাহাড়ের দিকে প্রকাণ্ড গ্রে ঘোড়াটাকে ছোটাল

নাথান।

এক পাহাড়ের কাঁধ ঘুরে পুব দিকে ছুটল ও, পাইনের সারি পেরিয়ে নিচু জমিতে নেমে এল, তারপর গতি কমাল যাতে অন্যরা ধরে ফেলতে পারে ওকে। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে, নাথান ছাড়া কারও গায়ে স্লিকার বা বর্ষাতি নেই। ভিজে চুপসে গেছে প্রত্যেকে।

বন্দি হয়ে ক্যাম্পে ওদেরকে নিয়ে যাওয়ার পর কোন ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল-ব্রিডল খোলা হয়নি, আদপে যেমন ছিল তেমন রয়ে গেছে। পাস পেরিয়ে রেনিগেডদের হাতে ধরা পড়ার পরপর ওদের কব্জি, আর ক্যাম্পে ঢুকে স্যাডল ত্যাগ করার পর গোড়ালিও বেঁধে ফেলা হয়েছিল। মুক্তি পাওয়ার পরপরই ছুটেছে জান হাতে নিয়ে, ঘোড়ার পিঠে ওঠার পরপরই ছুটতে হয়েছে; কোন দিকে তাকানোর ফুরসত মেলেনি। তাই কারও স্যাডলব্যাগে বর্ষাতি থাকলেও বের করতে পারেনি।

গর্তের মত নিচু জায়গায় থামার পর নিজের মালপত্র হাতড়ে রেইনকোট বের করল অ্যানিটা হ্যানলন, খেয়াল করল মেরিয়ন ওর আগেই বর্ষাতি বের করে ফেলেছে। রেনিগেডদের এক ঘোড়ার পিঠে পাওয়া স্যাডল-ব্ল্যাঙ্কেটে একটা বড়সড় ফুটো করে তাতে মাথা গলিয়ে কম্বলটা গায়ের উপর চাপিয়ে দিয়েছে আয়রন হাইড, দিব্যি কাজ চলে যাবে বর্ষাতি হিসাবে।

সামনে নির্দিষ্ট কোন পথ নেই। ক্ষীণ, অস্পষ্ট একটা ট্রেইল আছে বটে, পাহাড়ের কিনারা ধরে চলে গেছে; তবে এ-ধরনের ট্রেইল সাধারণত বুনো প্রাণীরা ব্যবহার করে, মানুষ বা ঘোড়ার চলাচলের জন্য রীতিমত অসম্ভব হয়ে পড়ে কখনও কখনও। তাই ওটা ধরে এগিয়ে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না, যেহেতু গন্তব্য সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণা নেই।

কিন্তু এ ছাড়া উপায়ও নেই। পাহাড়ের কিনারা ধরে এগিয়েছে বলে কিছুটা ভরসা রাখতে পারছে নাথান। ঝুঁকি নিয়েই এগোতে হবে, রেনিগেডদের এখান পর্যন্ত পৌঁছাতে বেশি দেরি হবে না।

কিছু ঘোড়া খোয়া গেলেও ছড়িয়ে পড়া বাহনগুলোকে উদ্ধার করতে পারবে তারা, যেহেতু লোকসংখ্যা বিস্তর। বৃষ্টিও উপেক্ষা করবে, কারণ এখানে নিজেদের জান-মালের প্রশ্ন জড়িত। বাহন ছাড়া এমন দুর্গম জায়গায় চলাফেরা আত্মহত্যার শামিল হতে পারে, এটা ভাল করে জানে তারা।

সবচেয়ে বড় কথা, নাথানদের এভাবে হাত ফস্কে বেরিয়ে যেতে দেবে না, তাই ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়বে। কেউ কেউ প্রথমে ঘোড়া খুঁজবে, কেউ সরাসরি নাথানদের পিছু নেবে। এবং চেষ্টা করবে যত দ্রুত সম্ভব ওদের ধরে ফেলতে। টাস্কো ওয়াইল্ডকে বন্দিদের পালিয়ে যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে নিশ্চয়ই ঘাম বেরিয়ে যাবে ওদের। চাইবে ওয়াইল্ড ক্যাম্পে পৌঁছানোর আগেই বন্দিদের আবার ধরে ফেলতে।

ফের যাত্রা করার আগে পিছনের ট্রেইলে নজর রাখল নাথান। এখন পর্যন্ত পিছু ধাওয়া করেনি রেনিগেডরা, কিংবা করলেও কাছাকাছি আসতে পারেনি।

বজ্রপাতে আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে যতটা সম্ভব পাহাড়ী চূড়া এড়িয়ে যাচ্ছে ওরা।

ক্লিফ থেকে ধসে পড়া বোল্ডার পড়ে আছে ট্রেইলের আশপাশে, পথ চিনে এগিয়ে চলা সত্যি মুশকিল হয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও প্রকাণ্ড পাথরখণ্ড পড়ে আছে, পথ প্রায় রুদ্ধ করে ফেলেছে; পাশ ঘুরে এগোতে হচ্ছে। দু'এক জায়গায় বজ্রপাতে পুড়ে যাওয়া গাছ চোখে পড়ল। কয়েকশো ফুট জুড়ে সব গাছ পুড়ে গেছে। এমনকী ঘাসও রেহাই পায়নি।

আয়রন হাইডের পাশে চলে এল নাথান। 'একটা আশ্রয় খুঁজে পেতে হবে—গুহা বা ওরকম কিছু। এভাবে বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে থাকলে শেষে ঝামেলা হয়ে যাবে।'

নড করল চেরোকি। নাথান বলার আগে থেকে আশ্রয় নেওয়া যাবে, এমন জায়গার খোঁজ করছিল সে।

বৃষ্টির তোড় কমে এসেছে এখন। ধোঁয়াটে পর্দা ভেদ করে সামনে বিস্তীর্ণ এলাকা চোখে পড়ছে, তবে ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে—বৃষ্টি আর অনাগত সন্ধ্যার আঁধার নামতে শুরু করেছে।

খুব বেশি সময় নেই। বৃষ্টি ও মেঘের তোড়ে সূর্য হারিয়ে গেছে, তায় বিকালও গড়িয়ে গেছে। একটু আগে-ভাগে সন্ধ্যা নামবে। অন্ধকার জাঁকিয়ে বসার আগেই একটা আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে। অন্ধকারে এমন বিপজ্জনক পথ চলা যাবে না।

চঞ্চল দৃষ্টিতে চারপাশ তালাশ করছে নাথান। ধসে পড়া স্ল্যাবের নীচে খানিকটা উন্মুক্ত জায়গা, কিংবা পড়ন্ত গাছের নীচে প্রাকৃতিক আশ্রয়...গুহা না হোক, অমন যে-কোন কিছু হলে চলে, কোনরকমে মাথা গুঁজতে পারলেই হলো। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে হবে, আর আগুন জ্বালানোর সুযোগ থাকতে হবে। ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে ওরা, উষ্ণতা না-পেলে নির্ঘাত অসুস্থ হয়ে পড়বে।

নাথানের বাহু খামচে ধরে মনোযোগ আকর্ষণ করল অ্যানিটা। 'ওই যে, দেখো!'

পাহাড়ী ঢালের খানিকটা উপরে, বৃষ্টিস্নাত পাথুরে জমির বুকে চেরার মত গভীর কালো দাগ। পাহাড়ী গুহার প্রবেশমুখ হতে পারে ওটা। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে সেদিকে এগোল নাথান, নিচু স্বরে অন্যদের বলল: 'সবাই যাওয়ার দরকার নেই, আমি আগে দেখে আসি।'

পিচ্ছিল ঢাল হলেও এগোতে সমস্যা হলো না গ্রের, পাহাড়ী পথে চলতে অভ্যস্ত ওটা। পাথুরে জমির মুখে প্রাচীন একটা ট্রেইল দেখতে পেল নাথান। আশাব্যঞ্জক চিহ্ন। হয়তো সত্যি সামনে একটা গুহা পাওয়া যাবে।

একেবারে কাছে গিয়ে প্রবল হতাশা নিয়ে থামতে হলো। নীচ থেকে চেরার মত যা দেখেছে, আসলে ওটা পাথরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে জন্মানো পাইন গাছ, ধারে-কাছে আর কোন সঙ্গী নেই ওটার; তাই নীচ থেকে যথার্থই দেখিয়েছে পাথুরে জমির বুকে চেরার

মত।

ফিরতি পথে এগোবে, কিন্তু ঘোড়া ঘোরানোর মত পর্যাপ্ত জায়গা নেই। অগত্যা গাছের দিকে এগোল নাথান, কিছুটা হলেও পথ চওড়া এখানে। ঘোড়া ঘুরিয়ে যাত্রা করবে, পাশ থেকে শেষ বারের মত তাকাল। তখনই দেখতে পেল গাছের পিছনে একটা গুহামুখ! গাছের কারণে পুরোপুরি আড়ালে পড়ে গেছে।

কয়েক ফুটের ঢাল ধরে গুহামুখের কাছে পৌঁছে গেল নাথান, তারপর স্যাডল ত্যাগ করে ভিতরে ঢুকল। ত্রিশ ফুট চওড়া আর সর্বোচ্চ আট ফুট উঁচু। গুহাই। তবে গর্ত হলেও আপত্তি ছিল না ওদের, কারণ আশ্রয় পেলেই হলো।

গুহা থেকে বেরিয়ে পাইন গাছের কাছে চলে এল নাথান, দেখল নীচে অপেক্ষায় আছে অন্যরা। ভিজে একসা হয়ে যাওয়া অভিব্যক্তি, স্যাডলে ঝিম মেরে বসে আছে, যেন রুদ্র আবহাওয়ায় দুর্ভোগের চূড়ান্ত পোহানো বাসাহীন পাখি।

হাত ইশারায় সঙ্গীদের ডাকল নাথান, কিন্তু খেয়াল করল কারও মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। তারমানে ওকে দেখতে পাচ্ছে না কেউ। অগত্যা স্যাডলে চড়ে নীচে নেমে এল, তারপর পথ দেখিয়ে আবার গুহার কাছে ফিরল।

মুখ থেকে ভিতরের দিকে ক্রমে নিচু হয়ে গেছে গুহার মেঝে। অন্তত পঞ্চাশ ফুট গভীর হবে। এক জায়গায় আরও গভীর মনে হলো। দৈর্ঘ্য বোধহয় মাইল খানেক হবে, তবে অত পথ যাওয়ার সুযোগ বা ইচ্ছে কোনটাই নেই ওদের। একশো গজের মত যাওয়ার পর দেখল পাথরধস পুরো পথ আগলে রেখেছে।

স্বস্তির ব্যাপার, গুহার মেঝে যতই গভীর হোক না কেন, শুষ্ক ও পরিচ্ছন্ন।

গুহামুখের কাছে পড়ে থাকা শুকনো ডালপালা দেখে দারুণ খুশি হলো নাথান, সবক'টা কুড়িয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। ঘোড়া সামলে রেখে ওকে সাহায্য করল আয়রন হাইড। অপেক্ষাকৃত বড়

ডালগুলো ভেঙে ছোট ছোট করে ফেলেছে সে, নিচু গর্ত মত এক জায়গার পাশে জমিয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে আগুনও ধরিয়ে ফেলল।

পাইনের এক পাশে, গুহামুখের দক্ষিণে এক চিলতে খোলা জায়গায় যথেষ্ট ঘাস জন্মেছে। স্যাডল-ব্রিডল খুলে সব ঘোড়াকে ওখানে ছেড়ে দিল মোয়েলার। নীচের ট্রেইল থেকে ঘোড়াগুলোকে চোখে পড়বে না, নিশ্চিত হয়ে নিয়েছে সে; উচ্চতা আর পাথুরে ক্লিফ বাধা হয়ে দাঁড়াবে দৃষ্টিপথে।

এদিকে আবারও নীচে চলে গেছে নাথান, এবার বুট পায়ে। ফিরে আসার সময় যতটা সম্ভব চিহ্ন মুছে দিয়েছে। চায় না অন্তত আজ রাতেই ওদের গোপন আশ্রয়ে হানা দিক রেনিগেডরা। এক রাতও যদি শান্তিতে কাটাতে না-পারে...মাঝরাতে তড়িঘড়ি করে জান হাতে নিয়ে ছোটার ইচ্ছে বা শক্তি কোনটাই নেই।

পুড়ন্ত কাঠের শব্দ মধুর লাগল নাথানের কানে। কিছুটা হলেও স্বস্তি বোধ করছে। যে-হারে বৃষ্টি হচ্ছে, রেনিগেডরা বের হলেও ওদের হদিশ পাবে না। মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকা যেতে পারে আজ রাতটা।

উষ্ণতার লোভে আগুনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে অ্যানিটা হ্যানলন। নাথানের দিকে তাকাল যখন, উজ্জ্বল হাসি দেখা গেল ওর মুখে। 'কত অল্পতেই না খুশি হয়ে যাই আমরা!' দার্শনিক সুরে মন্তব্য করল মেয়েটি। 'বিশেষ করে বিপদের সময়।'

মাথা ঝাঁকাল নাথান। 'হ্যাঁ, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে সত্যিকার উপলব্ধি তৈরি হয় মানুষের মধ্যে। স্বল্প চাহিদায় সন্তুষ্ট হয়ে পড়ে, ওটাকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও কাঙ্ক্ষিত মনে করে। একটা আশ্রয়, আগুনের উষ্ণতা...সামান্য খাবার, বাতাস নেই এমন জায়গায় বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ...সবই সামান্য চাহিদা। আমার কাছে প্রায়ই মনে হয় সহজ-সরল জীবন থেকে আমরা যত দূরে সরে যাই, ততই আমাদের চাহিদা বাড়তে থাকে, জীবন জটিল হতে

থাকে। দৈনন্দিন জীবনের ন্যূনতম চাহিদা ছাড়িয়ে যখন প্রত্যাশা করতে শুরু করি, তখনই আমাদের জীবন থেকে সুখ সরে যেতে থাকে। বাইরে ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে আমাদের খুঁজে বেড়াচ্ছে শত্রুরা, আশ্রয় বা আগুনের উষ্ণতা কোনটাই নেই ওদের···প্রয়োজনই কাঙ্ক্ষিত বস্তুর মূল্য মানুষকে বুঝিয়ে দেয়। আমাদের কথাই ধরো, আগুন বা আশ্রয়···সবকিছু অমূল্য মনে হচ্ছে এখন।'

আগুনের পাশে এসে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল আয়রন হাইড। ছোট ছোট কাঠের টুকরো যোগ করল আগুনে। আগুনের শিখার ছায়া পড়েছে তার মুখে, অদ্ভুত প্রতিকৃতি তৈরি করেছে তামাটে মুখে; কিন্তু চোখ তুলে তাকাল যখন, দেখা গেল হাসছে সে। 'বোঝা গেল গুহার জীবন শুধু ইণ্ডিয়ান নয়, অন্যদেরও ভাল লাগে কখনও কখনও,' মৃদু স্বরে মন্তব্য করল সে।

বাইরে লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে। মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বজ্রপাত হচ্ছে। মেঘের গুড়গুড় শব্দ চলছে অবিরাম। আলগা মাটি আর লতাপাতার সঙ্গে কম্বল বিছিয়ে বিছানা তৈরি করল ওরা।

ভেজা কাপড় নিয়ে শুয়ে পড়েছে অ্যানিটা হ্যানলন। অনুভব করছে ধীরে ধীরে শরীরের উষ্ণতায় কাপড় শুকিয়ে আসছে, আর্দ্রতা চলে যাচ্ছে। গুহার অন্ধকার ছাদের দিকে তাকাল ও, মনে নানা ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। তবে কোনটাকেই বাড়তে দিল না।

বাইরে বৃষ্টির তোপ কমে এসেছে বজ্রপাতের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে। মাঝে মধ্যে দূরে কোথাও বজ্রপাত হচ্ছে, বিদ্যুচ্চমকের আলোয় মরা পাইন গাছ আর আশপাশের পাথর চোখে পড়ছে ক্ষণিকের জন্য। তবে একটু দূরে জ্বলন্ত আগুনটা ভরসার প্রতীক হয়ে রয়েছে ওদের জন্য।

'ন্যাট?' হঠাৎ নাথানকে ডাকল অ্যানিটা।

'বলো।' একটু দূর থেকে সাড়া এল।

'এসব গুহায় তো একসময় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীরা ছিল, তাই না?' জানতে চাইল অ্যানিটা। 'ডাইনোসর বা ওরকম অতিকায় কোন প্রাণী কি এই গুহায় ছিল?'

'আমার তো মনে হয় না ডাইনোসরের সময়ে গুহাটা আদৌ এখানে ছিল,' মৃদু হেসে বলল নাথান। 'এমনও হতে পারে এই পাহাড়ও তখন ছিল না। অন্তত এখানে। পাহাড় থাকলেও প্রায় সবসময়ই পরিবর্তনের মধ্যে ছিল। হাজার বছরে আমূল পাল্টে যায় ভূপৃষ্ঠের চিত্র, পৃথিবীর সব জায়গায় তাই ঘটে। উঁচু পাহাড়ও রোদ-বৃষ্টি, বাতাস আর তুষার ছাড়াও ভূমিকম্প বা ধসের কারণে বদলে যায়, একসময় হয়তো মিশে যায় মাটির সঙ্গে। সেখানে বা আশপাশে নতুন পাহাড় গজিয়ে ওঠে। এটা একটা চলমান প্রক্রিয়া।

'ঝড়-বৃষ্টির কথাই ধরো। ভূপৃষ্ঠে ব্যাপক পরিবর্তন আনবে ওটা, যদিও এখন হয়তো পার্থক্য সহজে চোখে পড়বে না। একটু একটু করে বদলে যায়। মাটির ফাঁকে পড়া শস্যের কণা থেকে গাছ জন্মায়, মূল ছড়িয়ে পড়ে, আর তার চাপে শিলা বাড়তে থাকে।

'এই প্রক্রিয়ার কোন শেষ নেই। অন্তহীন ব্যাপার। এর চাক্ষুষ প্রমাণ আমরা সর্বত্র দেখতে পাই। এর বিশেষত্বে অনুপম সৌন্দর্য রয়েছে, সময়ের পরিক্রমায় যার কোন সম্পর্ক নেই। বুড়ো থুত্থুড়ে সিডার বা শঙ্কু-আকৃতির পাইন দেখতে যা ভাল লাগে আমার! ওরা এমনও স্থানে জন্মায় যেখানে গাছ জন্মানোর কোন সম্ভাবনা থাকে না, বড় অদ্ভুত ব্যাপার! কীভাবে বছরের পর বছর টিকে থাকে, কে জানে! নিরেট পাথরের বুক চিরে গজিয়ে উঠে ওরা, দিন যায় আর বড় হতে থাকে, শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে দেয়, বুড়োও হয়ে যায়...কিন্তু বড় শক্ত ওদের প্রাণ। সময় ছাড়া অন্য যে-কোন কিছুর তুলনায় শক্তিশালী। আর বাস্তবতা হচ্ছে, ওরা সময়েরই অংশ।'

ক্ষণিকের জন্য থামল নাথান। 'মানুষ নিজেই তার সমস্যা তৈরি করে, জীবনকে জটিল করে ফেলে। সময়ের ছাঁচে যখন কিছু দেখবে তুমি, বহু জিনিসকে ক্ষুদ্র ও নগণ্য মনে হবে। ছেলেবেলায় একা যখন বেরিয়ে পড়ি, তারপর এত কিছু ঘটেছে যে আমার প্রায়ই সন্দেহ হত বোধহয় দু'তিন জীবন অতিক্রম করে ফেলেছি। আর এখন একই ভাবনায় উত্তেজিত হতে দেখি তরুণদের, রাতারাতি পৃথিবী পাল্টে ফেলতে চায় ওরা। কিন্তু ওটা তো সত্যিকার পথ নয়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, যখন সত্যিকার পৃথিবীর বদল হয়, বিনিময়ে অনেক রক্ত আর মূল্য দিয়ে, যা থেকে বের হওয়ার জন্য এই চেষ্টা, ঠিক তার আরও গভীরে ঢুকে যায়।

'আমার মনে হয় আমাদের সবারই প্রকৃতির কাছে আরও ঘন ঘন আসা উচিত, পাহাড়ে নিরবচ্ছিন্ন সময় কাটানো উচিত। উঁচু পাহাড়ে দাঁড়িয়ে বিস্তীর্ণ উপত্যকা, শৈলশ্রেণী বা পর্বতশৃঙ্গের দিকে তাকালে...কখনও টেটনদের দেখেছ? কিংবা পাহাড়ের উপর থেকে নীচের অবারিত বিস্তীর্ণ জমি দেখেছ? জানো কী অনুপম সৌন্দর্য রয়েছে তাতে?'

সশব্দে হেসে উঠল নাথান। 'হয়েছে! আর নয়। ওসব গল্প সারা রাতেও শেষ হবে না। মেরিয়ন আর মোয়েলারকে জোর করে ঘুমাতে পাঠিয়েছি। তোমাকেও বোধহয় সুযোগ দেওয়া উচিত। বিশ্রামের বিকল্প নেই। কাল সকাল থেকে আবার কী যন্ত্রণার শুরু হয়, কে জানে! তার আগে যতটা সম্ভব বিশ্রাম নেওয়া উচিত।'

'সকাল হলেই কি বেরিয়ে যাব আমরা?'

শ্রাগ করল নাথান। 'এখনই বলতে পারছি না। হয়তো কয়েকদিন থেকে যেতে হবে। জায়গাটা এমন যে আমরা বের না-হলে বা শব্দ না-করলে রেনিগেডরা খুঁজে পাবে না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সোনাগুলো আমাদের কাছে নেই, থাকলে স্রেফ ঝিম মেরে পড়ে থাকতাম। কিন্তু ওগুলো উদ্ধার করতে যেতেই হবে।'

গুহা থেকে বেরিয়ে গেল নাথান, শুকনো ডালপালা খুঁজে ফিরে এল কিছুক্ষণ পর। আগুনটাকে চাঙা না-রেখে উপায় নেই। ভেঙে পড়া গাছের বড়সড় ডাল টেনে নিয়ে এসেছে, গুহার ভিতরে ঢুকে প্রয়োজনমত ছোট করে নিল। তারপর শিয়রের পাশে রাখল সব কাঠের টুকরো, আগুনটা কাছাকাছি হওয়ায় বেডরোলে শুয়ে থেকে আগুনে কাঠ যোগ করতে পারছে।

বেডরোলে ক্লান্ত দেহ বিছিয়ে দিল নাথান ডুনাওয়ে, স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকাল প্রায় অন্ধকার ছাদের দিকে। বৃষ্টির সোঁদা আর পোড়া কাঠের আমুদে গন্ধ পুরো গুহায়, বাইরের কনকনে ঠাণ্ডার তুলনায় গুহার ভিতরটা রীতিমত উষ্ণ ও আরামদায়ক হয়ে উঠেছে ইতোমধ্যে। স্বস্তি লাগছে ওর। সারাদিন ভয়ানক ক্লান্তিতে কাটলেও বিপর্যস্ত আবহাওয়ায় দুর্ভোগের শিকার না-হয়ে বরং তুলনামূলক আরামদায়ক পরিবেশে থাকতে পারার সৌভাগ্যে চাঙা বোধ করছে, আর কাছে প্রিয়মানুষের উপস্থিতি রীতিমত পুলকিত করছে ওকে। মানুষ তো এমনই চায়। প্রয়োজনের সময় প্রিয়মানুষের উপস্থিতি, তার জন্য নির্ভরতার প্রতীক হওয়াতে যত সার্থকতা।

অ্যানিটা হ্যানলনের কথা ভাবতে শুরু করল নাথান। বোধহয় এখন পর্যন্ত সম্পর্কটা শুরুর পর্যায়ে রয়ে গেছে, অন্তত অ্যানিটার দিক থেকে; গুরুত্ব দিয়ে বোধহয় ভাবেওনি। সেজন্য মোটেই দোষ দেওয়া যাবে না মেয়েটিকে। পাত্র হিসাবে আহামরি গোছের কিছু নয় সে–আগাগোড়া ছন্নছাড়া চরিত্রের অসফল এক সৈনিক, বহু যুদ্ধে যে শরীক হয়েছে কিন্তু নিজের জন্য কিছু অর্জন করতে পারেনি; খরচা হয়ে যাওয়া বুলেটের যেমন কোন গুরুত্ব নেই, ঠিক তেমনি ভবিষ্যৎ বলতেও কিছু নেই ওর। এমন লোককে কেন স্বামী হিসাবে বেছে নেবে অ্যানিটা? বরং চাইলে নাথানের চেয়ে যোগ্য, ধনী এবং প্রতিষ্ঠিত মানুষকে অনায়াসে বিয়ে করতে পারবে।

গড়ায়মান পাথর নাকি কোন কিছু জমাতে পারে না—লোকের মুখে কথাটা সবসময়ই শুনেছে নাথান, এমনকী নিজের সম্পর্কেও; প্রতিবার তর্ক করেছে ও—একেবারে যে অনর্থক তা নয়, বরং ওর মনে হয় গড়ায়মান পাথর কোন কিছু জমাতে না-পারলেও ক্রমে মসৃণ থেকে মসৃণতর হয়ে ওঠে। পাল্টা যুক্তি দেখিয়েছে: ভ্রাম্যমাণ ভ্রমরই মধু পান করতে পারে, অন্য কেউ নয়। ভবঘুরে মানুষ স্বপ্ন দেখে, জীবনকে তৈরি করে নেয় চাহিদা মাফিক। কেউ যদি থিতু হয়ে যায়, তার জীবনও স্থবির হয়ে গেল। মানুষটার হাত-পা বাঁধা পড়ে গেল।

সারা জীবন নানা জায়গায় কাটিয়ে, নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ও, মসৃণ হয়েছে; কোথাও কোথাও মধুর স্বাদও গ্রহণ করেছে বটে, তবে সেই স্বাদ এখন তেতো লাগছে জিভে।

চোখ বুজে সব চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিতে চাইল নাথান ডুনাওয়ে। মাঝে মধ্যে বৃষ্টির ছাঁটের সঙ্গে হিমেল বাতাস প্রবেশ করছে গুহায়, বাতাসটা সতেজ ও নির্মল; ঠাণ্ডার সঙ্গে ফুরফুরে অনুভূতি তৈরি করছে মনে। বৃষ্টি পতনের ছন্দময় শব্দ, স্বস্তিকর পরিবেশ, উষ্ণতার সান্নিধ্য, বাতাসের সঙ্গে ধেয়ে আসা পাইনের সুবাস…সব মিলিয়ে অপূর্ব রাত, অন্তত নিজের ব্যর্থতা ভুলে গিয়ে ভাবাবেগে আপ্লুত হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তবে একই সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তি আর অতীতকেও জাগ্রত করে তোলে—মনে পড়ে যায় নিঃসঙ্গ ক্যাম্পের কথা, কত জায়গায় যে একাকী আগুন জ্বেলে কত রাত কাটিয়ে দিল তারা আর অন্ধকার রাত্রির সঙ্গী হয়ে! এই স্মৃতি মানুষকে পিছনে টেনে নিয়ে যায়, প্রকৃতি-প্রেমিক করে তোলে; জাগতিক অন্য সবকিছু তখন গৌণ হয়ে পড়ে। প্রকৃতির অমোঘ আকর্ষণে ঘরছাড়া হয়ে পড়ে মানুষ।

বুনো প্রকৃতির কী যে টান!

কখন ঘুমিয়ে পড়ল নিজেও জানে না নাথান। টের পেল না নিঃশব্দে জেগে গেছে আয়রন হাইড, সন্তর্পণে বেডরোল ছেড়ে

গুহা থেকে বেরিয়ে গেল। বৃষ্টি ধরে এসেছে। গুহার মুখে ঘাড়ের উপর দিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকাল চেরোকি, তারপর অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

বারো

কয়েক ঘণ্টা পর আচমকা ঘুম ভেঙে গেল নাথান ডুনাওয়েের। চারপাশে উৎসুক দৃষ্টি চালাল ও। আগুন নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে, তবে গুহায় উষ্ণতা ঠিকই রয়েছে। শব্দ শুনে বোঝা গেল বাইরে বৃষ্টির তোপ কমে গেছে, তবে পড়ছে এখনও। ভোর হয়নি, কিন্তু অবচেতন মন আর ইন্দ্রিয়ের বদৌলতে বুঝতে পারল তার খুব বেশি দেরিও নেই।

এতক্ষণেও যেহেতু রেনিগেডদের দেখা মেলেনি, তারমানে তাদের ঘোল খাইয়ে ছেড়েছে ওরা। বিশেষ করে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে তুমুল বেগে ছুটে আসা বেশ কাজে দিয়েছে, রেনিগেডদের বেশ পিছনে ফেলে দিয়েছে; এবং যাও-বা ছাপ ফেলে এসেছে, বৃষ্টি সব মুছে দিয়েছে।

গুহার অবস্থানও অস্বাভাবিক, সাধারণ ট্রেইল থেকে একটু দূরে এবং বিচ্ছিন্ন জায়গায়। সম্ভবত ওয়াইল্ডবাহিনীর কাছে এটা অপরিচিত, উপরন্তু খুঁজে পাওয়াও সহজ নয়।

চাইলে এখানে কয়েকদিন কাটিয়ে দেওয়া যাবে। পর্যাপ্ত না-হলেও সঙ্গে কিছু খাবার আছে ওদের। পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিত আঁচ না-পাওয়া পর্যন্ত এখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গতরাতে, সেটা যৌক্তিক মনে হচ্ছে এখন। ঠায় পড়ে থাকবে এখানে,

নেহাত ঠেকায় না-পড়লে গুহার বাইরে যাবে না। চেষ্টা থাকবে যাতে কোনরকম ট্র্যাক না-ফেলে দিন কাটিয়ে দেওয়া যায়।

পরপরই সোনার কথা মনে পড়ল ওর।

আর্মি অ্যাম্বুলেন্সের উপর কার্যত কোন কর্তৃত্ব ছিল না ওর, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রভাব ও পদবীর দোহাই দিয়ে ওয়্যাগন ট্রেন থেকে অ্যাম্বুলেন্স সরিয়ে নিয়েছিল নাথান, অ্যাম্বুলেন্সের কমাণ্ড নিয়েছিল নিজের হাতে; স্বভাবতই পে-রোলের টাকা এবং মেয়েদের দায়িত্ব ওর কাঁধে বর্তে গেছে। সেক্ষেত্রে, এখন সমস্ত টাকা উদ্ধার করা ওর একার দায়িত্ব।

রীতিমত কর্তব্য হয়ে পড়েছে। কোনভাবে এতে অবহেলা করা যাবে না।

তবে পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী প্রথম সমস্যা টাস্কো ওয়াইল্ড। আগে রেনিগেড নেতার ব্যবস্থা করতে হবে, পরে অন্য কিছু। নাথান মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে ওয়াইল্ডের গতি না-করে সোনার দখল পেলেও রাখতে পারবে না; বরং দুটোই ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সোনা উদ্ধার করতে হলে টাস্কো ওয়াইল্ডের বাধা আগে টপকে যেতে হবে।

ওয়াইল্ড সম্পর্কে কতটা জানে ও?

বহু বছর আগে, ছেলেবেলায় কয়েকদিনের জন্য একসঙ্গে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছিল ওরা, তারও আগে ইণ্ডিয়ান গ্রামে বন্দি ছিল। তবে বন্দিত্বের সময় দু'জনে যোগাযোগ বা সখ্যতা গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল না। প্রয়োজনের তাগিদে একে অন্যকে সাহায্য করেছে, ব্যাপারটা ঘটেছে পরিস্থিতির খাতিরে; নইলে দু'জনের স্বভাবে বা আচরণে কোন মিলই ছিল না—পরস্পর বিপরীতধর্মী চরিত্রের দুটো ছেলে ছিল ওরা তখন। ইণ্ডিয়ানদের ফাঁকি দিয়ে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে ফোর্ট লারামি পৌঁছানো একা সম্ভব ছিল না, দু'জনেই বুঝতে পেরেছিল ওরা, এবং এও বুঝেছিল পরস্পরকে সাহায্য করলে ওদের সাফল্যের সম্ভাবনা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।

ষোলো চলছিল তখন ওয়াইল্ডের, তখনই বোঝা যাচ্ছিল কেমন মানুষ হতে চলেছে সে। সকাল দেখে নাকি সারাদিনের আভাস পাওয়া যায়, কথাটা তার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হয়নি।

দীর্ঘদেহী, সুদর্শন, আমুদে তরুণ ছিল সে। সুঠামদেহ আর শক্তির কারণে বেপরোয়া হতে পছন্দ করত। ভয়-ডর কী জিনিস, জানত না; পরোয়াও করত না। বৈরী পশ্চিমের যে-কোন স্থানে অভ্যস্ত—কি মরুভূমিতে, কি পাহাড় বা বনভূমিতে। মিসৌরি আর টেক্সাসে থাকার সময় ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়ে অভিজ্ঞ হয়ে গিয়েছিল; চোদ্দ বছর বয়সে কোমাঞ্চি, পনেরোয় কিওয়াদের সঙ্গে লড়েছে। ওয়্যাগন ট্রেনে পশ্চিমে যাত্রা করার কিছুদিন আগে পুব টেক্সাস থেকে আসা এক আউটলকে খুন করেছে হাতাহাতির সময়।

নেতৃত্বের সহজাত গুণ নিয়ে জন্মেছে টাস্কো ওয়াইল্ড। একই সঙ্গে আগ্রাসী ও অতি সাবধানী লোক। স্বভাবে বেপরোয়া হলেও বিপদ সম্পর্কে আগাম কীভাবে যেন টের পেয়ে যায়।

নাথানের সঙ্গে তার ক্ষণিকের বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক স্রেফ ঠেকায় পড়ে, পরিস্থিতির খাতিরে। কিশোর বা তরুণ নাথান পুরোদস্তুর নম্র, শান্তিকামী ছিল; অযথা ঝামেলা এড়ানোর মানসিকতা ওর সেই ছেলেবেলা থেকে তৈরি হয়েছে। স্বাবলম্বী হওয়ার ইচ্ছা থেকে সবসময়ই চেষ্টা করত নিজের কাজ সময়ে সেরে ফেলতে। সঙ্গী হিসাবে কেউ থাকলে বিনা তর্কে তাকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ দিত নাথান, প্রয়োজন না-হলে কোন ব্যাপারে বিরোধিতা করত না। ওর কাছে মনে হত লক্ষ্য পূরণ করাই বড় ব্যাপার, কীভাবে তা করা হলো তাতে কিছু যায়-আসে না।

হামবড়া স্বভাব কখনোই ছিল না ওর। নাথান জানে তরুণ ওয়াইল্ডের চেয়ে যোগ্যতায় কোন অংশে কম ছিল না, যদিও ওর সামর্থ্যের ব্যাপারে সন্দিহান ছিল টাস্কো ওয়াইল্ড; কখনও কখনও খোঁচা দিতেও ছাড়ত না। কিন্তু নীরবে তা শুনত নাথান, ওর

সম্পর্কে ওয়াইল্ডের মতামতে কিছু যায়-আসে না বলে ভেবেছে। তা ছাড়া, ওর কাছে মনে হয়েছে ওয়াইল্ডকে এমন ধারণা নিয়ে থাকতে দিলে বরং সেটা স্বস্তিকর হবে, ওদের আসল লক্ষ্য পূরণ হবে।

নিষ্ঠুর ও বিবেকহীন তরুণ হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করেছে ওয়াইল্ড, তবে একইসঙ্গে সে হাসি-খুশি, আমুদে এবং আবেগপ্রবণ—যদি উপযুক্ত সঙ্গ পায়।

নাথান জানে বরাবরই ওকে খাটো করে দেখেছে ওয়াইল্ড, সময়ে সময়ে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করতেও দ্বিধা করত না; কিন্তু ফোর্ট লারামি পৌঁছানোর পর এবং পুবে চলে যাওয়ার আগে, কয়েক মাসে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল দু'জনের মধ্যে। তখন কয়েকবারই ওয়াইল্ড বলেছে নাথানই তার একমাত্র বন্ধু। দুনিয়ায় এরচেয়ে অন্তরঙ্গ আর কেউ নেই।

পুব থেকে সৈনিক হিসাবে নাথান বিদেশে পাড়ি জমানোর সঙ্গে সঙ্গে আলাদা হয়ে গেছে ওদের পথ। পশ্চিমে থেকে গেছে ওয়াইল্ড। মণ্টানা আর ওয়াইওমিং-এ ফার শিকার করেছে, কলোরাডোর পাহাড়ে কাটিয়েছে কয়েক বছর, এবং পরে ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে গেছে। সবশেষে, মিসৌরি ফিরে এসেছে।

বিচিত্র অভিজ্ঞতায় কেটেছে নাথানের জীবন। যুবক বয়সে বহু মানুষ যখন ভবঘুরের মতে ঘুরে বেড়িয়েছে নানা জায়গায়, ভাগ্য ফেরাতে চেয়েছে এখানে-ওখানে টুঁ মেরে, নাথান তখন ফরেন লীযনের হয়ে আফ্রিকায় চাকুরি করেছে।

টানা ব্যস্ততার মধ্যে দিনগুলি কেটেছিল। একের পর এক অভিযান বা ক্যাম্পেইন চলেছে, মাঝখানে বিরতি বা বিশ্রামের সুযোগ ছিল না-বললে চলে। দীর্ঘ সাত বছর কখনও অনিয়মিত কখনও পুরোদস্তুর অফিসার হিসাবে অ্যাটলাস মাউণ্টেন এলাকায় যুদ্ধ করতে হয়েছে, এমনকী সুদূর ত্রিবেস্তি এলাকায়ও হানা দিতে হয়েছে। একটা অভিযান ছিল হোগার মাউণ্টেনে, আরেকটা ছিল

ট্যামানর‍্যাসেটে।

আরবদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে, কখনও আবার তাদের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হয়েছে। আরবদের মধ্যে জনশ্রুতি আছে: কারও হাত যদি কেটে ফেলতে না-পারো, তবে ওই হাতে চুমু খাও। সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা ওকে এমনকী শত্রুর সঙ্গেও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে শিখিয়েছে, এবং চরম অবিশ্বাসীতেও পরিণত করেছে।

এরপর রোম আর পোপের বাহিনীতে কেটেছে ওর। বছর খানেক পর চীনে গেছে। ওখানকার ম্যানচু সরকারে ওর চাকুরি জীবন ছিল গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায়। ক্রমাগত ও দ্রুত সাফল্য পেয়েছে নাথান। কমাণ্ডের আগে রেকি করতে গিয়ে একদল দস্যুর সামনে পড়ে গিয়েছিল, তাদের ঠেকাতে গিয়ে গালে স্থায়ী একটা দাগ অর্জন করেছে...

এর সবই সুদূর অতীত এখন। ফের প্রিয় জায়গায় এসেছে ও, দুনিয়ার যে-কোন স্থানের চেয়ে এখানে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে; হয়তো এখানেই সবচেয়ে কঠিন সময় কাটিয়েছে বলে। নাড়ির টানও বলা যেতে পারে। নিয়তি ওকে টেনে নিয়ে এসেছে এবং দাঁড় করিয়েছে টাস্কো ওয়াইল্ডের মুখোমুখি...এবার সহযাত্রী নয় সে, বরং শত্রু!

ঝুঁকে একটা কাঠি তুলে নিয়ে জ্বলন্ত অঙ্গার আর কয়লা নেড়ে-চেড়ে আগুন চাঙা করে নিল নাথান। তারপর আরও কয়েকটা কাঠি যোগ করল। ঘুমের মধ্যে ছটফট করল মেরিয়ন ক্রকেট, বিড়বিড় করে বলল কী যেন।

বাইরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে আবার।

বেডরোলে উঠে বসল নাথান, পায়ে বুট গলিয়ে বিছানা ছাড়ল। হঠাৎ আয়রন হাইডের শূন্য বিছানার উপর চোখ পড়ল। চেরোকি উধাও হয়ে গেছে!

কয়েক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে থেকে ভাবল ও। কোথায় গেছে

লোকটা?

মাথায় হ্যাট আর গায়ে স্লিকার চাপিয়ে রাইফেল তুলে নিল হাতে। কয়েক গজ দূরে, দেয়ালের কাছাকাছি শুয়েছে আন্দ্রেস মোয়েলার। তার কাছে চলে এল নাথান, ঝুঁকে জার্মানের কাঁধ স্পর্শ করল।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলে তাকাল সে।

'আয়রন হাইড বাইরে গেছে কোথাও,' প্রায় ফিসফিস করে বলল নাথান, চায় না অন্যদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটুক। 'বাইরে চক্কর কেটে আসি। গুহা থেকে বেরিয়ো না, আর সাবধানে থেকো।'

গুহামুখের কাছে এসে বাইরে দৃষ্টি চালাল ও। সামনে অগভীর ক্যানিয়ন। বেশ গভীর আর সঙ্কীর্ণ। জায়গায় জায়গায় বোল্ডার ও পাথুরে স্ল্যাব পড়ে আছে। মরা বেশ কয়েকটা গাছ দেখতে পেল, সম্ভবত পাথর ধসের নিরীহ শিকার। নতুন গাছ গজিয়ে উঠতে দেরি হয়নি, পুরানো গাছের মূল থেকে উঠে গেছে তরতর করে।

কান খাড়া করতে অনেক নীচে পানির স্রোতের অস্পষ্ট শব্দ শুনতে পেল নাথান। সম্ভবত পাহাড়ের নীচে বা গভীরে কোন ঝর্না বইছে। মাথার উপর, আকাশে ভারী মেঘের আনাগোনা। হালকা বৃষ্টি চলছে লাগাতার।

চেরোকির ব্যাপারে দুশ্চিন্তা হচ্ছে। পায়ে হেঁটে গেছে সে, সঙ্গে ঘোড়া নেয়নি। কোথাও কোন ট্র্যাক নেই, তারমানে অবশ্যই মাঝরাতের আগে গুহা ছেড়ে বেরিয়ে গেছে আয়রন হাইড। যত শক্ত আর এমন বৈরী পরিবেশে অভ্যস্ত হোক না কেন, বিপদ হতে পারে আয়রন হাইডের মত অভিজ্ঞ ইণ্ডিয়ানেরও। এজন্যই উদ্বেগ বোধ করছে নাথান।

কোথায় গেছে সে? সাহায্যের প্রত্যাশায় মেজর হ্যানলনের পেট্রল বাহিনীর উদ্দেশে বেরিয়েছে? সেক্ষেত্রে, ঘোড়ায় চড়ে যাওয়ার কথা। নাকি সোনা উদ্ধার করতে রেনিগেডদের ক্যাম্পে

ফিরে গেছে?

গুহা থেকে বেরিয়ে প্রকাণ্ড পাইনের কাছে চলে এল নাথান। পাইনের গুঁড়ির সঙ্গে প্রায় পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল। চট করে এখন আর ওকে চোখে পড়বে না, পাইনের গুঁড়ির পটভূমির সঙ্গে মিশে গেছে। সামনের বিস্তীর্ণ প্রান্তর খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করল।

একটু পর, টের পেল ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে অ্যানিটা। 'কী মনে হয়, ন্যাট, কোথায় যেতে পারে ও?' জানতে চাইল।

'আমার ধারণা পে-রোলের টাকা উদ্ধার করতে গেছে,' মৃদু স্বরে বলল ও। 'এ ছাড়া ওর বেরোনোর কোন কারণ নেই। অন্তত আমার মাথায় আসছে না। সেক্ষেত্রে, আমাকেও বেরোতে হবে। সাহায্য দরকার হতে পারে ওর।'

মুহূর্ত কয়েক কিছু বলল না অ্যানিটা। 'পারলে তোমাকে যেতে দিতাম না, ন্যাট,' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে বলল ও। 'কিন্তু এও জানি তোমাকে যেতেই হবে।'

'চিন্তা কোরো না। আপাতত এখানে নিরাপদ থাকবে তোমরা, বিশেষ করে কোথাও না-বেরোলে। ঘোড়া ছুটিয়ে সরে পড়তে গেলে বরং ধরা পড়ে যাবে।'

পর্বতশ্রেণীর আনাচ-কানাচ জরিপ করছে নাথান। যেভাবে এসেছে ওরা, পাহাড়ের কিনারা ঘুরে যাওয়ার চেয়ে বরং অতিক্রম করাই সহজ হবে বলে মনে করছে। চলার পথে আড়াল পাবে, আর ট্রেইলের বেশিরভাগ উঁচু জায়গা নীচ থেকে প্রাকৃতিক কারণে অদৃশ্য থেকে যাবে। অপেক্ষাকৃত দুর্গম হলেও, পথটা হবে বেশ সংক্ষিপ্ত।

তাই সবদিক বিবেচনায় পাহাড় অতিক্রম করাই যুক্তিসঙ্গত।

আয়রন হাইডের যোগ্যতা নিয়ে সন্দেহ নেই। সেরাদের সেরা সে। বিশেষ করে এমন পরিস্থিতিতে। ওকে ধোঁকা দেওয়া কঠিন হবে। তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ওর কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে। এতক্ষণে নিশ্চয়ই ক্যাম্পে পৌঁছে গেছে টাস্কো ওয়াইল্ড, বন্দিরা

পালিয়ে গেছে শুনে মহা খাপ্পা হয়ে যাবে। শুধু টাকা নিয়ে সন্তুষ্ট হতে পারে সে–যুক্তির খাতিরে এমন একটা সম্ভাবনা থেকে যায়–হয়তো টাকায় সন্তুষ্ট হয়ে চলে যাবে সে, যেহেতু ষাট হাজার ডলার অনেক টাকা। কিন্তু নাথানের নিজেরই যথেষ্ট সন্দেহ আছে, এবং সেক্ষেত্রে, চিন্তার নতুন খোরাক জোগাড় হয়ে যায়...

এরআগে সম্ভবত এত বেশি টাকার দাঁও মারতে পারেনি টাস্কো ওয়াইল্ডের দল, কিংবা ভবিষ্যতেও যে মারতে পারবে তার সম্ভাবনা কম; ওয়াইল্ড হয়তো ব্যাপারটা বিবেচনা করে ব্যক্তিগত প্রতিহিংসাকে উপেক্ষা করবে। কিন্তু নাথানের মনে হচ্ছে—তাকে যদি ঠিক চিনে থাকে—সব টাকা একা মেরে দেওয়ার চেষ্টা চালাবে ওয়াইল্ড, বিশেষ করে দাঁওটা যেহেতু লোভনীয়। সেক্ষেত্রে, ক্রুদের ভাঁওতা দিয়ে বা অন্য কোনভাবে সটকে পড়বে সে এবং কেউ পিছু ধাওয়া করবে না—সেটা নিশ্চিত করার সমস্ত আয়োজন করবে নিশ্চয়ই।

'শোনো,' অ্যানিটাকে বলল ও। 'আমি যদি দু'দিনের মধ্যে ফিরে না-আসি, এ জায়গা ছেড়ে চলে যেয়ো। চলার পথে, খেয়াল রেখো যতটা সম্ভব উঁচু জায়গা ধরে যেতে হবে, পাহাড়ই আড়াল যোগাবে তোমাদের।'

ঝট করে ফিরে তাকাল অ্যানিটা, নাথানের চোখে কী যেন খুঁজল। মুখ গম্ভীর। ব্যাপারটা নতুন নয় ওর কাছে, ভাবল নাথান। পেট্রল বাহিনীর দায়িত্ব নিয়ে মেজর হ্যানলনকে ইণ্ডিয়ান এলাকায় যাওয়ার আগে নিশ্চয়ই অসংখ্যবার বিদায় দিয়েছে অ্যানিটা, প্রতিবার অনিশ্চয়তায় থাকতে হয়েছে আর কখনও বাবার দেখা পাবে কি-না। এজনই নিজেকে সামলে রাখতে পেরেছে, বুক টানটান করে দাঁড়িয়ে, ভেঙে পড়েনি মোটেই; ভিতরে যদি কোন ক্ষরণ বা কষ্ট হয়েও থাকে, সযত্নে চেপে রেখেছে, নিজস্ব অনুভূতি প্রকাশ করছে না; যেহেতু জানে নাথানকে যেতেই হবে, অনুরোধ বা মিনতি করা মূল্যবান সময়ের অপচয় মাত্র।

গ্রে-কে এখানে রেখে যাওয়ার কথা ভাবছে নাথান। বিশ্রাম দরকার ওটার। দরকার হলে অন্যদের একটা ঘোড়া নিয়ে গেলে হবে। আয়রন হাইডকে সাহায্য করতে গেলে কিংবা সোনা উদ্ধার করতে গেলে হয়তো ঘোড়ার দরকার হবে।

'ভাল থেকো,' মৃদু স্বরে বলল নাথান, ঝুঁকে আলতো চুমো খেল অ্যানিটার গালে, একইসঙ্গে সামান্য চাপ দিল বাহুতে। ঘুরে দাঁড়িয়ে এক চিলতে খোলা জায়গাটা পেরিয়ে গেল ও, তারপর ঢাল ধরে গাছপালার আড়ালে চলে গেল। বৃষ্টির তোড়ে ঝাপসা হয়ে এল ওর কাঠামো।

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল অ্যানিটা, পিছন থেকে দেখল নাথানকে, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে গুহায় ফিরে এল।

গুহামুখে দাঁড়িয়ে ছিল মেরিয়ন ক্রকেট। সহানুভূতি ও সান্ত্বনা জানাতে অ্যানিটার কাঁধে একটা হাত রাখল। 'এখন থেকে দু'জনকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে তোমার, হানি,' সামান্য হাসল মহিলা। 'এর কোন শেষ নেই। প্রতিবারই বিদায় জানাতে কষ্ট হয়, বিশ্বাস করো, কখনও যে একটু কম কষ্ট লাগে তা নয়। বিশটা বছর ধরে বলে আসছি! আমি জানি কেমন লাগছে তোমার!'

'ও ঠিকই ফিরে আসবে।'

'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়। খুবই শক্ত মনের মানুষ সে। কারও পক্ষে যদি সমস্ত বাধা টপকে ফিরে আসা সম্ভব হয়, তো সে হচ্ছে তাদের একজন। বিপদ উতরে যাওয়ার সহজাত ক্ষমতা আছে ওর।'

পাহাড়ী ঢালের দিকে আবার তাকাল অ্যানিটা। কোথাও দেখা যাচ্ছে না নাথানকে। দেখা যাওয়ার কথাও নয়, এমনকী কেউ ওদিকে গেছে—এমন নমুনাও চোখে পড়ছে না। লাগাতার বৃষ্টি হয়ে চলেছে।

'তুমি ওকে ভালবেসে ফেলেছ, তাই না, অ্যানিটা?' জানতে

চাইল মিসেস ক্রকেট।

'হ্যাঁ।'

পিছনে আন্দ্রেস মোয়েলারের উপস্থিতি টের পেল ওরা। 'ভাল মানুষ ও,' মৃদু স্বরে বলল সে। 'সাচ্চা লোক। অফিসার হিসাবেও দারুণ। সবসময়ই অধীন সৈনিক আর সহকর্মীদের সুবিধা-অসুবিধা চিন্তা করে সে।'

আগুনের কাছে এসে বসল অ্যানিটা, কয়েকটা কাঠি যোগ করল। কয়েক মিনিট বাইরে আর গুহামুখের কাছে থাকায় বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে শরীর, আগুনের উষ্ণতাকে এখন পরম কাঙ্ক্ষিত মনে হচ্ছে। নাথানের কথা মনে পড়ল: কী কষ্টেই না পথ চলছে সে! ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশ উপেক্ষা করে চলেছে অধীন সৈন্যের ভাল-মন্দের খোঁজ করতে। সম্ভব হলে পে-রোলের টাকাও উদ্ধার করবে। অ্যানিটা জানে—দুটোর কোনটা অপূর্ণ থাকা পর্যন্ত ফিরে আসবে না সে।

পাহাড়ী ঢালে, ঘন অ্যাসপেন সারির নীচ দিয়ে এগিয়ে চলেছে নাথান ডুনাওয়ে। খাড়া ঢালে অগভীর বন জন্মেছে, জায়গাটা ভাল লাগছে ওর; বৃষ্টি হচ্ছে বলে আরও বেশি উপভোগ করছে। কয়েকবার ঠায় দাঁড়িয়ে বনভূমির শব্দ শুনেছে তীক্ষ্ণ মনোযোগ দিয়ে, কানকে বৃষ্টির ছন্দময় শব্দের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে দিয়েছে আগে, একইসঙ্গে অন্যান্য শব্দ শুনতে পাওয়ার জন্য সক্রিয় ছিল।

ধীর গতিতে হলেও টানা এগিয়ে চলেছে ও।

চলার পথে সতর্ক রয়েছে নাথান। বলা যায় না, হয়তো ওদের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে রেনিগেডরা, তাদের মুখোমুখি পড়ে যেতে পারে। তবে তেমন সম্ভাবনা কম, অন্তত তাই ভাবছে নাথান, ওর কাছে মনে হচ্ছে এমন বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যে বনে-বাদাড়ে আসার বিলাসিতা রেনিগেডরা দেখাবে না।

সামান্য ঘুরপথে রিজ পেরোল নাথান, শেষে রেনিগেডদের ক্যাম্পের ঠিক ওপরে এমন এক জায়গায় পৌঁছল যেখান থেকে

নীচের ক্যাম্পের প্রায় পুরোটা চোখে পড়ে। তবে উপরে থাকলেও কিছুটা দূরে রয়েছে। বোল্ডারের উপর হেলে পড়া এক গাছের আড়াল থেকে নজর রাখল ও। জায়গাটা সাময়িক আশ্রয় হিসাবেও সেবা দিচ্ছে। বোল্ডারের উপর ডালপালা আচ্ছাদনের মত ঘিরে রয়েছে, লতাপাতার ছাদ ভেদ করে বৃষ্টি পড়ছে না বললেই চলে। একজন মানুষের জন্য যথেষ্ট জায়গা তো বটেই, সঙ্গে একটা ঘোড়াও রাখা যাবে। শুধু সামনে ছাড়া অন্য কোন দিক থেকে দেখা যাবে না।

পাহাড়ী ঢাল বরাবর নীচে স্পষ্ট চোখে পড়লেও উপরের দিক অদৃশ্য রয়ে গেছে। পাথুরে চাঙড়, ঘন হয়ে জন্মানো লতা-গুল্ম বা বোল্ডারের কারণে দেখা যাচ্ছে না পরিষ্কার। তবে অস্পষ্টভাবে হলেও খাড়া ও খুবই সঙ্কীর্ণ একটা ট্রেইল দেখতে পাচ্ছে, পাথর আর গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। সম্ভবত ইণ্ডিয়ান ও বুনো প্রাণীরা ব্যবহার করে ট্রেইলটা, তবে ওটা ধরে আদৌ কোথায় বা কত দূরে যাওয়া যাবে, নাথানের জানা নেই।

নীচের ক্যাম্প খুঁটিয়ে দেখল। কয়েকটা ঘোড়া উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে রেনিগেডরা, কারণ ক্যাম্পের কিনারে গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে মোট ছয়টা ঘোড়া। তবে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আয়রন হাইড কি ধরা পড়েছে ওদের হাতে, নাকি ওর মতই কোথাও ঘাপটি মেরে আছে? মওকা পাওয়ার জন্য তক্কে তক্কে আছে? নাথানের মতই কোন আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে, না বৃষ্টিতে ভিজছে বেচারা?

এখানে ওর অবস্থানটা দারুণ। অসুবিধা শুধু একটাই—নীচে নেমে যাওয়া খুব কঠিন হবে, যদি আদৌ নামার প্রয়োজন পড়ে। বরং সেক্ষেত্রে ঘুরপথে নেমে যেতে হবে। গাছের গুঁড়ির উপর বসে পড়ল নাথান, বৃষ্টি এবং বাতাস—কোনটাই গায়ে লাগছে না, নিশ্চিন্তে নজর রাখতে পারছে।

কয়েক মুহূর্ত পর লীন-টু থেকে বেরিয়ে এল এক লোক।

শুকনো কাঠ সংগ্রহ করে ফিরে গেল আশ্রয়ে।

হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল, ক্যাম্পে ঢুকে পড়ল চার অশ্বারোহী। দ্রুত স্যাডল ত্যাগ করে লীন-টুতে গিয়ে ঢুকল।

নাথান খেয়াল করল ইতোমধ্যে একচালা কাঠামোটাকে বড় করা হয়েছে। ভাল করে দেখার জন্য সামান্য ঝুঁকে পড়ল ও, খুঁটিয়ে দেখার পর নিশ্চিত হলো রাইডারদের একজন টাস্কো ওয়াইল্ড!

বিশালদেহী লোক সে। অন্তত আড়াইশো পাউণ্ড হবে ওজন। দীর্ঘ সুঠামদেহ। পোশাকের নীচে সুগঠিত পেশি কিলবিল করছে, বিশেষ করে কাঁধ ও বাহুতে—মাসলম্যানদের মত অস্বাভাবিক পুরুষ্টু পেশি।

সোনালি চুল ওয়াইল্ডের, সঙ্গে মানানসই চওড়া গোঁফ। গায়ে-গতরে দৈত্যাকার হলেও চলাফেরা অস্বাভাবিক ক্ষিপ্র, চঞ্চল ও সতর্ক; হালকা পা ফেলে হাঁটে। ঝালরঅলা বাকস্কিন জ্যাকেট আর সাধারণ রেঞ্জ পোশাক পরনে।

তিন সঙ্গী যে বিশেষ কেউ, সেটা তাদের চেহারায় স্পষ্ট। সাত ঘাটের পানি খাওয়া কঠিন মানুষ, দলনেতার মত যে নিষ্ঠুর ও বিবেকহীন, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

রেনিগেডদের মুখোমুখি হওয়ার খায়েশ নেই নাথানের, বরং ওর আগ্রহ কেবল পে-রোলের টাকায়। টাকা উদ্ধার করতে পারলে সন্তুষ্ট হবে, এবং সেজন্য যতক্ষণ সম্ভব ওয়াইল্ডদের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়ানোর চেষ্টা করবে। নেহাত নিরুপায় হলে...আর আয়রন হাইডের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চায়।

সফল হতে হলে আগে টাকা এবং চেরোকির অবস্থান জানতে হবে ওকে। আরও জানতে হবে টাস্কো ওয়াইল্ডের পরিকল্পনা। ঠিক কী করতে চায় লোকটা, জানা থাকলে ওর উদ্দেশ্য পূরণ করতে সুবিধা হবে।

ওয়াইল্ড সম্পর্কে যা জানে, সবই তার ছেলেবেলার; তবে

নাথান মোটামুটি নিশ্চিত যে চরিত্র বদলায়নি তার; বরং হয়তো আরও পরিণত হয়েছে। বেপরোয়া, দুঃসাহসী, একরোখা ও মারকুটে তরুণ ছিল সে, কোন কিছুতে ভয় পেত না, হাতাহাতি বা যে-কোন ধরনের অস্ত্রের লড়াইয়ে দক্ষ ছিল; এবং হিংস্র পশুর ন্যায় ধূর্ত ও নিষ্ঠুর।

টাস্কো ওয়াইল্ডের পরিকল্পনা বা ইচ্ছে সম্পর্কে নাথানের প্রথম অনুমানে ভুল হয়নি। পুরো ষাট হাজার ডলার একা সাবাড় করে দেওয়ার তালে আছে সে। সেক্ষেত্রে, প্রথমে দলের বেশিরভাগ লোককে খসিয়ে দিতে হবে, ঝেড়ে ফেলতে হবে তার নিজের কাছ থেকে; হয়তো অন্য কারও বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে, কিংবা অন্য কোন উসিলায় সরিয়ে দিতে হবে, যাতে নিশ্চিন্তে টাকা নিয়ে সরে পড়তে পারে সে। অন্যরা সরে গেলে তখন তল্লাট ছেড়ে চলে যাবে নিরাপদ কোথাও।

পশ্চিমে যাবে নিশ্চয়ই, সেটাই যুক্তিসঙ্গত। পুব দিকে গেলে ফোর্ট লারামি বা জুলসবার্গ, যেখানে রেনিগেড বা তাদের বন্ধুদের চোখে ঠিকই ধরা পড়ে যাবে। ওয়াইল্ডকে শনাক্ত করার মত লোকের অভাব হবে না। পশ্চিমে গেলে ধরা পড়ার সম্ভাবনা নেই; বিশেষ করে যদি একটু ঘুরপথে—অর্থাৎ উত্তর-পশ্চিম হয়ে যদি যায়। মণ্টানার খনি, ভার্জিনিয়া সিটি বা অন্য কোথাও গেলে...

ষাট হাজার ডলার যথেষ্ট টাকা, আরও টাকা বানানোর খায়েশ নিশ্চয়ই নেই ওয়াইল্ডের, বিশেষ করে এত টাকা হাতে পাওয়ার পর যেহেতু এ-ধরনের বেহিসাবী দুর্বৃত্তরা সাধারণত খরচ করার দিকে মনোযোগী হয়ে পড়ে। ওয়াইল্ডও তার ব্যতিক্রম নয়। জৌলুসহীন কোথাও গিয়ে বেগার খাটার বা টাকা বিনিয়োগ করার ধাত এদের কারও নেই। সেক্ষেত্রে, স্যান ফ্রান্সিসকো বা পুবের কোন শহরে চলে যাবে সে।

পুবে যেতে হলে ব্ল্যাকফুট এলাকা পেরিয়ে যেতে হবে, কিংবা তার কিনারা ঘেঁষে সিয়ক্স অঞ্চল পার হতে হবে। এক্ষেত্রে অবশ্য

সেনাবাহিনীর পেট্রল বাহিনীর মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকবে।

স্যান ফ্রান্সিসকোই যাবে সে, তবে অরিগন ট্রেইল ধরে সাগর তীরে চলে যাবে আগে। তা হলে পেট্রল বাহিনীর সঙ্গে মোলাকাত হওয়ার ঝুঁকি থাকবে না।

তবে সবই অনুমান, ভাবছে নাথান। ওয়াইল্ডের গোপন ইচ্ছে সম্পর্কে মোটামুটি অব্যর্থ অনুমান করতে সক্ষম হলেও ক্ষীণ দ্বিধা বা সন্দেহ রয়ে গেছে ওর মনে। লোকটার অন্য একটা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ধন্দে ফেলে দিয়েছে নাথানকে, ওয়াইল্ড বরাবরই ধুরন্ধর চালবাজ, তার সম্পর্কে কোন কিছুই আগাম বলা যায় না। কখনও কখনও সবচেয়ে অপ্রত্যাশিত কাজটাই করে বসে।

ভাবনার লাগাম টানল নাথান। আগের কাজ আগে। ওয়াইল্ড সব টাকা নিজের পকেটে ভরার চেষ্টা করবে বটে, তবে অনেক পরে; ওসব না-ভেবে বরং বর্তমান সমস্যার দিকে মনোযোগ দেওয়া উচিত। সন্দেহ নেই নাথান এবং মেয়েদের তালাশে নেমে পড়েছে রেনিগেডদের একটা অংশ; কিংবা ইতোমধ্যে সক্রিয় না-হলেও শিগ্‌গিরই নেমে পড়বে। পুরো এলাকা তালাশ করবে। আর এই ফাঁকে, অন্যদের সরিয়ে দেওয়ার সুযোগে ষাট হাজার ডলার নিয়ে সটকে পড়বে টাস্কো ওয়াইল্ড।

নিশ্চল বসে থাকল নাথান ডুনাওয়ে, নীচের ক্যাম্পে চোখ। পুরো লেআউট খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে। রেনিগেডদের অলক্ষ্যে লীন-টুতে যাওয়া অসম্ভব বলেই মনে হচ্ছে, বিশেষ করে বন্দিরা পালিয়ে যাওয়ায় যেহেতু দ্বিগুণ সতর্ক প্রতিপক্ষ।

উঁহুঁ, সম্ভব নয়, চিন্তাটা বাতিল করে দিল নাথান।

টাস্কো ওয়াইল্ডকে লীন-টু থেকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল ও। খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে চারপাশে একবার নজর বুলাল সে, আড়মোড়া ভেঙে হাত-পায়ের খিল ছাড়াচ্ছে। তারপর হঠাৎ দৃষ্টি তুলে তাকাল পাহাড়ের দিকে। ঠিক যেদিকে আছে নাথান।

অজান্তে পিছিয়ে এল ও, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভুল বুঝতে পারল। বিড়বিড় করে খিস্তি আওড়াল নিজের উদ্দেশে। বোকামি করেছে! কোনভাবে ওকে দেখতে পেত না ওয়াইল্ড, বিশেষ করে যেহেতু আড়ালে নিশ্চল বসে ছিল; কিন্তু আচমকা নড়াচড়ার কারণে আকৃষ্ট করে ফেলেছে ওয়াইল্ডকে। লোকটাকে আড়ষ্ট হয়ে যেতে নাথান বুঝে গেল ওর উপস্থিতি ফাঁস হয়ে গেছে রেনিগেড নেতার কাছে। সে হয়তো জানে না নাথান আছে এখানে, তবে ঠিকই ধরে নেবে কেউ একজন আছে।

পরমুহূর্তে অবশ্য ধারণাটা বাতিল করে দিল। টাস্কো ওয়াইল্ডকে নড়েচড়ে, আগ্রহ নিয়ে পাহাড়ের দিকে তাকাতে দেখে বুঝল ঠিকই ওর অবস্থান সম্পর্কে জেনে গেছে লোকটা, এবং তার আচরণ বলে দিচ্ছে নাথানের উপস্থিতিতে উল্লসিত হয়েছে!

তেরো

সুইট[illegible]টার উ[illegible]ত্যকা

কা[illegible]শ টেনে অস্থায়ী ক্যাম্প করা হয়ে[illegible]

লাগাতার হলেও ভারী ক্যানভাস ঠেকিয়ে দিচ্ছে। এক ফোঁটা[illegible]

চুইয়ে পড়েনি। দমকা বাতাস অবশ্য সমস্যা করছে, ঠাণ্ডা লাগছে বেশ, এমনকী বাকস্কিন জ্যাকেটও যথেষ্ট মনে হচ্ছে না। তবে ওসব নিয়ে ভাবনার অবকাশ নেই মেজর উইল হ্যানলনের। নিজ তাঁবুতে বসে রিপোর্ট লিখছে। ফোর্টে পাঠাতে হবে।

এখন পর্যন্ত ভয়াবহ কোন পরিস্থিতি দেখতে পায়নি পেট্রল বাহিনী, কিংবা চরম বিপজ্জনক বা ক্ষতিকর সংগঠিত বাহিনীরও

মুখোমুখি হয়নি—হোক ইণ্ডিয়ান বা রেনিগেড—তবে রেনিগেডদের বিচ্ছিন্ন একটা দলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছে ওদের। তথ্যটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, মেজর হ্যানলনের উদ্দেশ্য বা মিশনের পক্ষে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

টাস্কো ওয়াইল্ড কতটা বিপজ্জনক মানুষ এ-নিয়ে কখনোই সন্দেহ ছিল না মেজরের, তবে এত পশ্চিমে লোকটার উপস্থিতি সম্পর্কে দ্বিধায় ছিল, যা অনেক আগেই কেটে গেছে। জানে ওয়াইল্ডকে হালকাভাবে নেওয়া যাবে না, কিংবা ওভারল্যাণ্ড ট্রেইলে লোকটার উপস্থিতিও অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। রেনিগেড দলটাকে না-পারুক, কিন্তু শুধু নেতাকে যদি পাকড়াও করা যায়, দারুণ একটা কাজ হবে। পে-রোলের টাকা উদ্ধারও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে, এমনকী সঙ্গে অপর্যাপ্ত রেশন থাকা সত্ত্বেও কোনভাবে যার দায়িত্ব এড়াতে পারে না মেজর। রিপোর্টে তাই লিখেছে সে। সযত্নে এড়িয়ে গেছে নিজের মেয়ে আর ক্যাপ্টেন ক্রকেটের স্ত্রীর প্রসঙ্গ।

সুইট ওঅটর উপত্যকায় আসার পর কার্যত হাত-পা গুটিয়ে বসে আছে বাহিনী। হাতে নিরেট তথ্য নেই। জানা নেই কোথায় আছে অ্যাম্বুলেন্সের সদস্যরা, বা রেনিগেডদের সঠিক অবস্থানও জানা নেই। স্বভাবতই পে-রোলের টাকা সম্পর্কে জানে না। ধরে নেওয়া যায় লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ের সঙ্গে আছে।

শুয়ে-বসে সময় কাটাচ্ছে সৈন্যরা। শিকারীরা এ পর্যন্ত দুটো মোষ, কয়েকটা অ্যান্টিলোপ আর একটা হরিণ শিকার করেছে। তাজা মাংস পেয়ে সবাই খুশি।

জোড়ায় জোড়ায় স্কাউট করছে চারজন। সতর্ক নজর রাখছে চারপাশে। গ্র্যানিট পীকের পুবের পাহাড়ে চলে গেছে দু'জন, অন্য দু'জনের দলটা গেছে দক্ষিণ ও পশ্চিমের এলাকায়।

দশজনের বাহিনী নিয়ে উত্তর দিকে তালাশ চালাতে গেছে লেফটেন্যান্ট টমাস ক্রিসপিন। ক্রিসপিন দক্ষ অফিসার, বিশেষ

করে ফিল্ডে—ট্র্যাকিং-এ যাদু না-দেখাক, কাজ চালিয়ে নেওয়ার মত দক্ষতা রয়েছে তার; কিন্তু রেনিগেড বাহিনীর ট্রেইল হারিয়ে ফেলেছে সে। বীভার উপত্যকায় তাদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধের পর কোন ধরনের চিহ্ন খুঁজে পায়নি, স্রেফ যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে দুর্ধর্ষ টাস্কো ওয়াইল্ড বাহিনী।

রেনিগেডদের বেশিরভাগ পাহাড়ী মানুষ, বনেও সমান স্বচ্ছন্দ ও দক্ষ। তাই কোন চিহ্ন রেখে যাওয়া ছাড়াই উধাও হয়ে যেতে পারে এরা। ঠিক যেন কার্সন এলাকার পাহাড়ী মানুষ। আক্ষরিক অর্থে উধাও হয়ে যেতে সক্ষম।

ইণ্ডিয়ানদের মতই নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে ওরা, একেকজন একেক দিকে চলে যায়; তারপর ঘুরে একে অন্যকে পেরিয়ে যায়, আগের ট্রেইলে ফিরে আসে; এভাবে অসংখ্য ট্র্যাকের মাধ্যমে ধাঁধা তৈরি করে।

বীভার ভ্যালি থেকে চলে যাওয়ার পর পিছনে ফেলে আসা পথে পেট্রল বাহিনীর রেখে যাওয়া ট্র্যাক ধরে এগিয়েছে রেনিগেডরা, তারপর চাতুর্যের সঙ্গে একজন একজন করে ট্রেইল থেকে সরে গেছে। একটা স্থানে পৌঁছানোর দেখা গেল শুধু পেট্রল বাহিনীর নিজেদের ট্র্যাক পড়ে আছে, রেনিগেডরা কখন কোথায় বা কীভাবে ট্রেইল ছেড়ে সরে পড়েছে কেউ ধরতে পারল না।

লেফটেন্যাণ্ট ক্রিসপিনের চাকুরি জীবনের বেশিরভাগ সময় কেটেছে মেক্সিকান সীমান্তে, ট্রেইল অনুসরণে যথেষ্ট পারদর্শী হয়ে উঠেছিল সে। কিন্তু বিশাল সেই অভিজ্ঞতা এখানে কোন কাজেই আসেনি। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ট্রেইলে স্পষ্ট ট্র্যাক পড়ে আছে, অথচ এখান থেকে সঠিক পথ-নির্দেশনা পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

ট্র্যাক লুকানোর এমন ঈর্ষণীয় দক্ষতা দেখাতে পারে শুধু অ্যাপাচিরা। কিন্তু ওরাও কিছু রীতি অনুসরণ করে। ওঅটরহোল থেকে কখনও দূরে যায় না। তাই, পানির উৎসের অবস্থান জানা থাকলে উদ্দিষ্ট ট্রেইল খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

এখানে পরিবেশের ষোলোআনা সুবিধা পেয়েছে রেনিগেডরা। পানির যোগান অফুরন্ত; গাছপালা, পাথর আর বোল্ডারের পর্যাপ্ত আড়াল পাচ্ছে, অসংখ্য ক্যানিয়ন ও উপত্যকায় লুকিয়ে থাকার হাজারটা জায়গা রয়েছে। তবে যতই লুকিয়ে থাকুক, আগে-পরে যখনই হোক একসময় বেরোতে হবে; এবং তখন ট্র্যাক ফেলে যাবেই।

নিতান্ত সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে তালাশ চালাচ্ছে লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে জানে, এও জানে এদেরকে ফাঁদে ফেলা প্রায় অসম্ভব হবে। তবে তারপরও হঠাৎ মুখোমুখি হয়ে পড়ার বা ক্যাম্পে অপ্রস্তুত অবস্থায় ওদের পেয়ে যাওয়ার ক্ষীণ হলেও একটা সম্ভাবনা রয়েছে।

বীভার ক্রীকের পাড়ে ওমেনা মিডৌতে ঢুঁ মারল সে, তারপর লাইমস্টোন মাউন্টেনের কোল ঘেঁষে পাস ক্রীকের উৎপত্তিস্থলে চলে এল। বিস্তর ট্র্যাক দেখতে পেল এখানে। সার্জেন্ট লেইক গ্রোভারের মতে এগুলো সবই ওয়াইল্ড বাহিনীর, ডুনাওয়ে এবং মহিলাদের তালাশে ব্যস্ত সময় কাটিয়েছে রেনিগেডরা, তাই ট্র্যাক নিয়ে তেমন গুরুত্ব দেয়নি। বস্তুত, এখানে এসে দেখা যাচ্ছে পেট্রল বাহিনীর প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ডুনাওয়েদের দিকে মনোযোগ দিয়েছে ওয়াইল্ড অ্যাণ্ড কোম্পানি।

বিকাল গড়িয়ে গেছে। সন্ধ্যা হতে এখনও ঘণ্টা খানেক বাকি। চাইলে আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে পারে। ক্লান্তি অনুভব করছে না ওরা। সবচেয়ে বড় কথা, সাফল্যের তাগিদ বোধ করছে লেফটেন্যান্ট। জানে ওর উপর নির্ভর করছে মেজর হ্যানলন। কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি রেনিগেডদের খুঁজে পেতে চাইছে। রেনিগেডদের পাওয়া মানেই ডুনাওয়েদের কাছে পৌঁছে যাওয়া।

সার্জেন্ট গ্রোভারকে ডাকল ও।

'বনহ্যামকে নিয়ে উত্তর দিকে চলে যাও,' সার্জেন্ট আসার পর

নির্দেশ দিল। 'পুরো এলাকা চক্কর শেষে সিয়ক্স পাসের শুরুতে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়ো।'

বনহ্যামকে নিয়ে গ্রোভার চলে যেতে পশ্চিমে এগোল টমাস ক্রিসপিন। একটু এগিয়ে সৈন্যদের ছড়িয়ে দিল সে, চিহ্নের খোঁজ করবে।

বড়সড় অর্ধ-বৃত্তাকার পথে ক্রমে পাসের দিকে এগিয়ে চলল। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হলো না। কোন চিহ্নই দেখতে পেল না। একসময় সিয়ক্স পাসের শুরুতে পৌঁছে সার্জেন্ট গ্রোভারের জন্য অপেক্ষায় থাকল ওরা।

'ওঁর সঙ্গে বাড়তি একটা ঘোড়া আছে, স্যার,' পৌঁছানোর পর রিপোর্ট করল সার্জেন্ট। 'খালি ঘোড়া নয়, ওটার পিঠে ভারী কিছু ছিল।' কর্পোরাল লিউ বায়ার আর ড্যান রসেটের লাশ খুঁজে পাওয়ার ঘটনা বিশদ জানাল সে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। ইতোমধ্যে আগুন জ্বালানো হয়েছে। আগুনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসল সার্জেন্ট গ্রোভার, মাটিতে এঁকে ব্যাখ্যা করছে সে। 'খুব সহজ চিহ্ন পড়ে ছিল, স্যার। আসলে কী ঘটেছিল বোঝা কঠিন ছিল না। একটা প্যাকহর্স নিয়ে আলাদা পথ চলছিল বায়ার আর ডরেস। ঘোড়ার পিঠে পে-রোলের বোঝা ছিল এবং একসময় ফিরতি পথ ধরেছিল বায়ার, কিন্তু পারেনি। ডরেস গুলি করেছে ওকে...হয়তো ভুলও হতে পারে আমার, তবে চিহ্ন দেখে তাই মনে হচ্ছে।

'ওদের অনুসরণ করে সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে, ওর বিশাল গ্রে ঘোড়ার ছাপ আলাদা করা পানির মত সোজা কাজ। বায়ারকে খুঁজে পাওয়ার পর ডরেসের পিছু নেয় সে, এবং কিছুক্ষণ পর ধরেও ফেলে। পাথুরে এক উপত্যকায় অ্যাম্বুশ করেছিল ডরেস, তবে সুবিধা করতে পারেনি। প্যাকহর্সটা উদ্ধার করে নিজের পথে চলে গেছে লেফটেন্যান্ট।'

'ওদেরকে এখানে কবর দেব আমরা,' সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল

লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন। কয়েকজনকে ডেকে লাশ সমাহিত করার নির্দেশ দিয়ে আগুনের কাছে বসা সার্জেন্ট গ্রোভারের কাছে চলে এল। মুহূর্ত কয়েক আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল, জানে সার্জেন্ট খুবই দক্ষ ট্র্যাকার—এতটাই যে মাটিতে যত চিহ্ন থাকে তারচেয়ে বেশিই বুঝতে সক্ষম লোকটা।

'কী মনে হয় তোমার, লেইক?' জানতে চাইল সে।

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল টেনেসিয়ান, শেষে শ্রাগ করল। 'সম্ভবত সব ক'টা পাস সম্পর্কে জানে ওয়াইল্ড, এমন ধরে নেওয়া মঙ্গলজনক হবে। সেক্ষেত্রে, প্রতিটি পাসের মুখে লোক বসিয়ে রাখবে সে। লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র ওদের চোখে ধরা পড়ে যাবে। অথচ বেরিয়ে আসা ছাড়াও উপায় নেই লেফটেন্যান্টের। পর্যাপ্ত রসদ নেই, সঙ্গে আছে দু'জন লেডি। সাহায্য করার জন্য লোক মাত্র দু'জন।

'এখান থেকে উত্তরের কোন পাস ধরে পাহাড় থেকে বেরিয়ে আসবে ডুনাওয়ে। খুব সম্ভব জায়গাটা সুইট ওঅটর গ্যাপ। পছন্দমত বা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ পথ ধরার উপায় নেই তার, পরিস্থিতি প্রতিকূলে। নির্ঘাত ওয়াইল্ড বাহিনীর তোপের মুখে গিয়ে পড়বে ওরা।

'এরপর কী ঘটতে পারে, সেটা অনুমান করে নিতে হবে। কে কাকে আগে দেখতে পায় এবং জায়গাটা কোথায় বা কী ধরনের, তার উপর নির্ভর করবে এর পরিণতি। বুদ্ধি খাটাতে হবে নাথান ডুনাওয়েকে। ঘোড়া ছুটিয়ে রেনিগেডদের খসাতে পারবে না সে। আমার দেখা সেরা সব ঘোড়া ওয়াইল্ড বাহিনীর লোকজন ব্যবহার করে, এত চৌকস ঘোড়া এমনকী সেনাবাহিনীতেও নেই। তো, টাস্কো ওয়াইল্ডের কাঙ্ক্ষিত দুটো জিনিস রয়েছে ডুনাওয়ের কাছে, টাকা এবং মেয়ে। যে-কোন মূল্যে ওগুলো ছিনিয়ে নিতে চাইবে সে।'

মিনিট খানেক ভাবল ক্রিসপিন, শেষে এক ট্রুপারকে ডেকে

পাঠাল। কাগজ-কলম নিয়ে দ্রুত হাতে একটা মেসেজ লিখল মেজর হ্যানলনের উদ্দেশে:

বায়ার আর ডরেসের লাশ খুঁজে পেয়েছি। সিয়ক্স পাস ধরে এগোলাম। লিটল সুইট ওঅটরের পাশে বনের শুরুতে ক্যাম্প করব।

—ক্রিসপিন

সিয়ক্স পাসে ঢোকার পর বিস্তর ট্র্যাক দেখতে পেল ওরা। সব অপরিচিত ঘোড়া। নিঃসন্দেহে ওয়াইল্ড বাহিনী। তাজা ট্র্যাক।

তুমুল বৃষ্টির মধ্যে লিটল সুইট ওঅটরের শুরুতে বনের কিনারে ক্যাম্প করল লেফটেন্যান্ট টমাস ক্রিসপিন। ঝটপট কয়েকটা কাঠামো খাড়া করে ফেলল সৈন্যরা, গাছের নীচে আগুন জ্বালাল। অ্যানিটা হ্যানলন এবং অন্যরা যে-গুহায় আশ্রয় নিয়েছে, এ মুহূর্তে সেখান থেকে দশ মাইলেরও কম দূরত্বে আছে ওরা।

আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এল ক্রিসপিন, ফ্রাঙ্ক বনহ্যাম সহ গাছের কিনারে এসে দাঁড়াল। 'সাপারের পর দু'জন লোককে পাঠাতে হবে, ফ্রাঙ্ক, তবে তারপরও চোখ-কান খোলা রেখো। আমি নিশ্চিত দক্ষিণ দিক থেকে আসবে ওরা, এবং পাহাড়ের কিনারা ধরে আসবে, যাতে সহজে কারও চোখে না-পড়ে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে, স্যার।'

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ বৃষ্টি দেখল লেফটেন্যান্ট। তেরছাভাবে নেমে আসছে আকাশ থেকে, বিরামহীন। এত ঘন বৃষ্টি যে পাতলা কুয়াশার মত পর্দা তৈরি করেছে দৃষ্টিপথে। নাথান ডুনাওয়ের কথা ভাবছে। না জানি কী বিপদে আছে! সঙ্গে মাত্র দু'জন সৈনিক, অথচ পে-রোল আর দু'জন মহিলার দায়িত্ব কাঁধে চেপেছে। কঠিন দায়িত্ব!

'আমার মনে হয় ঠিকই বেরিয়ে আসবে লেফটেন্যান্ট।'

নড করল ক্রিসপিন। 'আমিও তাই মনে করি। কারও পক্ষে যদি এই কঠিন কাজ করা সম্ভব হয়, তো সেই লোক হচ্ছে নাথান ডুনাওয়ে।'

'টাস্কো ওয়াইল্ডকে চিনি আমি, স্যার,' বলল ফ্রাঙ্ক বনহ্যাম। 'হাড় বজ্জাত! ওজার্কে আমার ভাইয়ের খামারে রেইড করেছিল বদমাশটা। লুটপাট চালানোর পর, চলে যাওয়ার আগে বউয়ের সামনে গুলি করে মেরে ফেলে আমার ভাইকে। নিজে একটুও হাত-পা নাড়বে না, দাঁড়িয়ে থেকে শুধু নির্দেশ দেয় অনুচরদের। এমন হারামী লোক আর দেখিনি। আমার ভাইকে খুন না-করলেও চলত, অথচ...'

'ওর সম্পর্কে এমন গল্প আমিও শুনেছি।'

ঠাণ্ডা বাতাস কামড় বসাচ্ছে শরীরে, মাঝে মধ্যে অজান্তে কেঁপে উঠছে। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ নেই, ভেবে আগুনের কাছে চলে এল লেফটেন্যান্ট। উষ্ণতার লোভে হাত বাড়িয়ে দিল আগুনের দিকে। মোষের মাংসের স্টুর সুঘ্রাণ পাচ্ছে সে, খিদেটা চাগিয়ে উঠল তাতে।

'হয়তো এর শোধ নেওয়ার সুযোগ আসবে তোমার, ফ্রাঙ্ক,' সান্ত্বনা দিতে বলল ক্রিসপিন, একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে বনহ্যাম। 'তবে প্রকৃতি ঠিকই প্রতিশোধ নেয়। কোন না কোনভাবে। হয়তো দেরি হয়, এই যা। যে যত বেশি চালাক আর নিষ্ঠুর, তার ক্ষেত্রে কিছু দেরি হতে পারে, কিন্তু শেষপর্যন্ত ধরা তাকে পড়তেই হয়।'

ঘুরপথে পাহাড় থেকে নেমে এল লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ে, কিছু দূর থেকে ক্যাম্পের উপর নজর চালাল। টাস্কো ওয়াইল্ড সহ আটজন রেনিগেড রয়েছে ক্যাম্পে, বাকিরা বোধহয় তালাশে বা অন্য কোন কাজে বেরিয়েছে। তবে ঘোড়া আছে দশটা। তারমানে দু'জন ধারে-কাছে কোথাও পাহারায় রয়েছে; কিংবা বাড়তি ঘোড়া দুটো প্যাক হর্স হিসাবে ব্যবহার করা হবে—একটা পে-রোলের

টাকা এবং অন্যটা সাপ্লাই বহন করার জন্য।

বৃষ্টি পড়ছে লাগাতার। পুরো লে-আউট খুঁটিয়ে দেখল নাথান, বোঝার চেষ্টা করল কোথায় টাকা রাখা হয়েছে। প্রতিপক্ষে যখন এত লোক, তাদেরকে হটিয়ে সোনা উদ্ধার করা যাবে না। যদি সফলও হয়, সোনা নিয়ে পালিয়ে যেতে হবে। এটা আরও কঠিন কাজ।

আয়রন হাইড কোথায়?

একটু একটু করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। ঝোপের আড়ালে রয়েছে নাথান, নিশ্চল মিনিটের পর মিনিট কেটে যাচ্ছে। অধৈর্য বোধ করছে না, বরং জানে হুট করে আগপাছ না-ভেবে বা আসল পরিস্থিতি না-জেনে চাল দেওয়া ঠিক হবে না।

তারচেয়ে অপেক্ষা করা যাক।

স্যাডল হাতে লীন-টু থেকে বেরিয়ে এল টাস্কো ওয়াইল্ড। বৃষ্টি কিছুটা ধরে এসেছে। ধীর পায়ে ঘোড়ার কাছে গেল রেনিগেড-নেতা, সময় নিয়ে ওটার পিঠে স্যাডল চাপাল। নাথানের কাছ থেকে বড়জোর কয়েক গজ দূরে আছে সে। পাইন গাছের গোড়ায় এক ঝোপের আড়ালে হাঁটু গেড়ে বসে আছে নাথান।

হাতড়ে প্রকাণ্ড কালো ঘোড়ার পিঠ থেকে পানি নিংড়াল টাস্কো ওয়াইল্ড, ব্ল্যাঙ্কেট বসাল ঠিক মত।

'নাথান ডুনাওয়েের সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হত,' হালকা চালে বলল সে, যেন স্বগতোক্তি করছে; নিচু স্বর, তবে নাথান ঠিকই শুনতে পাচ্ছে। 'ও যদি ধারে-কাছে থাকত, বিশেষ করে আমার কথা যদি শুনতে পেত, তা হলে দারুণ হত!'

ঝুঁকে স্যাডল তুলে নিল সে, ঘোড়ার পিঠের উপর রাখল। নিচু স্বরে যোগ করল: 'ওর সঙ্গে একটা রফা করা যেত।'

স্যাডলের পেটি টাইট করল সে, স্যাডল হর্নে দুই হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর আলাপী সুরে বলল: 'বুঝলে, স্যান ফ্রান্সিসকো একটা শহর বটে! এত জৌলুস আর

ফুর্তির সুবিধা অন্য কোথাও নেই! যেদিকে তাকাবে দেখবে ভিড় করেছে সুন্দরীরা…যাকে খুশি বেছে নাও। সবই পাওয়া যাবে ওখানে, শুধু যদি টাকা থাকে তোমার। ওই সোনার হরিণ কিন্তু এখন আমাদের হাতে, চাইলে আমরা দু'জনেই স্যান ফ্রান্সিসকোর রাজা হয়ে যেতে পারি!'

চুপ করে আছে নাথান, সন্দিহান। বুঝতে পারছে না টাস্কো ওয়াইল্ড ধাপ্পা মারছে কি-না। সত্যি সে ওর উপস্থিতি সম্পর্কে জানে, না অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছে? নিশ্চিত জানে যে নাথান কাছেই আছে? প্রস্তাবটা খাঁটি, নাকি ফাঁদে ফেলে ওকে আড়াল থেকে বের করতে চাইছে?

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? তা হলে জবাব দাও।'

হাত বাড়িয়ে পাশে পড়ে থাকা একটা নুড়িপাথর তুলে নিল নাথান, তারপর উপবৃত্তাকারে পাথরটা বেশ উঁচুতে ছুঁড়ে দিল, এমনভাবে যাতে ওটা আদপে কোত্থেকে ছোঁড়া হয়েছে বোঝা যাবে না।

বিশ হাত দূরে গিয়ে পড়ল পাথরটা।

শব্দটা শুনে শব্দ করে হাসল ওয়াইল্ড, পরিতৃপ্তির হাসি। 'আচ্ছা, আমি তা হলে ভুল করিনি! ঠিকই ধরেছি তুমি ধারে-কাছে আছ [illegible] এত লুকোচুরির কী আছে? বেরিয়ে এসো! পুরানো দিনের [illegible] আছে, [illegible]? সেই যে, ইণ্ডিয়ান গ্রাম থেকে বেরিয়ে একসঙ্গে [illegible] পথ যে [illegible]ড়ি দিয়েছি! ফোর্ট লারামি পৌঁছে আলাদা হয়ে গিয়েছি আমরা, কিন্তু তার আগ পর্যন্ত মানিকজোড়ের মত ছিলাম দু'জন! পুরানো দিনের মত আবারও জুটি বাঁধতে পারি আমরা, নাথান, এবং সফলও যে হব তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

আলগোছে হোলস্টার থেকে পিস্তলটা হাতে তুলে নিল নাথান, তারপর মৃদু স্বরে বলল: 'তুমি তা হলে আত্মসমর্পণ করতে চাইছ, টাস্কো?'

'আত্মসমর্পণ? আমি? হাসালে! অদ্ভুত কথা, এমন কিছু তো

বলিনি! বরং ন্যায্য ও লোভনীয় একটা প্রস্তাব দিচ্ছি তোমাকে। সঙ্গী-সাথীদের বাদ দিয়ে আমার সঙ্গে চলো, স্যান ফ্রান্সিসকোয় চলে যাব দু'জন। আয়েশী জীবন যাপন করব। ষাট হাজার টাকায় পায়ের উপর পা তুলে কাটিয়ে দিতে পারব।'

'টাস্কো, তুমি ভাল করেই জানো ফাঁপরে পড়ে গেছ। সৈন্যরা তোমাকে প্রায় ঘিরে ফেলেছে। চাইলেও এখান থেকে বেরোতে পারবে না। সেনাবাহিনী যেহেতু তোমাকে প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে, এখন আর কোন কিছুতে থামবে না, তোমাকে ধরবেই! মেজর হ্যানলনও বেশি দূরে নেই, যে-কোন সময়ে হয়তো তোমার টিকিটি ধরে ফেলবে।'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল রেনিগেড-নেতা। 'তাই কি? দু'রাত আগে তোমার মেজর হ্যানলনের সঙ্গে এক রাউণ্ড হয়ে গেছে, তা জানো? যা দেখলাম, আনকোরা সৈনিক নিয়ে এসেছে সে, আর আমার দলে আছে অভিজ্ঞ ও মারকুটে লোক! তোমার কী মনে হয়, পারবে ওরা আমাদের সঙ্গে? প্রশ্নই আসে না!'

ঘাড় কাত করে লীন-টুর দিকে ইশারা করল সে। 'তবে ওরা যাই করুক, আমার তাতে আগ্রহ নেই। মেজর আর আমার দলের কথা বাদ দাও, অযথা কামড়াকামড়ি না-করে বরং এসো আমরা দু'জন একাট্টা হই। ওই সোনাগুলো যদি দু'জনে ভাগ করে নিই, কেমন হয়?'

'সবশেষে তোমার একার হয়ে যাবে?'

হেসে উঠল ওয়াইল্ড। 'ধেত্তেরি, কী যে বলো না! জানো না, চোরও সাত ঘর বেছে চুরি করে? সবার সঙ্গে এক আচরণ করা যায় না, সেটা আমার নীতিবিরুদ্ধ। তুমি হচ্ছ বিশেষ লোক, অন্য চোখে দেখা উচিত তোমাকে! যত যাই হোক, একসময় পার্টনার ছিলাম আমরা। সেই খাতিরে...'

'ওসবের দোহাই দিয়ে লাভ নেই, টাস্কো,' কঠিন স্বরে বলল নাথান। 'এবার মন দিয়ে আমার কথা শোনো। পে-রোলের সব

টাকা আমার হাতে তুলে দাও, বিনিময়ে আমি দেখব তুমি যাতে নিশ্চিন্তে চলে যেতে পারো। একটা টোকাও লাগবে না তোমার গায়ে, সব দায় আমি নেব।'

মুহূর্ত কয়েক নীরব থাকার পর ওয়াইল্ড বলল, 'ন্যাট, এত বছর কোথায় ছিলে তুমি, বলো তো? বিশ্বাস করো, তোমাকে খুব মিস্ করেছি। একসঙ্গে যদি থাকতাম আমরা, অন্তত আমি বিশ্বাস করি, দুনিয়া জয় করে ফেলতে পারতাম!'

'আফ্রিকা, চীন...বিস্তর জায়গায় ছিলাম। বেশিরভাগ সময় যুদ্ধ করেছি।'

'চাপা মারছ না তো? তোমার ভাগ্য বটে! মনে স্বপ্ন ছিল নানা জায়গায় যাব, ঘুরে দেখব, কিন্তু বাস্তবে নক্সভিলের পুবে কখনও যাওয়া হয়নি।'

স্যাডলের উপর ঝুঁকে পড়েছে রেনিগেড নেতা। আয়েশী ভাব তার মধ্যে, চাহনিতে ধূর্ততা। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকলেও নাথান জানে ওর অবস্থান প্রায় নির্ভুল অনুমান করে নিয়েছে ওয়াইল্ড। পলকের জন্য লীন-টুর দিকে তাকাল। কেউ না কেউ শিগ্গিরই বেরিয়ে আসবে। নেতার কী হলো জানতে চাইবে কিংবা অন্য কোন কারণে।

'আত্মসমর্পণ করে সব সোনা তুলে দাও আমার হাতে, টাস্কো,' বলল নাথান। 'তোমার সাজা যাতে সহজ হয়, সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাব। আমার তো মনে হয়, বড়জোর বছর কয়েকের সাজা হবে। জেল থেকে বেরিয়ে এসে নতুনভাবে শুরু করতে পারবে জীবন।'

'নতুন জীবন শুরু করব খালি হাতে? উঁহুঁ, অমন জীবনের দরকার নেই আমার। নগদ লক্ষ্মী পায়ে ঠেলার কোন মানে আছে? হাতের কাছে সাত রাজার ধন পড়ে আছে, আর আমাকে বলছ পাপমোচন করতে! যে বাহাদুরি দেখিয়ে আখেরে লাভ হয় না, সেখানে টাস্কো ওয়াইল্ড নেই। এখন সাফ সাফ বলো, সোনা নিয়ে

'ফ্রিসকোয় তোমার সঙ্গে দেখা হচ্ছে তো?'

নাথান ডুনাওয়ের মাথায় শুধু একটাই চিন্তা। যেভাবে হোক সোনা নিয়ে গুহার কাছে ফিরে যেতে হবে, অ্যানিটাকে নিয়ে দ্রুত ফোর্টে ফিরে যাবে। বৃষ্টি বেশ কমে গেছে, যে-কোন মুহূর্তে লীন-টু থেকে বেরিয়ে আসবে রেনিগেডরা।

'সোনা গায়েব করতে পারবে না তুমি, টাস্কো,' আবার বলল নাথান। 'অত ভারী জিনিস নিয়ে পালাতে গেলে স্রেফ ধরা পড়াই নিশ্চিত করবে। তা ছাড়া, তোমার লোকজনকে ফাঁকি দেবে কী করে? ইতোমধ্যে ওরা নিশ্চয়ই ভাগাভাগির চিন্তা শুরু করেছে?'

'ওসব আমাকে ভাবতে দাও,' মুহূর্ত খানেক কী যেন ভাবল টাস্কো ওয়াইল্ড, তারপর সন্দিহান সুরে জানতে চাইল: 'আচ্ছা, তুমি কি পিস্তল উঁচিয়ে রেখেছ?'

'তা আর বলতে! একেবারে শুরু থেকে। পিস্তল ধরে রাখতে রীতিমত হাত ব্যথা করতে শুরু করেছে!'

'স্বভাব দেখছি এতটুকু বদলায়নি তোমার!' মেকী হতাশা তার কণ্ঠে। 'আজীবনই সতর্ক ও সেয়ানা ছিলে!'

লীন-টুর দরজায় উঁকি দিল এক লোক, নেতার খোঁজে ইতি-উতি তাকাল।

একটা প্যাক-স্যাডল তুলে নিয়ে অন্য এক ঘোড়ার কাছে চলে গেল ওয়াইল্ড। 'ধারে-কাছে থেকো,' নাথানের উদ্দেশে নিচু স্বরে বলল সে। 'কুচ পরোয়া নেহি! একটা ব্যবস্থা বের করে ফেলব।'

এবার লীন-টু থেকে বেরিয়ে আসা অনুচরের দিকে ফিরল সে। 'টিপ? হাত লাগাবে নাকি? ঘোড়াটা তৈরি করে দাও।'

লোকটা এগিয়ে এল। 'কী ব্যাপার, বস্? আমরা কি যাত্রা করব?'

'অযথা ঝুঁকি নিয়ে লাভ নেই,' বলল ওয়াইল্ড, তারপর টিপ নামের লোকটা প্যাক-স্যাডল তুলে নিতে নিচু হতে সপাটে তার চাঁদিতে পিস্তলের ব্যারেল নামিয়ে আনল। কাটা কলা গাছের মত

হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল লোকটা, ভোঁতা একটা শব্দ হলো।

'একজন কমে গেল,' সন্তুষ্ট স্বরে বলল টাস্কো ওয়াইল্ড। 'এবার বেরিয়ে এসো তো, নাথান। ব্যাটাকে সরাও এখান থেকে!'

চোদ্দ

যেখানে ছিল সেখানেই রইল নাথান ডুনাওয়ে। বিশ্বাস করতে পারছে না তারুণ্যের সাবেক পার্টনারকে। ওর মতে টাস্কো ওয়াইল্ডকে বিশ্বাস করা আর কেউটেকে বিশ্বাস করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 'তোমার ঝামেলা তুমি সামলাও,' মৃদু স্বরে জানিয়ে দিল ও। 'আমার খেয়ে কাজ নেই। যা খুশি করো গে।'

লীন-টুর দিকে চকিত দৃষ্টি চালাল টাস্কো ওয়াইল্ড, নিশ্চিত হলো আর কেউ বেরিয়ে আসছে না কিংবা ওখান থেকে তাকেও দেখতে পাচ্ছে না সঙ্গীরা; তারপর ঝুঁকে লোকটার গলার ব্যাণ্ডানা ধরে হেঁচড়ে ঝোপের দিকে নিয়ে চলল দেহটা। শেষে স্যাডলব্যাগ থেকে র-হাইড বের করে দক্ষ হাতে বেঁধে ফেলল অজ্ঞান অনুচরের হাত-পা, মুখে রুমাল গুঁজে দিল। ফিরে গিয়ে এরপর প্যাক-হর্সের পিঠে স্যাডল চাপাল।

টাস্কো ওয়াইল্ডের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে নাথান। অস্বীকার করা যাবে না নার্ভ আছে রেনিগেড নেতার। এক অর্থে সঙ্গীদের সঙ্গে বেঈমানি করছে, একজনকে অজ্ঞানও করে ফেলেছে। যে-কোন মুহূর্তে হয়তো ধরা পড়ে যাবে, এবং সেক্ষেত্রে রেনিগেডদের রোষের শিকার হবে। এ ছাড়া নাথানের পক্ষ থেকে গুলি খাওয়ার

সম্ভাবনা তো আছেই।

তবে এও ঠিক বুঝে-শুনেই ঝুঁকিটা নিয়েছে সে। সেয়ানে লোক। মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করা যাবে না তাকে। নাথান জানে প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে এক মুহূর্তও দেরি করবে না ওয়াইল্ড, নির্দ্বিধায় খুন করবে ওকে। সামান্য বিবেকের টানও অনুভব করবে না। ওয়াইল্ড যখন ওকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রস্তাব দিয়েছে, তখনই ব্যাপারটা বুঝে গেছে, যদিও জানে না কীভাবে ওকে ব্যবহার করতে চায় তস্কর। তবে যুক্তি বলে, সোনা নিয়ে পালিয়ে গেলে একা তার পক্ষে হয়তো সফল হওয়া সম্ভব হবে না, বরং নাথান সঙ্গে থাকলে সাফল্যের সম্ভাবনা অনেক বেড়ে যাবে। টাস্কো ওয়াইল্ড এটা খুব ভাল করে জানে।

স্যাডল পরানো শেষ হতে নাথান যে-ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে আছে সেদিকে ফিরল টাস্কো ওয়াইল্ড। 'কাছেই থেকো। তোমাকে দরকার হবে আমার।'

ফিরে গিয়ে লীন-টুতে ঢুকে পড়ল সে, এবং মিনিট খানেক পর যখন ফিরে এল দেখা গেল হাতে একটা সোনার মুদ্রার থলে বহন করছে। ঘোড়ার কাছে থলেটা রেখে আরেকটা আনার জন্য চলে গেল। এমন ভারী জিনিস, খেয়াল করল নাথান, অথচ অনায়াসে নিয়ে আসছে ওয়াইল্ড, এমনকী অজ্ঞান সঙ্গীকেও সরিয়ে ফেলেছে সহজ ভঙ্গিতে। সামান্যও হাঁপায়নি।

'ওরা তোমাকে সব সোনা নিয়ে যেতে দেবে?' জানতে চাইল নাথান।

আরও একটা থলে নিয়ে ফিরে এসেছে তস্কর। নাথানের প্রশ্নে স্মিত হাসল। 'চুটিয়ে তাস খেলছে সবাই, কোনদিকে খেয়াল নেই। অনেকদিন তো ছিলাম ওদের সঙ্গে, এবার আলাদা হয়ে যাওয়ার সময় হয়েছে।'

দ্রুত হাতে প্যাক-হর্সের পিঠে সোনার থলে লোড করল সে, তারপর সাপ্লাই আনতে ফিরে গেল।

নিজের অবস্থান থেকে ঘোড়া দুটোর দূরত্ব মাপল নাথান। প্রায় ত্রিশ গজ। প্রাণপণে যদি দৌড়ায়, দৌড়ের মধ্যে স্যাডলে চাপতে হবে; তারপর ঘোড়া দুটো ছুটিয়ে দিতে...সব মিলিয়ে কয়েক মিনিট লেগে যাবে। উঁহুঁ, নির্বিঘ্নে সরে পড়া যাবে না। সবচেয়ে বড় কথা, এত অরক্ষিত অবস্থায় ষাট হাজার ডলার ফেলে যাবে না ওয়াইল্ড। কোন অবস্থায়ই ঝুঁকি নেয় না সে। সব দিক সামাল দিয়ে তবে জুয়া খেলে। নির্ঘাত কোন একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে।

তা ছাড়া, সোনা নিয়ে পালাতে গেলেও নির্ঘাত ধরা খাবে নাথান। স্বল্প সময়ে দুটো ঘোড়া নিয়ে পালানো সম্ভব হবে না, টের পেয়ে যাবে প্রতিপক্ষ।

দু'হাতে দুটো থলে নিয়ে লীন-টু থেকে বেরিয়ে এল ওয়াইল্ড। একেবারে নির্লিপ্ত ভঙ্গি, কোন উদ্বেগ বা তাড়াহুড়ো নেই। নাথান খেয়াল করল তার কোমরের বেল্টে একটা পিস্তল গুঁজে রাখা, আরেকটা রয়েছে হোলস্টারে। প্রয়োজন হলে থলে ফেলে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে ড্র করতে পারবে। নাথানের ধারণা ওই দুটো ছাড়াও আরও পিস্তল আছে তার কাছে। ওয়াইল্ড অতি সাবধানী মানুষ।

ঘোড়ার কাছে পৌঁছে সবক'টা দাঁত বের করে হাসল সে। 'আহা, সুযোগটা হাত ফস্কে বেরিয়ে গেল! নাথান, আমি তো মনে করেছি মওকা পেয়ে আমাকে খতম করে ফেলবে কিংবা সোনা নিয়ে কেটে পড়বে তুমি। বুঝতে পারছি না সুযোগটা নিলে না কেন।'

পাল্টা হাসল নাথান। 'আমার ধারণা অমন কিছু যাতে না-হয় সেজন্য আগাম কোন ব্যবস্থা নিয়ে রেখেছ, যদিও সেটা কী জানি না।'

'স্যাডলের পেটি ঢিলা রেখেছি,' উৎফুল্ল স্বরে ব্যাখ্যা করল টাস্কো ওয়াইল্ড। 'স্যাডলে চাপলেই পিছলে পড়ে যেতে। তারপর

আবার উঠে ঘোড়া দুটো নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অনেক আগেই পিস্তলের নলে তোমাকে পেয়ে যেতাম আমি।'

'যাক্‌গে,' মৃদু স্বরে বলল নাথান। 'ফ্রিসকোর আইডিয়াটা নিয়ে ভাবছি। আমার কাছে মন্দ মনে হচ্ছে না।'

'দারুণ ব্যাপার হবে সেটা,' খুশি ছড়িয়ে পড়ল ওয়াইল্ডের মুখে, দেখে বোঝার উপায় নেই সেটা পুরোপুরি মেকী। 'আহ্‌, এত টাকা নিয়ে ঘুরে বেড়াব সবচেয়ে আকর্ষণীয় শহরে, আর সঙ্গে থাকবে তোমার মত সমঝদার বন্ধু! নাহ্‌, আমার তো এখনই চলে যেতে ইচ্ছে করছে! সত্যি কথা কী জানো, নাথান, ভোগ-বিলাসের ব্যাপারটা একা একা ঠিক জমে না, দু'তিনজন হলে চমৎকার হয়।

'চিন্তা করে দেখো, আমাদের দু'জনের টীমটা কেমন হবে? যে কোন শহর উল্টে দিতে পারব, আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস করবে না কেউ! বার্বারি কোস্টের ধারে-কাছে একটা বাড়ি বা জমি কিনে ফেললেও মন্দ হয় না, সাগরতীরে কাটিয়ে দেওয়া যাবে নিশ্চিন্ত জীবন। দিন-রাত রাইড করার চেয়ে ওটা হাজার গুণে ভাল নয় কি? চাইলে ব্যবসা খুলে বসতে পারি, হুইস্কি বেচে দিব্যি কেটে যাবে, যা আছে তারচেয়ে কয়েকগুণ কামাই করতে পারব।' থেমে ভুরু কোঁচকাল সে। 'আমি তো শুনেছি সাগরতীরে এসব ব্যবসা সবসময়ই চাঙা।'

আয়রন হাইড কোথায়?

চেরোকির পাত্তাও নেই কোথাও। একেবারে বেমালুম লাপাত্তা হয়ে গেছে। কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই, এমনকী ক্যাম্পের ধারে-কাছে তার উপস্থিতির ন্যূনতম চিহ্নও নেই।

ঘোড়ার পিঠে মাল চাপানো হয়ে গেছে—সোনার থলে আর সাপ্লাই। টেনে-টুনে সোনার থলে ও সাপ্লাইয়ের বস্তা পরখ করছে টাস্কো ওয়াইল্ড, নিশ্চিত হয়ে নিচ্ছে রাইড করতে যাতে কোন সমস্যা না-হয়।

'ঘোড়া আছে না তোমার?'

'না।'

'বেশ, সোরেলের পিঠে স্যাডল চাপিয়ে দিচ্ছি,' ক্ষণিকের জন্য থামল ওয়াইল্ড, বাম হাত প্যাকের উপর। 'আচ্ছা, সত্যি তুমি আসছ আমার সঙ্গে?'

খুবই সতর্কতার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল নাথান ডুনাওয়ে, সামান্য শব্দও হলো না। এক পা তুলে সামনে বাড়াল, তারপর সন্তর্পণে মাটিতে নামিয়ে আনল। জানে ওয়াইল্ড ওর অবস্থান পুরোপুরি আঁচ করে ফেলেছে, হয়তো সত্যিকার অবস্থান আর ওয়াইল্ডের অনুমিত অবস্থানের মধ্যে ইঞ্চিখানেক ফারাকও নেই; তাই নিখাদ সতর্কতার সঙ্গে আরেক পা বাড়াল...যদি ওয়াইল্ড ওর উদ্দেশ্য টের না-পায়, সেটাই হয়তো জীবন বাঁচিয়ে দেবে...

'কী হলো, জবাব দিচ্ছ না কেন?' অধৈর্য শোনাল ওয়াইল্ডের কণ্ঠ। 'জিজ্ঞেস করেছি তুমি আমার সঙ্গে আসছ তো?'

ইতস্তত করছে নাথান, বুঝতে পারছে না কী করবে। সব সোনা চোখের সামনে, একটা ঘোড়ার পিঠে চাপানো; রাইড করার জন্য আরেকটা ঘোড়াও তৈরি। সব আয়োজন পাকা। শুধু যদি কোনভাবে ঘোড়ায় চড়ে চম্পট দিতে পারে...

জবাব না-পেয়ে থমথমে হয়ে গেল তস্করের মুখ, চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। 'অযথাই কথা খরচ করেছি এতক্ষণ!' অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত স্বরে বিষোদ্গার করল সে। 'তুমি নিজে যদি কবর খোঁড়ো, আমার কী করার আছে!'

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল সে, মুখের কাছে দু'হাত এনে হাঁক ছাড়ল অনুচরদের উদ্দেশে: 'ব্রায়ান! ফ্রেড! জলদি এখানে এসো!'

ঝট করে নাথানের দিকে ফিরল সে, অনুমিত অবস্থান বরাবর ঝটিতি দুটো গুলি পাঠিয়ে দিল। তারপর ছুট দিল, দৌড়ের মধ্যে আবারও গুলি করল একটা। ওদিকে পিছনে হৈচৈ করে বেরিয়ে এসেছে অনুচররা, ছুটে আসছে।

'ঢালের উপর হারামী ডুনাওয়েটা আছে! পাকড়াও করো

ওকে!' নির্দেশ দিল রেনিগেড-নেতা।

শোনা মাত্র যার যার পিস্তল বের করে গুলি শুরু করল লোকগুলো; বাছ-বিচার করছে না, ঢালের দিকে এলোপাতাড়ি গুলি চালাচ্ছে। টার্গেট দেখতে পাচ্ছে না, স্রেফ ওয়াইল্ডের কথা শুনে গুলি করছে।

একের পর এক গুলি ছুটে এসে বিঁধছে ঢালে। এমন কিছু হবে ঘুণাক্ষরেও আশা করেনি নাথান, তবে সক্রিয় হতেও দেরি হলো না, এবং উচিত কাজটাই করল। ঘুরে দাঁড়িয়ে ঢাল বরাবর ছুটল ও, উঠছে না, বরং নেমে যাচ্ছে তুমুল গতিতে।

রেনিগেডদের যেন বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। শোরগোলের কারণে ধন্দে পড়ে গেছে, হুজুগে আক্রান্ত মানুষের মত দল বেঁধে ছুটে গেল ঝোপের দিকে, সমানে চিৎকার করছে।

গতি কমিয়ে এক জায়গায় থামল নাথান, তারপর চট করে প্রমাণ সাইজের একটা পাথর তুলে নিয়ে ঢালের উপর বেশ দূরে ছুঁড়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে মনোযোগ সরে গেল রেনিগেডদের, অতি উৎসাহে গুলি করে বসল একজন। পরমুহূর্তে আরও একটা গুলি হলো।

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাম্পের দিকে তাকাল নাথান। স্যাডলে চেপে বসেছে টাস্কো ওয়াইল্ড, হাতে প্যাক হর্সের লাগাম। ব্যাটা পালিয়ে যাচ্ছে! রেনিগেডদের সেদিকে খেয়াল নেই। অদৃশ্য নাথান ডুনাওয়েকে শিকার করায় ব্যস্ত সবাই।

ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল নাথান, রাইফেল তুলে নিশানা করল তস্কর-নেতাকে। একই মুহূর্তে ওয়াইল্ডও গুলি করল।

চাঁদিতে তীব্র ধাক্কা অনুভব করল নাথান। অজান্তে টলে উঠল, তারপর হুড়মুড় ধরে পড়ে গেল মাটিতে...ওর মনে হলো শরীরটা হালকা হয়ে গেছে, ভূপতিত হতে অনেক সময় নিচ্ছে। ঝোপের উপর পড়ল দেহটা, শেষে ডিগবাজি খেল বুলেটের ধাক্কা আর শরীরের গতি-জড়তার কারণে। তুমুল গতিতে ঢাল ধরে ছুটে গেল

দেহ···নামছে শুধু—ঢালের যেন শেষ নেই···হড়হড় করে নেমে যাচ্ছে···শুধু এই মনে থাকল ওর। এরপর একেবারে আঁধার হয়ে গেল সবকিছু।

অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, আশঙ্কা আর অধীর অপেক্ষায় কেটে গেল দিনটা। গুহাটা এখন রীতিমত অসহ্য লাগছে অ্যানিটা হ্যানলনের কাছে।

এমন নয় যে বেকার বসে কাটিয়েছে, বরং সারাক্ষণ নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে ও। মেরিয়ন ক্রকেটের সঙ্গে গল্প করেছে, মহিলাকে সাহস যুগিয়েছে, ডালপালা থেকে আগুন জ্বালাতে সাহায্য করেছে, রান্না করেছে। কিন্তু সবকিছুর পরও মাথা থেকে দুশ্চিন্তার ভূতদের সরাতে পারেনি। কেবলই মনে হচ্ছে: মাইল কয়েকের মধ্যে আছে ওর প্রিয় দু'জন মানুষ, নিজের জীবন তুচ্ছ করে দায়িত্ব পালন করছে। অথচ মহাবিপদের খাঁড়া ঝুলছে ওদের মাথার উপর।

আন্দ্রেস মোয়েলার স্বল্পভাষী মানুষ। তবে যখনই কিছু বলেছে সে, বেশিরভাগ সময় সেটা অ্যানিটাকে আশ্বস্ত করতে বা সহানুভূতি জানাতে। 'লেফটেন্যান্ট খুব ভাল মানুষ, দুর্দান্ত সাহসী। বোকার মত অযথা ঝুঁকি নেবে না। আর বুঝে-শুনে নিজের চাল দেয়। তাই ধরে নিতে পারো, কপাল নেহাত খারাপ না-হলে ঠিকই ও ফিরে আসবে। আর আয়রন হাইড যেখানেই থাকুক, নিশ্চয়ই শত্রুদের ধারে-কাছে আছে।'

কিন্তু তারপরও শঙ্কা বা উদ্বেগ কাটছে না অ্যানিটার। কাটবে কী করে? পুরো পাহাড় চষে ফেলছে রেনিগেডরা, নাথানকে ধরতে পারা মানে পুরো দলকে কব্জা করা। সোনা ইতোমধ্যে ভয়ঙ্কর লোকগুলোর হাতে চলে গেছে, এখন কেবল ওদের ধরতে বাকি। হয়তো তাও ঘটবে, তবে আগে সবচেয়ে বড় বাধা নাথানকে সরিয়ে দেবে। তা হলে কাজ সহজ হয়ে যাবে তাদের।

আশঙ্কা আর উদ্বেগের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়ে একসময় রাত

এল। বেশিরভাগ সময় মোয়েলারই পাহারায় থাকল, কিন্তু শুয়েও ঘুমাতে পারল না অ্যানিটা, বিনিদ্র রাত কাটতে থাকল। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নিজেও জানতে পারল না।

ভোরের আলো ফুটব ফুটব করছে যখন, ঘুম ভেঙে গেল ওর। চট করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল গুহামুখে বসে থাকা মোয়েলারের দিকে।

নাহ্, মানুষটাকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত, ভাবল অ্যানিটা। প্রায় সারারাত পাহারা দিয়েছে। অন্তত ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম না-নিলে দিনের বেলায় কাজ করতে পারবে না সে।

বেডরোল ছেড়ে উঠে পড়ল ও। কাছে গিয়ে দেখল প্রাণপণ চেষ্টার পরও চোখ খোলা রাখতে পারছে না মোয়েলার। বেচারার জন্য মায়া হলো। মোয়েলারকে জোর করে ঘুমাতে পাঠিয়ে দিল, তারপর নিজে পাহারায় বসল।

তখনই সিদ্ধান্ত নিল দুপুরের মধ্যে যদি আয়রন হাইড বা নাথান ফিরে না-আসে, কিংবা ওদের যদি খবর পাওয়া না-যায়, তা হলে গুহা থেকে বেরিয়ে যাবে ওরা। নাথান ওকে অপেক্ষা করতে বলেছে বটে, কিন্তু কতক্ষণ বা কতদিন পড়ে থাকবে এই নির্জন গুহাতে? বাবা নিশ্চয়ই ধারে-কাছে আছে, হয়তো চেষ্টা করলে বাবার কাছে পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হবে। যাই হোক, গুহায় হাত-পা গুটিয়ে অপেক্ষায় থাকার চেয়ে ট্রেইলে বেরিয়ে যাওয়াই ভাল, এমনকী যদি মেজর হ্যানলনকে খুঁজেও না-পায়।

কিন্তু রাজি হলো না মোয়েলার। 'এখানেই থাকা উচিত,' সতর্ক করে দিল সে। 'এখান থেকে না-বেরোলে কোন ট্র্যাক পড়বে না, ওয়াইল্ডের লোকজনও আমাদের খুঁজে পাবে না। ওর লোকের অভাব নেই, পুরো পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে রেনিগেডরা, হন্যে হয়ে খুঁজছে আমাদের। এরা প্রত্যেকে শয়তানের দোসর, অমন কারও সঙ্গে তোমার কখনও পরিচয় হয়নি। জঘন্য চরিত্রের লোক! আমার তো মনে হয় এখানে থাকা সবদিক থেকে নিরাপদ

ও যুক্তিসঙ্গত।'

প্রতিবাদ করল অ্যানিটা, পাল্টা যুক্তি দেখাল, কিন্তু শেষপর্যন্ত হাল ছেড়ে দিল। মোয়েলারকে কোনভাবে রাজি করাতে পারল না। শেষে রফা হলো: আরও একটা দিন অপেক্ষা করবে, কিন্তু এর বেশি নয়। রাত শেষে, কাল সকালের আগে যদি নাথান বা আয়রন হাইড ফিরে না-আসে বা ওদের কোন খবর পাওয়া না-যায়, তা হলে ভাগ্যের হাতে নিজেদের সঁপে দিয়ে গুহা ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে।

মেরিয়ন ক্রকেট অবশ্য মোয়েলারের পক্ষে মত দিয়েছে। ওর কাছে মনে হচ্ছে নাথানের নির্দেশ অনুসারে এখানেই থাকা উচিত।

ছোট করে আগুন জ্বালাল ওরা। অধীর অপেক্ষায় কাটতে থাকল মুহূর্তগুলো। বৃষ্টি হয়ে চলেছে। একবার মনে হলো গুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে, একটু পর আরও গুলি হলো। একের পর এক।

উদ্বেগ ও শঙ্কা আরও বেড়ে গেল ওদের। জানে না কী ঘটেছে, তবে রেনিগেডদের সঙ্গে যে নাথান বা আয়রন হাইডের সংঘর্ষ বেধেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই; কিংবা পেট্রল বাহিনীর সঙ্গে। কে জানে, কোন ক্ষতি হয়েছে কি-না ওদের!

শুধু আন্দ্রেস মোয়েলারকে শান্ত ও নিরুদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। দুশ্চিন্তা থাকলেও সযত্নে চেপে রেখেছে সে, মেয়েদের বুঝতে দিচ্ছে না। বেশ কয়েকবার গুহামুখের কাছে গেল, বোঝার চেষ্টা করল বাইরে কী ঘটেছে। ইতোমধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, তবে আকাশে নিচু মেঘের সারি দেখে বোঝা যায় আবারও শুরু হতে পারে। প্রতিটি গাছ থেকে টুপটুপ করে পানি ঝরে পড়ছে।

বৃষ্টির পানি পাহাড়ের নানা জায়গা থেকে নেমে নদীতে গিয়ে পড়েছে, পরে তীব্র স্রোতের আকারে বইছে। পানি প্রবাহের শব্দ জোরাল শোনা যাচ্ছে আগের চেয়ে–ভোঁতা, গুমগুম শব্দ হচ্ছে

লাগাতার।

'তুমি ওকে ভালবাসো?' আচমকা প্রশ্ন করল মেরিয়ন। গুহার এক কোণে বসে আছে ওরা।

'মনে হয়···ঠিক জানি না।'

'দারুণ মানুষ ও! একটু কঠিন প্রকৃতির, তবে নির্ভরযোগ্য। এই দেখো না, কী করে আমাদের নিয়ে এল এতদূর। ও সঙ্গে না-থাকলে কোনভাবেই আসতে পারতাম না। অনেক আগেই জঘন্য লোকগুলোর হাতে ধরা পড়ে যেতাম।'

'বোধহয় জানো সৈনিক হিসাবে বাবা ওকে যতটা পছন্দ করে, ঠিক ততটাই অপছন্দ করে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারটা? নাথানকে আমার যোগ্য মনে করেন না।'

জবাবে কিছু বলল না মেরিয়ন ক্রকেট। বলবেই বা কী! মিনিট কয়েক নীরবে কেটে গেল। তারপর ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে গেল। 'তোমার কী মনে হয় ওরা ফিরে গেছে? পেট্রল বাহিনীর কথা বলছি। যদ্দূর জানি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওদের ফোর্টে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ আছে। সঙ্গে পর্যাপ্ত রেশনও নেই।'

'কেউ আসছে!' গুহামুখের কাছ থেকে হঠাৎ নিচু স্বরে জানাল মোয়েলার।

গুহার আরও ভিতরের দিকে সরে গেল মেয়েরা, কিন্তু নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না মোয়েলার। ঠায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকল, হাতে রাইফেল প্রস্তুত। উদ্বেগ কাটাতে না-পেরে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল অ্যানিটা, গুহামুখের কাছে গিয়ে কান পাতল। সবক'টা ঘোড়ার কান খাড়া হয়ে গেছে, মাথা তুলে শোনার চেষ্টা করছে।

রাইফেল তুলল মোয়েলার।

'উঁহুঁ, ঠেকায় না-পড়লে গুলি কোরো না!' নিচু স্বরে বলল অ্যানিটা। 'বলা যায় না, খুব কাছে এসেও হয়তো আমাদের খুঁজে পাবে না ওরা।'

দীর্ঘক্ষণ নীরবে কেটে গেল। কেউ কথা বলছে না ওরা,

নড়াচড়াও করছে না-বললে চলে। অধীর অপেক্ষায় রয়েছে। গলা শুকিয়ে গেছে অ্যানিটার, উৎকণ্ঠায় বুক ধুকপুক করছে; এক পায়ে ব্যথা অনুভব করছে, পা-টা নাড়তে পারলে ভাল বোধ করত, কিন্তু ভয়ে নাড়ছে না, পাছে ক্ষীণতম নড়াচড়াও যদি শত্রুরা টের পেয়ে যায়!

পরক্ষণে নিচু স্বরের আলাপ শুনতে পেল ওরা।

'দূর, কল্পনা করছ তুমি!' বলছে একজন। 'কিছুই তো চোখে পড়ল না এখন পর্যন্ত, কোন ট্র্যাকও নেই! অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে গত কয়েকদিনে কেন, কয়েক বছরেও এখানে আসেনি কেউ!'

'বিশ্বাস করো, সূর্য ওঠার সময় এখানেই কাউকে দেখেছি,' জোর গলায় বলল অন্যজন। 'ছায়াও হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে সত্যি কেউ ছিল। চট করে সরে পড়েছিল লোকটা।'

'হরিণও হতে পারে, আর ওই জিনিসটা এদিকে বিস্তর আছে। বেশ, তোমার যদি এতই বিশ্বাস, নিজে খোঁজাখুঁজি করে দেখো।' ক্ষণিকের নীরবতার পর একই লোক বলল: 'যাই হোক, যদি সত্যি কাউকে দেখে থাকো, কোথাও না কোথায় লুকিয়ে আছে ওরা, তাই না? লুকানোর মত কোন জায়গা তো চোখে পড়ছে না।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলল দু'জন। কথা না-বলে তর্কাতর্কি বলা উচিত। এদিক-ওদিক ঢুঁ মেরেছে প্রথমজন, কিন্তু কাজের কাজ কিছু হয়নি, অর্থাৎ অ্যাম্বুলেন্সযাত্রীদের খোঁজ পায়নি। তাকে ব্যর্থ হতে দেখে বেশ খেপে গেল দ্বিতীয়জন, অতি উৎসাহের জন্য ভর্ৎসনা করে চলল।

সহসা গুলির দূরাগত শব্দ শোনা গেল। ক্ষীণ, তবে গুলির আওয়াজ—এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই।

'গুলির শব্দ!' সবিস্ময়ে বলল একজন। 'পাহাড়ের ওপাশে কোথাও হয়েছে। এর মানে কী, বুঝতে পারছ?'

'চলো ফিরে যাই। ষাট হাজার ডলার ফেলে কোথাও থাকতে একটুও ইচ্ছে করে না আমার, কে যে কখন টাকা নিয়ে চম্পট দেয়! ইদানীং টাস্কোকেও ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না, ওর চালচলন কেমন যেন হয়ে গেছে! ওই টাকায় তো আমাদের ভাগ আছে, নাকি? এবং এও ঠিক মওকা পেলে টাকা নিয়ে কেটে পড়তে চায় এমন লোকেরও অভাব নেই।'

বুটের শব্দ ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে যেতে গুহার আশ্রয়ীরা বুঝল চলে যাচ্ছে দুই রেনিগেড। অখণ্ড নীরবতা নেমে এল আবার।

'ন্যাট! আমি জানি ও বিপদে পড়েছে!' শঙ্কিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল অ্যানিটা, রাজ্যের উদ্বেগ ফুটে উঠেছে ওর মুখে। 'গুলির শব্দ শুনেই এবার মনটা কেমন যেন করছে আমার!'

'এ-মুহূর্তে কিছুই করার নেই আমাদের, অ্যানিটা,' সহানুভূতি প্রকাশ করল মেরিয়ন ক্রকেট। 'অপেক্ষা করতেই হবে, ডার্লিং!'

'আমরা ওকে সাহায্য করতে পারি!' করুণ মুখে তর্ক করল অ্যানিটা, অনুমোদনের চাহনিতে তাকাল আন্দ্রেস মোয়েলারের দিকে।

'শান্ত হয়ে আমার কথা শুনবে, ম্যা'ম?' কোমল সুরে বলল আন্দ্রেস মোয়েলার। 'হ্যাঁ, মানছি আমরা গেলে হয়তো সাহায্য করতে পারব ওকে। কিন্তু ব্যাপারটা হিতে বিপরীতও হতে পারে। নাথানের কথাই ধরো, এখন একা লড়ছে ও, হয়তো পে-রোলের টাকা উদ্ধার করে ফিরে আসছে; কোন পিছুটান নেই ওর, কাউকে নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না। কিন্তু যখনই দৃশ্যপটে আমরা উপস্থিত হব, সাহায্য করতে গিয়ে ওর দুশ্চিন্তার খোরাক হয়ে যাব। হয়তো দেখা যাবে সফল তো হবেই না, বরং ওর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াব আমরা। এমন ঘটনা মোটেই অসম্ভব নয়। বিশ্বাস করো, কেউ যখন প্রাণ বাঁচানোর জন্য অস্ত্র চালায়, তখন নিজেকে এবং টার্গেট হিসাবে দাঁড়ানো লোকটা ছাড়া অন্য কোন কিছুতে মনোযোগ দিতে না-হলে সামর্থ্যের সবটা প্রয়োগ করতে পারে।

ডুয়েল বা গোলাগুলির সময় পূর্ণ মনোযোগের বিকল্প নেই। তাই লড়াইয়ের ক্ষেত্রে কয়েকজনের দলের চেয়ে বরং একাই সর্বোচ্চ দক্ষতা দেখানো সম্ভব।

'তা ছাড়া, এখান থেকে বেরিয়ে গেলেই যে নাথানকে আমরা খুঁজে পাব, তার কোন নিশ্চয়তা নেই; বরং ওকে খুঁজতে গিয়ে শত্রুদের হাতে পড়ে যেতে পারি। তাই, মিসেস ক্রকেট যেমন বলেছে, এখানে অপেক্ষা করাই সমীচীন হবে। দেখা যাক, কী ঘটে। হয়তো সত্যি সফল হয়ে ফিরে আসবে নাথান।'

'ঠিকই বলেছে মি. মোয়েলার,' নরম সুরে সায় জানাল মিসেস ক্রকেট। 'এটা তুমিও বুঝতে পারছ, অ্যানি।'

'হ্যাঁ, জানি, বুঝতেও পারছি! কিন্তু...' হঠাৎ মোয়েলারের একটা হাত চেপে ধরল অ্যানিটা। 'বেশ, সবাই না-হয় গেলাম না। কিন্তু তুমি তো যেতে পারো!'

'হ্যাঁ, যেতে পারি,' শান্ত কণ্ঠে যুক্তি দেখাল মোয়েলার। 'তবে সমস্যা হচ্ছে, যতক্ষণে যথাস্থানে পৌঁছব ততক্ষণে লড়াই শেষ হয়ে যাবে, অথচ আমি তোমাদের অরক্ষিত রেখে যাব। সেটা কি ঠিক হবে? আমার দায়িত্ব এখানে, তোমাদের কাছে থাকা। এটা শুধু লেফটেন্যান্টের নির্দেশ নয়, পুরুষ হিসাবেও আমার কর্তব্য।'

'বেশ, না-হয় গেলে না নাথানের কাছে,' নতুন দাবি জানাল অ্যানিটা। 'আমার বাবার কাছে চলে যাও তা হলে। বাবা খবর পেলে সৈন্য নিয়ে চলে আসবেন। আমাদের উদ্ধার পেতে তা হলে আর সমস্যা হবে না।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে অ্যানিটার দিকে তাকাল আন্দ্রেস মোয়েলার, ধৈর্য ধরে রেখেছে। শেষে নিচু স্বরে বলল, 'মিস্ হ্যানলন, তোমার মনের অবস্থা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু এটা অনেক বড় এলাকা, চাইলেই এখানে কাউকে খুঁজে পাওয়া সহজ হবে না। তা ছাড়া, শত্রুরা চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে; ওদের এড়িয়ে তোমার বাবার নাগাল পাওয়া সত্যি কঠিন হবে। তবে তারপরও আমরা

চেষ্টা চালাতে পারি।'

ক্ষণিকের জন্য থামল সে। 'আরও একটা কথা তোমার মনে রাখতে হবে, আমরা যখন এখান থেকে চলে যাব কেউই কিন্তু জানতে পারবে না আমাদের অবস্থান, বলতে পারবে না কোথায় যাচ্ছি বা যেতে পারি। যতক্ষণ এখানে আছি, ততক্ষণ নাথান বা আয়রন হাইড কার্জ শেষ হলেই চলে আসবে এখানে, আমাদের খুঁজে পাবে।'

চিন্তাটা মাথায় আসেনি অ্যানিটার। সত্যি তো, এখান থেকে যদি চলে যায় ওরা আর পরপরই যদি নাথান ফিরে আসে? ওদের খুঁজে না-পেয়ে নতুন মিশনে নামতে হবে বেচারাকে।

ভাবনাটাকে বেশিদূর গড়াতে দিল না অ্যানিটা, বরং বাতিল করে দিল। এখানে বসে থাকতে অধৈর্য লাগছে। গুহায় থেকে গেলেই যে বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাচ্ছে তা নয়, তবে ঝুঁকি কম; কিন্তু নাথানের বিপদের আশঙ্কা মাথা থেকে কোনভাবে সরাতে পারছে না। না জানি কী অবস্থায় আছে! সত্যি যদি কাউকে পাশে পেত সে, হয়তো কঠিন বিপদ উতরে যেতে পারত!

'তা হলে সকালে যাত্রা করব আমরা?' একগুঁয়ে স্বরে জানতে চাইল অ্যানিটা।

লম্বা একটা শ্বাস নিল আন্দ্রেস মোয়েলার, অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ উঁচাল। বুঝে গেছে তর্ক করে লাভ হবে না, কোন যুক্তিই এই মেয়েকে স্পর্শ করবে না। অগত্যা, হাল ছেড়ে দিল সে, বিষণ্ন কণ্ঠে বলল: 'হ্যাঁ, সকালে যাত্রা করব, ম্যা'ম।'

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে বলে অস্থিরতা কমা উচিত, কিন্তু অ্যানিটা আবিষ্কার করল মোটেই তা হচ্ছে না; বরং ক্রমে উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তা বেড়ে চলেছে, কুরে কুরে খাচ্ছে ওকে। কোনভাবে শান্ত করতে পারছে না নিজেকে। ওর দু'জন প্রিয় মানুষ ভয়াবহ বিপদের মধ্যে আছে, নিজেও যে আছে তা বেমালুম অগ্রাহ্য করছে; এদের কারও সাহায্যে আসা দূরে থাক, পাশেও থাকতে

পারছে না—এই ব্যর্থতা অমার্জনীয় মনে হচ্ছে ওর কাছে। সবচেয়ে বড় কথা, এর পিছনে ওর দায় আছে। অন্তত তাই মনে করছে অ্যানিটা।

ওর কারণেই ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নাথান, আর মেয়ের নিরাপত্তার দুশ্চিন্তা মেজর হ্যানলনকে তার টহলদারির গণ্ডি ছাড়িয়েও নিয়ে এসেছে শত মাইল দূরে।

অসহ্য উদ্বেগে কেটে যেতে লাগল সময়।

একসময় রাত হলো। সকাল হলেই যাত্রা করবে, এই ভরসা নিয়ে ঘুমাতে গেল অ্যানিটা। ওর কাছে মনে হলো দুশ্চিন্তা কিছুটা হলেও কমেছে; অন্তত এই ভেবে ভাল লাগছে যে সকাল থেকে নতুন আশা নিয়ে যাত্রা করবে—নাথান বা ওর বাবাকে খুঁজে পাবে।

গম্ভীর আকাশ সকালের শুভেচ্ছা জানাল ওদের। নিচু মেঘের পাহাড় ভেসে বেড়াচ্ছে আকাশে, সূর্যের দেখা নেই; বরং চারপাশে আবছা অন্ধকার। ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল ওরা। তারপর হালকা নাস্তা সেরে যাত্রা করল। গুহা থেকে বেরোনোর আগে সময় নিয়ে চারপাশ নিরীখ করল আন্দ্রেস মোয়েলার।

ওদের বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নেই আন্দ্রেস মোয়েলারের, অনুমান করেছে রোয়ারিং ফর্ক মাউন্টেনের দক্ষিণ বা পশ্চিমের অংশ হবে জায়গাটা। সামনে গায়ের উপর হামলে পড়া পর্বতশৃঙ্গটা নিশ্চয়ই আটলাণ্টিক পীক। মোয়েলারের ধারণা আটলাণ্টিক পীককে পুব দিকে রেখে চড়াই ধরে এগিয়ে গেলে একসময় ঠিকই সিয়ক্স পাসে পৌঁছে যাবে। তবে আগাগোড়া উঁচু এলাকায় থাকার পক্ষপাতী মোয়েলার, কারণ এখানে আড়াল এবং পানি—দুটোই মিলবে। কোথাও কোথাও চারপাশে নজর রাখার সুবিধা পাওয়া যাবে। পাহাড়ে না-হোক, অন্তত এর পাদদেশে থাকার ইচ্ছে ওর।

'নেহাত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা যাবে না,' গুহা থেকে যাত্রা করার সময় সতর্ক করে দিল মোয়েলার। 'কথাটা মনে রাখতে

হবে। এসব ক্যানিয়নের সামান্য শব্দও অনেক দূর থেকে শোনা যায়।'

স্যাডলে চড়ল ও, আগে আগে বেরোল গুহা থেকে, তারপর ঢালু ট্রেইল ধরে এগোল। সামান্য নীচের দিকে নামার পর অস্পষ্ট বুনো একটা ট্রেইল ধরে পাহাড়ী এক চাতালে পৌঁছল। অ্যাসপেন বন আছে এখানে, ঘন হয়ে জন্মেছে প্রায় সমান আকৃতির গাছ। অপূর্ব লাগে দেখতে। বসন্তের শুরু বলে সোনালি রং ধারণ করেছে সব পাতা। দূর থেকে দেখে মনে হয় কাঁচা সোনা।

এগিয়ে চলল ওরা। কখনও কখনও ছোট্ট উপত্যকা পেরোল। কখনও তৃণভূমি পাড়ি দিল। কোনটাই বড় নয়। সবই ঘাস আর স্প্রুস জাতীয় গাছে ভরা। ট্র্যাক লুকাতে দক্ষ নয় মোয়েলার, তবুও চেষ্টা করল যতটা সম্ভব কম চিহ্ন রেখে যাওয়ার। বেশ কয়েকবার ফিরতি পথে চলে গেল নুয়ে পড়া ঘাস স্বস্থানে তুলে রাখার জন্য।

গাছপালার উচ্চতা দেখে অনুমান করেছে নয় হাজার ফুট উচ্চতায় আছে ওরা। চারপাশে আড়াল নেওয়ার মত জায়গার অভাব নেই। দুপুর নাগাদ বড়সড় এক হ্রদের কাছে পৌঁছে গেল ওরা। মোয়েলার অনুমান করল এটা লিটল সুইট ওঅটর।

অ্যাসপেন গুচ্ছের পিছনে জুতসই একটা জায়গা খুঁজে স্যাড়ল ছাড়ল ওরা। ঢালের উপর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জন্মানো স্প্রুস থাকায় উপর থেকে ওদের চোখে পড়বে না। হালকা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে, বাতাসে বৃষ্টির সোঁদা গন্ধ ও সতেজতা। আকাশে মেঘের সারি নেই এখন, একেবারে ঝকঝকে নীল।

শুকনো ডালপালা জোগাড় করে পাথরের ফাঁকে ছোট্ট করে আগুন জ্বালাল আন্দ্রেস মোয়েলার। মনে মনে মেয়েদের কথা ভাবছে। পশ্চিমে মেয়েরা এমনিতে সাহসী, কষ্টসহিষ্ণু ও পরিশ্রমী; মেরিয়ন আর অ্যানিটা তারচেয়েও সরেস। হয়তো সেনাবাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার কারণে। কয়েকদিনের ধকল ক্লান্ত করে তুলেছে

ওদের, মোয়েলার সন্দিহান আরও ক'দিন এমন দৃঢ়তা দেখাতে পারবে। তবে সুযোগ যখন এসেছে—কফি ও বিশ্রাম হয়তো কিছুটা হলেও চাঙা করে তুলবে ওদের।

হয়তো বৃষ্টির পরপরই বলে, রোদের আঁচ উপভোগ্য মনে হচ্ছে; তাই কফি পান করার সময় কেউই ছায়ায় গেল না, বরং রোদে বসে সময় নিয়ে চুমুক দিচ্ছে। ঝটপট এক কাপ গিলে নিচু ঢাল ধরে, লাগোয়া অ্যাসপেন সারি পেরিয়ে পাহাড়ী এক চাতালে উঠে এল মোয়েলার। চারপাশ পর্যবেক্ষণ করবে।

কে জানে, হয়তো কিছু চোখেও পড়তে পারে।

দক্ষিণ-পশ্চিমের এলাকা পাহাড়ী চাতালের কারণে চোখে পড়ছে না, তবে যতটা দেখতে পাচ্ছে—ঢেউ খেলানো জমি গ্রীন রীভারের দিকে চলে গেছে। অপূর্ব সুন্দর প্রকৃতি। কোথাও কেউ নেই, প্রাণের সাড়া নেই…শুধু নিতান্ত আলসেমি নিয়ে আকাশে চক্কর কাটছে একটা ঈগল।

উত্তরে বিস্তীর্ণ নীলচে কাঠামো চোখে পড়ছে। ওটা নিশ্চয়ই কোন হ্রদ। মোয়েলার শুনেছে চৌহদ্দিতে ক্রিস্টিনা লেক সবচেয়ে বড়। ওটা যখন চোখে পড়ছে, অনুমান করল, নিশ্চয়ই সিয়ক্স পাসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। দক্ষিণে কোথাও আছে সিয়ক্স পাস। তবে লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়ে কয়েকবারই আরও একটা পাসের কথা বলেছিল, যদিও সে সন্দেহ করেছিল ওটা হয়তো বরফে ঢাকা থাকবে এখন।

খুঁটিয়ে দক্ষিণ দিক পর্যবেক্ষণ করল মোয়েলার। নির্দিষ্টভাবে সিয়ক্স পাস বা ওরকম কিছু চোখে পড়ছে না বা ঠাহর করতে পারছে না সে, যেহেতু চেনে না কিংবা ল্যাণ্ডমার্কগুলোও পরিচিত নয়; কিন্তু নিরেট বরফ নেই কোথাও, বরং ইতস্তত ছড়ানো। অর্থাৎ শীতে জমাট বেঁধে যাওয়া বরফের চাঙড় আগেই গলে গেছে, কিছু জায়গায় রয়ে গেছে বটে, তবে পাস আটকে যাওয়ার মত নয় মোটেই; অন্তত তাই মনে হচ্ছে মোয়েলারের কাছে।

যুক্তি দিয়ে বিচার করছে সে, ধারণা করল বাস্তবেও তাই ঘটেছে…

আচ্ছা, ক্রিস্টিনা লেক ছাড়িয়ে উঁচু কোন চাতাল বা পাস হয়ে যদি পাহাড় পেরিয়ে যায়? সম্ভব হবে কি-না জানে না সে, কিন্তু সুবিধাটা ঠিকই অনুমান করে নিতে পেরেছে—বহুল ব্যবহৃত সিয়ক্স পাস ধরে যেতে হবে না, সেক্ষেত্রে হয়তো রেনিগেডদের সঙ্গেও মোলাকাত হবে না।

ধীর পায়ে উপত্যকায় ফিরে এল সে। নামার পথে দেখল ঘাসে চরছে ঘোড়াগুলো। দৃশ্যটা ওকে দেশের কথা মনে করিয়ে দিল। ঝিরঝিরে বাতাসে নাচছে ঘাসের ডগা। জার্মানিতে এমন বিস্তীর্ণ সবুজ তৃণভূমি একেবারে দেখা যায় না তা নয়, বিশেষ করে গ্রাম্য এলাকায় বিস্তর আছে। ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল ওর, অলস কত সময় যে কাটিয়েছে বাড়ির কাছাকাছি পাহাড়ের লাগোয়া তৃণভূমিতে…

ঢালের উপর বসে পড়ল ও, রাইফেলের বাঁট মাটিতে রেখে জুত হয়ে বসল। বেশিক্ষণ নয়, কয়েক মিনিট শরীরটাকে বিশ্রাম দেবে। আচ্ছা, কখনও কি মাতৃভূমিতে ফিরে যাওয়ার সুযোগ হবে ওর?

নীচের তৃণভূমির দিকে আবার তাকাতে চমকে উঠল। একটা ঘোড়াও নেই! ভোজবাজির মত উধাও হয়ে গেছে। একটু আগেও ছিল। চোখ রগড়ে ফের তাকাল। উঁহুঁ, ভুল দেখেনি। দ্রুত কয়েক পা নেমে গেল মোয়েলার, এমন এক জায়গায় পৌঁছল যেখান থেকে ক্যাম্পটা দেখা যাওয়ার কথা।

আরে, মেয়েরাও নেই!

একটা ঘাপলা হয়েছে নিশ্চয়ই!

চট করে রাইফেল তুলে নিল সে। তারপর ছুট দিল ক্যাম্পের উদ্দেশে। প্রথম পদক্ষেপটা খুবই দীর্ঘ হলো—আন্দ্রেস মোয়েলারের জীবনের দীর্ঘতম এবং শেষ পদক্ষেপ। মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড জোরে কী যেন আঘাত করল, কিছু বুঝে ওঠার আগেই

দড়াম করে আছড়ে পড়ল সে ঘাসের উপর। পা বাড়িয়েছিল, বাড়ানো পা ঢালের উপর পিছলে গেল; আপনা থেকে গড়াতে শুরু করল দেহ। ঢাল ধরে নেমে যাচ্ছে ওর দেহ, এর যেন শেষ নেই...তখনই গুলির শব্দ কানে এল।

নীচের ঢালে এসে থামল শরীরটা, গড়িয়ে চিৎ হয়ে গেল। দৃষ্টি মেলে আকাশের দিকে তাকাল মোয়েলার, প্রায় অচেতন হয়ে পড়েছে; জানে না আসলে কী ঘটছে। খেয়াল করল সূর্য ম্লান হয়ে আসছে। আবার বৃষ্টি হবে বোধহয়, ভাবল সে, হুট করে অন্ধকার নেমে আসছে!

মেরিয়ন ক্রকেট আর অ্যানিটা হ্যানলনের কথা মনে পড়তে তাগিদ বোধ করল সে, উঠতে গিয়ে টের পেল জোর পাচ্ছে না, রাজ্যের অবসাদ গ্রাস করেছে দেহ। অবাক বিস্ময়ে আবিষ্কার করল কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশে সাড়া থাকলেও কোমরের নীচ থেকে একেবারে অবশ হয়ে গেছে! কোনভাবে নাড়তে পারছে না, কোন অনুভূতি নেই; যেন কোমর থেকে ওর দুই পা আলাদা হয়ে গেছে!

আতঙ্ক গ্রাস করল ওর সারা সত্তা। বুঝে গেছে কী ঘটেছে।

হঠাৎ অ্যানিটা হ্যানলনের উদ্বিগ্ন মুখ দেখতে পেল, ওর উপর ঝুঁকে পড়েছে। 'ক্রিস্টিনার দিকে...' বিড়বিড় করে বলল ও, হাত তুলে দেখাতে চাইল। 'ওদিকে যেতে হবে। আমি দুঃখিত, ম্যা'ম।'

ওগুলোই ছিল আন্দ্রেস মোয়েলারের শেষ কথা।

মুখ তুলে মেরিয়নের দিকে তাকাল অ্যানিটা, রাজ্যের বিষণ্নতা ওর চোখে। 'ও মারা গেছে,' বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলল ও। 'এত ভাল মানুষ আমি কমই দেখেছি, মেরি!'

পনেরো

চোখ মেলে তাকাল লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ে, চারপাশে ঘন অন্ধকার চোখে পড়ল। খুলির ভিতর লাগাতার দপদপে ব্যথা অনুভব করছে, ভারী লাগছে মাথা। কান পেতে শুনল ও, অখণ্ড নীরবতা চারপাশে। প্রকৃতির স্বাভাবিক শব্দ ছাড়া আর কিছুই নেই।

তবে চিন্তা-ভাবনা একেবারে পরিষ্কার। এমনকী সবকিছুই স্পষ্ট মনে আছে। বিস্ময়কর হলেও মস্তিষ্কের কোন ক্ষতি হয়নি। টের পেল ঘন ঝোপের নীচে পাতার বিছানায় শুয়ে আছে, উপরে গাছের ভাঙা ডালপালা। নাথান অনুমান করল ওদিক দিয়ে পড়ে গিয়েছিল, মাটিতে পড়ার আগে কয়েকটা ডাল ভেঙে গেলেও বাকি ডালগুলো আগের জায়গায় ফিরে গেছে; এবং আক্ষরিক অর্থে ওকে আড়াল করে ফেলেছে।

অন্তত উপর থেকে ওকে চোখে পড়বে না।

ঘাড় ফিরিয়ে দু'পাশে তাকাল নাথান। বাম দিকে দশ গজ দূরে পাথুরে জমির বুকে ছোট্ট ঝর্না বইছে। পানি দেখা মাত্র গলা শুকনো খটখটে লাগল, তেষ্টা নিবারণের তাগিদ অনুভব করল; কিন্তু ঠায় পড়ে থাকল ও। মনে করার চেষ্টা করল ঠিক কী ঘটেছে, অনুমান করার প্রয়াস পেল অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার পর ঠিক কতটা সময় পেরিয়ে গেছে। ব্যাপারটা জানা জরুরি, কারণ ওর পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করবে চলে যাওয়া সময়ের উপর।

টাস্কো ওয়াইল্ডের গুলি লেগেছিল মাথায়। তবে নাথানের

ধারণা আঘাত তেমন মারাত্মক নয়। হাত-পা নাড়তে পারছে, মাথাও দিব্যি পরিষ্কার। ভোঁতা ব্যথা ছাড়া অন্য কোন অসুবিধা অনুভব করছে না। এটা ভাল খবর। দপদপে ব্যথা দুটো কারণে হতে পারে: বুলেটের আঘাতে কিংবা মাটিতে পড়ে। কোন্ কারণে বলা মুশকিল, আঘাত পরীক্ষা না-করে বলা যাবে না।

ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে টাস্কো ওয়াইল্ড। রেনিগেডরা বোধহয় ওর খোঁজে ছড়িয়ে পড়েছে…কিংবা ধারে-কাছে আছে। তালাশও চালিয়ে থাকতে পারে, যদিও কাজটা খুব সময় ও পরিশ্রমসাপেক্ষ, কারণ প্রতিটি ইঞ্চি খুঁজে দেখতে হবে, বিশেষ করে ভাগ্যক্রমে যেহেতু একেবারে সুরক্ষিত জায়গায় পড়েছে, এখানে ওকে খুঁজে পাওয়া অলৌকিক ব্যাপার হবে।

সতর্কতার সঙ্গে পাশ ফিরল নাথান, এক কনুই নিয়ে গেল দেহের নীচে, তারপর ধীরে শরীর তুলল। ক্রল করে ঝোপের নীচ থেকে সরে এল। ঝর্নার দিকে কয়েক গজ এগোতে পাতার নীচে চাপা পড়ে যাওয়া রাইফেলটা খুঁজে পেল। ওর সঙ্গে রাইফেলটাও পড়ে গিয়েছিল। ওটা তুলে নিয়ে পরখ করল, অক্ষত আছে বলে মনে হলো।

ঝর্নার কিনারে এসে শুয়ে থেকে মুখ নামিয়ে দিল। মিষ্টি পানি পেটে পড়তে শরীর জুড়িয়ে গেল। তেষ্টা নিবৃত্ত হতে আঁজলা ভরে পানি তুলে হাত-মুখ ধু'ল। তখনই বাম কানের উপর চাঁদিতে অগভীর ক্ষতের অস্তিত্ব টের পেল। ফুলে সুপারির মত ঠুলি তৈরি হয়েছে সেখানে। তবে রক্তক্ষরণ হচ্ছে না। শুকনো রক্তের কণা উঠে এসেছে হাতে।

উঠে দাঁড়াতে মাথা চক্কর দিল, পড়ে যেতে গিয়েও হাত বাড়িয়ে একটা গাছের গুঁড়ি ঝাপটে ধরল নাথান। কিছুক্ষণ ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ধাতস্থ করে নিল নিজেকে, তারপর সতর্ক পায়ে পা বাড়াল গাছপালার ফাঁকফোকর দিয়ে। একসময় লীন-টু থেকে প্রায় তিনশো গজ দূরে এসে পৌঁছল।

পরিত্যক্ত ক্যাম্প। কোথাও কেউ নেই। ঘোড়াও নেই।

চারপাশে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি চালাল নাথান ডুনাওয়ে। একটা ঘোড়া দরকার ওর। জরুরি দরকার। জানা দরকার শত্রুদের অবস্থান। দুর্বল বোধ করায় গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসে পড়ল নাথান, মিনিট কয়েক দৃষ্টি রাখল লীন-টুর উপর, কিন্তু এবারও প্রাণের সাড়া দেখতে পেল না।

শেষে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দ্রুত পায়ে লীন-টুর কাছে চলে এল। ভিতরে ঢুকল। কেউ নেই। নিভে যাওয়া কয়লা এখানে মানুষের উপস্থিতির প্রমাণ দিচ্ছে।

বিভিন্ন চিহ্ন দেখে নাথান বুঝল তাড়াহুড়োয় ক্যাম্প ত্যাগ করেছে রেনিগেডরা। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে তাস। এক পাশে একটা হাতমোজা আর রোল করা ব্ল্যাঙ্কেট, কেউ বোধহয় বালিশ হিসাবে ব্যবহার করেছিল।

বাইরে পড়ে থাকা ট্র্যাক জরিপ করল ও। কিছুক্ষণের মধ্যে আবিষ্কার করতে সক্ষম হলো আদপে কী ঘটেছিল—ওয়াইল্ডের ডাকে লীন-টু থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল লোকগুলো, পাহাড়ী ঢালে তালাশ করেছে এবং নাথানকে খুঁজে না-পেয়ে ফিরে এসেছিল একটু পর; এখানে এসে দেখেছে ওয়াইল্ড ততক্ষণে চলে গেছে, সঙ্গে সোনা নিয়ে গেছে।

প্রথমে নিশ্চয়ই ওয়াইল্ডকে সন্দেহ করেনি ওরা, অন্তত সবাই নয়। রেনিগেডদের অনেকেই বহু বছর ধরে আছে ওয়াইল্ডের সঙ্গে, সুদূর মিসৌরি থেকে এখানে এসেছে। গোলাগুলির শব্দ নিশ্চয়ই কানে গেছে ওদের, অনুমান করে নিয়েছে নাথান ডুনাওয়ে ধরা পড়েছে বা আহত হয়েছে। এরা প্রত্যেকে অতি মাত্রায় সন্দেহপ্রবণ বলে, শুরুতে নাথানকে দায়ী করবে—ধরে নেবে ও-ই সোনা নিয়ে পালিয়ে গেছে; এবং সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় ট্র্যাক ধরে ওর পিছু নেবে।

ক্যাম্পের কিনারা ধরে ট্র্যাক জরিপ করল নাথান। চিহ্ন দেখে বুঝল অতিরিক্ত যে-কয়টা ঘোড়া ছিল, স্ট্যাম্পিডের কারণে পরে পালিয়ে গেছে। কারণ ক্যাম্প ত্যাগ করার সময় লীন-টু থেকে অন্তত এক ডজন লোক পায়ে হেঁটে গেছে, এবং চলার পথে বেশ কয়েকবার থেমে ক্যাম্প আর আশপাশে নজর বুলিয়েছে, হয়তো আশা করেছে ঘোড়া দেখতে পাবে—স্ট্যাম্পিডে ছত্রভঙ্গ ঘোড়া উত্তেজনা কেটে যেতে ক্যাম্পে ফিরে আসা অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।

ইণ্ডিয়ান এলাকায় ঘোড়া ছাড়া পথ চলা ভয়ানক ব্যাপার। এক্ষেত্রে, সবার আগে ঘোড়া সংগ্রহ করার চেষ্টা চালাবে রেনিগেডরা। সম্ভাব্য উৎস হতে পারে মেজর উইল হ্যানলনের পেট্রল বাহিনী। রেনিগেডদের বেশিরভাগ লোক ঘোড়া চুরিতে পাকা, প্রয়োজনের খাতিরে এখন খোদ সেনাবাহিনীর উপর হামলে পড়তেও দ্বিধা করবে না, যেখানে নিজের প্রাণ বাঁচানোর প্রশ্ন। ছলে-বলে-কৌশলে ঘোড়া দখল করার চেষ্টা চালাবে। ঘোড়া সংগ্রহ করা হয়ে গেলে ওয়াইল্ডের পিছু নেবে সোনা উদ্ধারের আশায়।

ওয়াইল্ড নিশ্চয়ই জানে এসব, অন্তত অনুমান করে নিতে পারবে। সেক্ষেত্রে, এ-ব্যাপারে আশু সমাধান বা পরিকল্পনাও সে করে রাখবে।

সম্ভবত লুকিয়ে পড়ার ধান্ধা করতে পারে সে। মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন, দু'জন...বড়জোর পাঁচ-সাতজনকে খুন করতে সক্ষম হবে, কিন্তু তারপর ঠিকই অনুচররা চড়াও হবে ওয়াইল্ডের উপর। এত লোকের সঙ্গে লড়াই করে পার পাওয়া অসম্ভব। তাই যোদ্ধা হিসাবে যত দক্ষই হোক, পরিস্থিতি ওয়াইল্ডের প্রতিকূলে।

এসব নিশ্চয়ই ভাল করে জানে সে, এবং সেজন্য প্রস্তুতিও নিয়ে রাখবে। সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর কৌশল হবে কোথাও লুকিয়ে থাকা। কিছু সময় লুকিয়ে থাকতে পারলে উৎসাহে ঘাটতি

পড়বে রেনিগেডদের, বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বে ওরা, ওয়াইল্ডকে ধরার ইচ্ছে বাদ দিয়ে নতুন ধান্ধায় চলে যাবে। পরিস্থিতি বদলে যাওয়ার পর, তখন হাইডআউট থেকে বেরিয়ে আসা ওয়াইল্ডের জন্য সবদিক থেকে যুক্তিসঙ্গত ও নিরাপদ হয়।

সেক্ষেত্রে, কোথাও নির্জন একটা হাইডআউট বা লুকানোর জায়গা আছে টাস্কো ওয়াইল্ডের, পরিচিত লোকজন আছে যাদের কাছে গেলে সাহায্য পাবে সে, এমন বন্ধু-বান্ধব আছে ঠেকায় পড়লে যারা নিরাপত্তা দেবে তাকে।

সেই পরিচিত বা বন্ধুরা ইণ্ডিয়ান হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এটা যেহেতু ইণ্ডিয়ান এলাকা। তবে কাঁটা দিয়েও কাঁটা তুলতে পারে সে। বিশ্বস্ত অনুচরদের মাধ্যমে নিজের পলায়ন নিষ্কণ্টক করে তুলতে পারে এবং তাদের মাধ্যমে ধাওয়াকারী অন্য অনুচরদের খুন করতে পারে। মহা ধুরন্ধর টাস্কো ওয়াইল্ডের জন্য এসব কোন ব্যাপারই নয়।

তবে ইণ্ডিয়ানদের মধ্যেও বন্ধু থাকতে পারে তার। কোন এক সময় যে ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে ছিল না তা কে বলতে পারে? এখন, প্রয়োজন হয়েছে বলে আবার ইণ্ডিয়ান গ্রামে গিয়ে গা ঢাকা দিতে পারে। পেশার খাতিরে নানা মানুষের সঙ্গে সখ্যতা রাখতে হয়, ওয়াইল্ডও তাই, নইলে বছরের পর বছর ধরে সেনাবাহিনীর চোখ রাঙানি সত্ত্বেও বিশাল এলাকা জুড়ে অপকর্ম চালিয়ে যেতে পারত না।

মিশুক, বন্ধুত্বপূর্ণ ও উদারপন্থী বলে সুনাম আছে শুশোনদের। সবার আগে ওদের কথা মাথায় আসে। তাই কেউ ওয়াইল্ডের পিছু নিলে আগে শুশোনদের গ্রামে যাবে। নাথানের সন্দেহ এটা জানে বলেই শুশোন গ্রামে যাবে না টাস্কো ওয়াইল্ড, বরং সিয়ক্স বা ব্ল্যাকফিট গ্রামে যাবে, যেখানে কার্যত বাইরের কারও পক্ষে ঢোকা বেশ কঠিন। বিশেষ করে সাদাদের জন্য। পুরানো সখ্যতার পুরো সদ্ব্যবহার করবে ওয়াইল্ড, ইণ্ডিয়ান গ্রামের নিরাপত্তা বেড়ীর মধ্যে

কাটিয়ে দেবে কয়েক সপ্তাহ বা মাস, তারপর পরিস্থিতি অনুকূল হলে বেরিয়ে আসবে।

নিজের করণীয় সম্পর্কে ভাবল নাথান। সবদিক বিবেচনায় গুহায় ফিরে যাওয়া উচিত বলে মনে হচ্ছে। সোনা উদ্ধারের মিশন ব্যর্থ হয়েছে ওর। টাস্কো ওয়াইল্ডকে হারিয়ে ফেলেছে, আয়রন হাইডকেও খুঁজে পায়নি। সবদিক থেকে ব্যর্থ। এদিকে পে-রোলের টাকা নিয়ে প্রতি মুহূর্তে আরও দূরে সরে যাচ্ছে তস্কর-নেতা। তাই, যত দ্রুত সম্ভব গুহায় ফিরে যেতে হবে। মেয়েদের পৌঁছে দিতে হবে ফোর্টে। তারপর, যত কঠিনই হোক, টাস্কো ওয়াইল্ডকে খুঁজে বের করতে হবে এবং সোনা উদ্ধার করতে হবে।

হাঁটতে শুরু করল নাথান। ক্লান্ত বলে জোরে পা চালাতে পারছে না, মাথার ব্যথাও রয়ে গেছে। বিপদ সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত ও, যেহেতু এই পাহাড়ে বা ধারে-কাছে রয়েছে ওয়াইল্ডের লোকজন, যে-কোন মুহূর্তে তাদের চোখে ধরা পড়ে যেতে পারে। এখনও নিশ্চয়ই ওর বা মেয়েদের খোঁজ করছে কেউ কেউ। তবে ক্লান্তি আর মাথায় লাগাতার দপদপে ব্যথা ওর উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তাকে ভোঁতা করে দিয়েছে, মন্দের ভাল বলা যাবে একে।

বেশ কিছুক্ষণ এগিয়ে চলল ও। পাহাড়ী পথে হাঁটতে এমনিই আয়াস লাগে, আর এখন তো পুরোপুরি ফিট নয় ও। স্বভাবতই ক্লান্তিতে অবশ হয়ে এল দেহের পেশি, থামতে বাধ্য হলো নাথান। শরীর আর চলছে না। গন্তব্যে পৌঁছতে হলে একটু জিরিয়ে নিতেই হবে।

আচমকা খুব কাছের এক ঝোপ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল দুটো পাখি, এত কাছ দিয়ে গেল যে ডানার ঝাপটায় তরঙ্গায়িত বাতাস লাগল ওর মুখে। বেশ চমকে গেছে নাথান, এতটাই যে প্রায় পড়ে যাওয়ার দশা হলো। কীভাবে পতন ঠেকাল নিজেও জানে না।

মাটিতে বসে বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ। সময়টা ব্যয় করল ট্রেইল আর আশপাশে নজর রেখে। কান খাড়া, যতটা সম্ভব মনোযোগ দিয়ে শব্দ শুনছে। তবে মাথার দপদপে ব্যথায় কাতর বলে সুবিধা করতে পারছে না।

মিনিট দশ পর আবার হাঁটতে শুরু করল। বেশ কিছুক্ষণ পর গাছপালায় ঘেরা সবুজ ঘাসে ভরা ছোট্ট এক উপত্যকায় পৌঁছল। খেয়াল করল ছয়-সাতটা মার্মট ঘাসের মধ্যে আপনমনে খেলছিল, কিন্তু ওকে এগিয়ে যেতে দেখে ছুটে পালাল পাথুরে আশ্রয়ের উদ্দেশে। রীজের গোড়ায় ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অনেক পাথর, তারই আড়ালে হারিয়ে গেল ওগুলো।

টলমল পায়ে এগিয়ে চলল নাথান। উপত্যকার শেষ প্রান্তে এসে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে হেলান দিয়ে দাঁড়াল। শক্তিতে কুলোচ্ছে না আর। কিছুক্ষণ বিশ্রাম না-নিলেই নয়।

সন্ধ্যা হতে বেশি দেরি নেই। মেঘলা আকাশ বলে অন্ধকার আগেই নেমে আসবে। যত দ্রুত সম্ভব গুহায় ফিরতে হবে। গন্তব্যে পৌঁছতে পারলে ঘুমাতে পারবে। কফি খেয়ে চাঙা হয়ে নিতে পারবে। আবার যাত্রা করার পর দশ-বারো পা ফেলেছে, তখনই মনে পড়ল রাইফেল ফেলে এসেছে।

ফিরে গিয়ে রাইফেল তুলে নিল নাথান, তারপর কোণাকুণি এগোল। চড়াই ধরে ঘন বনানীর দিকে উঠে যাচ্ছে। দু'বার পড়ে গেল পিছল খেয়ে, কিন্তু শেষপর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হলো। খোলা জায়গা এখানে, বাতাস হাহুতাশ করে সর্বক্ষণ। মেসার চূড়ায় ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল ও কিছুক্ষণ, বুক ভরে শ্বাস নিচ্ছে। এমন তাজা ও নির্মল বাতাস!

আঁধার নেমে আসছে। নীচের উপত্যকা, ক্যানিয়ন...ছায়া ঘনাচ্ছে সর্বত্র।

ঈষৎ সোনালি-রঙা আভালাঞ্চ লিলির ঝোপের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলল ও, চলার পথে চমকে দিল সাদা লেজঅলা একটা

টার্মিগানকে। ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত নাথান, পুরোপুরি সচেতন নয়, আবার একেবারে অসচেতনও নয়। কী এক ঘোরের মধ্যে এগিয়ে চলেছে।

পাহাড়ী ঢালটা খুঁজে পেল, ক্যানিয়নেও ঢুকে পড়তে সক্ষম হলো। আঁধারে বেশিদূর দৃষ্টি চলে না। মরিয়া মনোভাব ওকে তাড়া করল, কয়েক পা দৌড়ালও, দু'বার পড়ে গেল দড়াম করে; কিন্তু উঠে আবার দ্রুত পা চালাল। মন বলছে কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

পাইন গাছটা চোখে পড়তে স্বস্তি বোধ করল নাথান। এখন আর রাইফেলটা হাতে বইতে পারছে না, বরং ব্যারেল ধরে টেনে নিয়ে আসছে। গুহার পথ আগলে আছে গাছটা। ওটাকে পাশ কাটিয়ে গেল। সামনে গোলাকার অন্ধকার গর্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গুহামুখটা।

ভিতরে পা রাখল নাথান।

শূন্য গুহা। ওর ঘোড়া নেই। মেয়েরাও নেই। সব কিছু উধাও হয়ে গেছে।

ঠায় দাঁড়িয়ে থাকল নাথান ডুনাওয়ে, ভারসাম্য ধরে রাখতে পা ছড়িয়ে দিয়েছে। চোখ পিটপিট করে তাকাল, চোখে দেখেও বিশ্বাস করতে পারছে না শূন্য গুহায় দাঁড়িয়ে আছে। চলে গেছে অ্যানিটারা! একবারের জন্যও মনে হয়নি এত কষ্ট করে এসে হতাশ হতে হবে। এখানে থাকার কথাই ছিল ওদের। অথচ নেই।

কী ঘটেছে বোঝার চেষ্টা করল ও।

ক্যানিয়নে বাতাস হা-পিত্যেশ করছে, যেন গোঙাচ্ছে বুনো কোন পশু। হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে পড়ল নাথান, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। অনুমানের উপর নির্ভর করে পৌঁছল যেখানে আগুন জ্বালানো হয়েছিল, সে-জায়গায়। অন্ধকারে হাতড়ে কয়েকটা ডাল ও পাতা খুঁজে পেল। একত্র করে আগুন জ্বালাতে গিয়ে টের পেল হাতের আঙুল অসাড় হয়ে আছে, ঠিকমত নাড়তে

পারছে না।

শেষপর্যন্ত সফল হলো। ক্ষীণ শিখা জ্বলে উঠল। পাতা ছড়িয়ে আর ফুঁ দিয়ে আগুনটাকে বড় করে তুলল ও। গাছের বাকল যোগ করল। ঠাণ্ডায় কাঁপছে থরথর করে। অসুস্থ হয়ে পড়ল? শুনেছে মাথায় আঘাত পেলে তৎক্ষণাৎ না-হলেও পরে শারীরিক অসুবিধা হতে পারে এবং শরীরে অন্য রোগ-বালাই সংক্রমণের সুযোগ করে দেয়। কে জানে, কথাটা কতটা সত্য!

আগুনে আরও কাঠ যোগ করল নাথান। টের পেল উত্তাপ ওর শরীরকে ক্রমে চাঙা করে তুলছে, অনুভূতিগুলো ফিরে আসছে। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে, জোর করেও মেলে রাখতে পারছে না। রাইফেলটা গুহার কোণে জমিয়ে রাখা জ্বালানির কাছে রেখেছিল, স্লিকার খুলে রাখল এবার…তারপর সবকিছু ভুলে গেল। কখন চোখে ঘুম নেমে এসেছে নিজেও জানল না।

মড়ার মত ঘুমাল ও।

পাঁজরে লাথি খেয়ে ঘুম ভাঙল ওর। ধড়মড় করে উঠে বসতে গেল, আবার লাথি খেল। এবার পড়ে গেল নাথান, কী ঘটছে বোঝার চেষ্টা করল; কিন্তু ঘুমের ঘোর এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তখনই তৃতীয় লাথি ধেয়ে এল। মাথায় না-লেগে কাঁধে ল্যাণ্ড করল ওটা, আধ-পাক ঘুরিয়ে দিল ওর শরীর। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল নাথানের মুখ, পড়ে থাকল ওভাবে।

তারপর ধীরে ধীরে পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সচেতন হলো। প্রায় আধ-ডজন লোক রয়েছে গুহায়…রেনিগেড সবাই। বিস্ময়ের সঙ্গে টের পেল মস্তিষ্কের এক অংশ পুরোপুরি সজাগ ও কর্মক্ষম; কিন্তু অন্য অংশ এখনও ঘোরে আক্রান্ত, অনুভূতিগুলো আচ্ছন্ন হয়ে আছে।

'ঘটনা তো বুঝতে পারছি না!' বিরক্ত স্বরে বলল এক লোক। 'একটা ঘোড়াও নেই ওর সঙ্গে! আসলে হচ্ছে কী, বলতে পারো কেউ? আর তুমি হলফ করে বলেছ এখানে মেয়েরা আছে!'

'ঈশ্বরের দিব্যি! মিথ্যা বলিনি বা ভুলও দেখিনি!' দ্রুত জবাব দিল অন্য একজন, কণ্ঠে তাগিদ আর আপস। 'এখানেই ছিল ওরা। বোধহয় চম্পট দিয়েছে। কিন্তু একে তো চিনলাম না।'

'ওয়াইল্ডের পরিচিত সেই লেফটেন্যান্ট। এর কথাই বলেছিল টাস্কো।'

'কিন্তু এর তো মরো মরো অবস্থা! আর আমাদের কি-না বলেছে মহা টাফ লোক। দেখে তো মনে হয় না কোনকালে হিম্মত বলে কিছু ছিল এর মধ্যে। আচ্ছা, আসলে ওয়াইল্ডের মতলবটা কী? আবোলতাবোল বকেছে এদের সম্পর্কে, অথচ কাজের সময় ওর পাত্তা নেই। এর কোন মানে হয়?'

আগুনের কাছে চলে গেছে একজন, ডালপালা যোগ করে চাঙা করে দিল। উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল আশপাশে, মোটামুটি আলোকিত হয়ে গেল গুহার ভিতরটা।

গুহার মেঝেয় পড়ে আছে নাথান, শীত ও যন্ত্রণায় কাঁপছে মৃদু মৃদু। মস্তিষ্কের সজাগ অংশটা সবকিছু দেখছে, কোনকিছুই বাদ দিচ্ছে না।

ওর রাইফেলটা আগের জায়গায় পড়ে আছে! এরা দেখতে পায়নি। আর এখন পর্যন্ত ওর শরীরও তল্লাশি করেনি। পিস্তলটা, স্বভাবতই, হোলস্টারে আছে এখনও। ঢাকনা নামিয়ে দেওয়া, যেমন থাকে সাধারণ অবস্থায়। কাত হয়ে পড়ে আছে বলে দেহের নীচে পড়ে গেছে।

রেনিগেডদের সব ঘোড়া গুহার বাইরে।

ঘোড়া! একটা ঘোড়া দরকার হবে ওর!

ঠায় পড়ে থাকল নাথান। ওর দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। দশ ফুট দূরে আছে রাইফেলটা। জ্বালানি কাঠের পাশে, অপেক্ষাকৃত ছায়ার মধ্যে পড়ে আছে। কোনভাবে যদি ওটার কাছে পৌঁছতে পারে...তবে নড়ার সাহস পাচ্ছে না।

'কফি তৈরি হয়ে গেছে, রস? জলদি করো! যা ঠাণ্ডা পড়ছে,

গরম কফি না-হলে জমে যাব বোধহয়।'

'অত অধীর হয়ো না,' শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল আগুনের কাছে বসে থাকা লোকটা। 'আচ্ছা, সবাই তো হৈহৈ করে চলে এলে, কিন্তু ক্যাম্পের কথা ভেবেছ একবারও? অনেকক্ষণ ধরে আমরা বাইরে আছি। ওদিকে না জানি কী ঘটে গেছে।'

'তাতে কী?'

'ষাট হাজার ডলার! মামুলি টাকা নাকি? এমন ভাব করছ যেন ষাট পেনি! তুমি গুরুত্ব না-দিলেও আমি কিন্তু অত নিশ্চিন্ত থাকতে পারছি না। মাথা থেকে চিন্তা সরাতে পারছি না। ধরো, ষাট হাজার ডলার তোমার মুঠোয় চলে এল, আর সঙ্গে পেলে একটা ঘোড়া। তখনও কি এত নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে অন্যরা?'

কেউ কিছু বলল না, নীরবতা নেমে এল গুহায়। বলার কিছু নেইও। প্রয়োজনীয়তাও নেই। রস নামের লোকটার কথায় নতুন চিন্তা ঢুকে গেছে সবার মাথায়, পরিস্থিতি অনুধাবন করতে পারছে পরিষ্কার। যার যার নিজস্ব ভাবনা নিয়ে ব্যস্ত ওরা, তবে কেউ কাউকে জিজ্ঞেস করার তাগিদ বোধ করছে না। মোটামুটি জানে।

'কী বলতে চাইছ?' অধৈর্য স্বরে জানতে চাইল একজন। 'পরিষ্কার করে বলো তো!'

'ধরো, ষাট হাজার ডলার আর একটা ঘোড়া পেয়ে গেল টাস্কো। তখন কী ঘটবে বা ঘটতে পারে?'

'কী যে বলো না, রস!' মৃদু অনুযোগের সুরে বলল একজন। 'উদ্ভট চিন্তা বাদ দাও! টাস্কো তো নতুন নয় আমাদের কাছে, বহু বছর ধরে ওকে চিনি। ওর নাড়ি-নক্ষত্র জানি। এমন একটা সফল দল কোথায় পাবে সে? ষাট হাজার ডলারের চেয়ে আমরাই বড় ওর কাছে। তা ছাড়া, জুলসবার্গে বেশ কিছু টাকা জমানো আছে ওর। আমার তো মনে হয় অযথা সন্দেহ করছ ওকে।'

'তাই? জমানো টাকার কথা কে বলেছে তোমাকে? নিজে দেখেছ? আদৌ জানো কোথায় আছে সেই টাকা? এও কি জানো

এ-মুহূর্তে ঠিক কোথায় আছে টাস্কো?'

নড়ে উঠল নাথান, তারপর জিভ দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে মুখ খুলল। 'চলে গেছে। ষাট হাজার ডলার নিয়ে চম্পট দিয়েছে ও। এতক্ষণে হয়তো সল্ট লেকের উদ্দেশে অনেকটা পথ এগিয়েও গেছে।'

ওর দিকে মনোযোগী হলো সবাই। একটা লোক তেড়ে এল, আগেরজনই—একই ভঙ্গিতে লাথি হাঁকাল নাথানের পাঁজরে। 'হাহ্! গণক দেখছি! এসব তুমি জানলে কীভাবে?'

মুখ তুলে তাকাল নাথান, যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল, তারপর উপযুক্ত শব্দ হাতড়ে জবাব দিল: 'আমি...আমি নিজে ওকে চলে যেতে দেখেছি। যাওয়ার সময় গুলি করেছে আমাকে।'

আবার লাথি তুলল বিশালদেহী কর্কশ চেহারার লোকটা, কিন্তু আগুনের কাছ থেকে কঠোর স্বরে তাকে নিরস্ত করল রস নামের রেনিগেড। 'দাঁড়াও!' এগিয়ে এল সে নাথানের দিকে, তীক্ষ্ণ চোখে দেখল। 'হ্যাঁ, দেখে মনে হচ্ছে গুলি খেয়েছে ও। আমাদের কেউ করেনি গুলিটা। সত্যি-মিথ্যে যাই বলুক, ঘটনা হচ্ছে ওর সময় বেশি নেই।'

একে একে আরও কয়েকজন এগিয়ে এল। সামান্য কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে, ঘিরে ফেলেছে নাথানকে। নাথান মরল কি বাঁচল, তাতে কিছু যায়-আসে না কারও। বরং মরে গেলে নিশ্চিন্ত বোধ করবে।

সহানুভূতি নয়, স্বস্তি আর নির্জলা বিতৃষ্ণা এদের চাহনিতে। তবে রসের চোখে সামান্য করুণা দেখা গেল। 'কোথায় গুলি খেয়েছ তুমি? ঘটনাটা কোথায় ঘটেছে?' জানতে চাইল সে।

'ক্যাম্পে...লীন-টুর কাছে। প্রথমে গুলি করল টাস্কো ওয়াইল্ড, তারপর লোকজনকে লেলিয়ে দিয়েছে আমার পিছনে।'

নাথান অনুভব করল কথা বলতেও কষ্ট হচ্ছে, বিপর্যস্ত লাগছে

নিজেকে। শক্তি ফুরিয়ে গেছে।

ওকে নিস্তেজ হয়ে যেতে দেখে আগ্রহ হারিয়ে ফেলল রেনিগেডরা। 'বোধহয় মিথ্যা বলেনি লোকটা,' একটু পর বলল একজন। 'শুধু সল্ট লেকের ব্যাপারটা মিলছে না।'

'জুলসবার্গের দিকে যাওয়ার কথা নয়, তা হলে আর্মির সামনে পড়তে হবে। তা ছাড়া, ওখানে আমাদের ছেলেপেলেরাও আছে। টাস্কোর সঙ্গে দেখা হলেই প্রশ্ন শুরু করবে ওরা।'

'জবাবও দিয়ে দেবে। টাস্কোকে কখনও কথায় হারাতে পেরেছে কেউ? ওদেরকে বুঝ দিতে মোটেই অসুবিধা হবে না।'

কফি পান করার ফাঁকে তর্ক চালিয়ে গেল ওরা। কেউ বলছে সল্ট লেকের দিকে যাবে টাস্কো ওয়াইল্ড, কেউ বলছে লুকিয়ে থাকবে কোথাও, আবার পুবের কোন শহরের পক্ষে মত দিচ্ছে একজন। নাথানের কথা বেমালুম বিস্মৃত হয়েছে, অন্তত আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে না। কেউ তাকাচ্ছে না, ওর প্রসঙ্গও তুলছে না।

তবে রস নামের লোকটার মাথা পরিষ্কার কাজ করছে। কোন তত্ত্বে বিশ্বাসী নয় সে। নানা মুনির নানা মতে কফির মগে ঝড় তুলে লাভ হবে না, জানে সে, বরং ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে ওয়াইল্ডের ট্র্যাক অনুসরণ করতে হবে। দিব্যি উপলব্ধি করছে, লেগে থাকলে ঠিকই টাস্কো ওয়াইল্ডকে ধরে ফেলতে পারবে। যত ভয়ঙ্কর হোক, ফেরেশতা নয় লোকটা। মানুষই।

এমন বেঈমানি মেনে নেওয়া যায় না।

বিশালদেহীর নাম জেমস ব্লেড, ওদের আলাপ শুনে এতক্ষণে জেনে গেছে নাথান। চরম অবিশ্বাসী লোক। নাথানের দেওয়া তথ্য এক বিন্দুও বিশ্বাস করেনি; এবং এসব ঘটনাও তার পছন্দ হয়নি।

'এই ব্যাটা মিছে কথা বলছে!' স্পষ্ট জানিয়ে দিল সে। 'আমি অন্তত ওর কথায় ভরসা করতে রাজি নই। কেন আমাদের ঠকাবে টাস্কো? কী এমন লাভ ওর? নতুন দল গড়বে? আমাদের চেয়ে

বেশি ওকে সহযোগিতা করবে কে, শুনি? অত সোজা নয়। সবচেয়ে বড় কথা, নিরাপত্তার জন্য হলেও আমাদেরকে দরকার ওর। একাট্টা থাকি বলেই তো আমাদের ঘাঁটাতে আসে না কেউ।'

সন্তর্পণে কয়েক ইঞ্চি সরে গেল নাথান, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে রেনিগেডদের দিকে, তবে কেউ গ্রাহ্য করছে না ওকে। আরও কয়েক ইঞ্চি সরে এল।

মাথার ভিতর কী যেন দপদপ করছে, গরম অনুভূতি হচ্ছে ওর। কে জানে, হয়তো উত্তেজনায়! তবে সমগ্র মনোযোগ ও সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট হয়েছে, আলগোছে একটা হাত ঢুকিয়ে দিল কোটের নীচে, সিক্সশ্যূটারের বাঁট চেপে ধরল।

'আমার কাছে তো মনে হচ্ছে সল্ট লেকের ব্যাপারটা ছাড়া আর সবই ঠিক আছে,' মৃদু স্বরে বলল রস হেরল্ড। 'ঠিক মিলছে না। এত শহর থাকতে সল্ট লেকে কেন যাবে ও?'

'আদৌ গিয়ে থাকলে তো!' টিপ্পনি কাটল ব্লেড।

'ওটাই সবচেয়ে কাছের শহর,' যুক্তি দেখাল অন্য একজন। 'চাইলে ফোর্ট ব্রিজারকে পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারবে ও।'

আরও কয়েক ইঞ্চি সরে গেল নাথান। শরীরকে অতিরিক্ত খাটিয়ে ফেলেছিল বোধহয়, মাথা চক্কর দিয়ে উঠল এবং জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

ফের যখন সচেতন হলো, টের পেল তীব্র ব্যথায় জর্জরিত ওর মস্তিষ্ক, যেন ধারাল অস্ত্র দিয়ে কেউ কুপিয়ে চলেছে ভিতরে। চিন্তা কুয়াশাচ্ছন্ন, ঘোলাটে হয়ে গেছে। মুহূর্ত কয়েক বুঝতেই পারল না কোথায় আছে।

'ধরে ফেলেছি ওদের,' নতুন একটা কণ্ঠ শুনতে পেল নাথান, গুহামুখে এসে দাঁড়িয়েছে লোকটা। কণ্ঠে উল্লাস 'সৈনিক ব্যাটা ছিল ওদের সঙ্গে। মওকা পেয়ে ওকে ফেলে দিলাম। ব্যস, মেয়ে দুটো এখন আমাদের হয়ে গেল!'

'কোথায় ওরা?'

'আরে, শুনেই অধীর হয়ে পড়লে! দেখলে কী করবে? রসো, এনেছি ওদের। এই তো, এসে পড়েছে।'

রাজ্যের আশঙ্কা ও বিপদের ভয়ঙ্করত্ব মস্তিষ্ক থেকে সমস্ত অসারতা তাড়িয়ে দিল, চট করে চেতনা ফিরে পেল নাথান। পড়ে আছে ও গুহার মেঝেয়, আহত ও বিপর্যস্ত অবস্থায়। তবে পিস্তলে চলে গেছে হাত, আর রাইফেলটাও বেশি দূরে নেই।

আস্তে করে ঘাড় ফেরাল নাথান। আলো পৌঁছেছে কি পৌঁছেনি, তবে গুহার ঠিক বাইরে দাঁড়ানো দেখতে পেল অ্যানিটা আর মেরিয়ন ক্রকেটকে। সঙ্গে আসা লোকটার বুট দেখা যাচ্ছে।

বিপদের ষোলোকলা পূর্ণ হলো!

নৃশংস একদল লোক। ওয়্যাগন ট্রেন লুট করেছে, নির্বিচারে খুন করেছে, মেয়েদের ধর্ষণ করেছে, কচি বাচ্চাদের লাশ বিকৃত করেছে এরা। সামান্য দয়া বা করুণাও দেখায়নি। পশ্চিমের বুকে এরচেয়ে জঘন্য ও নিষ্ঠুর দস্যুদল বোধহয় আর নেই।

অ্যানিটা এখন ওদের হাতের মুঠোয়!

ষোলো

'জবর বলেছ, হেনরি!' উল্লসিত স্বরে সায় জানাল জেমস ব্লেড। 'মেয়ে দুটো এখন আমাদের! ওদের নিয়ে যা খুশি করতে পারি...'

আবার নড়ে উঠল নাথান ডুনাওয়ে, কয়েক ইঞ্চি সরে গেল রাইফেলের দিকে। সবার অলক্ষ্যে এতটা আসতে পেরেছে, আর অল্প বাকি! উত্তেজনায় ঘামছে ও, বুক ধড়ফড় করছে। স্পষ্ট টের পাচ্ছে একটু পর নরক নেমে আসবে এখানে। পরিস্থিতি যেমন

ছিল, তেমনই আছে—একসঙ্গে তিনজনই গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেছে। কিন্তু যেভাবে হোক উতরে যেতে হবে। মেয়েদের বাঁচাতে হবে। নিজে যতই বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকুক, মরণকামড় দেবে ও!

'ফালতু কথা বলো না, ব্লেড!' কঠিন স্বরে সতর্ক করে দিল রস হেরল্ড। 'হয়েছে কী তোমাদের, বেঈমানি করতে চাও টাস্কোর সঙ্গে? কমবয়সী মেয়েটার দিকে নজর ছিল ওর। মওকা পেয়ে ওর মুখের গ্রাস কেড়ে নিতে চাইছ?'

অখণ্ড নীরবতা নেমে এল গুহায়। কথাটা হজম করতে সময় লাগছে রেনিগেডদের। শেষে দৃঢ় কণ্ঠে তর্ক করল হেনরি : 'টাস্কো কিন্তু ওদের ধরেনি, বরং আমরাই ধরেছি। এই খেলায় নিয়ম হচ্ছে দখল যার ভোগ-বিলাসও তার। তা ছাড়া, মনে হয় না টাস্কোর ব্যাপারে অত উদার হওয়ার সুযোগ আছে আমাদের।'

'বেশ তো, সাহস থাকলে কথাটা ওর মুখের উপর বলে দিয়ো,' তির্যক সুরে বলল রস। 'ওর সঙ্গে আমাদের দেখা তো হচ্ছেই।'

এবার আর কেউ কিছু বলল না। থমথমে নীরবতা নেমে এল গুহায়। এমন নয় যে একটা রফায় পৌঁছেছে ওরা, আসলে সিদ্ধান্ত ঝুলে রয়েছে এখনও; রসকে চ্যালেঞ্জ করার সাহস সঞ্চয় করতে পারছে না কেউ। কিন্তু একজন যদি আগ্রাসী হয়, নির্ঘাত অন্যরাও চড়াও হবে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রস হেরল্ডের গ্রহণযোগ্যতা নেই এদের মধ্যে, অন্তত একটা সীমিত পর্যায় পর্যন্ত; পরিস্থিতির দাবি অনুযায়ী আপাতত এই ক'জনের নেতৃত্ব দিচ্ছে সে, যদিও কোন সিদ্ধান্ত এককভাবে নিচ্ছে না, তবে পরিস্থিতি বদলে গেলে মুহূর্তে সাধারণ রেনিগেডে পরিণত হবে রস, মামুলি যে সমীহ অন্যরা প্রকাশ করছে এখন, তখন তাও থাকবে না।

এদিকে রাইফেলের দিকে আরও কয়েক ইঞ্চি সরে গেছে নাথান। সবচেয়ে কাছের লোকটা ওর দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে, হোলস্টারে জোড়া পিস্তল। অল্প রেঞ্জে বা এরকম বদ্ধ

জায়গায় গোলাগুলির সময় রাইফেলের চেয়ে পিস্তলই বেশি কাজে দেয়। নাথান সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে, সংঘাত শুরু হলে ওই পিস্তল দুটো বাগিয়ে নিতে হবে।

'ভিতরে নিয়ে এসো ওদের, হেনরি,' সন্তুষ্ট স্বরে বলল জেমস ব্লেড। 'দেখি, কেমন সরেস পাখি ধরেছ!'

মেয়েদের হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে এরা। টাস্কো ওয়াইল্ড নেই, সম্ভবত আর কখনও তার দেখাও পাবে না রেনিগেডরা। রস হেরল্ডের পক্ষে একা অন্যদের ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। নেতৃত্বহীন বিশৃঙ্খল একটা দলকে সামলে রাখা কঠিন কাজ। তায় উপর্যুপরি ব্যর্থতার মধ্যে সময় পার করছে ওরা।

তা ছাড়া, নারীসঙ্গ বঞ্চিত এসব লোকের কাছে এমন সুযোগ হাতে চাঁদ পাওয়ার মত। স্বাভাবিক সম্মান দূরে থাক, অ্যানিটা বা মেরিয়নের প্রতি সামান্য দয়াও দেখাবে না কেউ; সেটা ওদের ধাতে নেই। হয়তো ভুলেই গেছে ওসব কী! একই পরিণতি নাথান ডুনাওয়ের ভাগ্যেও জুটবে।

নাথান জানে ওয়্যাগন ট্রেনের মহিলা আর বাচ্চাদের কী বীভৎস অত্যাচার সইতে হয়েছে। পশুর চেয়েও [illegible] ভয়-ডর নেই, বিবেক হারিয়ে ফেলেছে বহু আগেই [illegible] উল্লাসে মত্ত। মওকা পেলে নির্দ্বিধায় শৌর্য-বীর্যের [illegible] দুর্বলের বিরুদ্ধে হচ্ছে কি-না তাতে আসল [illegible] ব্যার অভ্যাস নিপুণ দক্ষতা ও সতর্কতার সঙ্গে অনুচরদের [illegible] করেছে টাস্কো ওয়াইল্ড, তাদের পরিচালনা করেছে এতদিন—বিবেক-বর্জিত হিসাবে গড়ে তুলেছে। এমন হিংস্র, নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর লোকদের নিয়ন্ত্রণ করা বা সামলে রাখা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব হয়েছে।

খানিকটা নড়েচড়ে আরামদায়ক অবস্থানে নিজেকে নিয়ে এল নাথান, পিস্তলটা আরও সামনে বাড়াল। স্লিকারের নীচ থেকে মুখ বের করে আছে ওটা। এবার অপেক্ষায় থাকল ও

'নিয়ে এসো ওদের!' বিরক্ত স্বরে নির্দেশ দিল জেমস ব্লেড।

'মাথা খারাপ!'

হঠাৎ দৃষ্টির বাইরে চলে গেল মেয়েরা, অন্ধকারের দিকে তাদের ঠেলে দিয়েছে হেনরি লিম্যান। 'উঁহুঁ, তুমি বললেই হবে না,' গম্ভীর স্বরে বলল সে। 'আগে একটা রফায় পৌঁছাই আমরা, তারপর দেখা যাবে মেয়ে দুটোকে নিয়ে কী করা যায়।'

'যা বলেছ, হেনরি,' খুব শান্ত শোনাল ব্লেডের কণ্ঠ, উপভোগ করছে নিজের কর্তৃত্ব, রস হেরল্ডকে নীরব থাকতে দেখে উৎসাহ বোধ করছে। কার্যত ওদের মধ্যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। 'রফা? কেন, আমাদের মধ্যে কি বোঝাপড়া নেই? কবে সেটার ঘাটতি হয়েছিল? আমি কি তোমাকে বুঝি না? যা বলেছ, সবই বুঝতে পারছি, তোমাকে জানিও ভাল করে।

'অযথাই পরিস্থিতি ঘোলাটে করে তুলছ, হেনরি। তুমি বরং ভিতরে এসে পিস্তলটা হোলস্টারে ঢোকাও। বেশ, তোমার কথা মত আলোচনা করব আমরা।'

গুহার ভিতরে দুই কদম চলে এল হেনরি লিম্যান। তার সঙ্গে আরেকজন আছে, মেয়েদের পাহারায় গুহার বাইরে থেকে গেল সে।

'মেয়ে দুটোকে আমরা ধরেছি,' আবারও বলল লিম্যান। 'ওদের সঙ্গে রাখব নাকি বেচে দেব, সেটা আমাদের ব্যাপার।'

'দূর! সেই কখন থেকে এক প্যাঁচাল পেড়ে যাচ্ছ!' বিরক্ত স্বরে বলল ব্লেড। 'আগে তো রডটা ঢুকিয়ে রাখবে হোলস্টারে। ওভাবে কথা বলা যায় নাকি? এসো, কফি আছে। শরীর চাঙা করার ফাঁকে আলাপ করা যাবে।'

দ্বিধা করছে হেনরি লিম্যান, সঙ্গীর কথায় আস্থা রাখতে পারছে না। শেষে শ্রাগ করল। এদের সঙ্গে বছরের পর বছর কাটিয়েছে—খেয়েছে, ঘুমিয়েছে, লড়াই করেছে, জুয়া খেলেছে, লুটপাট চালিয়েছে। সুখে-দুঃখে একসঙ্গে ছিল। স্বজন বলতে এরা ছাড়া আর কেউ নেই। এদেরকে জানে, বোঝে। মানবিক অনুভূতি

শুধু এদের জন্য, আদৌ যদি কিছু অবশিষ্ট থেকে থাকে। বিশ্বাস-অবিশ্বাস যাই করুক, এরাই বন্ধু।

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল লিম্যানের। ঝুঁকে হাতের রাইফেল নামিয়ে রাখতে গেল সে, সামান্য পাশ ফিরতে হলো, দৃষ্টি সরে গেল। ফিরে যখন তাকাল, দেখল একটা পিস্তল শোভা পাচ্ছে জেমস ব্লেডের হাতে। আর তার চোখে শয়তানি হাসি।

'মানুষকে সহজে বিশ্বাস করে ফেলো তুমি, হেনরি, কাজটা ঠিক না,' দার্শনিক সুরে বলল সে, কণ্ঠে উল্লাস। 'এত বছর থাকলে দলে, অথচ জরুরি একটা শিক্ষা নিতে পারলে না? আরে, যার সঙ্গে আলোচনা করবে সে নিজে পিস্তল বা অস্ত্র সরিয়ে রাখার আগে নিজেরটা সরিয়ে রাখে শুধু তোমার মত বোকারা! তো, কী নিয়ে যেন আলাপ করছিলাম আমরা?'

রস হেরল্ড সহ অন্যরা কয়েক পা সরে গেছে, নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে। দেখছে কী ঘটে। লিম্যান আর ব্লেডের সংঘর্ষে জড়াবে না বলে ঠিক করেছে।

'তো, ভ্যাবলার মত চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন, হেনরি?' খেঁকিয়ে উঠল ব্লেড। 'দোআঁশলাটাকে ভিতরে নিয়ে আসতে বলো মেয়ে দুটোকে। জলদি!'

'এক মিনিট, জেমস! কথা ছিল এ-নিয়ে আলোচনা করব আমরা, একটা সুরাহা করে নেব।'

'সেটা তো আগের কথা, যখন তোমার হাতে রাইফেল ছিল,' চালিয়াতির সুরে বলল ব্লেড। 'এখন কিন্তু অবস্থা পাল্টে গেছে। দর কষাকষি করার অবস্থায় নেই তুমি, হেনরি। অযথা বাকোয়াজ না-করে বরং ব্যাপারটা ভুলে যাও। তাতেই মঙ্গল হবে। পরিস্থিতি তোমার বিরুদ্ধে, বুঝতে পারছ না? হোলস্টার থেকে যতক্ষণে পিস্তল বের করবে, তার আগেই তোমাকে ফুটো করে ফেলতে পারব। নাকি সন্দেহ আছে তোমার? নিজেকে ফাস্টেস্ট গান মনে হলে চেষ্টা চালাতে পারো। চ্যালেঞ্জটা নিতে আমার আপত্তি নেই।

যাক্গে, এবার ডাকো দোআঁশলাকে।'

'উঁহুঁ, অমন কিছু আমি করব না। আগে একটা রফা হোক।'

খরখরে স্বরে হেসে উঠল জেমস ব্লেড। 'ভারী বোকা লোক দেখছি! আচ্ছা, কবে তোমার সুমতি হবে, হেনরি? নিজের ভালও বুঝতে পারছ না! আশ্চর্য! কী নিয়ে রফা করবে? হাতে কোন তাস থাকলে তো! অথচ দেখো, সব তাস আমার হাতে। এই অবস্থায় রফা করা যায়? কেনই বা করব! বরং আমার কথা শুনবে তুমি, আমি যা দেব তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে...আদৌ যদি তোমার ভাগ্য অতটা ভাল হয়। এবার জলদি লোকটাকে ডাকো!'

'ও আসবে না। ওকে বলা আছে আমি একা বেরিয়ে গিয়ে ওকে না-ডাকলে ও গুহায় ঢুকবে না বা মেয়েদেরও আসতে দেবে না।'

হেসে উঠল ব্লেড, চোখে কঠোর চাহনি ফুটে উঠেছে। 'বয়, এই মাত্র শেষ তাসটা খেলে ফেললে। তাতে কিন্তু একহাত নিতে পারোনি, সমান-সমান হয়ে গেল কেবল। যাক্গে, এবার সুবোধ ছেলের মত গুহার বাইরে চলে যাও। বেরিয়ে গিয়েই ওকে ভিতরে আসতে বলবে।'

'এরপর কী করতে হবে?'

'যা বলেছি, রফা করার মত অবস্থায় নেই তুমি। পিস্তল এখন আমার হাতে, আর তোমাকে স্রেফ নিরস্ত্র বলা চলে। অস্ত্র থাকলেও লাভ হবে না।'

ধীরে ধীরে উল্টো ঘুরল হেনরি লিম্যান, তারপর দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেল। গুহামুখের কাছে গিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ল সে, ইতস্তত ভঙ্গিতে ফিরে তাকাল। কুৎসিত রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে পিস্তলের কালো নল।

গুহার বাইরে পা রাখল লিম্যান। নুয়ে পড়া কাঁধ দেখে বোঝা যাচ্ছে পরাজয় মেনে নিয়েছে। 'মার্টিন,' সঙ্গীকে ডাকল সে। 'ওদের নিয়ে এসো।'

কথাটা শেষ করার আগেই সক্রিয় হলো সে। এক লাফে সরে গেল দুই গজ, অন্ধকারে মিশে যেতে চাইল। পাশেই ক্লিফের খাড়া দেয়াল। শুরুতে চাতালের মত কয়েক গজ ঢালু জায়গা, তারপর খাড়াভাবে নেমে গেছে অন্তত পঞ্চাশ গজ। এটা জানে বলেই ঝুঁকিটা নিয়েছে হেনরি লিম্যান, জানে ঢাল ধরে নেমে যেতে পারলে রিমের ওপাশে পৌঁছে যেতে পারবে, সেক্ষেত্রে বিপদের ভয় আর থাকবে না।

ক্লিফের কিনারা টপকে যাওয়ার কথা, কিন্তু কিনারার উপর আছড়ে পড়ল সে, এবং একই মুহূর্তে জেমস ব্লেডের বুলেট আঘাত করল তাকে। দু'পায়ের উপর মাটিতে ল্যাণ্ড করল সে, বুটের আগায় ক্ষণিকের জন্য খাড়া হয়ে থাকল দেহ—বুলেটের ধাক্কায় ঝুঁকে পড়েছে সামনের দিকে; তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল পাথরের বুকে। গড়িয়ে নামতে শুরু করল দেহটা, একটু পর ক্লিফ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হুড়মুড় করে সবাই বেরিয়ে গেল গুহা থেকে, উদ্যত পিস্তল বা রাইফেল হাতে সবার। সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করল নাথান, ঝটিতি সিধে হলো; এক ঝটকায় রাইফেল তুলে নিয়ে ছুটল রেনিগেডদের পিছু পিছু।

পাহাড়ী চাতাল এবং ক্লিফের কিনারা সম্পর্কে জানে নাথান। যতই বিপর্যস্ত হোক, জানে এটাই ওর একমাত্র সুযোগ। এক ছুটে বেরিয়ে এল গুহা থেকে। পলকের চাহনিতে বুঝে নিল পরিস্থিতি। ক্লিফের কিনারে চলে গেছে রেনিগেডরা, মেয়েদের খুঁজছে।

চট করে চাতালের কাছে চলে এল নাথান, তারপর কিনারা ধরে শরীর নামিয়ে দিল। খাঁজের মত একটা জায়গা আছে, জানে ও। বুটের ডগায় পাথুরে ভিত টের পেতে ঝুলন্ত দেহ ছেড়ে দিল, আস্তে করে নামল চাতালে। তারপর নিতান্ত সতর্কতার সঙ্গে সরে যেতে থাকল। একে অন্ধকার, তায় পাথুরে অমসৃণ পৃষ্ঠ; নাথান জানে একটু ভুল হলে চরম মাশুল গুনতে হবে। পঞ্চাশ গজ নীচে

আছড়ে পড়লে থ্যাঁতা হয়ে যাবে দেহ, হাড়-মাংস আলাদা করা যাবে না।

শব্দ শুনে টের পেল ঝোপঝাড়ে তালাশ চালিয়ে যাচ্ছে সব রেনিগেড, উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে ওরা। বুঝতে পারছে না সুকৌশলে ওদের ঠকিয়েছে হেনরি লিম্যান।

ক্লান্ত হয়ে পড়েছে নাথান। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য থামল। মাথায় দপদপে ব্যথার মাত্রা বেড়ে গেছে, সম্ভবত উত্তেজনা আর ধকলের কারণে। ঝিমঝিম করছে সারা দেহ, বিশেষ করে পেশি। ইতোমধ্যে হোলস্টারে পিস্তল ঢুকিয়ে রেখেছে, রাইফেল শরীরের সঙ্গে ঠেসে ধরে রেখেছে।

দোআঁশলাকে মার্টিন নামে ডেকেছিল লিম্যান। তাকে চেনে নাথান। ফোর্ট লারামির ধারে-কাছে বেশ কয়েক বছর কাটিয়েছে লোকটা, আর বেশিরভাগ সময় জুলসবার্গে থাকত। ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল নাথানের সঙ্গে। কয়েকবার তাকে ড্রিঙ্ক খাইয়েছে। ফোর্টের কাছাকাছি থাকার উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই গোয়েন্দাগিরি, টাস্কো ওয়াইল্ডের হয়ে তথ্য সংগ্রহ করত সে। তবে সেটা এখন আর মোটেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। বহুবার সেনাবাহিনীর পক্ষে স্কাউট হিসাবে কাজ করেছে মার্টিন, একবার দীর্ঘ সময়ের জন্য লারামির উত্তরে নাথানের অধীনে স্কাউট হিসাবেও কাজ করেছে।

ক্লিফের কিনারে বসে থাকল নাথান, ব্যথা ছাড়াও ঝিমঝিম অনুভূতি হচ্ছে মাথায়। ওটা কেটে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে, নইলে ঠিক পড়ে যাবে ক্লিফ থেকে। কী যে ভাল লাগছে বসে থাকতে! দুনিয়ার সবচেয়ে সুখের কাজ মনে হচ্ছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ থাকার উপায় নেই। মার্টিনের জিম্মায় রয়েছে মেয়েরা। হয়তো অ্যানিটাদের নিয়ে পালানোর চেষ্টা করবে সে, তবে সফল হওয়ার সম্ভাবনা একেবারে কম, যেহেতু দশ-বারোজন রেনিগেড তাকে খুঁজবে। সময় পেরোনোর সঙ্গে অন্যরাও এসে যোগ দেবে। কার্যত, ঠিকই ধরা পড়ে যাবে মার্টিন।

মিনিট কয়েক পর সিধে হলো নাথান, বিশ্রাম পাওয়ায় ব্যথা সামান্য কমে গেছে, মাথার চক্করও নেই। আসলে অতিরিক্ত উদ্বেগ আর দুশ্চিন্তাই বেশি ভোগাচ্ছে ওকে। অসহ্য মানসিক ধকল সয়ে যাচ্ছে শুধু। শরীর-মন কোনটাই পূর্ণ বিশ্রাম পাচ্ছে না।

পাবেও না। যদ্দিন না সব বাধা টপকে ফোর্ট ব্রিজারে পৌঁছতে পারছে, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার উপায় নেই। অর্ধাহার-অনাহারে কাটিয়ে দিতে হবে, অসুস্থ বুনো পশুর মত সামান্য বিশ্রাম নিয়ে দায়িত্ব পালন করে যেতে হবে...তারপরও যদি বিপদ থেকে উদ্ধার পায়!

পানির স্রোত নেমে গিয়ে খাঁজ তৈরি করেছে ক্লিফের গায়ে, এমন এক জায়গা ধরে ধীরে ধীরে কয়েক গজ নেমে গেল নাথান। হাঁচড়েপাঁচড়ে বোল্ডারসারির কাছে পৌঁছল, যতটা সম্ভব নিঃশব্দে চলার চেষ্টা করছে। পথ চলতে গিয়ে টের পেল ধকল সইতে পারছে না শরীর, কয়েকবার বিশ্রাম নিতে বাধ্য হলো। পাছে না পড়ে যায়!

অন্ধকারে মোটামুটি চোখ সয়ে এসেছে ওর। হাজার তারা ফুটে উঠেছে আকাশে, তাই আবছাভাবে হলেও ক্লিফের পাথুরে শরীর ঠাহর করতে পারছে। মেঘাচ্ছন্ন রাত হলে হয়তো ঘুটঘুটে অন্ধকারে এমন বিপজ্জনক ক্লিফ ধরে নেমে যেতে পারত না।

মার্টিন সম্পর্কে মোটামুটি অবগত নাথান, তাই অনুমান করে নিল দুর্গম পথ ধরে নীচের ক্যানিয়নে না-নেমে বরং উপরের দিকে উঠে যাওয়ার চেষ্টা চালাবে সে। ধরা পড়ে যাবে এমন সব ট্রেইল এড়িয়ে চলবে। ট্রেইল লুকানোর কাজে লোকটা সেরা। সহজাত প্রবৃত্তিও অসাধারণ তীক্ষ্ণ ও কার্যকরী।

পাহাড়ী ঢালে অ্যাসপেনের সারি জন্মেছে, তবে স্প্রুস বা ওকও রয়েছে মাঝে মধ্যে। এখানে-ওখানে খোলা জায়গা। উপত্যকা ভরা অ্যাসপেন ঝাড়, খোলা জায়গা, চড়াই-উৎরাই, সঙ্কীর্ণ ট্রেইল, অগভীর হ্রদ, আকাশছোঁয়া ক্লিফ...সবই

পাহাড়শ্রেণীর অনুপম বৈশিষ্ট্য।

ইতোমধ্যে বেশ কয়েক গজ নেমে এসেছে নাথান। একটু নীচে পাহাড়ী উপত্যকা দেখতে পেল। সরু কিনারা ধরে আরও কিছুটা সরে এল ও, গ্র্যানিটের দেয়ালের লাগোয়া ট্রেইলে উঠে এল কিছুক্ষণ পর; তারপর ধারে-কাছে কেউ নেই নিশ্চিন্ত হওয়ার পর ধীর পায়ে হাঁটতে শুরু করল।

চড়াইয়ের আকারে উঠে গেছে পাহাড়ী ঢাল। গাছের সারি মাথার উপর ঘন আচ্ছাদন তৈরি করেছে। চাঁদ উঠেছে আকাশে। পাতার ফাঁকফোকর গলে রূপালি আলো এসে পড়েছে মাটিতে, সবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দু আকারের; ঝিরঝিরে বাতাসে নড়ছে গাছের পাতা, আর গোলাকার আলোর সারিও একইসঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে! অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য। না-দেখলে কল্পনা করা কঠিন প্রকৃতির মামুলি ঘটনা এমন স্বর্গীয় সৌন্দর্যের জন্ম দিতে পারে।

নাথান মোটামুটি নিশ্চিত হয়ে গেছে যে চাঁদির বুলেটের ক্ষত মারাত্মক কিছু নয়, তবে মাটিতে আছড়ে পড়াই কাল হয়েছে। ভয়াবহ ধাক্কা খেয়েছে মস্তিষ্ক, এখনও তার ধকল সামলে উঠতে পারেনি। বিশ্রাম পেলে হয়তো ইতোমধ্যে সুস্থ হয়ে যেত, কিন্তু সেই সুযোগ পায়নি—না শারীরিকভাবে, না মনের দিক থেকে।

বুলেটের ক্ষতের চেয়ে বরং ক্লান্তি আর খাবারের অভাব ওকে বেশি কাহিল করে ফেলেছে। টানা হাঁটতে পারছে না, অল্পতে শক্তি ফুরিয়ে যাচ্ছে; একটু এগিয়ে থামতে হচ্ছে বারবার।

স্প্রুসের গোড়া ধরে বসে পড়ল নাথান, ক্লান্তিতে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে; বুক ভরে নিতে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলছে। গাছটার নিচু শাখা-প্রশাখার কারণে আড়াল পাচ্ছে। সামনে, ঢালের উপর আছে মার্টিন, সঙ্গে অ্যানিটা আর মেরিয়ন। সুন্দরী দুটো মেয়েকে হাতের মুঠোয় পেয়ে উদ্ধত হয়ে উঠবে না তো দোআঁশলা? কী করবে সে? সঙ্গীদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাবে নিজের পথে, নাকি অন্তরঙ্গ দু'একজনের সঙ্গে ভিড়ে যাবে?

বলা মুশকিল। ইণ্ডিয়ান বা দোআঁশলারা এমনিতে দুর্বোধ্য প্রকৃতির, সহজে তাদের চরিত্রের থই পাওয়া যায় না। মার্টিনের ব্যাপারে মাত্রই নিশ্চিত হয়েছে নাথান। এত বছর ঠিকে গাইড বা স্কাউট হিসাবে সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ করেছে সে, অথচ আদপে ছিল রেনিগেডদের তথ্য-যোগানদাতা। ঘুণাক্ষরেও কেউ ভাবেনি টাস্কো ওয়াইল্ডের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছে সে।

মেয়েদের নিয়ে সে কী করবে, অনুমান করা কঠিন মনে হচ্ছে নাথানের। বিশেষ করে তার সম্পর্কে যেহেতু কিছুটা হলেও জানে—আউটল হলেও সমীহ করার মত লোক, ন্যূনতম কিছু রীতি বা আদর্শ অনুসরণ করে। তাই নাথানের কাছে মনে হচ্ছে খুবই সতর্কতার সঙ্গে মেয়েদের সাহায্য করার জন্য মোক্ষম সময় বেছে নিয়েছে মার্টিন, রেনিগেডদের গুহায় এসেছে বটে, কিন্তু হেনরি লিম্যানের সঙ্গে অন্যদের সংঘর্ষের সুবাদে সটকে পড়েছে মেয়েদের নিয়ে।

তবে ওর অনুমান ঠিক নাও হতে পারে।

যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে ইচ্ছুক নাথান। শারীরিক কষ্ট ও দুর্ভোগ উপেক্ষা করে নাগাড়ে পা চালাল। কিছুক্ষণের মধ্যে ঢালের চূড়ায় পৌঁছে গেল। রেনিগেডরা ওর পিছু না-নিয়ে বরং মেয়েদের ট্র্যাক করবে, সেটাই স্বাভাবিক, কারণ দু'জন সুন্দরী মেয়ে ওদের কাছে অনেক বেশি আকর্ষণীয় ও কাঙ্ক্ষিত। আবার নাথানকে সামনে পেলেও যে ছেড়ে কথা বলবে না, সেটাও শতভাগ নিশ্চিত, বরং নির্দ্বিধায় খুন করবে।

একসময় সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল, টের পেল কোনভাবে আর এগোতে পারছে না। অগত্যা ইস্তফা দিল। প্রকাণ্ড এক স্প্রুসের নীচে পাতার বিছানা তৈরি করে শুয়ে পড়ল। হাতের কাছে রাখল রাইফেল।

ক্লান্তিতে গভীর ঘুম নেমে এল চোখে।

তীব্র ঠাণ্ডায় ঘুম ভেঙে গেল ওর। চোখ মেলে দেখল আকাশ

ঈষৎ ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, ভোরের পূর্বাভাস। গাছপালা আর পাথরের কাঠামো ঠাহর করা যাচ্ছে।

কাছে একটা ঝর্না আছে, রাতে আসার সময় খেয়াল করেছে। খাবার যেহেতু নেই, পানি খেয়েই থাকতে হবে। বনে-বাদাড়ে ঘুরলে হয়তো কোন খাবার মিলত, কিন্তু সুযোগ হয়নি। হবেও না বোধহয়। জান হাতে নিয়ে চলতে হচ্ছে বলে এক মুহূর্তও দেরি করা যাবে না, অ্যানিটা আর মেরিয়নের নিরাপত্তা নিয়েও ভাবতে হচ্ছে। ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে ওরা, হয়তো নতুন কোন বিপদে পড়ে যাবে...রেনিগেডদের অন্য দলের মুখোমুখি পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি।

কুয়াশায় সামান্য আর্দ্র হয়ে উঠেছে অস্ত্রগুলো। ব্যাণ্ডানা দিয়ে ওগুলো মুছল নাথান। নিজের সম্ভাবনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা আছে ওর, জানে প্রতিটি মুহূর্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তা কমে যাচ্ছে শুধু। শারীরিকভাবে আহত ও বিপর্যস্ত, উপরন্তু সঙ্গে ঘোড়া নেই, এবং এমন এক এলাকায় রয়েছে যেখানে ঘোড়া অতি আবশ্যকীয় জিনিস সবচেয়ে বড় কথা, শত্রু পরিবেষ্টিত। অলৌকিকভাবে যদি রেনিগেডদের এড়িয়েও যেতে সক্ষম হয়, ইণ্ডিয়ানরা রয়েছে। গত কয়েক মাসে মধ্য-ক্যান্সাস থেকে ফোর্ট ব্রিজার পর্যন্ত দীর্ঘ ট্রেইলের আনাচে-কানাচে ইণ্ডিয়ানদের দৌরাত্ম্য বেড়ে চলেছে; শায়েন, চেয়ানি আর আরাপাহোদের সঙ্গে লাগাতার লড়তে হয়েছে সেনাবাহিনীকে

সময় নিয়ে সামনের জমি নিরীখ করল নাথান, নিশ্চিন্ত হওয়ার পর হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল গাছের নীচ থেকে। উঠে দাঁড়াতে গিয়ে টের পেল সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে আছে, চাপ চাপ ব্যথা বোধ হচ্ছে প্রতিটি পেশিতে; হাড়-মাংসের সঙ্গে মস্তিষ্কের যেন কোন সমন্বয় নেই সিধে হয়ে দাঁড়াতে অনেক সময় লাগল ওর।

বিস্ময়কর হলেও, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর পর আরাম বোধ হলো। মাথার ব্যথা আছে এখনও, তবে তীব্রতা অনেক কম।

রাতের ঘুম বেশ কাজে দিয়েছে।

ট্র্যাকের খোঁজে জমি নিরীখ করল নাথান। অন্য কারও ট্র্যাক দেখতে পাওয়ার আশায় পাহাড়ের কিনারা বরাবর আড়াআড়ি এগোল। প্রচুর ট্র্যাক খুঁজে পেল, প্রায় দশ-বারোজন লোকের, কিন্তু এদের মধ্যে মহিলা নেই কেউ।

মার্টিনের কথা ভাবল নাথান। লোকটা যথেষ্ট চতুর, এবং সবচেয়ে বড় কথা, এমন পরিস্থিতি বা পরিবেশে অভিজ্ঞ মানুষ। সে জানে কী করতে হবে। যদি সত্যি মেয়েদের সাহায্য করার ইচ্ছে থাকে, তা হলে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। মার্টিনের সদিচ্ছা নিয়ে সন্দেহ নেই, দক্ষতা বা সামর্থ্যও প্রশ্নাতীত; কিন্তু সমস্যা হচ্ছে শত্রুপক্ষের সংখ্যা। রেনিগেডরা এত বেশি লোক যে ওদের এড়ানো বা প্রতিরোধ করা রীতিমত অসম্ভব।

মার্টিন ঠিকই অনুমান করবে পিছু ধাওয়া করবে রেনিগেডরা, এবং সে-অনুযায়ী তাদের ভাঁওতা দেওয়ার জন্য বা খসিয়ে ফেলতে বিশেষ কোন পরিকল্পনা করবে।

গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে পাহাড়ের উচ্চতা খুব বেশি নয়, সব ন্যাড়া চূড়ার পাহাড়। ঝড়-বৃষ্টি আর বাতাসের অত্যাচারে গ্র্যানিট এবং পাথর ঝকঝকে সাদা হয়ে গেছে, রীতিমত আলো প্রতিফলন করে; আর্দ্রতা স্পর্শ করে না বলে শ্যাওলা জমেনি, রংও মলিন হয়নি। দেখে মনে হচ্ছে দুধ-সাদা হাড়! পাহাড়ের হাড় বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না।

সামনে ট্যালাস আকৃতির দীর্ঘ ঢাল। তারপর স্প্রুসের সারি। ঢাল পেরিয়ে বনে ঢুকে পড়ল নাথান। পেটে রাক্ষুসে ক্ষুধা গ্রাহ্য করছে না। বনের কিনারে আসার পর ওপাশের ক্যানিয়ন চোখে পড়ল। আরও দূরে আর নীচে, সবুজ তৃণভূমিতে কয়েকটা এল্ক দেখতে পেল, ঘাসে চরছে।

সূর্য উঠে গেছে পুবাকাশে। সোনালি আলোয় ভরে গেছে প্রকৃতি। ঝর্না পেয়ে হাত-মুখ ধু'ল নাথান, পেট পুরে পানি পান

করল। সিধে হতে গিয়ে দু'হাত দূরের লাল টকটকে রঙের ফুলের উপর চোখ পড়ল। এ মরসুমে কুঁড়ি আসার কথা নয়, তবে একটু আগে-ভাগে চলে এসেছে। দুটো গাছ নুয়ে পড়েছে, ভারী কোন কিছুতে চাপা পড়েছিল। গাছের কাণ্ড প্রায় আগের অবস্থানে চলে এসেছে বটে, কিন্তু একটা বুটের গোড়ালির দাগ এখনও রয়ে গেছে ওটার কাণ্ডে।

একই জায়গায় থেকে আশপাশের মাটি নিরীখ করল নাথান। নুড়িপাথর বিছানো জায়গাটায়, কেউ গেলেও ট্র্যাক পড়ার কথা নয়। তবে মিনিট কয়েক খুঁটিয়ে দেখার পর ক্ষীণ, অস্পষ্ট ট্র্যাক খুঁজে পেল নাথান। এবার উঠে দাঁড়িয়ে ধীর পদক্ষেপে এগোতে শুরু করল, ট্র্যাকের খোঁজ করার পাশাপাশি চারপাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। তেমন চিহ্ন নেই, তবে যা আছে যথেষ্ট—বোঝা যাচ্ছে এখান দিয়ে গেছে ওরা, যদিও মাত্র একজনের ট্র্যাক দেখতে পেয়েছে।

দু'পাশে সরে যেতে হলো, কোথাও পুরো চক্কর কাটতে হলো, কিন্তু ঠিকই এগিয়ে চলল নাথান। যৎসামান্য চিহ্ন অনুসরণ করছে, সেই সঙ্গে অনুমানের উপর নির্ভর করছে। মিনিট কয়েক পর ফের খুঁজে পেল...এবারের ছাপটা বেশ স্পষ্ট।

কী ঘটেছে বুঝে ফেলল ও। মার্টিনের বুদ্ধির তারিফ করতেই হয়। মহিলা দু'জন সহ তিনজনে আলাদা আলাদাভাবে এগিয়েছে, নিজেদের মধ্যে এতটা দূরত্ব রেখেছে যাতে সুনির্দিষ্ট ট্রেইল রেখে না-যায়। তবে একজনের ট্র্যাক যেহেতু খুঁজে পেয়েছে নাথান, সবার ছাপ না-পেলেও চলবে; সেই একজনই ওকে বাকি দু'জনের কাছে নিয়ে যাবে।

এগিয়ে চলল ও। এখন বেশ দ্রুত এগোচ্ছে, যদিও নিশ্চিত হওয়ার জন্য বারবার থামছে, খুঁটিয়ে জরিপ করছে জমি।

ঢাল বরাবর পাহাড়ের কোলে চলে গেছে ট্রেইল। মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগের ছাপ। রীজের গোড়ায় এসে সামনের এলাকা জরিপ

করার জন্য থামল। বহু দূরে ক্রিস্টিনা হ্রদের নীলচে কাঠামো, আর সামনে উঁচু শৃঙ্গের সারি। তবে তারই ফাঁকে ওপাশের ডিয়ার পার্কের সবুজ তৃণভূমি চোখে পড়ছে।

গোড়ালির উপর ভর দিয়ে বসল নাথান, ট্র্যাকের খোঁজ করল। পাহাড়ী ঢাল বরাবর খোলা তৃণভূমি ও গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা গাছপালার সমাহার, কোথাও কোথাও ঘন বন জন্মেছে। ঢাল ধরে যেখান দিয়ে চলাচল করেছে লোকজন, স্পষ্ট ছাপ রয়েছে। নুয়ে আছে সবুজ ঘাস। গাছের কাছাকাছি চলে গেছে ট্র্যাক। বাম ও পিছন দিকে লিটল সুইট ওঅটরের শুরু আর ডানে সিয়ক্স পাস।

হঠাৎ একটু নীচে চারজন রাইডারকে ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল নাথান। সিয়ক্স পাসের দিক থেকে ঢাল ধরে উঠে আসছে। ছড়িয়ে পড়েছে ওরা, ট্রেইলে দৃষ্টি নিবদ্ধ; দৃশ্যত, ট্র্যাকের খোঁজ করছে।

ক্রমে কাছে চলে এল লোকগুলো। একজন চেঁচিয়ে হাত তুলে দেখাল। আচমকা গর্জে উঠল একটা রাইফেল, উপত্যকা কাঁপিয়ে দিল ভারী ক্যালিবারের গুলির শব্দ। চট করে ছড়িয়ে পড়ল ওরা, ঝটিতি স্যাডল ত্যাগ করে ঘাসের গালিচায় আশ্রয় নিল। প্রথম গুলির পরপরই আবার গর্জে উঠল রাইফেলটা।

ঝট করে সিধে হলো নাথান, তারপর সবচেয়ে কাছের গাছের আড়াল লক্ষ্য করে ছুট দিল। আড়ালে আসা মাত্র আড়াআড়ি ছুটল রাইডারদের দিকে। ঢালের নীচে রয়েছে প্রথমজন, নাথানের উপস্থিতি টের পায়নি। অজ্ঞাত রাইফেলধারীকে নিয়ে ব্যস্ত সবাই

সন্তর্পণে ঢাল ধরে নামছে নাথান। সতর্ক যাতে ওর উপস্থিতি প্রকাশ না-পায়।

প্রায় একশো গজ দূরে পৌঁছেছে, এসময় ওর উপস্থিতি টের পেয়ে গেল লোকটা। আচমকা ঘুরে বসল সে।

লোকটাকে রাইফেল তুলতে দেখে থমকে দাঁড়াল নাথান।

কোমরের কাছ থেকে রাইফেলে নিশানা করল। ঘুরে বসার সময় রেনিগেডের বুকের কাছে কোটের বোতামে আলো লেগে ঝিলিক দিল, এবং ঠিক সেখানেই গুলিটা পাঠিয়ে দিল। টের পেল ওর হাতে লাফিয়ে উঠল রাইফেলটা। হঠাৎ যেন পিছন থেকে কেউ টান দিয়েছে, আচমকা ঢলে পড়ল লোকটা। আর উঠল না।

ঝটিতি মাটিতে শুয়ে পড়ল নাথান ডুনাওয়ে, তারপর ক্রল করে এগোল। কোণাকুণি বামে কয়েক গজ এগোনোর পর আরও বামে সরে গেল। চার রাইডারের অবস্থান মগজে গেঁথে রেখেছে। দ্বিতীয় লোকটা কাছাকাছি আছে কোথাও। লম্বা ঘাসের আড়ালে লুকিয়েছে।

একটু আগেও চোখের কোণ দিয়ে পলকের জন্য দেখেছে তাকে, তবে এখন অবস্থান পাল্টে ফেলায় আর দেখতে পাচ্ছে না।

আবার এগোল নাথান। উত্তেজনার কারণে ব্যথা এবং ক্লান্তি সবই উধাও হয়ে গেছে শরীর থেকে। ক্ষীণ, অস্পষ্ট নড়াচড়ার শব্দ কানে এল বোধহয়...অন্তত তাই মনে হলো ওর। নিজে থেমে গেল ও, টের পেল লোকটাও থেমে গেছে।

ফন্দি আঁটল নাথান। আবার ক্রল শুরু করেও থেমে গেল। কান খাড়া বলে শুনতে পেল লোকটাও চলতে শুরু করেছে এবং ও থেমে গেছে টের পেয়ে সেও থামল; কিন্তু সামান্য দেরি হয়ে গেছে। ততক্ষণে তার অবস্থান জানা হয়ে গেছে নাথানের। সঙ্গে সঙ্গে রাইফেল তুলে শব্দের উৎস অর্থাৎ লোকটার আনুমানিক অবস্থান বরাবর তিনটা বুলেট পাঠিয়ে দিল—একটা ঠিক মাঝখানে, অন্য দুটো সামান্য দু'পাশে।

কোন শব্দ শোনা গেল না, প্রত্যুত্তরে গুলিও হলো না। ধীর গতিতে ঢাল ধরে নামতে শুরু করল নাথান। এক গুচ্ছ র‍্যাগওঅর্ট আর মাঙ্কি ফুল পেরিয়ে গেল, তারপর কয়েকটা স্প্রুসের কিনারা ঘুরে তাকাল লোকটার শেষ অবস্থানের দিকে। পাথুরে ঢিবির সঙ্গে

হেলান দিয়ে বসে আছে সে, হাতে পিস্তল।

একইসঙ্গে পরস্পরকে দেখতে পেল ওরা।

এবং একইসঙ্গে গুলিও করল।

ট্রিগার টানার পরপরই উরুতে বুলেটের ধাক্কা অনুভব করল নাথান, এবারও কোমরের কাছ থেকে গুলি করেছে। ঝাঁকি খেল লোকটার দেহ, নিথর বসে থাকল কয়েক সেকেণ্ড, তারপর আস্তে করে হেলে পড়ল এক দিকে। গড়িয়ে চিৎ হলো দেহটা, ঢাল ধরে পড়তে গিয়েও পাথর বা কোন কিছুতে ঠেকে গেল বোধহয়, পড়ল না আর।

নাথান খেয়াল করল উরুতে ট্রাউজার এক জায়গায় ভিজে গেছে রক্তে। গ্রাহ্য করল না ও, রাইফেল হাতে এগোল, প্রস্তুত পরের গুলি করার জন্য। আচমকা ডান দিকে ক্ষীণ নড়াচড়ার শব্দ শুনতে পেয়ে ঝটিতি ঘুরে দাঁড়াল, প্রতিপক্ষের বুলেট এড়াতে নিচু হয়ে গেল ও, গোড়ালির উপর বসে পড়ার পর দেখল ঝাঁকি খেল লোকটার দেহ, অজ্ঞাত কেউ গুলি করেছে। বুলেটের ধাক্কায় আধ-পাক ঘুরে গেল লোকটা, টলমল পায়ে দুই কদম এগোল, হাত থেকে রাইফেল ছেড়ে দিয়েছে, শেষে কাটা কলাগাছের মত দড়াম করে আছড়ে পড়ল।

ঢালের নীচ দিকে ফিরল নাথান, তৃতীয় রেনিগেডের খুনি ওদিকে আছে। কাউকে দেখতে পেল না।

অস্ত্র হাতে এগোল নাথান। সতর্ক। কোন ঝুঁকি নিতে নারাজ। যে-ই হোক লোকটা, কিংবা ওকে সাহায্য করলেও, তার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত জানা পর্যন্ত গা ছেড়ে দেওয়ার উপায় নেই। তা ছাড়া, আরও একজন রয়ে গেছে। ধারে-কাছে কোথাও আছে লোকটা।

পাথরের কাছে চলে এল নাথান। ঝুঁকে দ্বিতীয় রেনিগেডের গানবেল্ট খুলে নিল। পিস্তলটা গুঁজে রাখল কোমরে। তারপর নিজের রাইফেল ফেলে লোকটারটা তুলে নিল। শেষ রেনিগেডকে

যেখানে দেখেছিল, অনুমানের উপর নির্ভর করে একের পর এক ট্রিগার টানল, চেম্বার খালি করে ফেলল।

রেনিগেডের রাইফেল ফেলে দিয়ে আবার নিজেরটা তুলে নিল ও, তারপর তৈরি অবস্থায় এগোল ঢাল ধরে। সামনে গাছপালার আড়াল শেষ হয়ে গেছে, রীজের খাড়া শরীর প্রায় একশো গজ দূরে।

নাথানের ধারণা রীজের ধারে-কাছে কোথাও লুকিয়ে আছে অ্যানিটারা। কাছাকাছি গিয়ে থেমে কান পাতল ও, তারপর নিচু স্বরে ডাকল এবং একইসঙ্গে ডাইভ দিয়ে মাটিতে পড়ল, গড়িয়ে সরে গেল কয়েক হাত। বলা যায় না, যদি শত্রুপক্ষ থাকে, সেজন্য এই সতর্কতা।

অ্যানিটার কণ্ঠ শোনা গেল।

দুনিয়ার স্বস্তি বোধ করল নাথান। উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত পায়ে এগোল ও, রাইফেল বাগিয়ে রেখেছে। কে বলতে পারে, অ্যানিটা বা মেরিয়ন বাধ্য হয়ে মুখ খুলছে না?

তবে অত আশঙ্কার কিছু ছিল না। গুটিকয়েক বোল্ডারের পিছনে অবস্থান নিয়েছে ওরা। এক পাশে আধ-শোওয়া হয়ে বসে আছে দো-আঁশলা মার্টিন। তার বাম বাহুতে রক্তাক্ত ব্যাণ্ডেজ। মুখ নির্বিকার মানুষটার, কিন্তু চাহনিতে স্বাগত শুভেচ্ছা।

'মেয়েদের নিয়ে নিরাপদ জায়গায় সরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলাম,' বলল দোআঁশলা।

'আমিও তাই ভেবেছি, মার্টিন। ধন্যবাদ তোমাকে। যখন কানে এল তুমি ওদের সঙ্গে আছ, দুশ্চিন্তা তখন থেকে বাদ দিয়ে ফেলেছি।'

'তবে যাই বলো, লেফটেন্যান্ট, আমি পুরোদস্তুর মন্দ মানুষ,' তর্ক করল সে। 'টাস্কো ওয়াইল্ডকে বরাবরই সাহায্য করে এসেছি।'

'ওসব ভুলে যাও, মার্টিন,' আন্তরিক স্বরে বলল নাথান। 'এত

হিসাব-নিকাশ করতে আসছে কে? সেনাবাহিনীকেও কম সেবা দাওনি তুমি। আমলনামার হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব না-হয় প্রভুর কাছে থাকুক। আমি শুরু থেকে জানি তোমার মন ভাল।'

উঠে দাঁড়াল দো-আঁশলা, রাইফেল তুলে নিল অক্ষত হাতে। 'তা হলে দেরি কীসের, রওনা দেই?'

'হ্যাঁ।'

মেয়েদের দিকে ফিরল নাথান। 'অনেক দুর্ভোগ গেল তোমাদের, তবে এবার ফিরতি পথে যাত্রা করব আমরা।'

ঢাল ধরে নীচে লুকিয়ে রাখা ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেল ওরা। বুদ্ধি করে ঘোড়া লুকিয়ে রেখেছিল মার্টিন–তার নিজেরটা ছাড়াও নাথানের গ্রে এবং অন্য ঘোড়াগুলোও আছে। স্যাডলে চেপে গাছ-গাছালির আড়াল নিয়ে এগোল ওরা। ক্ষীণ একটা ট্রেইল অনুসরণ করছে।

পরিস্থিতি কিছুটা হলেও সহজ হয়ে গেছে নাথান ডুনাওয়ের জন্য, যেহেতু মেয়েদের খুঁজে পেয়েছে। পরিকল্পনা সামান্য বদল করেছে ও। অ্যানিটাদের এখন মেজর হ্যানলনের কাছে পৌঁছে দেবে। ফোর্ট পর্যন্ত না-গেলেও চলবে, তা হলে মূল্যবান অনেক সময় বাঁচবে। মেজরের কাছে মেয়েদের পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্তে টাস্কো ওয়াইল্ড আর সোনার পিছু নিতে পারবে ও।

ট্রেইল ধরে এগোনোর সময় অস্ত্রগুলো রিলোড করে নিল নাথান।

সতেরো

সাউথ পাস আর ফোর্ট লারামির মাঝে ছয় জায়গায় টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপন করা হয়েছে, এবং প্রতিটিতে চারজন করে সৈনিক পাহারার দায়িত্ব পালন করে। ফোর্ট লারামিতে নিযুক্ত ট্রুপের একটা দায়িত্ব হচ্ছে টেলিগ্রাফ লাইন রক্ষা করা এবং একই রুটে চলাচল করে এমন সব স্টেজের নিরাপত্তা দেওয়া।

টেলিগ্রাম লাইন স্থাপিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এর তাৎপর্য বা গুরুত্ব বুঝে ফেলে ইণ্ডিয়ানরা, এবং একইসঙ্গে লাইন উপড়ে ফেলা বা সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়াকে নিজেদের পবিত্র দায়িত্ব জ্ঞান করেছে ওরা। কখনও খুঁটি পুড়িয়ে দেয়, কখনও তার খুলে নিজেদের জন্য ব্রেসলেট বা অন্যান্য খুঁটিনাটি অলঙ্কার তৈরি করে।

মোষও টেলিগ্রাফ লাইনের জন্য আরেক হুমকি। প্রায়ই শরীর চুলকানোর জন্য খুঁটি বেছে নেয় ওরা, এবং কাজটা এমনভাবে করে যে খুঁটি হেলে পড়ে কিংবা এমনকী উপড়েও যায়।

স্বভাবতই, পশ্চিমে টেলিগ্রাফ লাইন যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, বাস্তবে এর কার্যকারিতা বেশ আপেক্ষিক এবং যোগাযোগের জন্য অনিশ্চিত মাধ্যম, বিশেষ করে ইণ্ডিয়ান এলাকায়।

পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ ও অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল যে স্টেজ ও টেলিগ্রাফ লাইন–দুটোই আরও দক্ষিণে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। নতুন করে বসানোর সময় পাহাড়ী এলাকা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে, যেসব জায়গা মূলত হিংস্র ইণ্ডিয়ানদের আবাস।

সাউথ পাস জায়গাটা ছোট। শহর না-বলে স্টেশন বলাই ভাল। অর্ধশত লোকের বসবাস। লাগোয়া ক্রীকে প্রসপেক্টিং করে কিছু মাইনার, কেউ কেউ শিকারী এবং পশ্চিমমুখী স্টেজের জন্য রিলে-স্টেশন।

স্টেশনের সীমানা ঘেঁষে অবস্থিত সেনাবাহিনীর অস্থায়ী ক্যাম্প। পেট্রল বাহিনী নিয়ে সেখানে চলে এসেছে মেজর উইল হ্যানলন। ফোর্ট লারামি থেকে যাত্রার সময় বাড়তি দুটো দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল তার উপর—টেলিগ্রাফ লাইন মেরামত এবং স্টেশনে কর্তব্যরত সৈনিকদের জায়গায় তার নিজস্ব বাহিনী থেকে লোক মোতায়েন। এক দল অন্য দলের দায়িত্ব নেবে। মাস খানেক পর আবার নতুন দল আসবে। এভাবে একেক স্টেশনে টানা এক মাস দায়িত্ব পালন করে চারজন সৈনিক।

সাউথ পাসের টেলিগ্রাফ স্টেশন ঠিক আছে দেখতে পেয়ে তখনই লে. কর্নেল গাস ক্যালাওয়েকে রিপোর্ট পাঠিয়েছে মেজর। ফোর্ট থেকে পাল্টা নির্দেশ এসেছে: এখান থেকে সাপ্লাই সংগ্রহ করে আরও তিনদিন অ্যাম্বুলেন্স বা পে-রোলের খোঁজে তালাশ চালিয়ে, এবং কাজ শেষে টেলিগ্রাফ লাইন পরীক্ষা করতে করতে ফোর্টে ফিরে যেতে হবে।

বিশেষ আরও একটা নির্দেশও এসেছে। লেফটেন্যাণ্ট নাথান ডুনাওয়েকে গ্রেফতার করে ফোর্টে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে তাকে জেরা করা হবে, হয়তো কোর্ট মার্শালও হয়ে যেতে পারে।

স্থানীয়দের কাছ থেকে তথ্য পেল: প্রায় সারা বছরই টেলিগ্রাফ লাইনের উপর হামলা করে যাচ্ছে ইণ্ডিয়ানরা এবং এ-পর্যন্ত প্রায় একশোরও বেশি স্টেজ কোম্পানির ঘোড়া চুরি হয়েছে। পশ্চিমে ভাগ্য বদলাতে আসা অভিযাত্রীদের একটা ট্রেনও লুট হয়েছে।

পাহাড় থেকে ফিরে এল লেফটেন্যাণ্ট টমাস ক্রিসপিন। কিন্তু রিপোর্ট করার মত নতুন কোন তথ্য বা খবর নেই তার কাছে।

রেনিগেডরা কয়েকদিন কাটিয়েছে এমন একটা ক্যাম্প খুঁজে পেয়েছিল সে, এবং হাত-পা বাঁধা ও মুখে পট্টি লাগানো এক লোককে খুঁজে পেয়েছিল, জেরার মুখে লোকটা ঠিকমত বলতে পারেনি কীভাবে সেখানে গিয়েছিল সে।

রেনিগেডদের ছোটখাট একটা দলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়েছিল লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিনের দলের। লড়াইয়ে দু'জন রেনিগেড মারা গেছে, আর এক সৈনিক আহত হয়েছে। এখানেই সৈনিকদের সঙ্গে যোগ দেয় আয়রন হাইড। আহত ছিল সে, কয়েকদিন খেতে না-পেয়ে রোগা হয়ে গিয়েছিল।

পে-রোলের টাকা উদ্ধার করার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে চেরোকি ইণ্ডিয়ান। টাস্কো ওয়াইল্ডকে টাকা নিয়ে সটকে পড়তে দেখে পিছু নিয়েছিল সে, কিন্তু ওয়াইল্ড অ্যাম্বুশ করে ওকে। বুলেটটা পায়ে লেগেছে তার। ক্রল করে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে আয়রন হাইড, ওয়াইল্ড চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর বেরিয়ে আসে ঝোপ থেকে। গাছের লম্বা খুঁটি দিয়ে ক্রাচ তৈরি করে ফিরতি পথে যাত্রা করে। লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ে বা মেয়েদের আর দেখা পায়নি। ফিরতি পথে থাকার সময় বেশ কয়েকবারই গোলাগুলির শব্দ শুনতে পেয়েছে।

গ্যাঁড়াকলে পড়ে গেল মেজর হ্যানলন। সাউথ পাসের এক হোটেলে কমাণ্ড নিয়ে উঠেছে সে, তিনটা কামরা ব্যবহার করছে হেডকোয়ার্টার হিসাবে। দশ-বারো কামরার ছোটখাট দালান হলেও ওদের প্রয়োজন মিটে যাচ্ছে। সাধারণ সৈনিকেরা লাগোয়া আঙিনায় ক্যাম্প করেছে।

লবি আর হোটেল-অফিসের পাশের কামরাকে নিজের জন্য অফিস হিসাবে নির্ধারণ করেছে মেজর হ্যানলন।

সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না সে। বুঝতে পারছে না কী পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। যাই করুক, পরবর্তীতে সেটাই হঠকারী বা ভুল বলে প্রতীয়মান হতে পারে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে ভেঙে গেছে

ওয়াইল্ডের দুর্ধর্ষ দলটা, লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিনের দলের সঙ্গে সংঘর্ষ ছাড়া বাকি সবকিছুতে প্রমাণ মিলেছে যে নেতৃত্বহীন হয়ে পড়েছে ওরা। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে তল্লাট ছেড়ে যাওয়ার খবরও পেয়েছে।

অ্যানিটা আর মেরিয়ন যদি নাথানের সঙ্গে থেকে থাকে, ওদের নিয়ে না-ভাবলেও চলবে। আসলেই কি? কতটা বিশ্বাস করা যায় লেফটেন্যান্ট ডুনাওয়েকে? সত্যি কোন বিপদ হয়নি তো?

ওদের খোঁজে পুরো পাহাড়শ্রেণী চষে ফেলা সম্ভব হবে না। তা ছাড়া, নিজেদের নিরাপত্তা ও আশু প্রয়োজনের খাতিরে পেট্রল বাহিনীর শক্তি খর্ব করা যাবে না; যে-কোন মুহূর্তে হয়তো কোথাও ছুটে যেতে হতে পারে। সেক্ষেত্রে, কোনভাবেই ভাগ হওয়া যাবে না।

নাথান হয়তো মেয়েদের নিয়ে এখানে আসবে, তবে ফোর্ট ব্রিজারেও চলে যেতে পারে। এমনকী ফোর্ট লারামিও ফিরে যেতে পারে। সাউথ পাস খুবই ছোট ও বিচ্ছিন্ন একটা পোস্ট, এখানে পৌঁছাতে পারলেও যে নিরাপত্তা পাওয়া যাবে না—এটা নিশ্চয়ই ভাববে নাথান। এরা সারাক্ষণই ইণ্ডিয়ান হামলার আশঙ্কায় তটস্থ থাকে। টাস্কো ওয়াইল্ডের সুসংগঠিত, দুর্ধর্ষ ও খুনে বাহিনীর বিরুদ্ধে মিনিট কয়েকের বেশি টিকে থাকতে পারবে না।

নিঃসন্দেহে টাস্কো ওয়াইল্ডের চর রয়েছে সাউথ পাসে। সত্যি কথা বলতে কী, যে হোটেলে হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছে মেজর, খোদ সেটাকেই বেশি সন্দেহ হয় মেজরের। অনেকদিন থেকে কিছু কিছু গুজব কানে এসেছে, তবে সত্যি-মিথ্যে যাচাই করার সুযোগ বা ইচ্ছা কোনটাই হয়নি সেনাবাহিনীর, এরচেয়ে ঢের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থাকতে হয় তাদের; আর যে মহিলা হোটেল চালায়, তার ভাব-গতিকও পছন্দ হয়নি মেজর হ্যানলনের।

অফিসে বসে ভাবছিল মেজর। দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল সার্জেন্ট লেইক গ্রোভার। 'স্যার?'

'বলো।'

'স্কাউট করার অনুমতি চাইছি, স্যার। আমার কাছে মনে হচ্ছে চেষ্টা করলে লেফটেন্যান্ট, মিস্ হ্যানলন আর মিসেস ক্রকেটকে হয়তো খুঁজে বের করতে পারব আমি।'

'প্রস্তাবটা শুনে ভাল লাগল, গ্রোভার, কিন্তু অনুমতি দেওয়া গেল না। ধন্যবাদ তোমাকে, বিরাট ঝুঁকি আছে জেনেও যেতে চেয়েছ।' হাতের কলমটা টেবিলের উপর রাখল মেজর। 'এছাড়া অন্য কাজও আছে আমাদের, গ্রোভার। শিকার করার মত মাছের অভাব নেই, তাই তো করতে এসেছি আমরা, তাই না? অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ওয়াইল্ডের দলটা ভেঙে গেছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ছে ওরা। এখন আমাদের কাজ হচ্ছে ওদের যতজনকে সম্ভব পাকড়াও করা, যাতে আজীবনের জন্য দলটাকে ভেঙে দেওয়া যায়, আর কখনও যাতে একাট্টা হতে না-পারে।'

'জ্বী, স্যার।'

'দশজন লোক সহ ক্রিসপিনকে পাঠাচ্ছি, আর মাইক হেনশ যাবে অন্য দশজনকে নিয়ে। তুমি লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিনের সঙ্গে থেকো।'

গ্রোভার চলে যাওয়ার পর চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল মেজর হ্যানলন, জানালা দিয়ে পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকাল। ন্যাড়া ও ফ্যাকাসে পাথুরে অবয়বে সবুজের ছোপ লাগতে শুরু করেছে, বসন্তের শুরুতে যা হয়। মেয়ের কথা মনে পড়ল...কেমন আছে অ্যানিটা? কে জানে, এ মুহূর্তে হয়তো জান হাতে নিয়ে ছুটছে বা আরও কোন কঠিন বিপদে পড়েছে! বাস্তবে কী ঘটছে, কেবল ঈশ্বরই জানেন। বিস্তীর্ণ এই পাহাড়শ্রেণীতে টিকে থাকা এমনিতে কঠিন, তারউপর যদি অগুনতি শত্রু থাকে–রীতিমত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় ব্যাপারটা। নিজেকে যতই আশা বা সান্ত্বনা দিক, মেজর

জানে সত্যিকার অর্থে অ্যানিটাদের পাহাড় থেকে অক্ষত বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা খুবই কম। যদি আদৌ তেমন কিছু হয়, তা হলে সেটা ঘটবে কেবলই নাথান ডুনাওয়ের কারণে। বিদ্রোহী-মনা বা পলাতক সৈনিক, যাই হোক সে, অ্যানিটার ব্যাপারে তার আগ্রহে কোন খাদ নেই। জানপ্রাণ দিয়ে হলেও অ্যানিটাকে রক্ষা করার চেষ্টা চালাবে সে।

এটাই স্বাভাবিক। একজন প্রেমিক, স্বামী বা বাবা...নারীদের প্রতি এদের দায়িত্বে আদপে তেমন কোন পার্থক্য নেই। দৈনন্দিন জীবনের ন্যূনতম চাহিদা মেটানোর পরও নিরাপত্তা দিতে হয়, আগলে রাখতে হয়...সবকিছুর দায়িত্ব মূলত পুরুষকে পালন করতে হয়।

পাঁচ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে অন্তত পঞ্চাশটা গিরিখাত রয়েছে, একশো হলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। অগুনতি ঝর্না বা বিচ্ছিন্ন তৃণভূমি তো আছেই; এর সবক'টায় যে সাদা মানুষের পা এখনও পড়েনি, তাতেও কোন সন্দেহ নেই। আর পাহাড়ী ঢালে বেড়ে ওঠা ছোট ছোট বনভূমি বা ঘন গাছগাছালি তো আছেই। এর মাঝে কোথায় খুঁজবে অ্যানিটাদের? আদৌ কি সম্ভব? হাজার লোক নিয়ে তালাশ চালালেও হয়তো কয়েক সপ্তাহ লেগে যাবে। সৈনিকদের যতই ইচ্ছা থাকুক, লেফটেন্যাণ্ট ডুনাওয়েদের খোঁজে সৈন্য পাঠাতে ঘোর আপত্তি আছে মেজরের; বিশেষ করে তাতে যেহেতু এখানে, মূল দলের শক্তি খর্ব হয়ে যায়। বলা যায় না, যে-কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে সাউথ পাস স্টেশন, কিংবা টেলিগ্রাফ লাইনে সমস্যা হতে পারে। ইণ্ডিয়ান বা রেনিগেড যারাই হোক, আক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধ করতে হবে। নবীশ সৈন্যদের নিয়ে, সংখ্যায় যদি আরও কমে যায়, দুর্ধর্ষ ও হিংস্র ইণ্ডিয়ান বা রেনিগেডদের সামাল দেওয়া সম্ভব হবে না।

তা ছাড়া, নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একদিনও বেশি থাকা যাবে না এখানে। সাপ্লাইয়ের সমস্যার সমাধান হয়েছে বটে, সাউথ পাস

থেকে কেনার অনুমতি পেয়েছে মেজর, তবে পঞ্চাশজন সৈনিকের জন্য পর্যাপ্ত খাবার থাকতে তো হবে। সৈন্যদের একদিনে যা লাগবে ছোট্ট এ স্টেশনের কোন স্টোরে বোধহয় তাও মজুদ নেই, থাকাই অস্বাভাবিক।

অফিসের হিসাবে অনুযায়ী আরও তিনদিন থাকতে পারবে। ভিন্ন অজুহাত দিয়ে হয়তো দুটো দিন দেরি করতে পারবে মেজর, যদি সাপ্লাই পাওয়া যায়; কিন্তু এর বেশি কোনক্রমে দেরি করা যাবে না। মেয়ের আশা তাকে ছেড়ে দিতে হবে। টেলিগ্রাফ লাইন তদারক করতে করতে ফোর্টে ফিরে যেতে হবে। কোথাও হয়তো লাইন মেরামত করার দরকারও হতে পারে।

তবে অ্যানিটার ব্যাপারে নাথান ডুনাওয়ের উপর নির্ভর করতে হবে, এছাড়া উপায় নেই। লোকটাকে যতই অপছন্দ করুক, এখন তার পক্ষ হয়েই প্রার্থনা করতে হবে, তার মঙ্গল কামনা করতে হবে।

নিজেকে ক্লান্ত ও বুড়ো মনে হচ্ছে মেজরের। টেবিলের উপর পড়ে আছে সদ্য তৈরি করা রিপোর্ট, একবার তাকিয়েও অগ্রাহ্য করল, আগ্রহ পাচ্ছে না, মনোযোগও দিতে পারছে না। মন জুড়ে রয়েছে অ্যানিটা। মেয়েটার অমঙ্গল আশঙ্কায় কুঁকড়ে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে, সময় যত গড়াচ্ছে ততই দুশ্চিন্তা বেড়ে যাচ্ছে...

অ্যানিটার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ল। একেবারে হালকা-পাতলা গড়নের ছিল, কিন্তু ওর প্রাণশক্তি যেন ছিল অফুরন্ত। সারাক্ষণ উচ্ছল আনন্দে মেতে থাকত। শেরি বেঁচে থাকতে অ্যানিটার সঙ্গে কখনও কঠিন আচরণ করেনি, স্ত্রীর মৃত্যুর পর তো নয়ই। স্বাধীনচেতা, দৃঢ়চেতা ও মর্যাদাসম্পন্ন এক নারীতে পরিণত হয়েছে মায়ের সাহচর্য ছাড়া, ব্যাপারটা বিস্ময়করই বটে। বাপের সুশৃঙ্খল সৈনিক জীবন হয়তো এতে বড় ভূমিকা রেখেছে।

অ্যানিটাকে নিয়ে কখনও দুঃখ বা আফসোস করতে হয়নি, শুধু নাথান ডুনাওয়ের ব্যাপারটা ছাড়া। হঠাৎই যেন সেদিনের

ছোট্ট মেয়েকে যুবতী হিসাবে আবিষ্কার করেছে মেজর হ্যানলন, যখন দৃঢ় ও অবিচল কণ্ঠে পছন্দের কথা অকপটে জানিয়েছে অ্যানিটা, বাপ-মেয়ের বয়স বা মানসিকতার ব্যবধান তাতে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। নিজেকে সেকেলে, অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ও আপসহীন এক পিতা মনে হয়েছে মেজরের। তাই ডুনাওয়ের ব্যাপারে পুরোদস্তুর বিপক্ষে চলে গিয়েছিল। মেয়ে যেমন বাপকে বোঝানোর বা প্রভাবিত করার কোন চেষ্টা করেনি, মেজরও তেমনি পাল্টা অ্যানিটার ভুল শুধরাতে যায়নি; বরং যার যার অবস্থানে অটল থেকে গিয়েছিল দু'জন। পরোক্ষভাবে ডুনাওয়েকে অ্যানিটার জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে মেজর, কিন্তু সফল হয়নি।

চূড়ান্ত চেষ্টা ছিল এই ওয়্যাগন ট্রেন। মেজর ভেবেছিল দূরে সরিয়ে দিতে পারলে অ্যানিটার সঙ্গে ডুনাওয়ের যোগাযোগ বা সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে; অথচ ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস, যার ভয়ে মেয়েকে স্যান ফ্রান্সিসকো পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল, সেই নাথান ডুনাওয়ে গুট করে জুটে গেছে ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে এবং এ মুহূর্তে অ্যানিটার ভাগ্য নির্ভর করছে তারই উপর! ব্যাপারটাকে তার প্রতি অদৃষ্টের এক ধরনের তামাশা বা প্রতিশোধ মনে হচ্ছে মেজর হ্যানলনের। গত ছয়টা মাস যার মুণ্ডপাত করেছে, এখন তার জন্যই প্রার্থনা করতে বাকি!

ভিন্ন একটা উপলব্ধি হলো মেজরের। পশ্চিমের এসব বিচ্ছিন্ন ও দূরের পোস্টের কাজ নিজে যতই উপভোগ করুক, আসলে অ্যানিটাকে বঞ্চিত করেছে, কখনও কখনও বিপদের মুখেও ঠেলে দিয়েছে। এ-ধরনের কোন অধিকার নেই তার। অযথা মেয়েকে নিজের কাছে রেখে ওর জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। পুবের কোন শহরে যদি বড় হত অ্যানিটা, আরও বেশি মর্যাদা নিয়ে চলার দীক্ষা পেত, জীবনকে উপভোগ করতে পারত; মামুলি এক লেফটেন্যান্টকে পছন্দ করার মত ভুল করত না।

ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে অ্যানিটাকে ভিড়িয়ে দিয়ে মহা ভুল করেছে মেজর, আত্মসমালোচনা করল সে; বিশেষ করে যেহেতু জানত সঙ্গে পে-রোলের টাকা যাচ্ছে। এ-ধরনের শিপমেন্টের খবর কখনোই গোপন থাকে না, কর্তৃপক্ষও তাই ধরে নিয়েছিল এবং সেজন্য ব্যবস্থাও নিয়েছিল। স্বাভাবিক শিপমেন্ট বাদ দিয়ে ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে পে-রোলের টাকা পাঠানোর কারণ শুধুই ব্যাপারটাকে গোপন রাখার প্রচেষ্টা।

বাস্তবে অবশ্য তা কাজে আসেনি। ষাট হাজার ডলারের খবর ঠিকই জেনে গিয়েছিল টাস্কো ওয়াইল্ডের দল। টাকা লুটে নেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে ওরা, কিন্তু নাথান ডুনাওয়েয়র কারণে সম্ভব হয়নি। যদিও শেষপর্যন্ত ওদের হাতেই চলে গেছে টাকা। এখনও তাই আছে, আয়রন হাইডের কাছ থেকে পাওয়া খবরে তাই জানতে পেরেছে মেজর হ্যানলন। ডুনাওয়ে ছাড়াও চেরোকি নিজে চেষ্টা করেছে টাকা উদ্ধার করতে। ফলাফল: ব্যর্থতা।

অ্যানিটাকে ওয়্যাগন ট্রেনে পাঠানো ভুল ছিল। বোঝা উচিত ছিল পে-রোলের টাকার খবর চাউর হয়ে যাবে এবং ওয়্যাগন ট্রেনও আক্রান্ত হবে, যেহেতু এ-ধরনের অভিযাত্রীরা দীর্ঘ যাত্রায় কোন না কোন সময়ে অন্তত ইণ্ডিয়ান হামলার মুখে পড়েই। সবই জানত মেজর, অনুমানও করেছে; কিন্তু আমল দেয়নি। মেয়েকে সরিয়ে দেওয়ার সুযোগটাকে বড় করে দেখেছিল।

এভাবে অ্যানিটার জীবন বিপন্ন করার কোন অধিকার তার নেই। এবার যদি ফিরে আসে, সিদ্ধান্ত নিল মেজর হ্যানলন, আর কখনও এমন ঝুঁকিপূর্ণ ভ্রমণ করতে দেওয়া দূরে থাক, পশ্চিমেই রাখবে না ওকে—পুবে পাঠিয়ে দেবে, নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত জীবনের ব্যবস্থা করবে। তরুণী বা যুবতী মেয়েদের জন্য পশ্চিম বড় কষ্টের জায়গা। শুধু অ্যানিটা কেন, নিরানন্দ, ক্লান্তিকর ও জৌলুসহীন এমন জীবন কোন মেয়েরই কাম্য নয়।

যদি আদৌ সুযোগ পায়! যদি বহাল তবিয়তে ফিরে আসে

অ্যানিটা...

সে নিজেও পশ্চিম থেকে চলে যেতে পারে। চাকুরি ছেড়ে দিতে পারে। সৈনিক হিসাবে বাকি জীবন না-কাটালে এমন কী যাবে-আসবে? চাইলে অন্য কাজও করতে পারবে। কিছুদিন আগে তার ভাই একটা কাজের প্রস্তাব দিয়েছিল–কনস্ট্রাকশন প্রজেক্টে ম্যানেজার হিসাবে বিশ্বস্ত ও অভিজ্ঞ কাউকে দরকার। তাতে যদি যোগ নাও দেয়, অন্য কাজ নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে। মোট কথা, পশ্চিম ছেড়ে চলে যেতে হবে।

পশ্চিমের প্রকৃতি, বিশেষ করে পাহাড় তাকে আটকে রেখেছে এখানে। পাহাড় ভাল লাগত শেরির, অ্যানিটারও ভাল লাগে; আর তার নিজের কাছে পাহাড় হচ্ছে হৃদয়ের মত উদার, বিশাল ও উন্মুক্ত। পশ্চিম ছেড়ে যাওয়ার কথা ভাবলেই পাহাড় পিছুটান হয়ে দেখা দেয়। পশ্চিমের একঘেয়ে, নিরানন্দ ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবনে পাহাড় সবসময়ই প্রাণশক্তির উৎস হয়ে দেখা দিয়েছে মেজরের জীবনে।

কী অপরূপ সৌন্দর্য যে আছে পাহাড়ে! মাইলকে মাইল দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে, নির্জন উপত্যকায় মাতাল বাতাসে দোল খায় হাঁটু সমান সবুজ ঘাস, পাহাড়ী ঢালে বুনো ফুলের মাতাল করা ঘ্রাণ, বাতাসের সঙ্গে ধেয়ে আসা পাইনের সুবাস, অ্যাসপেনের মর্মরধ্বনি বা হেমন্তে সোনালি রঙ পাওয়া ঝাড়; এমনকী তীব্র শীতে পত্রহীন গাছের কঙ্কালসম কাঠামোয় অপরূপ সৌন্দর্য রয়েছে। এমন বিশাল সৌন্দর্যের পূজারী একজন মানুষ কী করে একটা ডেস্কে নিজেকে সীমাবদ্ধ করে ফেলবে? পুবের জনাকীর্ণ শহরের রাস্তায় তার দম বন্ধ হয়ে আসবে না?

জীবনে প্রথম পাহাড়ী এলাকা দেখার স্মৃতি কখনও ভুলবে না মেজর হ্যানলন। ছেলেবেলায় যখন বাবা-মার সঙ্গে পশ্চিমে যাত্রা করেছিল। মাইলের পর মাইল পথ পাড়ি দিয়েছিল ওরা, অবারিত সবুজ প্রান্তরের যেন শেষ ছিল না–দিগন্তের পরিধি কেবলই বড়

হচ্ছিল, ছড়িয়ে পড়ছিল দূর থেকে আরও দূরে। লোকজন বলত গ্রেট আমেরিকান ডেজার্ট, যদিও আদপে তা মরুভূমি নয়। জমির এক ইঞ্চিও ঘাস ছাড়া ছিল না। সবুজ ঘাসের গালিচায় চরে বেড়াচ্ছিল হাজার হাজার মোষ, অ্যান্টিলোপ। নদীর তীরে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়েছিল শত শত প্রকাণ্ড কটনউড।

সেই যে কৈশোরে পশ্চিমের প্রেমে পড়েছে, মোহটা আর কাটেনি। কখনও কাটবেও না বোধহয়। সৈনিক জীবনের ব্যস্ততার ফাঁকেও ওই সৌন্দর্যে অবগাহন করেছে উইল হ্যানলন, প্রাণশক্তি অর্জন করেছে। ডেস্কের কাটখোট্টা ও নীরস সৈনিক হয়ে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে বারবার। পশ্চিমের রোমাঞ্চকর সৌন্দর্য কখনও তার কাছে ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে মনে হয়নি।

উঠে দাঁড়াল মেজর হ্যানলন। অদ্ভুত হলেও নিজেকে খুব নিঃসঙ্গ মনে হলো তার, কারণটা বুঝতে পারছে না। দরজা মেলে বেরিয়ে এল।

বাইরের বাতাস আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা আর সতেজ। পাহাড় থেকে ধেয়ে আসা বলে পাইন-সুবাসিত। লম্বা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল সে কিছুক্ষণ, বুক ভরে টেনে নিল নির্মল বাতাস।

রাস্তার উল্টোদিকে হিচিং রেইলে বাঁধা একটা ঘোড়াকে ত্যক্ত করছে মাছি। লেজ নেড়েও সুবিধা করতে পারছে না ঘোড়াটা, পা দাপাচ্ছে কখনও কখনও। মাইনারদের বুট পরা এক লোক স্টোর থেকে বেরিয়ে পোর্চে দাঁড়িয়ে থাকল, কাগজ-তামাক বের করে সিগারেট রোল করছে নিতান্ত আলসেমির সঙ্গে। উর্দি পরা দুই সৈনিক হেঁটে বেরিয়ে গেল ক্যাম্প থেকে।

পকেট হাতড়ে একটা সিগার বের করল মেজর হ্যানলন। এটাই তার জীবন। এখানেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে, উপভোগ্য মনে হয়। কেন ছেড়ে যাবে? কীসের টানে? দেয়াশলাই জ্বালিয়ে সিগার ধরাল মেজর, তারপর অফিসে ফিরে গেল। ডেস্কে বসে এবার টাস্কো ওয়াইল্ডকে নিয়ে ভাবতে বসল...

যেভাবে হোক লোকটাকে ধরতে হবে। পে-রোলের টাকা লুট করে নিয়ে যাবে সে, এটা কোনভাবে হতে দেওয়া যায় না। এমন বিপজ্জনক লোক যে-কোন সমাজেই অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যেখানেই যাবে, দলবল জুটিয়ে নেবে সে...নতুন করে ত্রাস আর হাঙ্গামার রাজত্ব সৃষ্টি করবে।

নাথান ডুনাওয়ে হয়তো ওয়াইল্ডের পিছু নিয়েছে। তবে ভরসা করতে পারছে না মেজর হ্যানলন, কারণ নাথানের সঙ্গে মেয়েরা থাকার কথা। কারও পিছু ধাওয়া করতে হলে একা যাওয়া উত্তম, মেয়েরা থাকায় নাথানের জন্য কঠিন হয়ে যাবে পরিস্থিতি। তবে অন্য সৈনিকদের জিম্মায় অ্যানিটাদের রেখে হয়তো ওয়াইল্ডের পিছু নেবে সে...

পরিস্থিতি যাই নির্দেশ করুক, মেজর হ্যানলন বিশ্বাস করে না পে-রোলের টাকার প্রতি লোভী দৃষ্টি দিয়েছে ডুনাওয়ে। অপছন্দ করলেও তার সততার ব্যাপারে নিঃসন্দেহ মেজর। অধীন সৈনিক হিসাবে তাকে কাছ থেকে দেখেছে। জেনেছে। তবে একেবারে নিশ্চিতও বলার উপায় নেই।

ডুনাওয়েকে অপছন্দের কারণ খুঁজে বের করার প্রয়াস পেল মেজর হ্যানলন। সৈনিক হিসাবে সে অসাধারণ মেধা ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছে সর্বত্র; সতীর্থদের মধ্যে জনপ্রিয়, এমনকী সিনিয়র অফিসাররাও তাকে পছন্দ করে। দোষ একটাই: ঠোঁটকাটা।

এবং অ্যানিটার সঙ্গে সম্পর্ক। ব্যক্তিগতভাবে মেজরের তাকে অপছন্দ করার কারণ ওই একটাই। পাত্র হিসাবে সে একেবারে অযোগ্য তা বলা যাবে না, কিন্তু...ডুনাওয়েকে অ্যানিটার পছন্দের মানুষ হিসাবে মেনে না-নেওয়ার কারণটা মস্তিষ্ক হাতড়ে খুঁজে বের করল মেজর—সৈনিক হিসাবে পশ্চিমের জীবনের অনিশ্চয়তা।

নাথান মনেপ্রাণে একজন সৈনিক, ফিল্ডে কাজ করতে পছন্দ করে। নিজের মতই প্রকৃতির মত একই টান তার মধ্যে লক্ষ্য করেছে মেজর। পশ্চিমের বৈরী ও বিচ্ছিন্ন পোস্টে কাজ করে

উন্নতি করা কতটা কঠিন সেটা নিজের জীবন থেকে জেনেছে সে, যদিও এ-নিয়ে আফসোস নেই। নাথানের ক্ষেত্রে তা মেনে নিতে পারছে না মেজর, এর সঙ্গে অ্যানিটার ভাগ্য জড়িত বলেই, কিংবা নাথান তারও চেয়ে যোগ্য ও সক্ষম বলে। উন্নতির যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কেন পশ্চিমে পড়ে থাকবে সে? কেনই বা অ্যানিটাকে বৈরী ও কঠিন পরিবেশে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে হবে?

সন্ধ্যার আগেই দশজনের এক বাহিনী দু'জন বন্দিকে নিয়ে ফিরে এল সাউথ পাস ক্যাম্পে। ছয়জন রেনিগেডের বিরুদ্ধে খণ্ড-যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল ওদের। দুই রেনিগেড নিহত হয়েছে। আর বাকিরা পালিয়ে গেছে। দুই বন্দিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়েছিল মেজর, তবে শেষে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। এরা বোধহয় কেউ কিছু বলতে পারবে না, কিংবা জানলেও মুখ খুলবে না।

সম্ভাবনা সত্ত্বেও সুযোগটা হেলায় হারাবে কেন, ভেবে তাদের জেরা করার নির্দেশ দিল মেজর হ্যানলন। এক পর্যায়ে নিজেও চলে গেল বন্দিদের সামনে। কিন্তু কাজের কাজ কিছু হলো না। দু'জনই হলফ করে বলল লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ে আর পে-রোলের খোঁজে তালাশ চালাচ্ছিল ওরা, তখনই খবর পেল টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। লিটল সুইট ওঅটরের কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় মিলিত হওয়ার কথা ছিল ওদের, ওখানে পৌঁছে দেখতে পেয়েছে আগেই ক্যাম্প ছেড়ে চলে গেছে ওদের সঙ্গীরা।

একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল মেজর হ্যানলন। টাস্কো ওয়াইল্ডের দলটা ভেঙে গেছে। নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ছে হতাশ রেনিগেডরা। কারণটা অবশ্য এখনও অজ্ঞাত রয়ে গেছে। ছড়িয়ে পড়া রেনিগেডরা একত্রিত হওয়ার চেষ্টা করছে, কিংবা কেউ কেউ স্বয়ং টাস্কো ওয়াইল্ডকে খুঁজছে।

'আমার তো মনে হয়, স্যার,' সম্ভাবনা বাতলাল লেফটেন্যান্ট টমাস ক্রিসপিন। 'ওয়াইল্ড নিজেই পে-রোলের টাকা নিয়ে সটকে পড়েছে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে,' ভুরু কোঁচকাল মেজর, কী যেন ভাবছে।

উদ্‌গ্রীব হয়ে অপেক্ষায় থাকল লেফটেন্যাণ্ট ক্রিসপিন। মেজর হ্যানলনকে বাপের মতই শ্রদ্ধা করে ও। মানুষটার জন্য সহানুভূতি বোধ করছে। গত কয়েকদিনে দুশ্চিন্তায় বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে তার, ওজন হারিয়েছে, চোখের নীচে কালি পড়েছে।

'অন্য পেট্রল বাহিনী ফিরে এলে কর্পোরাল হেনশকে রিপোর্ট করতে বোলো,' নির্দেশ দিল মেজর।

সন্ধ্যায় সাউথ পাস সিটিতে এসে পৌঁছল এক ট্র্যাপার। উইণ্ড রীভার রেঞ্জের দক্ষিণ অংশে কাজ করে এসেছে সে। সেলুনে আড্ডা দেওয়ার সময় জানাল: উত্তরে যাওয়া চরম বোকামি হবে, কারণ সিয়ক্স আর ব্ল্যাকফিটরা পুরো এলাকা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে কেউ যেতে পারবে না। দক্ষিণ দিক দিয়ে এখানে এসেছে সে, অল্পের জন্য একটা ওঅর পার্টির তোপের মুখে পড়েনি।

'বড় বাঁচা বেঁচেছি, শিকার করতে আর ওদিকে যাচ্ছি না!' রেস্তোরাঁয় মাংসের স্টু গেলার সময় লেফটেন্যাণ্ট ক্রিসপিনকে বলল সে। 'তা ছাড়া, ইদানীং শিকারও মিলছে না। গণ্ডায় গণ্ডায় লোক এসে বীভার শিকার করছে। এত বেশি শিকার করছে যে ওদের বংশ রক্ষা করাই দায় হয়ে পড়েছে। দিন দিন কমে যাচ্ছে ওদের সংখ্যা।'

মাংসের একটা টুকরো চিবানোর সময় সে চিন্তিত স্বরে বলল, 'ইনজুন ছাড়া ওদিকে আর কাউকে চোখে পড়ল না। আমার তো মনে হয় ওখানে যদি কেউ থেকে থাকে, যত দ্রুত সম্ভব তার উচিত এলাকা ত্যাগ করা। জীবনে বহু বছর পাহাড়ে কাটিয়েছি, এবং এর অর্ধেক এই এলাকায়, কিন্তু কখনও এত রেডস্কিনকে ওদিকে ঘোরাফেরা করতে দেখিনি। আমার মনে হয় শিগ্‌গিরই একাট্টা হবে ওরা, তারপর প্রথমে পাহাড়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম

করবে, নির্বিচারে খুন করবে; শেষে এখানে এসে হামলা করবে।'

নীরবে শুনছে ক্রিসপিন। বুঝতে পারছে একে বকবক করতে দিলেই বরং অনেক বেশি তথ্য পাবে।

মুখ তুলে তাকাল ট্র্যাপার। 'এর নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে! নইলে কেন ইনজুনে গিজগিজ করবে পুরো এলাকা? তো, আমিও অদ্ভুত একটা জিনিস দেখলাম। বছর কয়েক আগে একটা গুহা খুঁজে পেয়েছিলাম, কেউ বাসযোগ্য করে তুলেছে গুহাটা। দেয়াল তুলেছে, সাপ্লাই জমিয়ে রেখেছে—কার্তুজ, মামুলি যন্ত্রপাতি, খাবার...টিনজাত খাবার বা অমন সব জিনিস। দেখে মনে হলো কেউ বোধহয় সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছে যাতে বিপদে আশ্রয় নিতে পারে গুহায়।

'শুধু তাই নয়। লিযার্ড হেডের ঠিক পুবের এলাকায় বিস্তর ট্র্যাক চোখে পড়েছে। অন্তত তিনটা ঘোড়ার ছাপ। যার একটা নালহীন। ছাপগুলো একেবারে তাজা ছিল।'

'অন্য কোন ট্র্যাপার বোধহয় গিয়েছিল ওখানে?' সম্ভাবনা বাতলাল টমাস ক্রিসপিন।

'উঁহুঁ, এখন আর ওদিকে লোকজন যায় না বললে চলে, শুধু আমি ছাড়া। একে জায়গাটা অনেক উঁচুতে, তায় খুব নির্জন আর দুর্গম। তা ছাড়া, এবার গিয়ে দেখেছি ওদিকে বীভার নেই বললে চলে।'

'তুমি যেখানে গেছ, পাহাড় পেরোনোর মত ট্রেইল আছে?'

'হ্যাঁ, বেশ কয়েকটাই আছে। বিগ স্যাণ্ডি ট্রেইলটাই আমার পছন্দ, সহজ মনে হয়। কোন কোন ট্র্যাপার অবশ্য ওটাকে জ্যাকাস ট্রেইল বলে, শুধু শিয়াল বা নেকড়ে ছাড়া আর কেউ ওই ট্রেইল পাড়ি দেওয়ার বোকামি করে না কি-না! তবে অত খারাপ নয় ট্রেইলটা—পায়ে হেঁটে বা পাহাড়ী কোন ঘোড়া যদি থাকে, পাহাড় পেরোনো সমস্যা হবে না।'

ফিরে এসে মেজর হ্যানলনকে রিপোর্ট করল লেফটেন্যান্ট

ক্রিসপিন।

'ব্যাপারটা অনুমান, স্যার,' বলল সে। 'ভুলও হতে পারে। কিন্তু আমার তো মনে হয় টাস্কো ওয়াইল্ড ছাড়া ওই ট্রেইলে আর কে যাবে? হুট করে ঘটনাস্থল থেকে উধাও হয়ে গেছে সে, কোন রকম ট্রেসই পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ধারণা পে-রোলের টাকা নিয়ে অনুচরদের ত্যাগ করে সটকে পড়েছে ওয়াইল্ড, চুপিসারে উত্তর দিকে রওনা দিয়েছে।

'নিশ্চয়ই কোথাও লুকিয়ে থাকবে, পরিস্থিতি অনুকূল না-হলে বেরিয়ে আসবে না। আজীবন ওকে তালাশ করবে না কেউ, একসময় ক্ষান্ত দেবেই; আর সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে সেটা আরও আগে ঘটবে, কারণ অন্য কাজও আছে আমাদের। তাই ধরে নেওয়া চলে, মোটামুটি সুরক্ষিত কোথাও যদি লুকিয়ে থাকতে পারে, তা হলে পার পেয়ে যাবে ওয়াইল্ড। এই সময়ে সেনাবাহিনী তো সরে যাবেই, এমনকী ওর অনুচরেরাও আগ্রহ হারিয়ে ছড়িয়ে পড়বে, ইণ্ডিয়ানরাও থাকবে না চৌহদ্দিতে।'

যুক্তি আছে লেফটেন্যান্টের কথায়, ভাবল মেজর হ্যানলন। কিন্তু টাস্কো ওয়াইল্ডের পিছু ধাওয়া করতে লোক পাঠানোয় ঝুঁকি আছে, বিশেষ করে সেখানে যেহেতু হিংস্র ইণ্ডিয়ানদের আনাগোনা রয়েছে। আবার এও ঠিক, হয়তো পে-রোলের টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হবে এবং অ্যানিটার খোঁজও পাওয়া যেতে পারে।

নিজের মন বোঝার চেষ্টা করল মেজর হ্যানলন। আসলে কী চাইছে সে? টাস্কো ওয়াইল্ড বা পে-রোলের টাকার অজুহাতে সৈন্য পাঠিয়ে অ্যানিটাকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাতে চায় আরেকবার? অস্বীকার করার উপায় নেই দুটোই কাজ করছে তার মনে।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে টেবিলে রাখা মানচিত্র দেখল মেজর, শেষে ট্র্যাপারকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠাল।

বিশ মিনিট পর এল লোকটা। ছিপছিপে দেহের সমর্থ লোক। ক্ষৌরিহীন মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। কাপড় নোংরা না-হলেও বেশ

মলিন, পাহাড় থেকে আসার পর এখনও সাফসুতরো হয়নি। ঝালর দেওয়া বাকস্কিনের পোশাক পরনে। শক্ত চোয়াল আর তীক্ষ্ণ চাহনি চোখে। বদ্ধ কামরায় অস্বস্তি বোধ করছে সে, বোঝা যায় খোলা জায়গায় স্বচ্ছন্দ।

'জ্যাকাস ট্রেইলের কথা বলেছ তুমি,' ট্র্যাপার লোকটাকে কফি পরিবেশন করার পর বলল মেজর। 'পশ্চিম দিক থেকে গেলে ঠিক কোন্ জায়গায় পড়বে ওটা, কীভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে?'

'ট্রেইলটা খুঁজে পেতে তেমন কোন সমস্যা হবে না। তবে পথ চলা কঠিন হবে...ভাল জাতের ঘোড়া না-হলে সম্ভব হবে না। সারাক্ষণ চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। সমস্যা হবে ওই গুহা খুঁজে পেতে। এমনিতে চোখে পড়ে না। আমার ধারণা ওই লোক যদি কিছুদিন সবার চোখের আড়ালে থাকতে চায়, জ্যাকাস ট্রেইলের আশপাশে লুকিয়ে থাকার এত জায়গা আছে যে ব্যাটাকে খুঁজে পাওয়া সত্যি মুশকিল হবে।'

মানচিত্রে একটা জায়গা দেখাল সে। 'এই যে, ট্রেইল যেখানে এই ক্রীক অতিক্রম করেছে—আমরা এটাকে বলি নর্থ ক্রীক—প্রায় দেড়শো ফুট উঁচুতে আর পশ্চিমে চোস্ত একটা হাইডআউট খুঁজে পাবে, এরচেয়ে নিরাপদ জায়গা হয় না। চারপাশে গ্র্যানিটের চাঙড় এমনভাবে জায়গাটাকে ঘিরে রেখেছে যে বোঝা মুশকিল এর আড়ালে বা ভিতরে থাকার মত জায়গা আছে। আর জায়গাও যেমন...পঞ্চাশজন লোক ক্যাম্প করতে পারবে!

'সমস্যা একটাই: ইনজুনদের ব্যাপারে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। প্রায়ই ওদিকে ঢুঁ মারে ওরা, হাইডআউটের কাছে উঠে যায়। ভাল আবহাওয়ায় উঁচু থেকে অনেক দূর পর্যন্ত চোখে পড়ে কি-না। অরিগন ট্রেইলে চলন্ত ওয়্যাগনও দেখা যায় ওখান থেকে।'

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল মেজর হ্যানলন, লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরল। 'কর্পোরাল হেনশের কোন খবর পেয়েছ?'

'এখনও পাইনি, স্যার।'

'বেশ, লেফটেন্যান্ট, বিশজন লোক চাই আমি। শক্ত-সমর্থ হতে হবে ওদের। বিশটা ঘোড়া দেবে। মাথা পিছু থাকবে একশো রাউণ্ড অ্যামুনিশন আর পাঁচ দিনের সাপ্লাই। সাপ্লাই ও কার্তুজ নেওয়ার মত বাড়তি ঘোড়াও দেবে।'

'আপনি যাবেন, স্যার?'

'হ্যাঁ। আমি নিজেই বাহিনী নিয়ে যাব। তুমি এখানে দায়িত্বে থাকবে। সৈন্যদের যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি রেখো। আর তোমার অনুমতি ছাড়া এখান থেকে কোন লোক স্টেশনের আধ-মাইলের বেশি কোথাও যেতে পারবে না।'

'কিন্তু, স্যার...'

'কী করতে হবে, নির্দেশ পেয়ে গেছ তুমি।' জোর গলায় বলল মেজর, তারপর ট্র্যাপারের দিকে ফিরল। 'আমাদের গাইড করে নিয়ে যেতে আপত্তি আছে তোমার, ফ্রেণ্ড? স্কাউট হিসাবে যা পায় সবাই, তা ছাড়াও বাড়তি বোনাস পাবে।'

মুখ শুকিয়ে গেল লোকটার। 'না, স্যার! চাঁদিটা আস্ত নিয়ে ওই ইণ্ডিয়ান এলাকা থেকে আসতে পেরেছি, ফের গেলে যে ভাগ্য এবারের মত ভাল যাবে, আমার তা মনে হয় না। ওদিকে অবস্থা যা দেখেছি, দশগুণ টাকা পেলেও আমি আর ওখানে ফিরে যাচ্ছি না।'

মাথা ঝাঁকাল মেজর হ্যানলন। কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে আবার তাকাল ম্যাপের দিকে। ব্লুচার ক্রীকে প্রথম রাতে ক্যাম্প করবে, পরিকল্পনা করল সে, দ্বিতীয় রাত কাটাবে গ্র্যানিট বেসিন বা তার ধারে-কাছে। তৃতীয়দিন ট্র্যাপারের দেখা সেই গুহার কাছে পৌঁছে যাওয়ার কথা।

কাজ শেষে ফিরে আসতে দু'দিন...যদি সবকিছু ভালয় ভালয় ঘটে!

আঠারো

পাহাড়ী ঢালে পাইন ঝাড়ের আড়ালে অবস্থান নিয়েছে নাথান ডুনাওয়ে, ফিল্ডগ্লাসের সাহায্যে নীচের জমি নিরীখ করছে।

কিছুদিন আগে বোধহয় প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে, কারণ সতেজ ও সবুজ ঘাস জন্মেছে মাটির বুকে। বসন্ত প্রায় শেষ হতে চলেছে। অপেক্ষাকৃত তরুণ ও যুবক ইণ্ডিয়ানদের অস্থির হয়ে ওঠার সময় এখন, ওদের রক্তে শিকারের তাড়না; সাদা মানুষের চাঁদির চামড়া জোগাড় করতে না-পারলে বীরত্ব দেখানো হয় না!

নিজেদের নিয়ে শঙ্কায় আছে নাথান। গত কয়েকদিনে লিটল পোপো অ্যাগি এলাকায় বিস্তর ট্র্যাক ফেলে এসেছে ওরা—মেয়ে দু'জন, কর্পোরাল লিউ বায়ার, ড্যান রসেট ও অন্যদের এত ছাপ পড়েছে যে সাধারণ মানুষও ওসব পড়তে পারবে। আর ইণ্ডিয়ানরা তো স্রেফ ছাপ দেখে আসল ঘটনা অনুমান করে নিতে পারবে।

সেক্ষেত্রে, নিশ্চিতভাবে বলা যায় চৌহদ্দিতে ইণ্ডিয়ানদের আনাগোনা বেড়ে গেছে; এতক্ষণে হয়তো ওদের পিছুও নিয়ে ফেলেছে। রেনিগেডরাও আছে নিশ্চয়ই, এত সহজ শিকার হাতছাড়া করতে চাইবে না।

এখন থেকে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলতে হবে হিসাব করে, আগ-পাছ ভেবে। সম্ভাব্য প্রতিটি আড়াল ব্যবহার করতে হবে।

নাথানের পাশে চলে মার্টিন। উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে মুখ, চাহনিতে রাজ্যের দুশ্চিন্তা। 'অবস্থা ভাল ঠেকছে না,' নিচু স্বরে বলল সে। 'আশপাশে ভয়ঙ্কর সব লোকের আড্ডা বসে যাচ্ছে।'

দো-আঁশলার দিকে গ্লাস বাড়িয়ে দিল নাথান। 'পাহাড়ের ঘাড় বরাবর তাকাও,' হাত তুলে দেখিয়ে দিল। 'আমার মনে হয় ওদিক দিয়ে একটা পথ আছে।'

'মানুষ হাঁটতে শুরু করলেই ট্রেইল তৈরি হয়,' দার্শনিক সুরে বলল মার্টিন। 'আর ট্রেইলের খোঁজে সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব। কিন্তু ভাল হয় অন্ধের মত না-এগিয়ে যদি জেনে-শুনে কোন ট্রেইল অনুসরণ করা যায়।'

'ভাল করে দেখো, ওখানেও কোন ট্রেইল থাকতে পারে,' মৃদু স্বরে বলল নাথান। 'সেটা প্রাচীন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।'

ফিল্ডগ্লাস চোখের সামনে তুলল মার্টিন। 'হয়তো,' সন্দিহান সুরে বলল সে। 'এটা একটা সম্ভাবনা এবং সেটাই গ্রহণ করব আমরা। তুমি যদি নির্দেশ দাও...নির্দ্বিধায় এগোব আমরা।'

একটু পর রওনা দিল ওরা। আগে আগে এগোচ্ছে নাথান, গ্রেকে হাঁটাচ্ছে উপর থেকে দেখা ঘাসে ভরা পাহাড়ী চাতালের উদ্দেশে। নাথান অনুমান করেছে চাতাল হয়ে, পাহাড়ের কিনারা ঘুরে নীচের হ্রদের পাড়ে পৌঁছে যেতে পারে। খুবই দুর্গম পথ, তবে যদি শেষপর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, তা হলে হয়তো ইণ্ডিয়ানদের এড়িয়ে যেতে সক্ষম হবে। তা ছাড়া, এমনিতে যে-ট্রেইলে যেতে হত, তারচেয়ে এই ট্রেইল অপেক্ষাকৃত কম বিপজ্জনক। যদি কয়েক মাইল এগিয়ে যেতে পারে, সেটাও বড় পাওনা হবে।

তবে নাথান জানে কত ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিচ্ছে...হয়তো দেখা যাবে চাতালের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে, যেখান থেকে নামার বা অন্য কোন দিকে যাওয়ার উপায় নেই; কিংবা পথ বন্ধ হয়ে থাকতে পারে পাথরধসের কারণে।

ঘন অ্যাসপেন সারির ফাঁক গলে এগিয়ে চলল ওরা, নিচু ঢাল ধরে চলছে। শেষে এক চিলতে খোলা জায়গায় এসে পৌঁছল।

'অনেক আগে বোধহয় এখানে একটা ট্রেইল ছিল,' একটু পর মন্তব্য করল দোআঁশলা মার্টিন।

গাছপালা এদিকে কম, ইতস্তত‌ভাবে বেড়ে উঠেছে। কোথাও কোথাও একেবারে ঊষর মাটি, এমনকী ঘাস বা গুল্ম জাতীয় গাছও জন্মায়নি। রয়েছে নুড়িপাথরের স্তূপ।

প্রায় মাইল খানেক এভাবে এগিয়ে চলল ওরা। নাথান খেয়াল করেছে ক্রমে চওড়া হচ্ছে ট্রেইল। আগের চেয়ে স্বচ্ছন্দে পথ চলতে পারছে, এমনকী পাশাপাশিও ঘোড়া ছোটাতে পারবে। গতি বাড়াতে এখন আর অসুবিধা নেই।

অনেকক্ষণ চলে গেল। সামনে ধসে পড়া পাথুরে চাঁই দেখে ঘোড়ার রাশ টানল নাথান, সাবধানী চোখে নিরীখ করল ট্রেইল ও আশপাশের জায়গা। প্রায় একশো গজ জুড়ে বিস্তৃত হয়েছে চাঁই, শ্লেটের ন্যায় কোমল পাথুরে স্ল্যাব পড়ে আছে বিক্ষিপ্তভাবে। বেশিরভাগ জায়গায় উপরে বরফের স্তর জমেছে। ওপাশে, অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে অপেক্ষাকৃত অবন্ধুর ট্রেইল।

'আমি আগে যাচ্ছি,' বলল ও। 'ল্যাসো ব্যবহার করতে হবে।'

'অত ল্যাসো কি আছে আমাদের সঙ্গে?' জানতে চাইল মেরিয়ন ক্রকেট।

'না,' জবাবে বলল নাথান। 'কিন্তু যতটুকু আছে তাই কাজে লাগাব। অ্যানিটা, তুমি আমার পরে যেয়ো।'

'ঠিক আছে,' মৃদু স্বরে বলল অ্যানিটা। ভিতরে ভিতরে শঙ্কা বা উৎকণ্ঠা বোধ করলেও প্রকাশ পেল না।

ল্যাসো বের করে এক প্রান্ত গ্রে-র স্যাডল হর্নের সঙ্গে বেঁধে ফেলল নাথান, তারপর অন্য প্রান্ত নিজের হাতের মুঠোয় রাখল। 'আমার মত এভাবে ল্যাসো বেঁধে ফেলো,' নির্দেশ দিল ও। 'অন্য প্রান্ত হাতের মুঠোয় রাখবে। যদি ছেড়ে দেওয়ার মত পরিস্থিতি তৈরি হয়, নির্দ্বিধায় ছেড়ে দেবে।'

এবার পাথরধসের দিকে ঘোড়াকে আগ বাড়াল নাথান। নাক সিটকে অস্বস্তি প্রকাশ করল গ্রে, এগোতে চাইছে না, কয়েক মুহূর্ত

দোনমনা করে শেষে পা বাড়াল। কয়েক কদম এগোতে ঘোড়ার খুরের নীচ থেকে ঝুরঝুর করে সরে গেল পাথুরে স্ল্যাব, তবে ভড়কে গেলেও পড়ল না গ্রেটা, ঠায় দাঁড়িয়ে পড়ল জায়গায়। নাক ঝেড়ে আবার অস্বস্তি প্রকাশ করল।

কিছুক্ষণ পর আবার নাথানের জবরদস্তিতে পা বাড়াতে বাধ্য হলো ঘোড়াটা। এবার অনেক সাবধানে পা ফেলছে। ধীরে ধীরে, একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে।

স্যাডলের নীচে ঘোড়াটার উদ্বেগ স্পষ্ট টের পাচ্ছে নাথান। টানটান হয়ে আছে পেশি, মাঝে মধ্যে শঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

দু'পাশে গভীর খাদ। নড়বড়ে পাথুরে চাঁইয়ের রাজ্যে আলোড়ন উঠেছে দু'বার, ঝরঝর করে পাথর সরে গেছে ঘোড়ার খুরের নীচ থেকে, মিছিল করে নেমে গেছে খাদের দিকে, ভোঁতা শব্দে আছড়ে পড়েছে গভীর খাদে। শব্দগুলো গা শিউরানো।

সঙ্গীদের আরও সাবধানে, ধীর গতিতে এগোনোর পরামর্শ দিল নাথান। বুঝতে পারছে পাথুরে চাঁইয়ের বুকে একটু বড়সড় আলোড়ন তৈরি হলে ওদেরকে নিয়ে তাবৎ চাঁই ধসে পড়বে খাদ বরাবর।

একটু পর দ্রুত হয়ে গেল গ্রের গতি। দড়িতে টান পড়ায় পিছন ফিরে তাকাল নাথান। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল অ্যানিটা যাত্রা শুরু করেছে। ওর ঘোড়াটা অপেক্ষাকৃত ছোটখাট, হালকা পা ফেলছে।

সামনের দিকে মনোযোগ দিতে আতঙ্কের স্রোত বয়ে গেল নাথানের মেরুদণ্ডে। থমকে দাঁড়িয়েছে গ্রে। নাক বরাবর সামনে ছোটখাট পাথরধসে নিচু গর্ত তৈরি হয়েছে, গর্তের দেয়াল খাড়া। যেখান থেকে যাত্রা করেছে ওরা, সেখান থেকে জায়গাটা চোখে পড়েনি। অন্তত বিশ ফুট প্রশস্ত আর কয়েক মানুষ সমান উচ্চতা গর্তের। পাহাড়ের ন্যাড়া চূড়া কয়েক ফুট দেবে গেছে পাথরের ওজনে।

'ভয় পাস না, বাছা,' ঘোড়াটাকে সাহস জোগাল নাথান। 'দুটো লাফ দিতে হবে। ব্যস, তা হলেই পার হয়ে যাব। ভড়কে যাওয়ার মত কিছু ঘটেনি।'

গ্রে কী বুঝল কে জানে, কিন্তু এটা ঠিকই বুঝেছে যে এখান থেকে ফিরে যাওয়ার পথ নেই। জাতে মাসট্যাঙ বলে অন্য যে-কোন ঘোড়ার চেয়ে সাহসী ও অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ওটা, জীবনে হেন ঝুঁকিপূর্ণ কাজ নেই যা করেনি। তা ছাড়া, সওয়ারের প্রয়োজন টের পেয়েছে ঠিকই। একটু উঁচু করে পা বাড়াল ওটা। সতর্ক।

প্রথমে আলোড়ন উঠল মাটির উপর, পাথর ধসে পড়ছে; তারপর ভয়ঙ্কর শব্দে হুড়মুড় করে সব পাথুরে স্ল্যাব গড়িয়ে সরে যেতে শুরু করল। ঝটিতি আগে বাড়ল গ্রে, জান বাঁচানোর তাগিদ থেকে গতি বাড়িয়ে দিয়েছে। ওটার খুর মাটি প্রায় স্পর্শ করল না বললে চলে, ফের লাফিয়ে আগে বাড়ল, তারপর লম্বা লাফ দিল আরেকবার।

নিখাদ আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে থাকল নাথান। বুকে হৃৎপিণ্ড ড্রাম বাজাচ্ছে দমাদম, উত্তেজনা তুঙ্গে উঠে গেছে। শূন্যে ভাসমান থাকার সময় ওর আশঙ্কা হলো এই বুঝি পাথুরে গর্তে আছড়ে পড়ল ঘোড়া সমেত, হাড়গোড় আস্ত থাকবে না কিছু।

চার হাত-পায়ে গর্তের ওপাড়ে গিয়ে পড়ল গ্রে, তারপর সব পা ব্যবহার করে হামাগুড়ি দিয়ে সিধে হলো। থরথর করে কাঁপছে ওটার সারা দেহ। ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। পিছনে হুড়মুড় করে পাথর পড়ে চলেছে।

স্যাডলে ঘুরে পিছন ফিরে তাকাল নাথান। দেখল আতঙ্কে মুখ শুকিয়ে গেছে অ্যানিটার। স্মিত হেসে ও বলল, 'অ্যান, যদি দেখো ঘোড়াটা পড়ে যাচ্ছে, শক্ত করে দড়ি চেপে ধরো। আমি তোমাকে তুলে নিতে পারব।'

দ্বিধা করছে অ্যানিটার মেয়ার। গ্রে-র মত দুঃসাহসী হতে চায়, ওটার সঙ্গও চায়; কিন্তু অবচেতন স্পৃহা থেকে বিপদও টের

পাচ্ছে। তারপর হঠাৎ, একেবারে অস্বাভাবিক দ্রুততায় ছুট দিল ওটা। কয়েক মুহূর্ত পেরিয়ে গেল দুঃসহ উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে কাগজের মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে অ্যানিটার মুখ।

গ্রের খুরের আঘাতে সংঘটিত পাথর ধসে বেশ কিছু স্ল্যাব পড়েছে গর্তে। ভরাট হয়ে গেছে ওটা। কয়েক ফুট কমে গেছে গর্তের উচ্চতা। ব্যাপারটা শাপেবর হয়ে দেখা দিল ওদের জন্য।

নাথান শুধু মনেপ্রাণে প্রার্থনা করল অ্যানিটা যেন স্যাডলে টিকে থাকতে পারে, আর মেয়ারের খুর যেন পিছলে না-যায়...নইলে সওয়ারকে ছিটকে দিয়ে পাশের খাদে গিয়ে পড়বে ওটা, কিংবা স্ল্যাবের তলায় চলে যেতে পারে।

গর্তের কিনারে এসে লাফ দিল ঘোড়াটা। দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তের জন্য, খাদের মাঝে জমে থাকা স্ল্যাবের উপর পড়ল, তারপর কয়েক পা ছুটে আবার লাফ দিল। গ্রের মত হাঁচড়েপাঁচড়ে এপাড়ে এসে পড়ল ওটা, এবং সিধেও হলো।

মুখ তুলে নাথান দেখল ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যানিটাও কাঁপছে, সাদা হয়ে গেছে মুখ। তবে বিপদমুক্তির স্বস্তিতে মুখের রং ফিরে পেতেও দেরি হলো না। সামান্য হাসল মেয়েটি, নাথানের মনে হলো হয়তো অনুযোগ করবে, কিন্তু কিছু বলল না।

অ্যানিটার হাত থেকে ল্যাসো নিয়ে গুটিয়ে ফেলল নাথান। 'এবার তুমি একাই যেতে পারবে, সামনে সহজ পথ,' বলল ও। 'আমি এখানে আছি। অন্যদের সাহায্য লাগতে পারে।'

নীরবে এগিয়ে গেল অ্যানিটা। সামনে আরও অন্তত পঞ্চাশ ফুট চাঁই রয়েছে, তবে অতটা বিপদসঙ্কুল নয়। পাথরের সাইজও ছোট, ছোটখাট বোল্ডার আকৃতির। অনায়াসে যেতে পারবে ওর মেয়ার। ঢালও তেমন খাড়া নয়। নাথান দেখল একটু পর খোলা জায়গায় পৌঁছে গেল অ্যানিটা, অন্যদের জন্য অপেক্ষায় থাকল।

উল্টোদিকে ফিরল নাথান। মেরিয়নের পালা এবার। সমর্থ, শক্তিশালী একটা বাকস্কিনে চড়েছে মহিলা। দেখেই বোঝা যায়

সাহসী ঘোড়া, পাহাড় বা বন্ধুর ট্রেইলে চলতে দক্ষ। রেনিগেডদের ঘোড়া ছিল ওটা।

ল্যাসোটা ছুঁড়ে দিল নাথান, তারপর মিসেস ক্রকেটকে যাত্রা করার ইশারা করল।

ল্যাসোর প্রান্ত প্রথমে হাতে জড়িয়ে নিল মেরিয়ন, তারপর স্যাডল ক্যান্টারের সঙ্গে জড়াল। আলতোভাবে বুটের খোঁচা দিল বাকস্কিনের পাছায়। দুই ঘোড়াকে বিপজ্জনক জায়গাটা পেরোতে দেখেছে বাকস্কিন, সামান্য অস্বস্তি বোধ করা ছাড়া বেশ সহজে পার হলো ওটা। নাথানের কাছে মনে হলো সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার তাগিদই বেশি বোধ করেছে ওটা, বেশ দ্রুত এবং স্বচ্ছন্দে পার হলো। প্রমাণ হয়ে গেল পাথুরে স্ল্যাব বা চাঁই ওটার কাছে নতুন নয়।

হঠাৎ নাথানের মনে পড়ল একটা হাত অচল হয়ে আছে মার্টিনের। স্বভাবতই, তারই সবচেয়ে বেশি সমস্যা হবে। মেরিয়ন পার হওয়ার পর ল্যাসোর প্রান্ত আবার টেনে নিয়েছে নাথান, গর্তের উল্টোদিকে এসে দাঁড়ানো মার্টিনের দিকে ছুঁড়ে দিল। পলকের জন্য পরস্পরের চোখের দিকে তাকাল ওরা।

নাথান খেয়াল করল ওর গ্রের মতই তাগড়া মার্টিনের ঘোড়া, তবে অন্যগুলোর মত অতটা চটপটে বা সাহসী নয়।

'তোমার নিজের ল্যাসোটা বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নাও,' মার্টিন ল্যাসো লুফে নিতে বলল নাথান। 'অন্য প্রান্ত ছুঁড়ে দাও আমার দিকে। ঘোড়াটা যদি পড়েও যায়, অন্তত তোমাকে তা হলে তুলে নিতে পারব।'

'ওরা আমাদের পিছনে আছে,' নিস্পৃহ কণ্ঠে দুঃসংবাদটা দিল দোআঁশলা। 'ওদের শব্দ শুনতে পাচ্ছি।'

'জানি,' নির্বিকার মুখে সায় জানাল নাথান। 'সেক্ষেত্রে, জলদি করাই উচিত তোমার।'

দ্রুত হাত চালাল মার্টিন। স্যাডল হর্ন থেকে নিজের ল্যাসো

বের করে দ্রুত ভাঁজ ছাড়াল, তারপর দুই বগলের নীচ দিয়ে বুকে বেড় দিয়ে ওটার অন্য প্রান্ত ছুঁড়ে দিল নাথানের দিকে। শেষে, নাথানের ছুঁড়ে দেওয়া ল্যাসোর প্রান্ত স্যাডল হর্নের সঙ্গে বাঁধল।

মার্টিনের ঘোড়াটা রোয়ান। গায়ে-গতরে যতই প্রকাণ্ড হোক, আসলে এরকম বিপজ্জনক পথ পাড়ি দিতে অনভ্যস্ত, সেজন্যই নেহাত ভীতু ঘোড়ার মত আচরণ করছে। গর্তের কাছাকাছি এসে সমানে নাক সিটকে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে। শুধু তাই নয়, পিছিয়ে যাচ্ছে ওটা। রোয়ানকে সামলে রাখতে রীতিমত হিমশিম খাচ্ছে দোআঁশলা। ঘোড়ায়-মানুষে ঠেলাঠেলিতে পাথুরে চাঁইয়ের প্রায় কিনারায় চলে গেছে ঘোড়াটা।

অগত্যা স্পার দাবাল মার্টিন। আড়ষ্টতার সঙ্গে আগে বাড়ল রোয়ান, ছোটার মধ্যে প্রাণ নেই। পাথর ধসের কিনারায় আসা মাত্র গতি কমে গেল, ভড়কে গেছে।

বুদ্ধিমান গ্রে-র স্যাডল হর্নের সঙ্গে ল্যাসোর প্রান্ত বাঁধা, এ-মুহূর্তে দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ওটা; জানে ওর উপর নির্ভর করছে অন্য ঘোড়াটা। তৈরি থাকতে হবে, যেহেতু রোয়ানটা পড়ে গেলে প্রচণ্ড টান পড়বে, সামলে নিতে না-পারলে গ্রেও খাদে পড়ে যাবে।

চট করে পরিস্থিতি বুঝে ফেলল গ্রে, নিজেকে প্রস্তুতও করল সেজন্য। প্রথম লাফে গর্তে পড়ল রোয়ান, কোনরকমে সামলে নিয়ে আবার ছুটল লম্বা লাফে; এবং কয়েক পা এগিয়ে আবার লাফ দিল। জুত মত লাফ দিতে পারেনি, হিসাবে গরমিল হয়ে গেছে। ফলে যা হওয়ার তাই হলো—গর্তের দেয়ালের উপর পড়ল ওটা, চার হাত-পা ব্যবহার করে মরিয়া চেষ্টায় হাঁচড়েপাঁচড়ে ওঠার চেষ্টা করল। কিন্তু লাভ হলো না। ভারী দেহটা ঝুপ করে নেমে গেল।

তীক্ষ্ণ স্বরে আর্তনাদ ছাড়ল ঘোড়াটা।

সর্বনাশের চূড়ান্ত করেছে রোয়ান। নিজে তো পড়েছেই, সঙ্গে

পাথরধসও ঘটিয়ে ফেলেছে। ওটাকে অনুসরণ করে পড়ছে টনকে টন পাথর।

তৈরি ছিল মার্টিন। অবস্থা বেগতিক দেখে শেষ মুহূর্তে স্যাডল থেকে মুক্ত করে নিয়েছে নিজেকে, ছিটকে সরে গেল সে। এদিকে টানটান ল্যাসো চেপে ধরেছে নাথান, গ্রের সঙ্গে হাত লাগিয়েছে। মাটিতে বুট ঠেকিয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করল ও। রোয়ানকে আটকে রাখতে চাইছে।

ধরে রাখতে পারলে টেনে-হিঁচড়ে ওটাকে তুলে আনা সম্ভব হতে পারে।

এ-মুহূর্তে একটা ঘোড়া আর একজন মানুষের ওজনের পুরো চাপ সামলাতে হচ্ছে গ্রেকে।

পাথর খসে পড়ছে শুধু। নানা আকৃতির, নানা আকারের। দড়ি ধরে এক পাশে ঝুলে আছে মার্টিন। দুর্ঘটনার ধাক্কা সামলে নিয়েছে সে, খানিকটা শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাল উপর দিকে, জানে কী বিশাল চাপ সামলাতে হচ্ছে নাথান আর ওর ঘোড়াকে।

কীভাবে দড়ি টানতে হয়, জানা আছে গ্রের, তাই নাথান তাড়া দিতে ধীর গতিতে পা বাড়াল ওটা। দুই কদম এগিয়ে গেল। প্রতি পদক্ষেপে মার্টিনও খাদ থেকে উঠে আসছে দুই ফুট।

হঠাৎ পা হড়কে গেল ঘোড়ার, সড়সড় করে কয়েক ফুট নেমে গেল মার্টিন। দড়িতে মোচড় ওঠায় ছেঁচড়ে গিয়ে লাগল বিক্ষত কাঁধে। একই সঙ্গে টানও পড়েছে। তীব্র ব্যথায় চিৎকার করে উঠল সে।

'ধীরে, বাছা, দেখে-শুনে পা ফেল্,' ঘোড়ার উদ্দেশে বিড়বিড় করল নাথান।

দড়ির প্রান্তে ঝুলে আছে মার্টিন, পাথুরে দেয়ালের সঙ্গে গাল ঠেকে গেছে। নাথানের সন্দেহ হলো লোকটা হয়তো অচেতন হয়ে পড়েছে।

ঘুরে গ্রের অবস্থান দেখল নাথান। অপেক্ষাকৃত অনড় পাথুরে

জমির উপর দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সামনে-পিছনে কিংবা চারদিকে, নড়বড়ে পাথুরে স্ল্যাব। খোদা মালুম, ভাবল নাথান, কত পাথুরে চাঁই যে আছে! এ পর্যন্ত কম খসে পড়েনি, কিন্তু এর যেন শেষ নেই। স্তরের উপর স্তর সাজানো। বিস্ময়কর ব্যাপার, শুধু উপর-পৃষ্ঠে নয়, নীচেও নড়বড়ে স্ল্যাব বা শ্লেট রয়েছে। পাথরধস শুরু হলে শ্লেট খসে পড়ছে উপর থেকে, একইসঙ্গে নীচের শ্লেটও ধসে যাচ্ছে বলে উচ্চতা কমে যাচ্ছে। যেখানে খাদ নেই বলে মনে হয়েছে, ধসের পর দেখা যায় সেখানে গভীর খাদ তৈরি হয়ে গেছে।

মার্টিনকে টেনে তুলতে হলে শক্ত মাটির সহায়তা দরকার হবে। কিন্তু গ্রের চারদিকে তেমন কিছু চোখে পড়ছে না, বরং সব দিকে শুধুই নড়বড়ে পাথর। সামান্য টান বা চাপ পড়লে লাগাতার খসে পড়বে। কয়েক ফুট সামনে একটু উঁচু জায়গা রয়েছে, ঢাল বরাবর উঠে যেতে হবে; তবে খুরের উপর জোর রেখে মার্টিনের ভারী দেহ টেনে তোলার মত জুতসই নয়।

সন্তর্পণে সামনে বাড়ল নাথান, একটু একটু করে ঘোড়াকেও আগে বাড়াল। সতর্ক যাতে পাথুরে চাঁইয়ের উপর চাপ না-পড়ে। জুত হয়ে দাঁড়িয়ে টেনে তোলার উপায় যেহেতু নেই, ধীর গতিতে সরে যেতে হবে এখান থেকে, খুব বেশি ওজন চাপানো যাবে না; তা হলেই দড়ির টানে আস্তে আস্তে উঠে আসবে মার্টিন।

কিন্তু সুবিধা করতে পারছে না নাথান। যেখানে বুট ফেলছে, পা পিছলে যাচ্ছে। জুত হয়ে দাঁড়ানোর উপায় নেই। দেহের ওজন চাপানো মাত্র বুটের নীচে পাথর আর চাঁই সরে যাচ্ছে, খুব বেশি চাপ দিচ্ছে না বলে রক্ষা, নইলে ধস শুরু হয়ে যেত।

মাথা বাড়িয়ে গর্তের দিকে তাকাল নাথান। দেখল সামান্য নড়তে শুরু করেছে মার্টিন, চেতনা ফিরে পাচ্ছে। একটু পর মাথা তুলে তাকাল। যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত চেপে ধরেছে, মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে মৃদু কাঁপছে দেহটা, বোঝা যায় অব্যক্ত যন্ত্রণা

সইছে বেচারা।

'দড়িটা কেটে দাও,' চেঁচিয়ে বলল মার্টিন। 'এভাবে কোন লাভ হবে না, বরং সবাইকে নিয়ে বিপদে পড়বে তুমি। এখানে পৌঁছতে দেরি হবে না ওদের।'

'চুপ করবে তুমি?' দাবড়ানি দিল নাথান। 'এবার মন দিয়ে আমার কথা শোনো। তোমার সহযোগিতা ছাড়া তোমাকে তোলা যাবে না।'

'সেটাও পারব বলে মনে হয় না,' সন্দিহান কণ্ঠ মার্টিনের।

'ধ্যেৎ! বোকামি কোরো না, মার্টিন!' বিস্ফোরিত হলো নাথান। 'পেয়েছ কী তুমি? যা বলছি করো! পারবে কি পারবে না, সেটা পরের ব্যাপার। আগে তো চেষ্টা চালাবে।'

মুখ তুলে তাকাল দোআঁশলা। নাথানের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হঠাৎ সবক'টা ঝকঝকে দাঁত কেলিয়ে হাসল, প্রাণবন্ত হাসি। 'বেশ, চেষ্টা করে দেখব।'

পাথর ধসের ওপাশে, ফেলে আসা পথের দিকে তাকাল নাথান। চমকে উঠল রেনিগেডদের কয়েকজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। এরা কখন এসেছে উত্তেজনার কারণে টের পায়নি। স্যাডলে অনড় বসে তামাশা দেখছে সবাই।

গ্রাহ্য করল না নাথান। এখন কোন দিকে তাকানোর সময় বা ফুরসত নেই। আগে মার্টিনকে তুলতে হবে। তারপর দেখা যাবে কী করা যায় রেনিগেডদের ব্যাপারে...

কঠিন সমস্যায় পড়েছে ও। জুত মত দাঁড়াতে পারবে এমন কোন জায়গা নেই, অথচ টেনে তুলতে হবে মার্টিনকে, সেক্ষেত্রে শক্ত হয়ে দাঁড়াতে হবে ওকে। আশপাশে তেমন জায়গা একটা, যেখানে দাঁড়িয়ে আছে গ্রে, কিন্তু জায়গাটা ছোট বলে গ্রে পুরোটাই দখল করে নিয়েছে। পাশে গিয়ে দাঁড়ালেও লাভ হবে না। দড়ি টানতে গেলে নড়তে হবে ওকে, শরীর বাঁকা হয়ে যাবে, এমনকী নুয়ে পড়তেও হতে পারে।

একশো সত্তর পাউণ্ড ওজন টেনে তোলা চাট্টিখানি কথা নয়, বিশেষ করে যখন পায়ের নীচে মাটি থাকে না।

দড়ির প্রান্ত কনুইয়ের সঙ্গে পেঁচাল নাথান। নড়েচড়ে দাঁড়াল আবার, বুটের আগায় পরখ করল, এমন জায়গা খুঁজে পেতে চাইছে যেটা ফালক্রাম হিসাবে সহায়তা দেবে। পেল একটা। পাথুরে স্ল্যাবের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিয়েছে **ঠুলির** মত গ্র্যানিটের চাঙড়।

বুট ঠেস দিলে পাথরটা ওর ওজন বা টান সামলাতে পারবে? বলা মুশকিল, বিশেষ করে আশপাশে যেহেতু সব পাথর বা স্ল্যাব নড়বড়ে ও পাহাড় থেকে বিচ্ছিন্ন।

ল্যাসো কাঁধের উপর দিয়ে নামিয়ে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে নিল নাথান, তারপর পাথরটায় বুটের ঠেস রেখে টানতে শুরু করল।

জানে আউটলরা সবই দেখছে, কিন্তু তাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার উপায় নেই। একটু একটু করে দড়িতে টান বাড়াচ্ছে ও, সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে; ধীরে ধীরে গর্তের কিনারায় নিয়ে এল আহত মার্টিনকে। মাঝে মধ্যে গর্তের দেয়ালে বুট ঠেকিয়ে নীচ থেকে সহায়তা করছে মার্টিন।

'ন্যাট, সাবধান!' হঠাৎ নিচু স্বরে ওকে সতর্ক করল অ্যানিটা।

চট করে চারপাশ একবার দেখে নিল নাথান। দেখল এক রেনিগেড রাইফেল তুলে নিয়েছে। তবে সরাসরি ওদের দিকে নয়, বরং ওদের একটু উপরে, ঢালের উপর লক্ষ্যস্থির করেছে। ঘাড় ফিরিয়ে লোকটাকে রাইফেল নিশানা করতে দেখে আতঙ্কের স্রোত বয়ে গেল নাথানের দেহে।

সেরেছে! ব্যাটার নিয়ত খারাপ। অগভীর দ্রুর গোড়ায়, দেয়াল বরাবর ঝুলে আছে গ্র্যানিটের চাঙড়। টনকে টন হবে ওজন। তিনটা ঘোড়া পার হওয়ার সময় কয়েকবার ছোটখাট ধস নেমেছে, আশপাশের চাঁই সরে গেলেও ওটা কোনরকমে টিকে আছে। আউটল চাইছে ওটা ধসিয়ে দিতে, তা হলে হুড়মুড় করে পড়বে

নাথান আর মার্টিনের উপর।

ট্রিগার টেনে দিল রেনিগেড। লক্ষ্যে আঘাত হানল বুলেট, কিন্তু কিছু ঘটল না। পাথুরে চাঁই আগের জায়গায় স্থির রয়েছে।

ঘাড় ফিরিয়ে দোআঁশলার দিকে তাকাল নাথান, ঘাড়ের উপর জুত করে বসাল ল্যাসো, তারপর টানতে শুরু করল। আগের চেয়ে দ্রুত হাত চালাচ্ছে। অবচেতন মন থেকে টের পাচ্ছে বেশি সময় পাবে না। আরেকটা গুলি লাগলে হয়তো পাথরধস শুরু হয়ে যাবে। তার আগেই মার্টিনকে তুলতে হবে খাদ থেকে, নিরাপদ জায়গায় সরে যেতে হবে...

আবার গর্জে উঠল রাইফেল।

ধস শুরু হওয়ার আগে পাথরের বুকে কাঁপন আর বাতাসের ঝাপটা টের পেল নাথান ডুনাওয়ে। জুত হয়ে দাঁড়াল ও, তারপর শরীরের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে হ্যাঁচকা টান দিল ল্যাসোয়।

পড়ন্ত পাথুরে চাঁইয়ের ধাক্কা অনুভব করল নাথান, ওর পাশ দিয়ে সড়সড় করে নেমে যাচ্ছে। এদিকে ঝটিকা টানে নীচ থেকে উঠে এসেছে আহত মানুষটি, ছুটে প্রায় নাথানের কোলে এসে পড়ল। টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল নাথান, মার্টিনকে দাঁড়াতে সাহায্য করল।

গ্রে-র দিকে ইশারা করল ও। 'ওটায় উঠে পড়ো। চাঁই পার হয়ে যাও।'

'তুমি কী করবে?'

'হেঁটে পার হব। জলদি করো! ওরা সরাসরি আমাদের দিকে গুলি শুরু করার আগেই চলে যেতে হবে।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মার্টিন, দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা। 'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে কয়েক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গ্রের দিকে এগিয়ে গেল সে।

'আরও জোরে পা চালাও!' পিছন থেকে কর্কশ স্বরে তাগিদ দিল নাথান। 'ঢালের ওপাশে গিয়ে ক্ষতটা মেয়েদের দেখিয়ো।

হয়তো সাহায্য করতে পারবে ওরা।'

দ্রুত পা চালিয়ে গ্রের কাছে চলে গেল মার্টিন, স্যাডলে চেপে যাত্রা করল। মিনিট খানেক লেগে গেল তার আলগা পাথুরে চাঁই ভরা জায়গাটা পেরোতে। নিশ্চিন্ত মনে এবার অন্যদিকে মনোযোগ দিল নাথান, এতক্ষণ যেদিকে কেউ নজর দিতে পারেনি বা দেখতে পায়নি।

রেনিগেডের বুলেটের আঘাতে যেখানে পাথরধস হয়েছে, ওকে ঘিরে জায়গাটা চওড়া হয়ে গেছে। বিশ-ত্রিশ ফুট নীচে, পাহাড়ের শরীর থেকে বড়সড় এক চাঙড় বেরিয়ে আছে চাতালের মত। নাথান দেখল ওখানে বড়সড় একটা গাছও আছে, কতকাল ধরে যে আছে ওটা—বলা মুশকিল। গাছের পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে মার্টিনের অসহায় ঘোড়া। অস্থির ভঙ্গিতে পা ঠুকছে। নীচে গভীর খাদ, তলা দেখা যাচ্ছে না।

আটকা পড়ে গেছে প্রকাণ্ড ঘোড়াটা। ওখান থেকে ওটাকে তুলে না-আনলে নির্ঘাত মারা পড়বে।

ঢাল খাড়া বটে, তবে অত খাড়া নয় যে ওঠা যাবে না। নাথান জানে ওর নিজের গ্রে হলে এতক্ষণে উঠতে শুরু করত, যে-কোন বিপদ বা প্রতিকূল অবস্থা উতরে যাওয়ার সহজাত প্রবণতা থাকে মাস্ট্যাঙের মধ্যে। কিন্তু রোয়ানটা সাধারণ ক্যাভালরি ঘোড়া, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত নয়। অতীত অভিজ্ঞতাও নেই।

এভাবে একটা ঘোড়াকে মরতে দিতে রাজি নয় নাথান, বিশেষ করে ওর যেহেতু সাহায্য করার উপায় আছে। কিন্তু কী করবে? ঝুলন্ত চাতালে নামবে কীভাবে? নামতে গিয়ে যদি উল্টো ধস শুরু হয়? কিংবা এমনও হতে পারে স্ল্যাব থেকে নামতে গিয়ে পতনের টানে পেরিয়ে গেল চাতালটা, সেক্ষেত্রে একেবারে খাদে গিয়ে পড়বে...

কাজে লাগবে এমন কিছু খুঁজে পাওয়ার আশায় চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল নাথান। আছে! প্রকাণ্ড একটা লতা জাতীয় গাছ

আছে কয়েক ফুট উপরে। আনুমানিক নয় ফুট লম্বা আর ওর ঊরুর সমান পুরু।

দ্রুত পায়ে লতার গোড়ায় চলে এল নাথান, তারপর দেহের ওজন চাপিয়ে সামান্য চাপ দিল, খুবই সতর্কতার সঙ্গে। স্ল্যাব নড়ে উঠল, এবং একটু পর হাতের নাগালে চলে এল গাছটা।

গাছ ধরে নামতে শুরু করল নাথান। ঝুলন্ত চাতালে পৌঁছে গেল মিনিট খানেক পর। নিচু স্বরে টানা কথা বলল আতঙ্কিত রোয়ানের সঙ্গে। জানে চাতাল থেকে উঠতে হলে আগে ঘোড়াটার আতঙ্ক কাটাতে হবে। ঘাড়ে হাত বুলিয়ে আদর করল ওটাকে।

প্রায় বারো ফুট জায়গা পেরোনো সবচেয়ে কঠিন হবে, ক্লিফের কিনারা আর চাতালের মাঝামাঝি। নিরেট মাটি, গাছ এবং ঝোপঝাড় পাওয়া যাবে তারপর, পাহাড়ী ঢালে অপেক্ষাকৃত কম ঢালু জমি। গ্র্যানিট বা চাঙড় নেই এখানে।

প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সময় নষ্ট করা যাবে না। এখান থেকে ঘোড়াটাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়ার উপায় একটাই—পাহাড়ী ঢাল ধরে উঠতে হবে। যতই অসমান বা বন্ধুর হোক, উঠতে হবে। পাহাড়ী ঘোড়া হলে সমস্যা ছিল না, যত বিপত্তি ঘটেছে ওটার অনভ্যস্ততার কারণে।

স্যাডলে চাপল নাথান। ডান পাশে গভীর খাদের দিকে তাকাল। নীলচে নিঃসীম শূন্যতা, নীচের খাদ বা তলা কিছু চোখে পড়ছে না। তলায় গাছের উপস্থিতির কারণে নীলচে দেখাচ্ছে। যদি পড়ে যায় এখান থেকে, প্রথমে গিয়ে কোথায় পড়বে জায়গাটা দেখতে পেল নাথান, অজান্তে শিউরে উঠল; পাহাড়ী এক চাঙড়ে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চয়ই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে, কারণ ওটা অন্তত একশো ফুট নীচে।

লাগাম হাতে তুলে নিল ও। 'বেশ, বাছা, এবার এগোনোর পালা,' ঘোড়ার উদ্দেশে বিড়বিড় করল ও। 'ঘাবড়াস নে। আমি আছি তো। প্রথমে ঢাল ধরে খানিকটা উঠব। কঠিন কাজ নয়, তুই

পারবি।'

নাক ঝাড়ল ঘোড়াটা, তারপর দ্বিধান্বিত পা বাড়াল। ওটার ঘাড়ে হাত বুলাল নাথান, গোড়ালির চাপ বাড়াল পাছায়। আরও কয়েক পা এগোল ঘোড়া। এখন আর উসখুস করছে না।

কয়েক গজ এগোনোর পর পাথর ধস শুরু হলো, একটু একটু করে, তবে ঘোড়াটা ততক্ষণে মনস্থির করে ফেলেছে; মনোযোগ দিয়েছে পথচলায়, বিপদ থেকে মুক্তির তাগিদও বোধ করছে বোধহয়। নাথান টের পেল গতি বেড়ে গেছে রোয়ানের, লম্বা পা ফেলছে। সওয়ারের মতই পিছনে পাথুরে ধস গ্রাহ্য করছে না।

হালকা চালে ছুটল রোয়ান। গতিও বেশি বাড়াতে পারছে না, পাছে যদি ধসের প্রচণ্ডতা বেড়ে যায়! পাথুরে ধস ধাওয়া করেছে ওটাকে, কিন্তু অল্পের জন্য ধরতে পারল না, শেষ মুহূর্তে ফাঁকি দিয়ে পাহাড়ী জমিতে পৌঁছে গেল রোয়ান। থরথর করে কাঁপতে থাকল ওটা। ঘামে জবজব করছে সারা দেহ, যতটা না পরিশ্রমে তারচেয়ে বরং উত্তেজনা আর আতঙ্কে।

পিছনে হুড়মুড় করে পড়ছে টনকে টন পাথর। আওয়াজটা শিউরে দেবে যে-কাউকে। অনেক নীচে প্রকাণ্ড শ্লেট আর স্ল্যাব আছড়ে পড়ার ভোঁতা শব্দও শোনা যাচ্ছে।

হাতের চেটো দিয়ে মুখের ঘাম মুছল নাথান ডুনাওয়ে, স্বস্তির সুরে ঘোড়াকে বলল: 'সাবাস, দারুণ দেখিয়েছিস! এবার চল, অন্যদের সঙ্গে যোগ দেই আমরা।'

উনিশ

চ্যাপ্টা বড়সড় একটা পাথরের উপর ঝুঁকে বসে আছে টাস্কো ওয়াইল্ড, হাতে শক্তিশালী ফিল্ডগ্লাস। পাহাড়ে বেশ উঁচুতে রয়েছে সে, স্প্রুস ঝাড়ের আড়ালে খুবই সুরক্ষিত জায়গাটা। এমনকী খুব কাছ থেকেও দেখা যায় না।

অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সামনের এলাকা জরিপ করছে সে।

মনে মনে দারুণ সন্তুষ্টি বোধ করছে ওয়াইল্ড। একটু নীচে, পাহাড়ী চাতালে ওর হাইডআউট। লুকিয়ে থাকার জন্য এরচেয়ে দারুণ জায়গা আর হতে পারে না। আয়েশে থাকার জন্য সমস্ত আয়োজন রয়েছে সেখানে। কয়েক বছরের সতর্ক ও সুচিন্তিত পরিকল্পনার ফসল এটা।

এরকম একটা জায়গার চিন্তা বহু আগে করেছিল, এমনকী মিসৌরি ছেড়ে আসার আগে থেকেই। গৃহযুদ্ধের সময়ই বুঝতে পেরেছিল যুদ্ধ একসময় শেষ হবে এবং কনফেডারেটরা শেষপর্যন্ত জিততে পারবে না। সেরা মার্কসম্যান, সেরা রাইডার কিংবা সেরা লড়াকু ও আন্তরিক মানুষ ছিল তাদের পক্ষে; কিন্তু স্বাধীন একটা রাষ্ট্রের জন্য অত্যাবশ্যকীয় কিছু উপাদান লাগে, যেমন কারখানা, খনি, অবকাঠামো···কোনটাই ছিল না তাদের, যা প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ছিল দক্ষিণের।

ফলাফল: যুদ্ধে কনফেডারেটদের পরাজয়।

টাস্কো ওয়াইল্ড শুধু নিজেকে পূজা করে। ঈশ্বর, রাষ্ট্র, সমাজ বা মানুষ–কারও প্রতি আনুগত্য বোধ করে না; শুধু নিজের প্রতি

অনুগত। দিব্যি বুঝতে পারছিল যুদ্ধ শেষে বহু মানুষ বেকার হয়ে পড়বে, বিশেষ করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা সৈনিকেরা। নানা দিকে ছড়িয়ে পড়বে ওরা, যুদ্ধের হতাশা-ক্ষোভ-গ্লানি ভুলে গিয়ে নতুনভাবে জীবন শুরু করবে; আরও পশ্চিমে চলে আসবে কেউ কেউ, নতুন বসতি তৈরি হবে। চরম অনিশ্চয়তায় কাটবে তাদের জীবন। নিজেকে সে-সব হতাশ ও ভাগ্যান্বেষী মানুষদের কাতারে শামিল করতে চায়নি বলে সতর্ক পদক্ষেপ ফেলেছে ওয়াইল্ড। শত ঝক্কি বা টানাপড়েনের মধ্যেও একটু একটু করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করেছে, যদিও অন্যদের কাছে নিজেকে খরুচে বা বেহিসাবী লোক হিসাবে উপস্থাপন করতে কসুর করত না। শুরুতে তা ছিল খুবই সামান্য, যেহেতু সীমান্ত এলাকায় ওদের *ব্যবসায়* নগদ প্রাপ্তি তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তায় দলে লোক ছিল তুলনামূলক বেশি। কিন্তু পশ্চিমমুখী ওয়্যাগন ট্রেনে অভিযান চালানোর পর থেকে আয় কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল।

সঞ্চয়ের কিছু টাকা ব্যাঙ্কে রেখেছে ওয়াইল্ড, কিন্তু বেশিরভাগ সোনায় বদলে নিয়েছে। তারপর দলবল সহ পশ্চিমে স্থানান্তর হওয়ার সময় তাবৎ টাকা-পয়সা সঙ্গে নিয়ে এসেছে।

ছেলেবেলার স্মৃতি-বিজড়িত জায়গায় ফিরে এসে মন্দ লাগেনি ওর। আশপাশে নানা অভিযান আর ঘোরাঘুরিতে পুরো এলাকা হাতের তালুর মত চেনা হয়ে গেছে, এবং একদিন হঠাৎ খুঁজে পেল ওঅর বনেটে আধ-দেয়ালের গুহাটা। তারপর কয়েকদিন সেখানে কাটিয়েছে ও, দেয়াল তুলে আরও সুরক্ষিত করেছে, এবং শীতে বাতাস যাতে ঢুকতে না-পারে তেমন করে জুতসই কেবিন তৈরি করেছে।

পরে, সুযোগমত সাপ্লাই আর যন্ত্রপাতি নিয়ে গেছে সেখানে। এবার আরও মজবুত করেছে কেবিন, এমন ব্যবস্থা রেখেছে যাতে দিনের পর দিন থাকার সময় কোন কিছুর অভাব বোধ না-হয়। পারিপার্শ্বিকতায় বুদ্ধিদীপ্ত রদবদল করে স্রেফ লুকিয়ে ফেলেছে

কেবিনটাকে; আক্ষরিক অর্থে ওটা চোখে পড়ে না। নিশ্ছিদ্র একটা হাইডআউটে পরিণত করেছে।

এরপর কয়েকবার এসেছে ও, প্রতিবার সাপ্লাই এনে মজুদ আরও সমৃদ্ধ করেছে। একেক সময় একেক দিক থেকে কেবিনে এসেছে, প্রতিবার ভিন্ন রুট ব্যবহার করেছে, যাতে নির্দিষ্ট কোন প্যাটার্ন না-থাকে। তিন বছর আগে কেবিন তৈরি করেছে, এরপর কম-বেশি দশবার এসেছে; কিন্তু কখনও চৌহদ্দিতে ঘোড়ার খুরের ছাপ চোখে পড়েনি, শুধু এবার ব্যতিক্রম ঘটেছে। নালহীন কিছু ছাপ দেখতে পেয়েছে কেবিন থেকে মাইল খানেক দূরে।

দু'দিন আগে গোপন হাইডআউটে এসে আশ্রয় নিয়েছে টাস্কো ওয়াইল্ড। নিশ্চিন্ত মনে সময় কাটাচ্ছে। অনেকদিন কাটাতে হলেও সমস্যা হবে না। অফুরন্ত সাপ্লাই রয়েছে। খাবার, কফি, কার্তুজ, নানা ধরনের পানীয়, এমনকী ব্র্যাণ্ডিও আছে। কয়েক মাসও চলে যাবে ওর। যে-কোন পরিস্থিতির জন্য তৈরি রেখেছে।

ওয়াইল্ডের ধারণা পরিস্থিতি স্বাভাবিক বা শান্ত হতে কয়েক সপ্তাহ লাগবে। ষাট হাজার ডলারের আশা সহজে বাদ দিতে পারবে না রেনিগেডরা। তা ছাড়া, ওরা ভুলতে পারবে না ওদের সঙ্গে বেঈমানি করেছে ওয়াইল্ড। সেনাবাহিনীও নাছোড়বান্দার মত লেগে থাকবে…পে-রোলের টাকা উদ্ধার করার প্রাণান্ত চেষ্টা চালাবে। বিশেষ করে নাথান ডুনাওয়ে যেহেতু আছে…

ইণ্ডিয়ানরাও মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বসন্তের শুরুতে বেরিয়ে পড়ে তরুণ ব্রেভরা, অভিযানে গিয়ে অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ করার জন্য অস্থির হয়ে পড়ে; ওদেরকে গ্রামে আটকে রাখা কঠিন তখন। আরও কয়েকদিন ধরে পাহাড়ে আনাগোনা থাকবে ইনজুনদের, আসা-যাওয়া করবে বিভিন্ন ট্রেইল ধরে; তারপর একসময় চলে যাবে রেইড করতে। কয়েক সপ্তাহ আর এদিকে ঢুঁ মারবে না কেউ।

অভিযান শেষে ইণ্ডিয়ানদের ফিরে আসতে অন্তত মাসখানেক

বাকি। ততক্ষণে রেনিগেডরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, ষাট হাজার ডলারের আশা বাদ দিয়ে যার যার মর্জিমাফিক চলে যাবে নতুন ধান্ধায়। সেনাবাহিনীও খেই হারিয়ে ফোর্টে ফিরে যাবে—তারাই বরং সবার আগে দৃশ্যপট থেকে সরে যাবে—যেহেতু নির্দিষ্ট সময়ের বেশি ফোর্টের বাইরে থাকার উপায় বা অনুমতি নেই। বিশেষ প্রভাব খাটিয়ে মেজর হ্যানলন যদি তালাশের অনুমতি পায়...তবে তার সম্ভাবনা কম, অন্তত ওয়াইল্ড তাই মনে করে।

কিন্তু একজনের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হতে পারছে না ও। নাথান ডুনাওয়ে। ধীর-স্থির, অথচ খুবই একরোখা। কোন কিছুর পিছনে লাগলে সেটার শেষ দেখে ছাড়ে।

ওয়াইল্ডের অবচেতন মন কু গাইছে। ঠিক ঠাহর করতে পারছে না, তবে এটা বুঝতে পারছে এবার সত্যি ধৈর্য আর দক্ষতার পরীক্ষা দিতে হবে। কয়েক বছর ধরে নিরলস পরিশ্রমের বদৌলতে যে গোপন গুহা তৈরি করেছে, আসলে ওটা কতটা সুরক্ষিত জানা যাবে শিগ্‌গিরই।

নাথান যদি পে-রোলের টাকা উদ্ধার করতে চায়...বলা যায় না এখান পর্যন্ত হাজির হয়ে যেতে পারে, যদিও তেমন সম্ভাবনা কম। গোপন এই গুহার অবস্থান এমন যে খুঁজে পাওয়া শুধু কঠিন নয়, রীতিমত অসম্ভব ব্যাপার।

ভয় শুধু ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে, এলাকাটা ওদের মত ভাল করে আর কেউ চেনে না...নাড়িনক্ষত্র সবই চেনা, জানা ওদের। কেউ যে কখনও এদিকে আসেনি বা ঘটনাচক্রে একটা রাত কাটায়নি, তা কে বলতে পারে? হয়তো কয়েক বছর আগে, এমনকী ওয়াইল্ড গুহাটা আবিষ্কার করারও আগে; বয়স্ক কেউ মনেও রাখতে পারে এবং গল্পচ্ছলে সেটা বলে ফেলতে পারে তরুণ ব্রেভদের...

একটা সম্ভাবনা থেকেই যায়। কিংবা স্রেফ সৌভাগ্যবশত বা ঘটনাচক্রে কেউ আবিষ্কার করে ফেলতে পারে।

তবে ইণ্ডিয়ানদের চেয়ে বরং নাথান ডুনাওয়েকে নিয়েই বেশি

ভয় ওর। ক্যাম্প ত্যাগ করার সময় গুলি করেছিল তাকে, নিশানা সামান্য টলে গিয়েছিল, নইলে জায়গামত লাগত গুলিটা। নাথান বোধহয় আহত হয়েছে। ওর পিছু নিতে শপথ নেবে। মার খেয়ে হজম করার লোক নয় সে।

তবে রেনিগেডদের সামনে পড়ে যেতে পারে সে, তখন বেঘোরে খুনও হয়ে যেতে পারে; বিশেষ করে সঙ্গে যেহেতু সুন্দরী দুটো মেয়ে আছে। পে-রোলের টাকা না-পাক, মেয়েদের পেলেও বর্তে যাবে রেনিগেডরা, দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিয়ে নেবে।

সেক্ষেত্রে, নাথানদের পিছু নেবে ওরা…যদি কোনভাবে ফেলে দিতে পারে লেফটেন্যান্টকে, তাকে নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না।

পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এলে হাইডআউট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছে টাস্কো ওয়াইল্ড, পাহাড় পেরিয়ে অরিগন ট্রেইল ধরবে, তারপর কোন ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে সাগরতীরে চলে যাবে। এস্টোরিয়া বা পোর্টল্যাণ্ড থেকে স্টীমারে স্যান ফ্রান্সিসকো পৌঁছে যেতে পারবে।

আসার পথে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ট্র্যাক মুছে ফেলেছে ও। এর একদিন পর বৃষ্টি হয়েছে। স্বভাবতই, ট্রেইলে আর কোন ছাপ নেই। সত্যিকার নির্জনবাস একেই বলে! পিছনে চিহ্ন ফেলে আসেনি, যা অনুসরণ করে গোপন এই হাইডআউট পর্যন্ত আসতে পারবে কেউ। আগামী কয়েকদিন গুহাবাসী হয়ে যাবে সে। খাবার নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই, এমনকী শিকারও করা লাগবে না। রেনিগেড বা সেনাবাহিনীকে নিয়ে মোটেই ভাবছে না, জানে এদের কারও পক্ষে ওকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে না।

বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে ভেঙে যাবে দলটা। কিন্তু এতটুকু আফসোস অনুভব করছে না ওয়াইল্ড, বিবেকের দংশনের সঙ্গে ওর পরিচয় নেই; বরং ভাবছে সুযোগ পেলে ওর সঙ্গীদের যে-কেউ একই কাজ করত। অন্যদের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সব টাকা

নিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যেত।

ওদের কাউকেই তেমন বিপজ্জনক মনে করে না ওয়াইল্ড। রস হেরল্ড বা অন্য দু'একজন বেশ কঠিন মানুষ, তবে ওর সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার হিম্মত নেই কারও। সেনাবাহিনীর কাউকেও অত ধর্তব্য বলে মনে করে না, অন্তত দুশ্চিন্তা করার মত নয়। প্রথমেই ফোর্টে ফিরে যাবে ওরা, নির্দিষ্ট সময়ে ফেরার বাধ্যবাধকতা থাকে এ-ধরনের বাহিনীতে, আরও পুব অঞ্চলে দায়িত্ব থাকার কথা; আর উপরঅলাদের অনুমতি নিয়ে আবার এ-অঞ্চলে আসার আগে তল্লাট ছেড়ে ততদিনে বহু দূরে চলে যাবে সে।

চিন্তা শুধু ইণ্ডিয়ানদের নিয়ে। গোপন গুহাটা আবিষ্কার করা শুধু ওদের পক্ষেই সম্ভব। কয়েক বছরে ইনজুনদের মধ্যে বেশ কিছু বন্ধু জুটিয়ে নিয়েছে সে, কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে এদের কাউকেই তেমন বিশ্বাস করে না।

স্রেফ ঠায় বসে থাকবে এখানে, আশপাশে ঘোরাফেরা করবে না। এবং অপেক্ষায় থাকতে হবে। অতিরিক্ত সাবধানতা হিসাবে শুধু রাতের বেলায় আগুন জ্বালায়, ক্ষীণ ধোঁয়ার রেখা তাই কারও চোখে পড়ার সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া, কেবিন থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে গেলেও আড়াল দেওয়ার জন্য গুহার দেয়াল তো আছেই।

আসলে সবকিছু ভেবে, দারুণ মুন্সিয়ানার সঙ্গে কেবিন তৈরি করেছে, আত্মতৃপ্তির সঙ্গে ভাবল ওয়াইল্ড, এমন নিখুঁত, দক্ষ ও নিশ্ছিদ্র কাজ আর হতে পারে না।

সঙ্গে প্রায় আশি হাজার ডলার রয়েছে। নগদ টাকা ছাড়াও আছে ছয়-সাতটা সোনা ও হীরার আংটি, চড়া মূল্যের কয়েকটা ঘড়ি।

সিধে হয়ে বসল টাস্কো ওয়াইল্ড, তামাকের খোঁজে পকেট হাতড়াল। প্যাকেট থেকে তামাকের এক টুকরো ভেঙে মুখে পুরল সে, ধীরে ধীরে চিবুতে শুরু করল। এই ক'দিন আগেও ধূমপান করত, তামাক চিবুতে অভ্যস্ত ছিল না, কিন্তু এখন তাই করছে;

ধোঁয়া মানেই অন্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা, বিশেষ করে এখন যেহেতু গুহার বাইরে রয়েছে।

থোক্ করে থুথু ফেলল সে, তারপর ফিল্ডগ্লাস তুলে নিয়ে চোখের সামনে ধরল।

নিঃশ্বাস আটকে গেল ওর।

ইণ্ডিয়ান। নদীর তীরে দেখা যাচ্ছে দলটাকে। ওঅর পার্টি। দলে অন্তত বিশজন ব্রেভ। হাইড আউট থেকে মাইল তিনেক বা তার বেশি দূরে হবে, এতদূর থেকে দেখাচ্ছে গুটিকায় রঙের ছোপের মত। ঝাড়া কয়েক মিনিট ফিল্ডগ্লাসের সাহায্যে দেখল দলটাকে।

একটু পর দক্ষিণে চলে গেল ইনজুনরা।

হাইড আউট থেকে যথেষ্ট দূরে আছে ওরা, কিন্তু তারপরও দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে ওয়াইল্ড। তিন মাইল ইণ্ডিয়ানদের জন্য মামুলি দূরত্ব। কোন কিছু যদি আঁচ করতে পারে ওরা, গন্ধ শুঁকে শুঁকে ঠিক হাজির হয়ে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা, এত বড় একটা দল যেহেতু সঙ্কীর্ণ উপত্যকা ধরে আসতে পেরেছে, সেক্ষেত্রে কোন পাস ধরে উদয় হতে পারে আবার।

ছেঁচড়ে পাথর থেকে মাটিতে নেমে গেল ও, তারপর গুহার দিকে এগোল।

মাঝরাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল ওর। টের পেল সারা শরীর ঘেমে জবজব করছে। অনড় বিছানায় পড়ে থাকল ওয়াইল্ড, কান খাড়া করে শব্দ শুনল। রাতে সামান্য বা দূরের শব্দও স্পষ্ট শোনা যায় বলে পাস দিয়ে প্রবাহিত বাতাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। একবার মনে হলো মেঘের গুড়গুড় শব্দ শুনেছে। তারপর কাছে কোথাও গড়িয়ে পড়ল একটা পাথর, ভূ-বিচ্যুতির কারণে আলগা হয়ে গেছে মাটি থেকে, আর বাতাস ওটাকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে।

মিনিট কয়েক পর বিছানা থেকে উঠে পড়ল ও। অন্ধকার ঘর, তবে চোখ অভ্যস্ত বলে আবছাভাবে সব দেখতে পাচ্ছে। তাঁ

ছাড়া, এখানকার সবকিছুর অবস্থান ওর মগজে গাঁথা আছে। চোখ বন্ধ করে ঠিক জিনিসটা তুলে নিতে পারবে বা চলে যেতে পারবে ঠিক জায়গায়। সবই তো নিজের হাতে গোছগাছ করা।

বাইরে নজর রাখার জন্য দেয়ালে লূপহোল আছে। চোখ রাখল...

কিছুই নেই...

কিন্তু ঘুম ভাঙল কেন? ব্যাপারটা যে অস্বাভাবিক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্যই নির্দিষ্ট ও অস্বাভাবিক কারণে ঘুম ভেঙেছে। আলো জ্বালতে পারলে ভাল হত, কিন্তু সাহস করতে পারছে না। হিতে বিপরীত হতে পারে। তা ছাড়া, কাছাকাছি যদি কোন ইণ্ডিয়ান থাকে, আলো দেখতে না-পেলেও ধোঁয়ার গন্ধ ঠিক পেয়ে যাবে। ওদের নাক অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ।

মিনিট কয়েক অপেক্ষা করল টাস্কো ওয়াইল্ড, আবার লূপহোল দিয়ে বাইরে সতর্ক দৃষ্টি চালাল; শেষে কিছু চোখে না-পড়ায় উষ্ণ বিছানায় ফিরে গেল। ঘুম ভাঙার কারণ নিয়ে ভাবল ছাইপাঁশ, কয়েকটা সম্ভাবনা বিবেচনা করল, কিন্তু শেষে সবই বাতিল করে দিল। এভাবে ছাইপাঁশ ভেবে কিনারা করা যাবে না।

একসময় ঘুমিয়ে পড়ল সে।

সকালে ঘুম ভাঙল ওর। খেয়াল করল এক লূপহোলের ঢাকনার পাশ দিয়ে আলো ঢুকছে কেবিনে।

বিছানা ছেড়ে কাপড় পরল, তারপর লূপহোলের ঢাকনা সরিয়ে বাইরে নজর রাখল। উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে প্রকৃতি, সূর্য বেশ আগেই উঠেছে। কোথাও কেউ নেই।

শেষে দরজার কাছে চলে এল ও। বার নামিয়ে পাল্লা মেলে ধরল।

কিছু ঘটল না।

কেবিনের পশ্চিম দেয়াল নিরেট পাথরে তৈরি। আর উত্তর দিকটা গুহারই অংশ, মাঝখানে ছোট্ট দরজা দিয়ে আলাদা করা।

গুহায় যেতে হলে ওই দরজা ব্যবহার করতে হয়। গুহাটা তেমন বড় নয়, তবে ভাঁড়ার হিসাবে যথেষ্ট। একইসঙ্গে ওটাকে স্টেবল হিসাবেও ব্যবহার করছে ওয়াইল্ড। পুব দেয়ালের কিনারা ঘেঁষে সরু প্যাসেজ আছে একটা, এবং অন্য এক দরজা দিয়ে স্টেবলে এনেছে ঘোড়াকে।

কেবিনের দক্ষিণের দেয়াল বাইরের দিকে এবং কার্যত গুহায় ঢোকার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু কেবিনের ছাদ গুহার ছাদ ছোঁয়নি, মাঝখানে দুই-তিন ফুট ফাঁকা জায়গা। কেবিনের ছাদে একটা ট্র্যাপ-ডোর আছে, চাইলে ওটা দিয়ে ছাদে যাওয়া সম্ভব। ওখান থেকে গোপন সুড়ঙের মত পথ বাইরের স্প্রুস ঝাড়ের কাছে চলে গেছে। একইসঙ্গে দারুণ একটা এস্কেপ রুট হিসাবেও সেবা দিচ্ছে। কেবিনের সামনে বা কাছাকাছি কেউ যদি চোখও রাখে, তাকে বা তাদের অলক্ষ্যে অনায়াসে কেবিন থেকে বেরিয়ে স্প্রুস ঝাড়ের কাছে চলে যেতে পারবে সে।

কিন্তু এই কেবিন বা গুহা যতই সুরক্ষিত বা গুপ্ত হোক, এর মাঝেই রয়েছে অনাকাঙ্ক্ষিত এক শত্রু—পরিকল্পনা করা দূরে থাক, যার চিন্তা কখনও মাথায়ই আসেনি—ওর নিজস্ব কল্পনা বা আশঙ্কা। মনের ভূত তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ওকে। এরচেয়ে বড় শত্রু আর কে হতে পারে?

নিঃসঙ্গতার সঙ্গে পরিচয় নেই টাস্কো ওয়াইল্ডের। একাকী থাকতে রীতিমত ঘৃণা বোধ করে সে। আজীবন অসংখ্য অনুচর বা সঙ্গীদের মাঝে কাটিয়েছে, যারা ওর নির্দেশ তামিল করেছে, মুগ্ধ হয়ে সত্য-মিথ্যের গল্প শুনেছে, তারিফ করেছে, সমীহ ও শ্রদ্ধা বোধ করেছে। একাকীত্বের জ্বালা কখনও তাই টের পায়নি সে। জীবনে এই প্রথম এর যন্ত্রণা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

হাইড-আউটে ঢোকার আগেই ঘোড়াগুলোকে ঘাসে চরিয়েছে ও, আর পরে গুহার কাছাকাছি পাথর-বোল্ডারের ফাঁকে এক চিলতে ঘেসো জমি আবিষ্কার করেছে। দিনের বেলায় জায়গাটাকে

প্রাকৃতিক করাল হিসাবে অনায়াসে ব্যবহার করা যাচ্ছে।

প্রথম রাতে একাকীত্বের তীব্রতা তেমন লাগেনি, বিশেষ করে সারাদিন যেহেতু উত্তেজনা ও ধকলের মধ্যে কেটেছে। দূরের পাহাড়ী উপত্যকায় পাইন ঝাড়ে বাতাস যেমন মর্মরধ্বনি তোলে, নিঃসঙ্গতাকেও একইভাবে উপলব্ধি করেছে সে, টের পেয়েছে; নৈঃশব্দ্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যার মাত্রা কেবলই বেড়ে যায়।

তৃতীয়দিন ঘোড়াগুলোকে করালে ছেড়ে দিয়ে কেবিনে ফিরে আসার পথে নিঃসঙ্গতা ভূতের মত চেপে বসল ওর ঘাড়ে। বিষণ্ন হয়ে গেল টাস্কো ওয়াইল্ড, মন খুঁতখুঁত করছে সারাক্ষণ, খিটখিটে মেজাজ প্রশম করার মত কিছু পাচ্ছে না। জীবনে কখনও পড়েনি, ওসব ওর ধাতে নেই, ধৈর্যেও কুলায় না। তাই বুঝতেও পারছে না এই অখণ্ড অবসর কীভাবে কাটাবে। সময় যেন ফুরোতেই চাইছে না! অস্ত্র পরিষ্কার করেছে, স্যাডল-ব্রিডল মুছে রেখেছে…খুঁটিনাটি আরও কাজ করেছে, কিন্তু একসময় দেখা গেল সময় তারপরও কাটছে না।

ইচ্ছে করে রেনিগেডদের নিয়ে ভাবছে না, কারণ তা হলে একাকীত্ব আরও চেপে বসছে। ঘুমানোর চেষ্টা করেও লাভ হলো না। অসময়ে ঘুমাতে অভ্যস্ত নয়।

শেষে ওর মনে হলো বিকাল হয়ে গেছে বোধহয়। কেবিন থেকে বেরিয়ে এল।

বাইরে খরতাপ ওর ভুল ভেঙে দিল। সবে দুপুর হয়েছে!

ত্যক্ত মনে কেবিনে ফিরে গেল ও, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়। ঘুমানোর অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু কাজ হলো না। শেষে ট্র্যাপ-ডোর দিয়ে ছাদে উঠে গেল প্রথমে, তারপর সুড়ঙ্গ-পথে লুক-আউটে চলে এল। সঙ্গে ফিল্ডগ্লাস নিয়ে এসেছে।

প্রথমে খালি চোখে চারপাশ নিরীখ করল। কোথাও কেউ নেই। না আছে কোন নড়াচড়া, না কোন শব্দ। পাহাড় থেকে ধেয়ে আসছে হিমেল বাতাস, তবে তীব্র রোদের কারণে তেমন

ঠাণ্ডা বোধ হচ্ছে না।

পাহাড়শ্রেণীর চূড়ার কাছাকাছি ওর অবস্থান, নীচের বিস্তীর্ণ অঞ্চল চোখে পড়ছে। ধৈর্য ধরে ফিল্ডগ্লাস দিয়ে প্রতিটি কাঠামো, আড়াল আর ছায়া পর্যবেক্ষণ করল টাস্কো ওয়াইল্ড। সময় ক্ষেপণে এটাই মোক্ষম উপায় মনে করছে।

আচমকা অনুভূতিটা এল। ভুতুড়ে অনুভূতি। কেউ আড়াল থেকে নজর রাখছে! ওর প্রতিটি তৎপরতা দেখতে পাচ্ছে, অথচ নিজে অদৃশ্য রয়ে গেছে। তটস্থ স্নায়ুর কারসাজি বলে বাতিল করে দিতে চাইলেও সফল হলো না ওয়াইল্ড, বরং তা আরও জাঁকিয়ে বসল। পাহাড়েরও যেন চোখ আছে!

ঢাল ধরে নেমে গেল ও, একটু পর কেবিনে ফিরে এল।

নাথান ডুনাওয়েের কথা মনে পড়ল। কী এমন অসুবিধা ছিল যে ওর সঙ্গে হাত মেলাল না নাথান? চাকুরিই কি জীবনের সব? সৎ থাকার বিনিময়ে কী পাবে সে? সুযোগটা পায়ে ঠেলে দিল। অথচ মন থেকে প্রস্তাবটা দিয়েছে ও, সত্যি চেয়েছিল নাথান ওর সঙ্গে যোগ দিক। সারা জীবন অন্যদের সঙ্গে রেখেছে সে, তাদের ব্যবহার করেছে নিজের স্বার্থে, কখনও অন্যের ভালমন্দ বিচার করেনি। আর মেয়েদের খুঁজে নিয়ে সস্তা পণ্যের মত ব্যবহার করে পরে বাতিলও করে দিয়েছে...শুধু নাথানই ব্যতিক্রম। সাচ্চা প্রস্তাব দিয়েছিল। বেঈমানি করার কোন ইচ্ছে ছিল না ওর...

অন্তত একটা পর্যায় বা সময় পর্যন্ত।

জীবনে কাউকে নিয়ে দ্বিতীয়বার ভাবেনি ও। নাথান একমাত্র ব্যতিক্রম। ছেলেবেলায় একে অন্যকে সাহায্য করেছে ওরা কঠিন বিপদের সময়, পরস্পরের প্রাণ বাঁচিয়েছে; বিচিত্র কিছু অনুভূতি ভাগাভাগি করেছে। হয়তো সেজন্যই এক ধরনের মায়া বা টান তৈরি হয়েছিল নাথানের প্রতি। হাজারবার নিজেকে প্রশ্ন করেছে, কেন এই টান? কিন্তু জবাব পায়নি। মনের গভীরে হাতড়ে এখনও প্রশ্নটার জবাব খুঁজে পেল না, তবে অনুমান করতে সক্ষম হলো।

সত্যিকার একজন বন্ধু দরকার ওর, যার উপর নির্ভর করা যায়, যার সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে মেশা যায়, লেনদেনের সম্পর্ক থাকবে না, যার জন্য ত্যাগ করা যায়। বহু মানুষের সঙ্গে কেটেছে ওর, কিন্তু কাউকে বন্ধু হিসাবে পাওয়ার ইচ্ছে হয়নি। এদের প্রত্যেককে নিজের জন্য হাতিয়ার বা স্বার্থ হাসিলের পুতুল মনে করত।

এমনকী ছেলেবেলায়ও নাথানের প্রতি আকর্ষণটা ছিল। চেষ্টা করলে হয়তো সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখা যেত, পরস্পরের বন্ধু হতে পারত ওরা, কিন্তু ওর অনিচ্ছা বা গাফিলতির কারণে…উঁহুঁ, ব্যাপারটা তা নয়। নিজের কর্তৃত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে খুবই স্পর্শকাতর ও, একই সঙ্গে আত্মবিশ্বাসীও; এমনকী দু'জনে চাইলেও সম্পর্কটা থাকত না। নিজের চেয়ে সরেস দূরে থাক, যোগ্যতায় কাছাকাছি কাউকেও সহ্য করতে পারে না ওয়াইল্ড।

কিন্তু এও ঠিক সারা জীবন ধরে ওই একজন মানুষই দেখেছে যার সঙ্গে গল্প করতে ইচ্ছে হয়, মন আঁকুপাকু করেছে বহুবার; যদিও একইসঙ্গে চিন্তাটা প্রতিবার ওর অস্বস্তি ও বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়াত।

হতচ্ছাড়াটা এল না কেন? সেনাবাহিনীর চাকুরি কপর্দকহীন বুড়ো বানাবে ওকে, তার আগেই যদি না কোন যুদ্ধে নরকবাসী হয়ে যায়। ষাট হাজার ডলার পর্যাপ্ত মনে হয়নি? হতে পারে।

টাস্কো ওয়াইল্ড মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে দুনিয়ায় কেউই পুরো সৎ বা সাচ্চা লোক হতে পারে না। বরং আপাতদৃষ্টিতে যাদের সৎ বলে মনে হয়, তারা আসলে সুযোগের অভাবে সৎ থাকে। এবং সব মানুষেরই একটা মূল্য আছে, সেটা যতই চড়া হোক। বস্তুত, প্রতিটি মানুষকে কেনা সম্ভব।

হয়তো ষাট হাজার নয়, এর দ্বিগুণ-তিনগুণ হলে ওর সঙ্গে ভিড়ে যেত নাথান!

কিছুক্ষণের জন্য নাথান ডুনাওয়েকে ভুলে গেল ওয়াইল্ড, ঢের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে ভাবতে শুরু করল। আত্মপ্রসাদ অনুভব

করছে ও। বিস্তর টাকা রয়েছে হাতে। কী করবে এত টাকা দিয়ে? 'ফ্রিসকোয় গিয়ে অমিতব্যয়ী হওয়া যাবে না। বহু বছরের অর্জন কয়েক মাসের লাগামহীন ফুর্তি বা আহ্লাদে বিসর্জন দেওয়া যাবে না। পরিকল্পনা করে খরচ করতে হবে।

টাকায় যেহেতু টাকা আসে, একটা অংশ বিনিয়োগ করবে। লোভনীয় না-হলেও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ লাভ পাবে। কিছুদিনের মধ্যে সেখানকার ব্যবসায়ী বা সভ্য সমাজে একটা অবস্থান তৈরি করে নিতে পারবে, লোকে সম্ভ্রম ও সমীহের সঙ্গে কথা বলবে ওর সঙ্গে।

একটা অংশ রাখতে হবে খরচের জন্য। একটু আরাম-আয়েশ না-হলে প্রতিপত্তি উপভোগ করল কোথায়? হাতে পর্যাপ্ত টাকা থাকা সত্ত্বেও ওয়াইন বা সুন্দরী নারীদের সঙ্গ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার কোন মানে আছে? সে তো ফেরেশতা হয়ে যায়নি!

সুন্দরী নারী···

ইশ্‌শ্‌, একটা মেয়ে থাকলে অপেক্ষার সময়টা এত দুঃসহ, বিরক্তিকর মনে হত না; বরং চুটিয়ে উপভোগ করতে পারত।

মেজর হ্যানলনের কন্যার কথা মনে পড়ল। অল্পের জন্য হাত ফস্কে বেরিয়ে গেছে···। মেয়ে বটে একখানা! নাথান যে অ্যানিটা হ্যানলনের প্রেমে পড়েছে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এক বছর আগে ফোর্টে একবার দেখেছিল মেয়েটিকে, তখনই মনে ধরেছিল; তারপর দিবাস্বপ্নও দেখেছে, কল্পনা করেছে।

এই পাহাড়ে, ধারে-কাছে কোথাও আছে মেয়েটা। প্রায় নাগালের মধ্যে! হয়তো মাইল কয়েকের মধ্যে।

মেঝেয় কিছুক্ষণ পায়চারি করল ও, লূপহোল দিয়ে বাইরে নজর রাখল। তারপর কেবিনের ছাদ ও সুড়ঙ্গ হয়ে লুক-আউটে চলে এল। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে চারপাশ জরিপ করল, খুঁটিয়ে দেখল সম্ভাব্য আড়ালগুলো—যেখান থেকে গোপন এই হাইডআউট বা আশপাশে নজর রাখতে সুবিধা হবে। চারপাশ

খুবই দুর্গম। আড়াল আছে, কিন্তু সব জায়গায় যাওয়া সম্ভব নয়; তাই তেমন জুতসই জায়গা মাত্র দুটো মনে হলো, তাও সেখানে যাওয়া প্রায় অসম্ভব বলে সন্তুষ্ট বোধ করল। আশা করা যায় কেউ সন্দেহবশত এখানে নজর রাখলেও সুবিধা করতে পারবে না।

কচি ঘাস গজিয়ে ওঠায় সবুজ রং ধারণ করেছে পাহাড়ী ঢাল, বনভূমি ঘন শীতল ও সতেজ দেখাচ্ছে। কোথাও কোন নড়াচড়া নেই...

না, আছে! ফিল্ডগ্লাস সরিয়ে জায়গামত সেট করল ওয়াইল্ড, নড়াচড়ার কারণ দেখতে পেল...হরিণ। তিনটা হরিণ ঘাস খাচ্ছে উল্টোদিকের পাহাড়ের কোলে।

সামনের পাহাড়ের প্রতিটি জায়গা নিরীখ করল ও। আকাশে অলসভাবে চক্কর কাটছে একটা ঈগল। হঠাৎ পিছনে নুড়িপাথর গড়ানোর শব্দ শুনে চমকে উঠল, রিফ্লেক্সবশত লাফ দিয়ে সরে গেল দু'হাত; ঝটিতি ঘুরে বসল যখন, হাতে পিস্তল চলে এসেছে।

কেউ নেই। অযথা ভয় পেয়েছিল! সম্ভবত কোন গিরগিটি ছুটতে গিয়ে পাথর গড়িয়েছে।

নিজের উপর বিরক্ত বোধ করল টাস্কো ওয়াইল্ড। ছায়া দেখে চমকে উঠছে, স্বাভাবিক শব্দও ওর অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিচ্ছে। ইন্দ্রিয়ের বিভ্রম শুরু হওয়া ভাল লক্ষণ   দিব্যি বুঝতে পারছে স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছে ও, তটস্থ ও উত্তেজিত স্নায়ুগুলোর উপর চাপ বাড়ছে। এভাবে চলতে থাকলে একসময় ভোঁতা হয়ে যাবে সব অনুভূতি। শরীর ছেড়ে দিতে হবে, সব দুশ্চিন্তা ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে; তা হলে যদি স্বস্তি মেলে।

কেবিনে ফিরে এসে কফি তৈরি করল। কঠোর নিয়ম করেছিল দিনের বেলায় আগুন জ্বালবে না, কিন্তু নিয়মটা ভেঙে ফেলল। ওয়াইল্ড নিজেকে সান্ত্বনা দিল: ধারে-কাছে কেউ নেই, ধোঁয়া দেখতে পাবে না। তা ছাড়া, জিনিসটার খুব দরকার ছিল।

জিনিসপত্রের বোঝা থেকে এক বোতল হুইস্কি আর এক সেট

তাস বের করল ও। সলিটেয়ার খেলতে ভাল লাগে না কখনও, আজ চরম বিরক্তি লাগল। তাসগুলো বিছানার উপর ছুঁড়ে ফেলল। দরজার কাছে এসে কী-হোলের মত ছোট্ট ফুটোয় চোখ রেখে বাইরে তাকাল। যথারীতি কেউ নেই। একাই আছে ও।

একাকী। নিঃসঙ্গ।

মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী এখানে তিন সপ্তাহ থাকার ইচ্ছে ছিল ওয়াইল্ডের। ততদিনে বেশিরভাগ ওঅর পার্টি তল্লাট ছেড়ে চলে যেত। সেনাবাহিনী বা ওর অনুচররাও থাকত না।

তিন সপ্তাহকে তিন যুগ মনে হচ্ছে। মাত্র তিনদিনেই ত্যক্ত, অস্থির ও শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। আনাড়ি তরুণের মত ছটফট করছে।

মদের নেশা নেই ওর। উপভোগ করে বলে মাঝে মধ্যে দু'এক পেগ পান করে, কখনও কখনও পাঁচ-ছয় পেগও চলে। তবে টানা কয়েক সপ্তাহ ওই জিনিস না-ছুঁয়ে থাকতে পারে, কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু এখন, হাতে কাজ নেই বলে পুরো বোতল সাবাড় করে ফেলল কিছুক্ষণের মধ্যে।

নিজেও জানে না কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, এবং জেগে দেখল লূপহোলের চেরা দিয়ে সূর্যের আলো কেবিনে ঢুকছে। বুঝল অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে এরমধ্যে। উঠে বসতে গিয়ে চক্কর দিয়ে উঠল মাথা। দু'হাত বিছানায় ঠেকিয়ে সোজা হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ, শেষে একটু সুস্থির বোধ হওয়ায় মেঝেয় পা রাখল। দু'হাতে মাথা চেপে ধরেছে, লাগাতার ভোঁতা যন্ত্রণা হচ্ছে; তেমন তীব্র নয়, আবার অগ্রাহ্য করার মতও নয়।

হাঁটতে গিয়ে টের পেল শরীরের ভারসাম্য রাখতে পারছে না, হুড়মুড় করে পড়ে যেতে গিয়েও বিছানার কিনারা খামচে ধরে শেষ মুহূর্তে পতন ঠেকাল। কয়েকটা কাজের কথা মনে পড়ল। ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াতে হবে। বেচারাদের সারাটা রাত পাথুরে জায়গার ফাঁকে খোলা জায়গায় রেখেছে।

এমন বেহিসাবী বা অসতর্ক হলে কপালে খারাবি আছে। সারা জীবনে যা করেনি, তাই করেছে ও—মদ খেয়ে ম্যাতাল না-হলেও অসংলগ্ন হয়ে পড়েছিল। মড়ার মত ঘুমিয়েছে সারা বিকাল আর পুরো রাত। সাতসকালেও জাগেনি। বাইরের আলোর তীব্রতা দেখে অনুমান করেছে সূর্য ওঠার পর অন্তত কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে ইতোমধ্যে।

ট্রাউজার ঠিকঠাক করে বুটে পা গলাল টাস্কো ওয়াইল্ড, মনে পড়ল না রাতে কখন বুট খুলেছিল। কে জানে, হয়তো ঘুমের মধ্যে খুলেছে! নেশার ঘোরে এখন আর মনে পড়ছে না। গানবেল্ট কোমরে জড়িয়ে রাইফেল তুলে নিল, টের পেল মাথাব্যথা করছে এখনও। তীব্র না-হলেও বেশ অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুশ্চিন্তার ব্যাপার, হঠাৎ হঠাৎ মাথা চক্কর মারছে।

মনে মনে নিজেকে আচ্ছামত গালিগালাজ করল। এভাবে দিন যেতে থাকলে তিন সপ্তাহ দূরে থাক, দেড় সপ্তাহও টিকবে না; বাইরের যে-কোন শত্রু এলে অনায়াসে কাবু করে ফেলবে ওকে।

দরজা খুলে বাইরে পা রাখা মাত্র থমকে দাঁড়াল ওয়াইল্ড। আরে, মোকাসিনের ছাপ! একেবারে দরজার কাছে, দুই ফুটও হবে না!

চট করে পিছিয়ে এল ও, চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল, কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। বুকের খাঁচায় দমাদম বাড়ি খাচ্ছে হৃৎপিণ্ড। আশ্চর্য, ঠিকই গন্ধ শুঁকে হাজির হয়ে গেছে বাদামি শয়তানগুলো! অথচ কী নিশ্চিন্তেই না ছিল ও, কেউ এই কেবিন বা গুহা খুঁজে পাবে না। দরজার দু'হাত দূর পর্যন্ত পৌঁছে গেছে সে বা তারা, ভিতর থেকে কজাসহ বন্ধ না-থাকলে হয়তো ঢুকে ওকে ঘুমের মধ্যে খুনও করে ফেলত। মরণ ঘুম দিয়েছিল যে কিছু টের পেল না?

জিভ চালিয়ে শুকনো ঠোঁট ভিজিয়ে নিল ওয়াইল্ড। পরিস্থিতি

নাজুক হয়ে পড়েছে, অস্বীকার করতে পারবে না, বরং তলে তলে আতঙ্ক বোধ করছে। তা হলে সত্যি ওকে খুঁজে বের করে ফেলেছে ইণ্ডিয়ানরা। ব্যাপারটা কাকতালীয়ভাবে ঘটেছে, নাকি কফি তৈরির সময় জ্বালানো আগুনের ধোঁয়া তাদের নিয়ে এসেছে এখানে?

এক কাপ কফির জন্য এমন চরম মূল্য দিতে হবে, কে জানত!

একটা গুবরে পোকা পেরিয়ে গেছে মোকাসিনের ছাপ, তারমানে গত কয়েক মিনিট আগের নয়, অন্তত কয়েক ঘণ্টা আগের ট্র্যাক। খুঁটিয়ে দেখার পর ওয়াইল্ড অনুমান করল গতকাল বিকাল বা সন্ধ্যার পর কোন একসময়কার ছাপ।

দরজা বন্ধ করে ট্র্যাপডোর দিয়ে ছাদে উঠে এল ও, তারপর ফিল্ডগ্লাসের সাহায্যে আশপাশের প্রতিটি কাঠামো নিরীখ করল। সঙ্কীর্ণ উপত্যকার খাড়া ঢাল, নীচের ক্যানিয়ন, ক্লিফের দেয়াল, কয়েকশো ফুট নীচের বনভূমি...কোন কিছু বাদ গেল না। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। কোন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না।

সূর্য মাঝ-আকাশের দিকে অনেকটা চলে গেছে।

আরে, ঘোড়াগুলো কোথায়?

করালে নেই। তারমানে ইণ্ডিয়ানরা সরিয়ে ফেলেছে? না নিজ থেকে, পানির তেষ্টা মেটাতে বা ঘাস খেতে খেতে কোথাও সরে গেছে?

দ্রুত ছাদ থেকে ছেঁচড়ে নেমে এল ও। আড়াল ব্যবহার করে চলে গেল পাথুরে জায়গায়। খোলা জায়গাটা ফাঁকা! সব ঘোড়া উধাও হয়ে গেছে।

মুহূর্ত কয়েক নির্জলা আতঙ্ক বোধ করল টাস্কো ওয়াইল্ড, ওর মনে হলো দম বন্ধ হয়ে গেছে; কিন্তু পরমুহূর্তে উন্মত্ত আক্রোশ ও রাগ অনুভব করল। ব্যাটারা যেই হোক, জনমের শিক্ষা পাওনা

হয়েছে। জানে না কার লেজে পা দিয়েছে, হাড়ে হাড়ে টের পাবে!

দ্রুত কেবিনের সামনে চলে এল সে, ট্র্যাকের সন্ধান করল।

চারপাশে বিস্তর ছাপ রয়েছে। লুকানোর কোন চেষ্টা করেনি। একনজর দেখে বুঝে গেল আসল ঘটনা: ঘোড়ার ছাপ অনুসরণ করে এখানে চলে এসেছিল ইণ্ডিয়ান লোকটা, ঘোড়াগুলোকে করালে পেয়ে খুশি মনে নিয়ে গেছে ট্রেইলে। সেখানে ঝোপের আড়ালে ঘোড়া বেঁধে রেখে চারপাশের এলাকা স্কাউট করেছে, তারপর বোধহয় কেবিনের সামনে গেছে। কিন্তু ভিতরে ঢুকতে না-পেরে হাল ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসেছে ঘোড়ার কাছে, তারপর চুরি করা ঘোড়া নিয়ে কেটে পড়েছে।

টাস্কো ওয়াইল্ড জানে ঘোড়া না-থাকা আর আত্মহত্যার মধ্যে কোন তফাৎ নেই। দুর্গম এই পাহাড়শ্রেণীতে টিকে থাকা মুশকিল হবে। না কোথাও যেতে পারবে, না সোনা বহন করতে পারবে। স্রেফ সব পরিকল্পনা ভেস্তে যেতে বসেছে।

ব্যাটা নিশ্চয়ই গ্রামে গেছে। লোকজন নিয়ে ফিরে আসবে। হিংস্র ইণ্ডিয়ানরা আসার আগেই কেটে পড়তে হবে, এবং যেভাবে হোক একটা ঘোড়া জোগাড় করতে হবে।

কিন্তু কোথায় পাবে?

পাহাড়ে নাথানরা ছাড়াও রেনিগেডদের কেউ কেউ থাকতে পারে। সেনাবাহিনীও আছে বোধহয়, এত তাড়াতাড়ি তাদের হাল ছেড়ে দেওয়ার কথা নয়। সেক্ষেত্রে, দক্ষিণে সাউথ পাসের দিকে চলে যেতে পারে, আড়ালে-আবডালে থাকতে পারলে হয়তো সেনাবাহিনীর একটা দলকে পেয়ে যাবে; তাদের কাছ থেকে যদি দুটো ঘোড়া চুরি করতে পারে···কিংবা রেনিগেডদের হলেও চলে। মোট কথা, ঘোড়া চাই ওর, সেগুলোর মালিক কে তাতে কিছু যায়-আসে না।

ছাদ হয়ে আবার কেবিনে ঢুকল ও, ভাল করে ট্র্যাপডোর বন্ধ করল। মূল্যবান জিনিস লুকিয়ে রাখার জন্য এক দেয়ালের কোণে

গর্ত করেছিল, ঝটপট সেখানে লুকিয়ে ফেলল সব সোনা। তারপর কয়েকদিনের খাবার নিয়ে একটা প্যাকেট করল, কার্তুজও নিল পর্যাপ্ত। রাইফেল সহ এবার হাইডআউট ত্যাগ করল ওয়াইল্ড, পাথুরে জমি ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। কোন ঝুঁকি নিতে চায় না। কে বলতে পারে, হারামি ইণ্ডিয়ানটা কোথাও ঘাপটি মেরে অপেক্ষায় নেই?

পোপো অ্যাগির নর্থ ফর্কের দিকে চলল ও।

ঘটনার আকস্মিকতায় সব অনুভূতি সজাগ হয়ে গেছে ওর, যদিও হালকা মাথাব্যথা এখনও আছে। বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পারছে বিলকুল। এখন প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি পদক্ষেপ ওর জন্য জীবন-মৃত্যুর ব্যাপার।

চালে কোন ভুল দেওয়া যাবে না। আর ভাগ্যের সহায়তা দরকার হবে।

ট্র্যাক কীভাবে লুকাতে হয় জানে টাস্কো ওয়াইল্ড। রেনিগেড বা দস্যুদের জন্য এটা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। পুরোপুরি মুছে ফেলতে পারবে না বটে, তবে সহজে যাতে অনুসরণ করতে না-পারে তাই করছে ও।

টানা এগিয়ে চলল। জেদ, হতাশা আর বেঁচে থাকার তাগিদ শক্তি জুগিয়ে চলেছে ওকে। সন্ধ্যা নাগাদ, অনুমান করল প্রায় বারো মাইল পেরিয়ে এসেছে।

আড়াল আছে এমন এক জায়গায় থেমে জার্কি চিবুল ও, পানি পান করল। কাছে ঝর্না আছে। পেট ভরে মিষ্টি পানি খেল, ক্যান্টিন ভরে নিল। পাহাড়ে পানির জোগান নিয়ে কখনও সমস্যা না-হলেও ঝুঁকি নিতে নারাজ। একটা প্রবাদ আছে: পিস্তলের চেম্বার আর ক্যান্টিন কখনও খালি রাখতে নেই।

টাস্কো ওয়াইল্ডের মত মানুষের কাছে এসব প্রবাদ ধর্মের মত, অক্ষরে অক্ষরে পালন করে। বলা বাহুল্য, এর উপকারিতাও টের পেয়েছে বহুবার।

প্রায় আধ-ঘণ্টার মত বিশ্রাম নিল। ঝিরঝিরে, ঠাণ্ডা বাতাসে পাইনের সুবাস। ভিন্ন পরিস্থিতি হলে খুব উপভোগ করত ও, কিন্তু এখন বিষের মত লাগছে। সবকিছুতে বিরক্ত, অস্থির ও ক্ষুব্ধ।

মিডল ফর্ক পর্যন্ত পৌঁছানোর পর আঁধার নামতে শুরু করল। সূর্য অনেক আগেই পাহাড়ের আড়ালে হারিয়ে গেছে। চোখে পড়ে কি পড়ে না, আবছা আলোয় সুইট ওঅটর গ্যাপমুখী ট্রেইলে কোন ছাপ চোখে পড়ল না।

কিছুক্ষণের জন্য থেমে আবার যাত্রা করল ওয়াইল্ড। ক্লান্তি উপেক্ষা করছে। আগে জীবন বাঁচাতে হবে। যেভাবে হোক ঘোড়া জোগাড় করতে হবে। বিশ্রাম বা আয়েশের জন্য সারা জীবন পড়ে আছে সামনে। সোনা নিয়ে পাহাড় ত্যাগ করতে হবে, একবার অরিগন ট্রেইলে উঠতে পারলে ওকে আর ধরে কে!

এবার নিশ্চিন্ত মনে এগোচ্ছে ওয়াইল্ড। জানে রাতের আঁধারে পাহাড় বা প্রেয়ারিতে টুঁ মারে না ইণ্ডিয়ানরা। সকাল পর্যন্ত বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা নেই বলে দ্রুত পা চালাচ্ছে। ব্লু রীজে পৌঁছে গেল ঘণ্টা দুয়েক পর। সামনে ফিডলার লেকের রূপালি ঝলক; চাঁদের ম্লান আলোয় ঝিকমিক করছে শান্ত পানি।

রাতটা ওখানেই কাটিয়ে দিল ও। এক কম্বলের মধ্যে ঘুমাল। অর্ধেক বিছিয়েছে, আর বাকিটা গায়ের উপর চাপিয়েছে। জানে সকাল থেকে আবার তটস্থ হয়ে এগোতে হবে, বিপদের সম্ভাবনা আরও বেশি এখন, যেহেতু সামনের এলাকায় ইণ্ডিয়ানদের আনাগোনা থাকবে। সব ওঅর পার্টি এদিক দিয়ে যাতায়াত করে, পুব বা পশ্চিম দিকে চলে যায়। তবে ওর লক্ষ্য পূরণ হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। একইসঙ্গে এখানে সেনাবাহিনীর সার্চ পার্টিও থাকতে পারে। সেনাবাহিনী থাকা মানে ঘোড়াও থাকবে।

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত শরীরে ভোরে ঘুম ভাঙল ওর। তবে যাত্রার জন্য অধীর হয়ে আছে। জানে ঘোড়া জোগাড় না-করা পর্যন্ত হাঁটতে হবে ওকে, এমনকী লোকালয় পর্যন্ত যেতে হতে পারে।

সেক্ষেত্রে, সাউথ পাস পেরোতে হবে। চিন্তাটা মাথায় এলে গায়ে জ্বর দেওয়ার মত অবস্থা হচ্ছে। একদিনে যা কাহিল হয়ে পড়েছে, সাউথ পাস পেরিয়ে, দুর্গম পাহাড় পাড়ি দিয়ে আদৌ লোকালয়ে পৌঁছতে পারবে কি-না নিজেরই সন্দেহ রয়েছে ওর; বিপদের কথা নাই-বা ভাবল! ইণ্ডিয়ান, রেনিগেড, সেনাবাহিনী···যে-কারও সামনে পড়ে যেতে পারে।

ঢাল ধরে নামতে শুরু করল ও। তৃণভূমি পেয়ে হালকা চালে ছুটল কিছুক্ষণ, তারপর দ্রুত পা চালাল। ছোট্ট বনভূমিতে ঢোকার পর থামল। দম নেওয়ার ফাঁকে পিছনের ট্রেইলে নজর চালাল, কিন্তু দুশ্চিন্তা করার মত কিছু চোখে পড়ল না।

আড়াআড়ি লিটল পোপো অ্যাগির উদ্দেশে এগোল ওয়াইল্ড, এবং ওটা পেরিয়ে যাওয়ার পর প্রথম ঘোড়ার ট্র্যাক চোখে পড়ল। ছাপগুলো প্রায় একদিন আগের, চিহ্ন দেখে বুঝল একটা ঘোড়া। নাথান ডুনাওয়েব বিশাল গ্রের।

দুপুরে পর্যাপ্ত আড়াল আছে এমন এক জায়গায় থামল ও। শুকনো কাঠ জোগাড় করে আগুন জ্বালাল, কফি তৈরি করে জার্কি আর পানি সহযোগে খাওয়া সেরে নিল। শেষে ছোট্ট আগুনটা নিভিয়ে ছাই ছড়িয়ে দিল আশপাশে, তার উপর বালি ছড়িয়ে দিল। সবশেষে ঝরা ও শুকনো পাতা এমনভাবে মেলে দিল যাতে বোঝা না-যায় এখানে আগুন জ্বালানো হয়েছিল। সত্যিই যদি কোন ইনজুন ওকে অনুসরণ করে থাকে, ক্যাম্প তালাশ করতে থাকলে হয়তো খুঁজে পাবে সে; কিন্তু সহজ হবে না কাজটা। বিস্তর খাটুনি যাবে তার। যে-কোন কাজই সম্ভব—জানে টাস্কো ওয়াইল্ড—দরকার শুধু সময়, অধ্যবসায় ও নিষ্ঠা। সময় পেলে সত্যি একটা ঘোড়া জোগাড় করা সম্ভব হবে।

তবে এও ঠিক, সঙ্গে মেয়েরা থাকায় কোনরকম ঝুঁকি নেবে না নাথান ডুনাওয়ে।

দ্রুত পায়ে কয়েক মাইল পেরোল ও, তারপর পালাক্রমে

কিছুক্ষণ দৌড়াল, কিছুক্ষণ হাঁটল। সন্ধ্যা নাগাদ আরও দশ মাইল পাড়ি দিল।

ওয়াইল্ডের ধারণা সারাদিনে প্রত্যাশিত দূরত্ব পেরোতে পেরেছে। বলা চলে নাথানদের কাছাকাছি চলে এসেছে, কারণ ঘোড়ার ছাপগুলো তাজা দেখাচ্ছে।

ইণ্ডিয়ানদের উপস্থিতির নমুনা এখন পর্যন্ত চোখে পড়েনি।

রাতে ইচ্ছে করে আগুন জ্বালল না। ঠাণ্ডা জার্কি আর পানি খেয়ে শুয়ে পড়ল। সারাদিনের ধকল ঘুমটাকে গভীর করে তুলল, টানা ঘুমাল টাস্কো ওয়াইল্ড। ভোরের উন্মেষে জাগল ও, তখনও ভাল করে আলো ফোটেনি। দুটো জার্কি মুখে পুরে ট্রেইলে ছাপের সন্ধানে নেমে পড়ল।

হ্যাঁ, আছে।

তৎক্ষণাৎ আবার যাত্রা করল ও। এবারও পালাক্রমে দৌড় ও হাঁটার মধ্যে এগিয়ে চলল। ঘোড়ার ছাপ অনুসরণ করছে। জানে ওটাই যৌক্তিক উপায়। দুপুর নাগাদ শর্টকাট হবে বলে পাহাড়ী ঢাল ধরে ছুটে নামতে শুরু করল ও, এক গুচ্ছ অ্যাসপেন পেরিয়ে ট্রেইলের বাঁক পেরিয়ে আসতে দেখতে পেল ওদের। প্রকাণ্ড গ্রেও আছে। প্রতিটি ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপানো।

ঘোড়ার কাছাকাছি নিশ্চয়ই আছে সওয়াররা। মেয়ে দুটো ও নাথান ছাড়াও অন্তত আরও একজন রয়েছে। সৈনিকদের কেউ হবে বোধহয়।

চট করে এক ঝোপের আড়ালে চলে গেল টাস্কো ওয়াইল্ড, শিকারী ঈগলের তীক্ষ্ণতায় নাথানদের ক্যাম্প জরিপ করল। ঝুঁকে বসে পড়ল ও, সতর্ক যাতে সামান্য শব্দও না-হয়। এক চিলতে খোলা জায়গায় চরছে ঘোড়াগুলো। উল্টোদিকে পানির ক্ষীণ ধারা বয়ে চলেছে। নাথানদের দেখা যাচ্ছে না, কিংবা ক্যাম্পের আগুনও চোখে পড়ছে না।

ওয়াইল্ড জানে দেখা না-গেলেও ধারে-কাছে আছে ওরা।

অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই ওর। এত দুর্ভোগ সয়ে এসেছে, বহু মাইল পাড়ি দিয়েছে দু'পায়ের উপর ভর করে। এখন যেহেতু পৌঁছে গেছে জায়গামত, অধৈর্য হবে কেন? দুটো ঘোড়ার জন্য প্রয়োজন হলে এক বছরও অপেক্ষা করতে রাজি। বিশেষ করে, বিনিময়ে যেহেতু শুধু ঘোড়া নয়, সুন্দরী এক নারীকেও পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

বিশ

ক্ষীণ যে পানির ধারা দেখেছে টাস্কো ওয়াইল্ড, ওটা আসলে নুড়িপাথরের ফাঁকে বয়ে চলা এক ঝর্নার প্রবাহ। আশপাশে বিস্তর লতা-গুল্ম ছাড়াও পাইন ও অ্যাসপেন রয়েছে। ক্যাম্প হিসাবে ছোটখাট দলের জন্য দারুণ জায়গা, এমন আড়াল দিচ্ছে যে প্রায় চারপাশে কোন দিক থেকে ওদের দেখা যাবে না।

উপত্যকায় চরতে থাকা ঘোড়ার উপর সারাক্ষণ নজর রাখছে ওরা—পালাক্রমে—নাথান আর মার্টিন। বাহনের যেমন দরকার, তেমনি ওদেরও বিশ্রাম দরকার। প্রায় জরুরি হয়ে পড়েছিল। অ্যানিটা ও মেরিয়ন ঘুমাচ্ছে, কয়েকদিনের টানা ধকলে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। নাথান জানে শারীরিক এ-অবস্থায় ওদেরকে নিয়ে ফোর্ট লারামি পৌঁছানো সম্ভব হবে না। যত অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকিই থাকুক, সাউথ পাসে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই এখন।

দুপুর এখন। সূর্য খরতাপ বিলাচ্ছে। পথচলার জন্য সবচেয়ে খারাপ ও কষ্টকর সময় এটা। তাই এ-সময়টা বিশ্রামে কাটিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে নাথান। ইচ্ছে এখানে ঘণ্টাখানেক

বিশ্রাম নেবে। মেয়েরা অঘোরে ঘুমাচ্ছে। কাঁধের ক্ষতটা ভোগাচ্ছে মার্টিনকে, কিছুক্ষণ পর সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

সজাগ থাকার চেষ্টা করছে নাথান। চোখ-কান সতর্ক, তবে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। কতদিন হলো ঠিকমত ঘুমাতে পারছে না? সেই সঙ্গে আছে পথচলার ক্লান্তি ও উদ্বেগ। শরীর আর চলতে চাইছে না। টানা কয়েক ঘণ্টা কোন উদ্বেগ ছাড়া যদি ঘুমাতে পারত!

নাথান টের পাচ্ছে ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ; কিন্তু নিজেকে সজাগ রাখল। ইণ্ডিয়ান এলাকায় অসতর্কতার চরম মূল্য দিতে হতে পারে, সবচেয়ে বড় কথা সঙ্গে মেয়েরা আছে। কয়েক মুহূর্তের ভুল চরম সর্বনাশ ঘটাতে পারে। রেনিগেডরাও খুঁজছে ওদের...যে-কোন মুহূর্তে হয়তো ক্যাম্পে এসে উঠতে পারে।

ক্যাম্প হিসাবে জায়গাটা জুতসই। গাছপালার আড়ালে এমন একটা জায়গা আছে যেখানে ঘাস খাওয়ার পর ঘোড়াগুলোকে লুকিয়ে রাখা যাবে। এখনই রওনা দিতে হবে কেন? রাতটা কাটিয়ে ভোরে রওনা দিলেও তো হয়?

সাউথ পাসের রৈখিক দূরত্ব এখান থেকে বড়জোর দশ মাইল, কিন্তু পাহাড়ী পথে নাক বরাবর যাওয়ার উপায় নেই, ঘুরে-ফিরে যেতে হবে; সেক্ষেত্রে দূরত্ব আরও পাঁচ মাইল বেড়ে যাবে। মেয়েদের বর্তমান শারীরিক অবস্থায় পনেরো মাইল যাওয়া সম্ভব হবে না, মার্টিনের জন্যও সেটা ক্ষতিকর হতে পারে। পুরো দিন আর রাতটা বিশ্রাম নিয়ে সকালে মোটামুটি চাঙা অবস্থায় যাত্রা করাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হবে। টানা, কোনরকম বিরতি ছাড়া সাউথ পাসে চলে গেলেই হবে।

নাথান অনুভব করল অজান্তে চোখ বুজে ফেলেছে, ঘুমে ভারী হয়ে গেছে চোখের পাতা। কিছুক্ষণ পর মার্টিনকে পাহারার জন্য জাগিয়ে দিতে হবে। জোর করে চোখ মেলল ও, উঠে দাঁড়িয়ে প্রবলবেগে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুম তাড়ানোর প্রয়াস পেল। পায়চারি

শুরু করল এরপর, নিচু ও আড়াল আছে এমন জায়গায় থাকল সবসময়।

একটা ঘোড়ার দিকে মনোযোগ চলে গেল ওর, তৃণভূমির ওপাশের বনের কাছে রয়েছে ঘোড়াটা; কান খাড়া ওটার, মাথা তুলে রেখেছে।

চট করে রাইফেল হাতে তুলে নিল নাথান, অপেক্ষায় থাকল। ঘুম উধাও হয়ে গেছে চোখ থেকে, পূর্ণ সচেতন ও এখন...

বনের ভিতরে একটা কিছু বা কেউ আছে!

বনের কিনারা নিরীখ করল নাথান, কিন্তু কিছু চোখে পড়ল না। তারপর পাশ ফিরে তাকাল, চোখের কোণ দিয়ে বন দেখতে পাচ্ছে। কখনও কখনও ক্ষীণ নড়াচড়া চোখের কোণ দিয়েই ভাল দেখা যায়।

দুই মিনিট পেরিয়ে গেল। কোন অস্বাভাবিকতা বা নড়াচড়া দেখতে পেল না। তা হলে গাছের পাতা জ্বলজ্বল করল কেন?

আবার পুরো এলাকা জরিপ করল, বিশেষ করে বনভূমি এবং তৃণভূমির চার কিনারা। কিন্তু এবারও কোন অস্বাভাবিকতা চোখে পড়ল না। অথচ নাথান নিশ্চিত একটা কিছু আছে ওই বনে।

বসে পড়ল ও, পাইনের গুঁড়ির আড়াল থেকে দৃষ্টি রাখল ওপাশের বনে। এক হাঁটু মাটিতে নামিয়ে দিল, রাইফেল থেকে গুলি করতে সুবিধা হবে তা হলে।

মাত্র একটা ঘোড়াকে অস্থির মনে হচ্ছে, বাকিগুলো নিশ্চিন্ত মনে ঘাস খাচ্ছে। গ্রের উপর নজর চালাল নাথান, পিকেট দড়ির শেষ প্রান্তে আছে ওটা, ঘাস খেতে খেতে বনের দিকে ফিরল। কান খাড়া ওটার। অভিজ্ঞতা থেকে নাথান জানে ঘাস টেনে নেওয়ায় ব্যস্ত থাকলেও গ্রে এখন পুরোপুরি সতর্ক, তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে ওই বনে।

ওখানে যে বা যারাই থাকুক, মোক্ষম সময়ের অপেক্ষায় আছে। একসময় ঘোড়া আনতে যেতে হবে নাথানদের। তখনই

সুযোগ পেয়ে যাবে। অন্তত একজনকে ঘায়েল করতে পারবে। কিন্তু অতক্ষণ কি অপেক্ষা করবে?

ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে, যেখানে ঘুমিয়ে আছে মার্টিন আর মেয়েরা, সেদিকে তাকাল ও। কিছু টের পায়নি কেউ। অঘোরে ঘুমাচ্ছে। এদিকেও কোথাও নড়াচড়া নেই।

সবকিছু নিথর, শান্ত ও নীরব।

গাছের পাতায় যেখানে ঔজ্জ্বল্য দেখতে পেয়েছিল, জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখল নাথান। তখনই ছোট্ট একটা নুড়িপাথর বা মাটির ঢেলা গড়িয়ে পড়ল ঝোপের পিছন থেকে। কেউ নড়েছে ওখানে!

আরেকটু হলে গুলি করে ফেলেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে নিবৃত্ত করে নিল। সারা জীবনে টার্গেট দেখা ছাড়া গুলি করেনি, এখন করবে কেন? তা ছাড়া, আদপে জানাই নেই ওখানে আসলে কী আছে। মানুষ বা শত্রু নাও হতে পারে। হয়তো বুনো কোন প্রাণী। ভালুক বা সিংহ হতে পারে। সেক্ষেত্রে, ঘোড়াগুলোর অস্বস্তি বোধ করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। নিরীহ মানুষ দূরে থাক, গোবেচারা কোন পশুকেও বিনা কারণে গুলি করার খায়েশ নেই ওর।

বনের কিনারে যেই থাকুক, নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে। নাথান নিজেও অপেক্ষা করার পক্ষপাতী। এখন যেখানে বা যেভাবে আছে নিশ্চিন্তে পুরো রাত কাটিয়ে দিতে পারে। সমস্যা শুধু একটাই: ঘোড়াগুলোকে আগে-পরে যখনই হোক, সরিয়ে নিতে হবে। সন্ধ্যার পরপরই পানি খাওয়াতে হবে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করল নাথান। গ্রের পিকেট-দড়ি বনের কিনারা থেকে, বিশেষ করে ওই পাইনের কাছ থেকে বড়জোর চল্লিশ গজ দূরে। অ্যানিটার মেয়ারও প্রায় একই দূরত্বে রয়েছে। তবে অন্য ঘোড়া দুটো প্রায় ষাট গজ দূরে, তৃণভূমির এই অংশে চরছে।

ঘোড়া আনার জন্য অ্যানিটা আর মেরিয়নকে পাঠানো যেতে

পারে, যেহেতু ওদের গুলি খাওয়ার সম্ভাবনা বেশ কম। পশ্চিমে মেয়েদের উদ্দেশে গুলি করাকে জঘন্যতম অপরাধ বলে গণ্য করা হয়, উপরন্তু ওরা যদি নিরস্ত্র থাকে…মোটামুটি নিশ্চিত বলা চলে যে অতটা বেপরোয়া এমনকী রেনিগেডরাও হবে না। সম্ভাব্য যা ঘটতে পারে: ওদেরকে বন্দি করার চেষ্টা চালাতে পারে।

আরও একটা সুবিধা পেতে পারে সেক্ষেত্রে। অদৃশ্য শত্রু হয়তো ফাঁদে পড়বে, কারণ সে বা তারা ভাবতে পারে অ্যানিটাদের সঙ্গে কোন পুরুষ নেই।

চিন্তাটা বাতিল করে দিল নাথান। মেয়েদের কাউকে সামান্য হলেও বিপদের মুখে ঠেলে দেওয়ার পক্ষপাতী নয় ও। অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে হবে।

ভিন্ন একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়। সাধারণত কোন ঘোড়া অন্য ঘোড়ার উপস্থিতি টের পেলে হ্রেষাধ্বনি করে স্বাগত জানায় বা আনন্দ প্রকাশ করে। এখানে তা হয়নি। এর তাৎপর্য হতে পারে: হয়তো তৃণভূমির ওপাশে ঘাপটি মেরে থাকা শত্রুর সঙ্গে কোন ঘোড়া নেই, কিংবা থাকলেও অনেক পিছনে রেখে এসেছে।

আর তার সঙ্গে যদি কোন ঘোড়া নাই থাকে, নির্ঘাত একটা দখল করার জন্য বেপরোয়া বা মরিয়া হয়ে উঠতে পারে।

সেক্ষেত্রে, কী ঘটতে পারে? ঘাপটি মেরে থাকা লোকটা বা তারা সবচেয়ে সহজ উপায়ে ঘোড়া পাওয়ার চেষ্টা করবে। সম্ভবত রাতের আঁধারে আসবে ঘোড়া চুরি করার জন্য। তা হলে, অন্ধকার নামার পর নাথানের নিজেরই যেতে হবে ঘোড়া আনতে।

নিশ্চিন্ত মনে এবার মাটির উপর বসে পড়ল ও, দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিল।

ধীরে ধীরে সময় কাটছে। চারপাশ আগের মতই নীরব, শান্ত ও সাড়াহীন। নাথান খেয়াল করল ঘোড়াগুলোও মোটামুটি শান্ত হয়ে এসেছে, মন দিয়েছে ঘাস টেনে নেওয়ায়। তারমানে অদৃশ্য

লোকটা হয় চলে গেছে, কিংবা এখন আর তেমন নড়াচড়া করছে না, যার কারণে ঘোড়াগুলোও অস্বস্তি বোধ করছে না।

রোদ থাকলেও গরম লাগছে না তেমন, বরং ছায়ার কারণে উষ্ণ ও আরামদায়ক একটা অনুভূতি হচ্ছে। ঝিরঝিরে বাতাসও রয়েছে। ঝোপে ঘেরা নিচু জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে ওরা। ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কী যেন বলল মার্টিন, জেগে থাকলে যা সে কখনোই করে না।

একটু একটু করে সময় এগিয়ে চলেছে।

ঢুলতে শুরু করল নাথান। চোখে ঘুম নেমে আসছে। বিশ্রাম নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। কয়েকদিন ধরে ন্যূনতম সময়ও ঘুমাতে পারেনি। তবে সেটা ওর চেয়ে অন্যদেরই বেশি দরকার। বিধ্বস্ত অবস্থার মধ্যেও কিছুটা হলেও সামলে নিয়েছে নাথান, বিশেষ করে দুপুর থেকে যেহেতু বসেই আছে। মাথা ব্যথা নেই এখন, শক্তিশালী সুঠাম দেহ সুষ্ঠুভাবে কাজ করছে।

শেষে, বিকাল নাগাদ আশ্রয়ের কাছে চলে এল ও, অ্যানিটাকে জাগাল। 'পাহারায় থাকতে পারবে? সন্ধ্যা নামার আগেই কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে হবে আমার, নইলে রাতে জেগে থাকতে পারব না।'

চট করে উঠে পড়ল মেয়েটি। ওকে নিয়ে অন্যদের কাছ থেকে দূরে চলে এল নাথান, পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে সর্বক্ষণ ঘোড়ার উপর নজর রাখার পরামর্শ দিল। শেষে কাছাকাছি এক পাইন গাছের নীচে লম্বাটে একটা গর্ত বাছাই করে তাতে লতাপাতা ভরে বিছানা তৈরি করল। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ও। মুঠিতে পিস্তল নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে ঘুমিয়েও পড়ল।

অ্যানিটা যখন ওকে জাগাল বিকাল গড়িয়ে গেছে তখন।

'ন্যাট, আমার মনে হচ্ছে ওদিকে একটা কিছু নড়াচড়া করছে,' শঙ্কিত স্বরে জানাল অ্যানিটা।

চট করে উঠে পড়ল নাথান। দেখল অন্যরাও জেগে গেছে। মাত্র ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েছে, কিন্তু তাতেই সতেজ ও উদ্যমী লাগছে

শরীর।

তৃণভূমির কিনারে চলে এল ও, গাছের আড়াল থেকে নজর চালাল। এখনও পিকেট করা অবস্থায় আছে ঘোড়াগুলো, তবে গ্রে ঘোড়াটা ওপাশের বনভূমির একেবারে কাছে চলে গেছে। আবছা অন্ধকার চারপাশে, কিন্তু দিনের শেষ বেলার আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সবকিছু। পড়ে থাকা নুড়িপাথরের স্তূপে খেলা করছে কয়েকটা মার্মট, এবং তাতে বোঝা যায় আশপাশে অস্বাভাবিকতা নেই বললে চলে—অন্তত নড়াচড়া করছে না কেউ।

'অ্যান,' ফিসফিস করে বলল নাথান। 'গ্রেটাকে নিয়ে আসতে যাচ্ছি আমি। রাইফেল হাতে আমাকে কাভার দেবে তুমি। পারবে না? দারুণ!' অ্যানিটাকে সোৎসাহে সম্মতি দিতে দেখে খেই ধরল ও। 'ওপাশের বন থেকে কেউ যদি বেরিয়ে আসে...নির্দ্বিধায় গুলি কোরো।'

রীজের কিনারা হয়ে সতর্ক পায়ে এগোল নাথান, সারাক্ষণ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের আড়াল ব্যবহার করছে। সময় লাগলেও দুশ্চিন্তা করল না। এখনই অন্ধকার নামবে না, আরও অন্তত বিশ মিনিট আলো থাকবে।

গ্রের কাছাকাছি পৌঁছল ও। জানে এ-মুহূর্তে ওকে আশা করছে ঘোড়াটা, এখন ওটার পানি খাওয়ার সময়। গত কয়েকদিন ধরে কখনও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

মৃদু স্বরে ডাকল নাথান। কণ্ঠ শুনে মাথা তুলে তাকাল গ্রে, তারপর শব্দ শুনে ওর অবস্থান বুঝে নিয়ে ফিরে তাকাল।

তখনই তীক্ষ্ণ শব্দে ওর মুখ থেকে ছয় ইঞ্চি দূরে গাছের গুঁড়ি থেকে খানিকটা বাকল তুলে নিয়ে গেল তপ্ত সীসা। রাইফেলের গর্জনের শব্দ আরও পরে শোনা গেল। দু'বার। একটা আসল শব্দ, অন্যটা প্রতিধ্বনি। বাকলের টুকরো ছিটকে ওর চোখে-মুখে এসে পড়ল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গুলি করল অ্যানিটা।

আবারও প্রতিধ্বনি তৈরি হলো। শব্দের তীক্ষ্ণতা কমতে কমতে একসময় মিলিয়ে গেল। নীরব ও নিঃশব্দ হয়ে গেল চারপাশ। ঘোড়ার স্বাভাবিক নড়াচড়া ছাড়া আর কোন অস্বাভাবিক তৎপরতা নেই। ঘোড়াগুলো সামান্য ভড়কে গেছে গুলির শব্দে।

এপাশে রাইফেলের গর্জনে আগুনের ঝলক দেখার সঙ্গে সঙ্গে গুলি করেছে অ্যানিটা, তবে নাথানের সন্দেহ মেয়েটা হয়তো টার্গেটে লাগাতে পারেনি। এত কম সময়ে, সম্পূর্ণ রিফ্লেক্সবশত লক্ষ্যভেদ করা চাট্টিখানি কথা নয়।

গুলির শব্দ আর পরিস্থিতি বিবেচনা করে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গেল নাথান। অদৃশ্য লোকটা ঘোড়া পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, এবং একাই আছে সে। ঘোড়ার কাছে লোক আসতে দেখে আর দেরি করেনি, তৎক্ষণাৎ গুলি করেছে; হয়তো ঘোড়ার কাছ থেকে ওদেরকে যে-কোন মূল্যে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইছে। সেজন্য তার উপস্থিতি প্রমাণ হয়ে গেলেও ভ্রূক্ষেপ করেনি।

মিনিট কয়েকের মধ্যে অন্ধকার নেমে আসবে। তখন আর ঠিকমত ঠাহর করা যাবে না। ম্লান আলো থাকতে থাকতে প্রতিটি ঘোড়া বা পিকেট-পিনের সঠিক অবস্থান জেনে নেওয়া দরকার।

তৃণভূমির ওপাশের গাছপালা বা ঝোপঝাড় এখন আর নির্দিষ্ট করা যাচ্ছে না, বরং সব মিলিয়ে গাঢ় ও কালো কাঠামো তৈরি করেছে। মাঝখানের এলাকা অস্পষ্ট দেখাচ্ছে। কেউ যদি সন্তর্পণে ঘোড়ার দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়, তাকে দেখতে পাবে না নাথানরা, কিংবা ওদেরও দেখতে পাবে না সে।

ঢালু জমি ধরে নামতে শুরু করল নাথান, হাতে পিস্তল। ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে ঘাসের গালিচার দিকে। কান খাড়া ওর, সামান্যতম শব্দও শুনতে উদ্‌গ্রীব।

গ্রে-কে পেরিয়ে গেল ও, পিকেট পিনের কাছে পৌঁছে ওটা খুলে দিল। পিছিয়ে আবার ঘোড়ার কাছে চলে এল। ফিসফিস করে কথা বলল ওটার সঙ্গে, শেষে মিনিট পূর্ণ হওয়ার আগেই

স্যাডলে চেপে বসল।

স্যাডলের সঙ্গে ঝুঁকে বসল নাথান, তারপর হাঁটুর গুঁতোয় গ্রে-কে আগে বাড়াল। অন্য ঘোড়াগুলোর কাছে পৌঁছতে চাইছে। হেঁটে এগোচ্ছে গ্রে। মাঝে মধ্যে ঘাস টানার শব্দ শুনে ঘোড়ার পুঙ্খানুপুঙ্খ অবস্থান জানার জন্য থামল নাথান।

প্রথম ঘোড়ার কাছে পৌঁছল ও, পিকেট-রোপ মুঠিতে নিয়ে জোরাল টান দিল, পিন খুলে এল মাটি থেকে। এবার দ্বিতীয় ঘোড়ার দিকে হাঁটাল গ্রে-কে।

কাছাকাছি পৌঁছেছে এসময় আচমকা মাটি থেকে উদয় হতে দেখল গাঢ় একটা কাঠামোকে, শোওয়া অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে লোকটা। পরমুহূর্তে ওর উদ্দেশে ঝাঁপ দিল সে, কিন্তু সামান্য আগেই ক্ষীণ নড়াচড়া দেখে নাথান আঁচ করে ফেলেছে কী ঘটতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে স্পার দাবাল।

ঝটিকা লাফ দিয়ে আগে বাড়ল গ্রে। আগের জায়গা থেকে নাথান সরে যাওয়ায় হিসাবে গরমিল হয়ে গেল হামলাকারীর। চট করে নিজেকে সামলে নিল সে, মাটিতে পড়ে গড়ান দিয়ে উঠে পাশ ফিরল। এদিকে নাথানও পাশ ফিরে মুখোমুখি হলো তার।

লোকটার হাতে কী যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। নাথান বুঝল ছুরি।

'টাস্কো, তাই না?' জানতে চাইল নাথান।

'হ্যাঁ,' জবাব এল।

'ভাল চাইলে এখুনি কেটে পড়ো এখান থেকে। পরে কিন্তু বলতে পারবে না তোমাকে সুযোগ দেইনি।'

'একটা ঘোড়া লাগবে আমার, বয়! না হলেই নয়! সত্যি বলতে কী, দুটো ঘোড়া লাগবে।'

'সিয়ক্সদের কাছ থেকে নিতে পারো। চারপাশে যেদিকে যাও, ওদের খুঁজে পাবে।'

'উঁহুঁ, আমি এখান থেকে দুটো নেব বলে ঠিক করেছি,' সহজ

কণ্ঠে বলল টাস্কো ওয়াইল্ড, যেন সত্যি পাওনা আছে সে। 'যদিও কাজটা করতে খারাপ লাগছে, কিন্তু উপায় নেই। জানোই তো, এখানে ঘোড়া ছাড়া চলা কত বিপজ্জনক। ঘোড়ার জন্য পঁচিশ মাইল পথ হেঁটে আর দৌড়ে এসেছি আমি।

'অযথা ঝামেলা কোরো না, নাথান। পিস্তলে তোমাকে নিশানা করে রেখেছি, চাইলে যে-কোন সময়ে খুলি ফুটো করে ফেলতে পারব।'

'কী আশ্চর্য! আমার কথা দেখছি ভুলে বসে আছ সবাই?' অন্ধকার থেকে ভেসে এল অ্যানিটার কণ্ঠ। 'একটা অস্ত্র কিন্তু তোমার বুক বরাবর তাক করে রেখেছি, মি. ওয়াইল্ড। আকাশের বিপরীতে তোমার কাঠামো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

হেসে উঠল ওয়াইল্ড। 'অদ্ভুত ব্যাপার, তাই না, নাথান? ইতিহাস মিথ্যে বলে না, আবারও প্রমাণিত হলো। মেয়েরা যেমন পুরুষদের উন্নতির কারণ হতে পারে, তেমনি সর্বনাশের ষোলোকলাও পূর্ণ করতে পারে। যাক্‌গে, ম্যা'ম, আমার মনে হয় তুমি ধাপ্পা দিচ্ছ। পিস্তলটা দেখালে হয়তো তোমার কথা বিশ্বাস হবে।'

মেজাজ বা বুদ্ধি কোনটাই হারাল না অ্যানিটা। 'তোমার সন্দেহ হচ্ছে? বেশ, বিশ্বাস নাই বা করলে! শিগ্‌গিরই জেনে যাবে ঠিক বলেছি কি-না।'

'একটা পিস্তল কিন্তু আমার হাতেও আছে, টাস্কো,' মৃদু স্বরে বলল নাথান। 'এ-মুহূর্তে ঠিক তোমার বুক বরাবর তাক করা। তোমার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি ওটা আর্মি কোল্ট, পয়েন্ট ফোর-ফোর ক্যালিবার। ভেবো না তুমি একাই গুলি করতে পারবে। পরিস্থিতি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ? এবার পিছু হটো।

'বাড়তি ঘোড়া থাকলে তোমাকে বন্দি করে নিয়ে যেতাম ফোর্টে। এখনও তাই করতে পারি, কিন্তু তা হলে তোমাকে একটা ঘোড়া দিতে হবে, আর আমাদের দু'জনকে ডাবল-রাইড করতে

হবে। পিস্তলটা নেওয়ার ইচ্ছেও বাদ দিতে হচ্ছে, কারণ ইণ্ডিয়ান এলাকায় নিরস্ত্র কাউকে ছেড়ে দিতে চাই না। বুঝতে পারছ তো ভাগ্যটা তোমার কত ভাল? এবার দয়া করে রাস্তা মাপো।

'অ্যানিটা, অন্য ঘোড়া দুটোর পিকেট-পিন খুলে একটায় চড়ে বসো। একসঙ্গে ফিরছি আমরা।'

দ্বিধা করছে অ্যানিটা। 'কিন্তু তা হলে তো ওর দিকে উঁচিয়ে ধরা একটা পিস্তল কমে যাবে। সে হয়তো সুযোগ নিতে উৎসাহ বোধ করবে।'

'উঁহুঁ, নেবে না। ওকে আমার মত হাড়ে হাড়ে আর কেউ চেনে না। বেহুদা ঝুঁকি নেবে না ওয়াইল্ড্। নিজের জয় যেখানে নিশ্চিত, শুধু তখনই পিস্তল ব্যবহার করে। যাক্গে, চাইলে সুযোগ নিতে পারে ও, আমার তাতে আপত্তি নেই।'

এবার উচ্চস্বরে হেসে উঠল টাস্কো ওয়াইল্ড, হাসিতে খাদ নেই। 'সাচ্চা কথা বলেছ, নাথান। আমি সবসময়ই নিশ্চিত জয়ের পক্ষে। অযথা ঝুঁকি নেয় বোকারা। পাল্টা গুলি খেয়ে মরার সম্ভাবনা যদি থাকে, কেন গুলি করতে যাব? পিস্তলে তোমার টিপ কেমন, ভাল করে জানি, তাই আপাতত নিরস্তই থাকব। পরিস্থিতি অনুকূল না-হওয়া পর্যন্ত গুলি করব না। অন্য কোন সময়ে হয়তো ফয়সালা করে নেব। যাক্গে, আমি পিস্তল হোলস্টারে ঢুকিয়ে রেখে পিছিয়ে যাচ্ছি।'

'আমারটা হোলস্টারে ফেরত পাঠাতে পারছি না বলে দুঃখিত। যাক্গে, বিদায়, টাস্কো...আর, গুড লাক। জিনিসটা বিস্তর দরকার হবে তোমার।'

ইতোমধ্যে আবছা অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে নাথানের। দেখল হোলস্টারে পিস্তল ফেরত পাঠিয়েছে ওয়াইল্ড।

'শুনেছি, সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছ, নাথান,' আলাপী সুরে বলল রেনিগেড-নেতা। 'প্যারিস, রোম, চীন...দারুণ সব জায়গা ঘুরেছ। আসলে কেমন ওসব শহর? বড় ইচ্ছে ছিল দুনিয়ার

কয়েকটা বড় শহর ঘুরে দেখব!'

'সত্যি দেখার মত জায়গা, টাস্কো। এবার জবানটা বন্ধ রাখো। কথাবার্তা চালিয়ে আমাকে অসতর্ক করতে পারবে না। কাজ হবে না।'

'দূর, ভুল বুঝছ আমাকে! অমন ইচ্ছে নেই। স্রেফ আফসোস হচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল আমরা একসঙ্গে যেতে পারতাম ওসব জায়গায়। আসলে...ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে থাকা উচিত ছিল আমাদের, দিগ্বিজয়ী মানিকজোড় হতে পারতাম দু'জনে।'

একেবারে মিথ্যে বোধহয় বলছে না লোকটা, অন্তত তাই মনে হলো নাথানের। সারা দুনিয়ায় কঠিন চরিত্রের ওই লোকটার যদি কারও প্রতি সামান্য টান থেকে থাকে, তো সেই লোক ও নিজে। উল্লেখযোগ্য কোন দুর্বলতা নয়, কিন্তু ওয়াইল্ডের চরিত্র বিবেচনায় ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ বটে।

তবে লোকটার অস্থির মনোভাব সম্পর্কেও সচেতন নাথান। মতির কোন ঠিক থাকে না, মুহূর্তে চোখ উল্টে ফেলতে পারঙ্গম। যাকে বুকে টেনে নিয়েছে একবার তার দিকে পিঠ দেওয়া তো অতি স্বাভাবিক, এমনকী চোখের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতেও তাকে খুন করতে পারে। জাত গোক্ষুর!

ঘোড়াকে কয়েক কদম পিছিয়ে নিল নাথান।

ওয়াইল্ড কি সত্যি একা এসেছে, নাকি বনের ভিতরে লুকিয়ে আছে ওর কোন সঙ্গী? চমক হিসাবে রেখে দিয়েছে? বলা মুশকিল। বিশেষ করে লোকটা যেহেতু টাস্কো ওয়াইল্ড। এত ধুরন্ধর মানুষ জীবনে কমই দেখেছে নাথান। যে-কোন মুহূর্তে নিজ স্বার্থে হীন কূটকৌশল প্রয়োগ করতে পারে—ওয়াইল্ড সম্পর্কে এ-কথাটাই বেশি প্রচলিত। বিবেকের সামান্য তাড়নাও বোধ করে না।

আগে ভেবেছিল রাতটা এখানে কাটিয়ে দেবে, কিন্তু ওয়াইল্ড যেহেতু ওদের খুঁজে বের করে ফেলেছে, এখন আর কোনভাবেই

এখানে থাকা চলবে না। যত শিগ্গির সম্ভব যাত্রা করতে চায় নাথান। যেভাবে হোক, লোকটাকে খসিয়ে দিয়ে দ্রুত চলে যেতে হবে এখান থেকে।

কান খাড়া রাখল ও, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে আউটলর দিকে। ঘোড়াকে সামান্য পাশ ফেরাল।

'নাথান, একটা ঘোড়া দিয়ে যাও আমাকে। সত্যি বলছি, বড্ড বিপদে আছি।'

'বলেছি তো, চারজন মানুষের জন্য চারটা ঘোড়া আছে আমাদের। তোমাকে দেওয়ার উপায় নেই। তুমি বরং ইণ্ডিয়ানদের ডেরায় গিয়ে চেষ্টা করো। বিদায়, টাস্কো।'

ঘোড়াকে ঘুরিয়ে ছুটিয়ে দিল নাথান, আঁকাবাঁকা পথে চলছে। লক্ষ্য এপাশের বনভূমি।

যেখানে আশ্রয় নিয়েছিল, সেখানে পৌঁছে পিছন ফিরে তাকাল ও, দেখল এখনও আগের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে ওয়াইল্ড?

কী করবে লোকটা? ইণ্ডিয়ান এলাকায় ঘোড়া ছাড়া টিকে থাকা খুবই কঠিন। এমনকী টাস্কো ওয়াইল্ডের মত দুর্ধর্ষ লোকও টিকে থাকতে হিমশিম খাবে, বিশেষ করে আশপাশে যেহেতু ইণ্ডিয়ান গ্রাম রয়েছে। চলার পথে যে-কোন সময়ে ওঅর পার্টির সামনে পড়ে যেতে পারে।

ঘোড়া না-পাওয়া মানে সোনাও সরাতে পারবে না সে, ভাবছে নাথান, যদি এখনও ওগুলো ওয়াইল্ডের সঙ্গে থেকে থাকে।

এমনকী পাহাড় থেকেও বেরোতে পারবে না সে, বিশেষ করে যদি অরিগন ট্রেইলে যেতে চায়। উইণ্ড রীভার এলাকায় যতদিন থাকবে, পানির অভাব হবে না, বন থেকে খাবার সংগ্রহ করতে পারবে—অন্তত খিদেয় কষ্ট পেতে হবে না। দিব্যি বেঁচে থাকবে, যদি না ইণ্ডিয়ানদের সামনে পড়ে যায়। কিন্তু ঘোড়া ছাড়া সাউথ পাস ছাড়া অন্য কোথাও যেতে পারবে না।

পুবদিকে বিগ হর্নে গেলে এরচেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পড়ে

যাবে নির্ঘাত, যেহেতু এলাকাটায় সিয়ক্সদের রাজত্ব। পশ্চিম আর দক্ষিণে খোলা এলাকা, বেশিরভাগ জায়গায় পানির উৎস নেই, এবং লুকিয়ে থাকার মত তেমন আড়ালও নেই। পায়ে হেঁটে যাওয়া সম্ভব নয়।

সেক্ষেত্রে, কী করতে পারে সে? একটাই উপায়, ওদের পিছু নেবে। এ ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই ওয়াইল্ডের সামনে। ওদের অনুসরণ করতে হবে এবং সুযোগ পেলে ঘোড়া দখল করে নিতে হবে।

নাথানদের পিছু নিয়ে সাউথ পাসের দিকে এগোবে ওয়াইল্ড, বসতিতে পৌঁছানোর আগেই একটা ঘোড়া চুরি করবে; কিন্তু ওদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে না-পারলে সাউথ পাস থেকে চুরি করবে। ওয়াইল্ড নাছোড়বান্দা টাইপের মানুষ। শত বাধা বা বিপত্তির মধ্যেও হাল ছাড়তে জানে না। আইনের বিপরীত দিকে হাঁটতে না-শিখলে দেশের জন্য সম্পদ হতে পারত, কিন্তু স্বেচ্ছায় ওই পথ বেছে নিয়েছে। আইনের উল্টোদিকে রাস্তা একটাই, যার শেষে রয়েছে বেঘোরে মৃত্যু।

ক্যাম্পে ঢুকল নাথান। খেয়াল করল উঠে দাঁড়িয়েছে মার্টিন। বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তাকে। দেখেই বোঝা যায় রাইডের ধকল সামলাতে পারবে না। কিন্তু উপায়ও নেই। এখানে থাকা ঠিক হবে না এখন, বিশেষ করে আশপাশে টাস্কো ওয়াইল্ডের উপস্থিতিতে। একটা-দুটো ঘোড়া দখলের জন্য নিঃসঙ্কোচে খুন করবে সে। যত সময় যাবে ততই বেপরোয়া ও নৃশংস হয়ে উঠবে।

তা ছাড়া, যত আগে সাউথ পাসে পৌঁছতে পারবে, তত আগে চিকিৎসা পাবে মার্টিন। শরীরে কুৎসিত একটা ক্ষত নিয়ে পাহাড়ে থেকে যাওয়ার কোন মানে নেই।

অ্যানিটা স্যাডল ছাড়েনি। এদিকে নিজস্ব টুকিটাকি জিনিস গুছিয়ে নিচ্ছে মেরিয়ন।

'নাথান, আমরা কী করব?' জানতে চাইল মিসেস ক্রকেট।

মহিলার দিকে ফিরল নাথান। আবছা অন্ধকারে কোনরকমে মেরিয়নের মুখটা ঠাহর করতে পারছে। গাছপালার কারণে এখানে গাঢ় অন্ধকার নেমে এসেছে। 'এগিয়ে যাব আমরা,' জবাব দিল ও। 'এখন এটাই একমাত্র উপায়। যেভাবে হোক সাউথ পাসে পৌঁছতে হবে।'

গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে নীচে নেমে আসা চাঁদের আলো পড়েছে এমন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে মার্টিন, বরাবরের মত নিস্পৃহ তার মুখ।

'রাইড করতে পারবে তো, মার্টিন?' জানতে চাইল নাথান।

'নিশ্চিন্ত থাকো। একেবারে সাউথ পাস পর্যন্ত পৌঁছে যাব।'

সবাই স্যাডলে চাপতে পথ দেখাল নাথান। খোলা জায়গার কিনারে এসে সামান্য ইতস্তত করল, কে জানে কোথায় ঘাপটি মেরে রয়েছে ওয়াইল্ড, শেষে গতি বাড়িয়ে দিল। পিস্তল হাতে তৈরি থাকল সর্বক্ষণ। দেখা যাক, এত কিছু বলার পরও যদি সে বেপরোয়া হয়ে ওঠে, এবার আর ছাড় দেবে না, সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাথান। পুরানো সম্পর্কের জের ধরে ঢের খাতির দেখানো হয়েছে।

রূপালি আকাশের বিপরীতে চৌকো আকৃতির বিশাল পাথরের দিকে ইশারা করল ও। 'ওদিকে যেতে হবে আমাদের। পাথরটার দিকে খেয়াল রেখো। কাছাকাছি গিয়ে, পাথরের সামান্য পুব দিক দিয়ে পার হব আমরা।'

তৃণভূমি ধরে দুলকি চালে ঘোড়া ছোটাল ওরা, তারপর পাথুরে জমি শুরু হতে গতি কমাল।

একটু পিছিয়ে এল নাথান, অ্যানিটাকে আগে যেতে দিল। ওর ধারণা এখানে বিপদ এলে পিছন থেকে আসবে। বিশেষ করে টাস্কো ওয়াইল্ডকে যেহেতু পিছনে ফেলে এসেছে। অন্যরা ওকে পেরিয়ে যাওয়ার পরও ট্রেইলের পাশে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে রাখল ও, কান পেতে শব্দ শুনল। তিন সঙ্গীর ঘোড়ার খুরের শব্দ মিলিয়ে

গেল একসময়। একেবারে নীরব হয়ে গেল প্রকৃতি। অস্বাভাবিক কোন শব্দ কানে আসছে না। শুধু পাহাড়ী উপত্যকায় দামাল বাতাস বয়ে যাওয়ার শব্দ।

ঘুরে সঙ্গীদের যাত্রা পথে এগোল নাথান।

কিন্তু কিছুদূর এগোনোর পর আবার রাশ টানল ঘোড়ার। মন খুঁতখুঁত করছে। অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি হচ্ছে, কেবলই মনে হচ্ছে কেউ যেন নজর রাখছে ওর উপর, আড়াল থেকে ওর সব কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছে; তার বা তাদের উপস্থিতি টের না-পেলেও ঠিকই পিছু পিছু আসছে। নাথান জানে এর বিপরীতে ওর প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক নয়, এবং ব্যাপারটা উদ্বিগ্ন করে তুলছে ওকে। ফের গভীর মনোযোগে কান পাতল, কিন্তু কিছু শুনতে পেল না।

সামনে কোথাও রক ক্রীক, কাছাকাছি হওয়ার কথা। ওটা ছাড়িয়ে গেলে উইলো ক্রীক পড়বে, এবং উইলো ক্রীকের পাড় বা কিনারা ধরে এগোলে সবচেয়ে কাছাকাছি বসতি অর্থাৎ সাউথ পাসে পৌঁছে যাবে।

তবে এর সবই শোনা কথা, কখনও উইলো ক্রীকের কাছে যায়নি নাথান, অনুসরণ করা তো পরের কথা; তাই জানে না পথে কী ধরনের সমস্যার মুখোমুখি পড়তে পারে। পাথর ধস বা বনে ঝড়ের তাণ্ডবে ট্রেইল বন্ধ হয়ে থাকতে পারে, তা হলে ঘুরপথে এগোতে হবে।

সঙ্গীদের ধরে ফেলল নাথান। খেয়াল করল ইতস্ততভাবে বেড়ে ওঠা বনভূমি ধরে এগোচ্ছিল ওরা, সন্দিগ্ধ মনে, বুঝতে পারছিল না ঠিক পথে যাচ্ছে কি-না। কয়েক মানুষ সমান উঁচু গাছ দৃষ্টিপথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাই চৌকো পাথর, যেটাকে গাইড হিসাবে ধরে নিয়েছিল, ওটাকে খুব কমই দেখা যাচ্ছে।

হালকা চালে এগিয়ে চলল ওরা। একবার নিজের অজান্তে স্যাডলে বসেই ঢুলতে শুরু করল নাথান, চারপাশে অস্বাভাবিক

নীরবতা নেমে আসতে চমকে সচেতন হলো। দেখল সব ঘোড়া এক জায়গায় জমায়েত হয়েছে, আর ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অ্যানিটা।

'ন্যাট, সামনে কেউ বা কিছু একটা আছে!' উদ্বিগ্ন স্বরে বলল মেয়েটি। 'বুঝতে পারছি না ওটা কী।'

গাছপালার ফাঁকফোকর গলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল নাথান। আগুনের আভা দেখতে পেল? কেউ আগুন জ্বালিয়েছে? দেখে মনে হয়েছে নিভন্ত আগুন, চট করে নিস্তেজ হয়ে এসেছে। কান পাতল ও, কিন্তু কোন শব্দ শুনতে পেল না।

'তোমরা এখানেই থাকো, আমি সামনের দিক স্কাউট করে আসছি,' দ্রুত সিদ্ধান্ত নিল ও। 'যদি কোন ঝামেলা হয়, আমার কথা ভাবতে যেয়ো না, দেরি না-করে সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে চলে যেয়ো। যত দ্রুত সম্ভব ঘোড়া ছোটাবে।'

ঘুম বা তন্দ্রালু ভাবটা উধাও হয়ে গেছে, পূর্ণ সচেতন এখন নাথান। স্যাডলে বসেই দিব্যি ঘুমিয়ে পড়েছিল, টের পায়নি কতটা পথ এল। কতদূর এসেছে যাত্রা করার পর? চারপাশে তাকাল ও, কিন্তু চৌকো পাথরটা চোখে পড়ল না।

বনভূমি জুড়ে আলো-ছায়ার কারসাজি। গাছের ফাঁকফোকর দিয়ে চাঁদের ম্লান আলো এসে পড়েছে মাটিতে। পাহাড় থেকে ধেয়ে আসছে ঝিরঝিরে বাতাস। পরিবেশটা উপভোগ্য, কিন্তু মনে দুশ্চিন্তা বলে উপভোগ করতে পারছে না, ফুরসতও নেই। যত দ্রুত সম্ভব সাউথ পাসে পৌঁছতে হবে।

আশপাশে কোন জলাশয় বা ক্রীক চোখে পড়ছে না, বনও পেরোয়নি। উইলো ক্রীক পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনি। তারমানে বেশিক্ষণ ঘুমায়নি। হয়তো কয়েক মিনিট।

যাত্রা করার পর বোধহয় তিন-চার মাইল এসেছে। অনির্দিষ্ট ট্রেইল ধরে এগিয়েছে ওরা, আসলে বনের মাঝখান দিয়ে চলেছে, তাই জানে না ঠিক কতটা পথ পাড়ি দিয়েছে। চারপাশে তাকাতে

চৌকো পাথরটা দেখতে পেল, প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ছে ওদের উপর। কয়েকশো গজ সামনে ওটার অবস্থান।

রাইফেল হাতে নিঃশব্দে এগোল নাথান। মনের উদ্বেগ চেপে বসেছে শরীরে, ইন্দ্রিয়গুলোকে কিছুটা হলেও মন্থর ও দুর্বল করে তুলেছে। কয়েকদিনের টানা ধকল, অনাহার এবং অবিশ্রাম এর কারণ।

অন্ধকার থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠ। 'বেশ, সোলজার বয়, অনেক এগিয়েছ। এবার থামো। যেখানে আছ, ঠিক সেখানে থেমে যাও। একটুও এগোবে না!'

ঘোড়ার রাশ টানল নাথান, সামান্য থমকে গেছে। বক্তাকে দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু কণ্ঠ শুনে অনুমান করেছে সামনে গাছের আড়ালে রয়েছে লোকটা। গাছের গোড়ায় গুচ্ছাকারে বেড়ে ওঠা গুল্মের কারণে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অবশ্য যা অন্ধকার, গুল্মের ঝোপ না-থাকলেও দেখা যেত না তাকে।

পিছনে আরেকজনের কণ্ঠ শোনা গেল। 'মেয়েরাও আছে ওর সঙ্গে, রস!' লোকটার কণ্ঠে উল্লাস। 'আর ওদের সঙ্গে আমাদের মার্টিন আছে।'

'নিয়ে এসো সবাইকে,' নির্দেশ দিল রস হেরল্ড, বোঝা যায় সে-ই কর্তৃত্ব করছে এখানে। 'মার্টিনকেও বাদ দিয়ো না। ওকে দেখে সত্যি ভাল লাগবে আমার! তবে ওর নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না!'

মনে মনে খিস্তি করল নাথান ডুনাওয়ে। ফাঁদে পড়েছে! মাত্র কয়েক মাইল দূরে সাউথ পাস, সাহায্য পাওয়া যেখানে সময়ের ব্যাপার ছিল, এ অবস্থায় কিনা আপসে শত্রুদের হাতে এসে ধরা দিয়েছে! হেঁটে হেঁটে বাঘের খাঁচায় গিয়ে ঢুকল?

কাউকে দেখতে পাচ্ছে না নাথান, তাই গুলি করা হঠকারী হবে। তা ছাড়া, ওর মনে হচ্ছে ওর কাঠামো ঠিকই ফুটে উঠেছে শত্রুদের কাছে, একেবারে মোক্ষম টার্গেট হিসাবে।

'এই, কয়েকটা ডাল দিয়ে আগুনটা চাঙা করো তো!' অন্য একজন হাঁক ছাড়ল। 'দেখা যাক, কত বড় *মাছ* ধরতে পেরেছি আমরা!'

একুশ

স্যাডলে টানটান হয়ে গেছে নাথান ডুনাওয়ের দেহ, বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে মুহূর্তে সমস্ত ক্লান্তি, অবসাদ আর নিস্পৃহতা উধাও হয়ে গেছে। চট করে একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়। সন্তর্পণে স্টিরাপ থেকে পা খুলে নিল ও। আড়চোখে দেখতে পেল চারপাশে ঝোপঝাড় আর লতাগুল্মের ঘাটতি নেই।

আগুনে কাঠ যোগ করেছে রেনিগেডদের কেউ, ধপ করে জ্বলে উঠল অনুজ্জ্বল ও নিস্তেজ শিখা, চারপাশে বিশ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে বৃত্তাকার জায়গা আলোকিত হয়ে উঠল।

সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে নাথান। আগুন জ্বলে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্যাডল থেকে ঝোপের উদ্দেশে ঝাঁপ দিল। অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্য আড়াল পেয়ে গেছে।

'জেমস! ব্যাটাকে পাকড়াও করো!' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল রস হেরল্ড। 'হারামী লেফটেন্যান্টটা ঝোপের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। যেভাবে হোক ওকে ধরো। দেখা মাত্র গুলি করবে, দয়া-মায়া দেখানোর দরকার নেই।'

চারপাশ থেকে ঝোপের দিকে ছুটে আসছে অন্তত এক ডজন লোক, ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। ঝোপে আছড়ে পড়ার সময় হালকা ব্যথা পেয়েছে নাথান, কিন্তু ওসব ভ্রূক্ষেপ করার সময় নেই। দেহ

গড়িয়ে দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল ও, জানে যে-কোন মুহূর্তে এলোপাতাড়ি গুলি শুরু করবে লোকগুলো। এর যে-কোন একটা লাগলে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। ওকে যে আর বাঁচিয়ে রাখবে না কিংবা খাতির করবে না, সেটা স্পষ্ট হয়ে গেছে। আগেরবার দেরি করে ভুল করেছে, এবার শুধরে নেবে।

এখনও গুলি করেনি স্রেফ ওর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেনি বলে। তা ছাড়া, চারদিক থেকে ঘিরে আছে ওরা, টার্গেট না-দেখে নির্বিচারে গুলি করতে গেলে ক্রসফায়ারে নিজেদেরই হতাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে একবার ওকে স্পট করতে পারলে পরিস্থিতি মুহূর্তে পাল্টে যাবে।

আসলে ক'জন এরা? গুহায় যখন বন্দি হয়েছিল, তখনকার চেয়ে যে লোক বেশি তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্পষ্টত, হেরল্ডের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া রেনিগেডরা, সম্ভবত তাকেই পরবর্তী নেতা ঠাউরে বসে আছে। অন্তত, আপাতত মেনে নিয়েছে।

এক ডজনের চেয়ে বেশিই হবে। চারপাশ থেকে ওকে ঘিরে রেখেছে ওরা। আসল সংখ্যা অনুমান করা মুশকিল। তা ছাড়া, সেই সময়ও নেই। আগে তো জান বাঁচাবে!

আচমকা গর্জে উঠল একটা পিস্তল। বাম দিকে, প্রায় বিশ গজ দূরে। পরমুহূর্তে আর্তচিৎকার করে উঠল একজন।

যে-ই গুলি করে থাকুক, আলোর বৃত্তের বাইরে আছে এবং অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে নাথানদের সঙ্গে রেনিগেডদের লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে। নাথান নিশ্চিত ওর সঙ্গীদের কেউ নয়, কারণ এখনও এতদূর আসতে পারেনি মার্টিনরা, স্কাউট করতে এগিয়ে আসার আগে তাদেরকে একই জায়গায় থাকার নির্দেশ দিয়েছে।

উপকারী লোকটা কে?

ঘটনায় নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে গেল কিছুক্ষণ পর আরও এক রেনিগেড পটল তুলতে। এবারও অন্ধকার থেকে ভেসে এসেছে

গুলি, শুধু কমলা আগুন ওগরাতে দেখেছে কেউ কেউ। নাথানকে নিয়ে ব্যস্ত রেনিগেডরা বাড়তি দায়িত্ব হিসাবে অদৃশ্য লোকটার দিকেও মনোযোগ দিতে বাধ্য হলো।

দ্বিতীয় গুলির পর নীরবতা নেমে এল চারপাশে। কেউ নড়ছে না এখন, যে যেখানে ছিল ঠায় পড়ে আছে। জানে মৃত্যুভয় ঢুকে গেছে ওদের, নড়লেই যদি অদৃশ্য ঘাতক বা নাথানের বুলেট ছুটে আসে! পরিস্থিতি এমন যে নিজেদের গুলিতেও পটল তোলার সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ কারও সঙ্গে কারও যোগাযোগ নেই, সঠিক অবস্থানও জানে না।

অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেনিগেডরা। আগে তো বুঝুক আসলে কী ঘটছে।

'লোকটা যেই হোক, একজনই,' অনেকক্ষণ পর নীরবতা ভেঙে গেল রস হেরল্ডের গম্ভীর, চড়া কণ্ঠে। 'সংখ্যায় আমরা অনেক বেশি। এক কাজ করো, বয়েজ, মেয়েদের নিয়ে এসো। তারপর ব্যাটাকে সবাই মিলে শিকার করব।'

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুমানের উপর নির্ভর করে গুলি করল নাথান। এক ইঞ্চি ব্যবধানে পরপর দুটো গুলি পাঠিয়ে দিয়েছে। এবং শেষবার ট্রিগার টানার সময় শরীর গড়িয়ে দিল, জানে ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে। চট করে কয়েক গজ দূরে এসে এক হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল। হাতে পিস্তল তৈরি।

দেখল এইমাত্র যেখানে ছিল, বিভিন্ন দিক থেকে ঝোপের দিকে ধেয়ে এল অসংখ্য গুলি। নিজেদের অবস্থান ফাঁস হয়ে যাওয়ার পরোয়া করেনি রেনিগেডরা, মনে করেছে নাথানকে ফেলে দেওয়ার এটাই মোক্ষম সুযোগ।

ভয় আর শঙ্কা ক্লান্তি তাড়িয়ে দিয়েছে শরীর থেকে। উদ্বেগ বোধ করছে ও, বিশেষ করে সঙ্গীদের ব্যাপারে। তবে অস্থির বা অধীর হয়নি, জানে আগে বর্তমান বিপদ উতরে যেতে হবে, নইলে ওদের সাহায্য করতে পারবে না। অদৃশ্য লোকটা কিছুটা

হলেও পরিস্থিতির মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, নইলে এতক্ষণে সবাই মিলে হয়তো শিকার করে ফেলত ওকে।

স্পষ্টত দু'জন লোককে সামাল দিতে হবে রেনিগেডদের, এবং দু'জনেই অদৃশ্য। আগুনটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছে আবার, কাঠ যোগ করার সাহস হচ্ছে না কারও। নড়তে গিয়ে গুলি খাবে নাকি? বরং অন্ধকার থাকলেই ভাল বোধহয়।

চাঁদের ম্লান আলো মাটিতে নেমে এসেছে গাছের পাতার ফাঁক গলে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা আকৃতির আলো লুকোচুরি খেলছে মাটির বুকে; ঝিরঝিরে বাতাসে পাতার নড়াচড়ার সঙ্গে আলোর বৃত্তও নাচছে। অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য!

'দারুণ দেখিয়েছ, নাথান!' অকৃত্রিম প্রশংসা ঝরে পড়ল তার কণ্ঠে, লোকটা চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট দূরে রয়েছে বলে মনে হলো। 'আহ্, আবারও তুমি আর আমি! ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। দু'জনে মিলে অসাধ্য সাধন করেছিলাম! আমার তো মনে হয় এবারও ওদের কচুকাটা করে ফেলতে পারব।'

'টাস্কো!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল একজন। 'কী ভীমরতিতে ধরেছে তোমাকে! আশ্চর্য, আমার দিকে গুলি করছ! হয়েছে কী তোমার?'

গমগম করে উঠল টাস্কো ওয়াইল্ডের কণ্ঠ, অদ্ভুত স্বস্তি আর সন্তুষ্টি তার কণ্ঠে; শুনে মনে হলো যেন প্রকাণ্ড পাথুরে দেয়ালের সামনে কথা বলছে এবং সেটা প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসছে।

'আচ্ছা, তোমরা কি আমাকে চেনো না? জানোই তো, জবর লড়াই খুব পছন্দ করি। বিশেষ করে বিরূপ পরিস্থিতি থাকার পরও যদি জিততে পারি! সংখ্যায় অনেক আছ তোমরা, কিন্তু এখন পরিস্থিতি আমার অনুকূলে। নাথানকে চেপে ধরেছ বটে, কিন্তু সুবিধা করতে পারবে না। সহজে দমার পাত্র নয় সে। হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেবে মজা! আর ওই মেয়েদের আশাও ছেড়ে দিতে হবে তোমাদের, কারণ তোমরা ওদের উপযুক্ত নও। আমি হলে

হতে পারি, কিন্তু তোমরা নও।'

নীরব হয়ে গেল চারপাশ। কেউ কিছু বলছে না। রেনিগেডরা কী ভাবছে, অনুমান করতে পারল নাথান। ওয়াইল্ড আর ওর মাঝে ক্রসফায়ারের মধ্যে পড়ে গেছে, যদিও সংখ্যায় বেশি কিন্তু তারপরও কচুকাটা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তা ছাড়া, যে কোন মুহূর্তে মার্টিন বা মেয়েরা এখানে এসে যোগ দিতে পারে।

অতি সন্তর্পণে এগোতে শুরু করল নাথান, আড়াল ব্যবহার করে ক্রমে শত্রুদের কাছাকাছি চলে যেতে চাইছে। আগুন আরও নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে। এখন চাঁদের সামান্য আলোও উজ্জ্বল মনে হচ্ছে।

এদিকে পিছনের ট্রেইলে স্যাডলে রয়ে গেছে মার্টিন, কিন্তু মেয়েরা সুযোগ পেয়ে নিঃশব্দে স্যাডল ছেড়ে সরে পড়েছে ঝোপের আড়ালে। দোআঁশলা উপুড় হয়ে পড়ে আছে স্যাডলে। আদৌ সচেতন কি-না বোঝা যাচ্ছে না।

নীরবতা অস্বস্তির চাদরের মত ভারী হয়ে চেপে বসেছে সর্বত্র। ঠায় পড়ে আছে সবাই, প্রতিপক্ষের পরবর্তী পদক্ষেপ বা তৎপরতা আঁচ করার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত। অপেক্ষায় আছে শত্রু আগে চাল দেবে, সেটা দেখে নিজে সক্রিয় হবে।

মাটি কামড়ে পড়ে আছে নাথান। টের পেল ওর বাম হাতের উপর দিয়ে চলে গেল একটা গুবরে পোকা, শিরশিরে অনুভূতি ছড়িয়ে দিল সারা দেহে...গালে হিমেল স্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে হালকা বাতাস।

ফাঁপরে পড়ে গেছে আউটলরা। একে টাস্কো ওয়াইল্ডের অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি, তায় *নিশ্চিত শিকার* নাথান হাতছাড়া হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, সংখ্যায় কয়েক গুণ বেশি থাকা সত্ত্বেও প্রায় কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ওরা। সামান্য বেতাল হলে কচুকাটা হয়ে যাবে নাথান আর ওয়াইল্ডের গুলিতে। সবচেয়ে বড় কথা, টাস্কো ওয়াইল্ডের সামর্থ্য সম্পর্কে জানে ওরা, জানে কতটা ভয়ঙ্কর হয়ে

উঠতে পারে সে।

একইসঙ্গে নেতার বাগড়া দেওয়াটাও পছন্দ করতে পারছে না।

'সোনা কোথায়, টাস্কো?' জানতে চাইল এক রেনিগেড। 'তোমার কাছে নাকি?'

উত্তরে খরখরে স্বরে রহস্যময় হাসি হাসল ওয়াইল্ড, তাতে আরও খেপে গেল রেনিগেডরা। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল ছয়-সাতটা পিস্তল, শব্দ শুনে আন্দাজের উপর গুলি চালিয়েছে।

উত্তরে ফের একইভাবে হেসে উঠল আউটল-নেতা।

ঘাসের উপর দিয়ে বুকে হেঁটে, ছেঁচড়ে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে চলেছে নাথান। নিতান্ত সতর্ক ও, সামান্য শব্দও যাতে না-হয়। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে মার্টিনদের অবস্থানের দিকে। খুব বেশি দূরে নেই ওরা।

অ্যানিটা আর মেরিয়নের বিপদ হয়নি তো?

রস হেরল্ড বলছিল মেয়েদের নিয়ে আসতে, তারমানে কি অ্যানিটারা বন্দি হয়েছে? না ধাপ্পা মেরেছে লোকটা? এখানে এই গণ্ডগোলের ফাঁকে যদি বুদ্ধি করে সরে পড়তে পারে অ্যানিটারা, তা হলে হয়তো ফাঁকি দিতে পারবে রেনিগেডদের, বিশেষ করে এরা যেহেতু নাথান আর ওয়াইল্ডকে নিয়ে ব্যস্ত মেয়েদের কব্জা করার আগে বরং নাথান আর ওয়াইল্ডকে শায়েস্তা করতে হবে তাদের।

থেমে কান পাতল নাথান, অস্বাভাবিক কিছু শুনতে না-পেয়ে আবার আগে বাড়ল।

আচমকা বেশ কয়েকজন লোক চড়াও হলো ওর উপর। এরা কোত্থেকে বা কীভাবে এল বুঝতেই পারেনি। ঝোপের পিছন থেকে বেরিয়ে এসে ছুটল ওর দিকে। শুধু দেখতে পেল কয়েকটা চলন্ত ছায়া। ব্যস, পরমুহূর্তে ওর গায়ের উপর এসে পড়ল সবাই।

গড়ান দিয়ে চিৎ হলো নাথান, পড়িমরি করে ওঠার আগে

রাইফেল থেকে গুলি করে ফেলে দিল একজনকে। বুক খামচে ধরে পড়ে গেল লোকটা। ফলাফল দেখার ফুরসত নেই নাথানের, অন্যদের দিকে পাল্টা ছুটে গেল। ডাইভ দিয়ে পড়ল ওদের পায়ের উপর।

সবচেয়ে কাছের লোকটার হাঁটুর নীচে সজোরে লাথি হাঁকাল ও। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল সে, তারপর মুখ থুবড়ে পড়ল মাটিতে। প্রায় নাথানের গায়ের উপর পড়ল সে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে গড়ান দিয়ে সরে গেল নাথান, এবং ঝটিতি উঠে বসল।

দু'হাতে চেপে ধরেছে হেনরিটা। সবচেয়ে কাছের লোকটার মুখে নির্দয়ভাবে রাইফেলের কুঁদো চালাল ও; আঁক করে বিজাতীয় একটা শব্দ করল রেনিগেড, থমকে গেল। ততক্ষণে আরেকজনের পাঁজরে ব্যারেল দিয়ে সর্বশক্তিতে আঘাত করেছে নাথান।

অন্যরা সতর্ক হয়ে গেছে, সাঁড়াশি হামলার মত চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল ওকে। কিন্তু এমন লড়াই বরাবর উপভোগ করে নাথান, বুনো এক ধরনের আনন্দ অনুভব করছে, সারা শরীর শিহরিত হলো চ্যালেঞ্জের নেশায়। এ-ধরনের লড়াইয়ের প্রশিক্ষণ নিয়েছে, নিয়মিত অনুশীলনও করেছে; অনেকদিন পর ঝালিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেয়ে রোমাঞ্চিত।

ফরেন লীযনে লড়াইয়ের বিশেষ একটা রীতি আছে। শত্রুকে কাছে আসতে দেওয়া হয়, দু'চার হাত দূরে থাকে তারা। আর এ ধরনের নিকট দূরত্বের লড়াইয়ে রাইফেল বাঁটের চেয়ে কার্যকরী অস্ত্র আর হতে পারে না, বিশেষ করে সেটা ব্যবহার করার অভিজ্ঞতা যদি থাকে।

সহসা লাফ দিয়ে সামনে বাড়ল একজন, রাইফেলের বাঁট দিয়ে আঘাত করে তাকে জায়গায় জমিয়ে দিল নাথান। রাইফেল যেভাবে চালিয়েছে, নিজের দিকে ফেরত আনার সময় ব্যারেল দিয়ে অন্য একজনের পেটে প্রচণ্ড গুঁতো দিল ও, তারপর কুঁদো দিয়ে তৃতীয়জনের থুতনির হাড়ে চিড় ধরিয়ে দিল।

এভাবে আক্রান্ত হবে আশা করেনি ওরা; অভিজ্ঞতাও নেই কারও। বুনো উন্মাদনা, ক্রুদ্ধ আক্রোশ আর রাগ তাড়া করছে নাথানকে, কারও প্রতি দয়া দেখানোর মানসিকতা নেই, এ-মুহূর্তে পুরোপুরি পেশাদার। মরিয়া হয়ে ওঠা দক্ষ একজন লড়াকু লোক কতটা নিষ্ঠুর হতে পারে তার নমুনা পরের কয়েক মুহূর্তে হাড়ে হাড়ে টের পেল রেনিগেডরা।

নির্বিচারে মারতে থাকল নাথান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাথা আর বুক নিশানা করছে। রাইফেলের আঘাতের বিচিত্র শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে ওদের যন্ত্রণাকাতর তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। চোখ ঝলসানো ক্ষিপ্রতায় আঘাত করছে নাথান, অবিশ্বাস্য দ্রুত ওর নড়াচড়া, আগে থেকে ঠাহর করার উপায় নেই কখন কাকে মারবে। একই আঘাতে, কব্জির মোচড় তুলে কোন কোন সময় দু'জনকে ঘায়েল করে ফেলছে।

এদিকে নিজেদের গায়ে গুলি লাগার ভয়ে পিস্তলও ব্যবহার করতে পারছে না অসহায় রেনিগেডরা।

হঠাৎ সুযোগ এসে গেল। রাইফেল ঘুরিরে শরীরের সঙ্গে নব্বই ডিগ্রি কোণে সেট করল, তারপর কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টেনে দিল নাথান। মাত্র ছয় ইঞ্চি রেঞ্জ। দশমণী বস্তার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে যেন, পিছনে হেলে পড়ল লোকটার দেহ, বুটের আগায় খাড়া থাকল কয়েক সেকেণ্ড, শেষে দড়াম করে আছড়ে পড়ল।

পাশের লোকটা এগিয়ে আসছিল, রাইফেলের কুঁদো দিয়ে তার চোয়াল ভেঙে দিল নাথান। শরীরে মোচড় তুলে উল্টো ঘুরল ও, দেখতে চায় আর কেউ বাকি আছে কি-না। ঘূর্ণনের মধ্যে এক লোকের হাঁটুতে জবর লাথি হাঁকাল। তীব্র আর্তনাদ করে বসে পড়ল লোকটা। সম্ভবত হাঁটুর হাড়-গোড় নড়বড়ে হয়ে গেছে।

আশপাশে কেউ নেই। লড়াইয়ের খায়েশ মিটে গেছে ওদের। একজনকে হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের দিকে চলে যেতে দেখতে

পেল নাথান। অন্য দু'জন ঘাসের উপর পড়ে থেকে কাতরাচ্ছে। পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে গুলি খাওয়া লোকটার শরীর নিথর, বোধহয় মারা পড়েছে, কিংবা অজ্ঞান হয়ে গেছে। একটু দূরে আরও একজন পড়ে আছে, মাটির উপর গাঢ় নিশ্চল কাঠামো, বোঝার উপায় নেই জীবিত না মৃত।

চট করে বসে পড়ল নাথান, চায় না আকাশের পটভূমিতে ওকে অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট টার্গেট হিসাবে পেয়ে যাক রেনিগেডরা। ওর প্রতি তাদের আক্রোশ আরও বেড়ে গেছে এখন। পালাতে থাকা কেউ যে গুলি করতে আগ্রহী হবে না তার নিশ্চয়তা কী? সবচেয়ে বড় কথা, টার্গেট হিসাবে জুতমত ওকে পেলে দ্বিধা করবে না কেউ।

হাঁপাচ্ছে নাথান, হাপরের মত ওঠা-নামা করছে প্রশস্ত বুক। দুর্ধর্ষ ক্ষিপ্রতা আর চরম পেশাদারিত্বের সঙ্গে কয়েক মিনিট লড়তে হয়েছে, অবর্ণনীয় শারীরিক ধকল গেছে, বিশেষ করে ফুসফুসে। বাতাসের অভাবে খাবি খাওয়ার দশা। নাথান অবশ্য এ-নিয়ে চিন্তিত নয়, মিনিট কয়েকের মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে যাবে।

হেনরি রাইফেলের বাঁট মাটির সঙ্গে ঠেসে ধরে তাতে ভর দিয়ে বসল ও, দেহের ভারসাম্য ঠিক রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। আরামদায়ক হবে বলে সামনে ঝুঁকে পড়ল, হাঁটু ঠেকিয়ে দিল মাটির সঙ্গে। খুব কাছে পড়ে আছে এক লোক, হাত বাড়ালে ছুঁতে পারবে। লোকটার পিস্তলের বাঁটে চাঁদের আলোর ম্লান ঝিলিক দেখতে পেল। জিনিসটা তার কাছে না-থাকাই ভাল মনে করে হোলস্টার থেকে বের করে নিল পিস্তলটা।

অ্যানিটার কথা মনে পড়ল। বিপদ হওয়ার আগেই ওদের কাছে পৌঁছতে হবে। অদ্ভুত হলেও, বিষণ্ন বোধ করল ও। জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছে, এদের মধ্যে সুন্দরীও কম ছিল না; কিন্তু অ্যানিটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধাতে গড়া। যেমন সাহসী, তেমনি ধৈর্য

ধরতেও জানে। ঘাবড়ায় না সহজে। অ্যানিটার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার তাবৎ মেয়েদের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে নাথান।

বিষণ্ণতার কারণ তিক্ত উপলব্ধি। নিজের অবস্থান সম্পর্কে ওর সচেতনতা। সীমা অতিক্রম করে গেছে। বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়াল না? অ্যানিটার সঙ্গে ওকে মানায় না, বিশেষ করে ওর যেহেতু কোন ভবিষ্যৎ নেই, কোন সম্পদ নেই; বৈরী পশ্চিমের নিঃসঙ্গ পোস্টের জীবন অ্যানিটা হ্যানলনের মত মেয়ের প্রাপ্য হতে পারে না।

মেজর হ্যানলনের মনোভাব বুঝতে পারছে নাথান। ওকে যে দোষারোপ করছে মেজর, তাতে মোটেও দোষ দেওয়া যাবে না তাকে। প্রায় উড়ে এসে জুড়ে বসার মত অবস্থা। ভুত-ভবিষ্যৎ নেই, এমনকী সেনাবাহিনীতে থাকলেও উন্নতির সম্ভাবনা নেহাত কম। শুধু সামর্থ্য বা দক্ষতায় সবসময় সবকিছু হয় না। নাথানের মধ্যে স্রেফ নিজের অতীত দেখতে পেয়েছে মেজর হ্যানলন, তাই চায় না মেয়ে অনিশ্চয়তা ভরা এক জীবন বেছে নিক। নাথানকে বিয়ে করলে, নিঃসঙ্কোচে চলা যায়, মায়ের মত একই বিরূপ ভাগ্য বরণ করতে হবে অ্যানিটাকে।

আর দশজন অফিসারের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই নাথানের। যুদ্ধ শেষে অমন হতভাগ্য কপর্দকশূন্য অগুনতি অফিসার দেখা গেছে সেনাবাহিনীতে, এরা যেন গৃহযুদ্ধের উচ্ছিষ্ট!

পুবে চলে গেলে? ভাবছে নাথান। কয়েকটা ভাষায় দক্ষতা আছে, পুবের কোন শহরে–যেমন ওয়াশিংটন—কে জানে, হয়তো সমাদরও পেতে পারে। দুনিয়ার নানা সেনাবাহিনী ও যুদ্ধ কৌশল সম্পর্কে জানা আছে ওর, এমনকী বহু সিনিয়র অফিসারেরও তা নেই। কিন্তু এ-ধরনের অভিজ্ঞতার কদর করা হয় না। সেনাবাহিনী সম্পর্কে সবচেয়ে বড় বদনাম হচ্ছে—এরা পরিবর্তনে অবিশ্বাসী। সহজে মেনেও নেয় না।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে ওর নিঃশ্বাস।

অ্যানিটা আর মেরিয়ন কোথায়? কাছাকাছি কোথাও থাকার কথা, কিন্তু কোনরকম সাড়া পাচ্ছে না। এদিকে নিজের অবস্থান ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে ওদের ডাকতে বা নড়তেও পারছে না নাথান। ওকে খুন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে রেনিগেডরা, এবং সেজন্য একটা বুলেটই যথেষ্ট। কেউ কয়েক গজের মধ্যে তক্কে তক্কে না-থাকলেই বরং বিস্ময়ের ব্যাপার হবে।

যা করার দ্রুত করতে হবে। এভাবে বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। আবার আসতে পারে রেনিগেডরা, কিংবা অন্য কোনভাবে ওর অবস্থান ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

কোথাও লুকিয়ে থাকার মত জায়গা পেলে ভাল হত। চোখ বুজল নাথান, টের পেল চোখের পাতা গরম ও শুষ্ক হয়ে আছে। ঠোঁট শুকিয়ে খটখটে হয়ে গেছে...

জ্বর এল নাকি?

কাছাকাছি টানা ডেকে চলেছে ঝিঁঝি পোকা, মাথার উপর গাছের ডাল থেকে সবেগে ছুটে চলে গেল একটা নাইটহক। হাঁটু গেড়ে পড়ে আছে নাথান, শরীরে শক্তি পাচ্ছে না, নিস্তেজ হয়ে আসছে ক্রমশ। লড়াই বা প্রতিরোধ-স্পৃহা হারিয়ে ফেলেছে, স্রেফ আশা করছে লোকগুলো হাল ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে।

প্রচণ্ড শারীরিক দুর্বলতা আর অফুরন্ত ক্লান্তি বোধ করছে নাথান। কারণটা জানে না। ক্রমে ভোঁতা হয়ে আসছে সব অনুভূতি।

যেভাবে হোক মেয়েদের খুঁজে বের করতে হবে। বাম দিকে কোথাও আছে বোধহয় ওরা, অন্তত তাই মনে করছে নাথান। চোখ বুজে দুর্বলতা কাটাতে চাইল, লম্বা দম নিল। তারপর পা বাড়াতে যাবে, তখনই অস্পষ্ট ও ফিসফিসে কণ্ঠের ডাক শুনতে পেল।

'ন্যাট?'

অ্যানিটার কণ্ঠ! সারা দেহে নিদারুণ স্বস্তি অনুভব করল ও। 'এখানে!' অস্ফুট স্বরে সাড়া দিল।

যতটা সম্ভব নিচু স্বরে কথা বলেছে নাথান, কিন্তু যথেষ্ট নিচু ছিল না, কারণ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাতা বিদীর্ণ করে তীক্ষ্ণ শব্দে খুব কাছ দিয়ে চলে গেল একটা বুলেট।

পিলে চমকে ওঠার অনুভূতি হলো ওর। ঝটিতি মাটিতে শুয়ে পড়ল, একেবারে মিশে গেছে ঘাসের সঙ্গে। টের পেল দু'হাত দূরে একইভাবে শুয়ে পড়েছে অ্যানিটা। মেয়েটির হাত খুঁজে পেল নাথান, পরস্পরকে আঁকড়ে ধরল ওরা।

রাইফেলের তীক্ষ্ণ গর্জন হলো, পরপরই অসংখ্য বুলেট ছুটে এল। বিচিত্র ও গা শিউরানো শব্দ তুলে ছুটে যাচ্ছে ওদের উপর দিয়ে। কোনটা গাছের গুঁড়িতে বিঁধছে, কোনটা কয়েক হাত দূরে মাটিতে বিঁধল। স্রেফ ভাগ্য রক্ষা করেছে ওদের, আর সময়মত শুয়ে পড়েছে বলে বেঁচে গেছে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ, চড়া ও বীভৎস শব্দে আর্তনাদ করে উঠল এক লোক। দীর্ঘক্ষণ তার বুনো চিৎকার শুনতে পেল ওরা, অবর্ণনীয় যন্ত্রণা ভোগ করছে লোকটা, তীব্র ব্যথা আর আতঙ্কে মানুষ যেমন চেঁচায়···তারপর হঠাৎ করে অখণ্ড নীরবতা নেমে এল।

কেউ একজন খুন হয়ে গেছে। কিন্তু খুন হওয়ার আগে নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছে লোকটা।

ঠায় পড়ে থাকল ওরা, ভয়ে নড়ছে না।

দীর্ঘক্ষণ ওভাবে কেটে গেল সময়, আর কোন শব্দ কানে আসেনি, কিংবা কাছাকাছি কোন নড়াচড়াও টের পায়নি। কতক্ষণ কেটে গেছে জানে না নাথান, ক্লান্ত স্নায়ুগুলো নির্জীব হয়ে এল, অজান্তে ঘুমিয়ে পড়ল ও। চোখের পাতা খুলে রাখতে পারছে না, সচেতন থাকার সব চেষ্টা বিফল হলো···

কাঁধে কারও ক্রমাগত ঝাঁকুনিতে ঘুম ছুটে গেল ওর।

'ন্যাট! ন্যাট! জলদি ওঠো!'

ভীষণ চমকে সচেতন হলো নাথান, শঙ্কিত দৃষ্টিতে চারপাশে চকিত দৃষ্টি চালাল। খর্বাকৃতির কিছু গাছ আর ঝোপঝাড়ের নীচে শুয়ে আছে ও, ত্রিশ গজ দূরে সেই গুচ্ছ বন, যেখানে রাতে আশ্রয় নিয়েছিল আউটলরা।

'ন্যাট! প্লীজ!' এখনও ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে অ্যানিটা।

'কী—কী হয়েছে?'

'ভোরের আলো ফুটছে, ন্যাট,' দ্রুত বলল মেয়েটি, কণ্ঠে উদ্বেগ আর শঙ্কা। 'কে যেন আসছে! ওই যে ওদিকে!' আঙুল তুলে গুচ্ছবনের উল্টোদিকে দেখাল।

হঠাৎ ঝড়ের মত সব চেতনা ফিরে পেল নাথান, মনে পড়ে গেল সবকিছু...চারপাশে তাকাল। কয়েক গজ দূরে মাটিতে নিথর পড়ে আছে দুটো লাশ। অন্যরা কোন এক ফাঁকে সরে পড়েছে।

নির্ঘাত টাস্কো ওয়াইল্ড আসছে। অথচ তাকে মোকাবিলা করার মত শারীরিক সামর্থ্য এখন নেই ওর।

বাড়তি পিস্তলটা পরখ করল নাথান। পুরো চেম্বার ভরা, ছয়টা গুলিই ভরা আছে।

পনেরো গজ দূরে বসে আছে মেরিয়ন ক্রকেট, তার পাশে মার্টিন। ঘুমাচ্ছে দোআঁশলা, নিয়মিত ছন্দে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে। কোনভাবে স্যাডল থেকে নেমে গেছে সে, কিংবা পড়ে গেছে।

'ও বেঁচে আছে, তাই না?' জানতে চাইল নাথান।

'হ্যাঁ,' নাথানের বুকের কাছে লেপ্টে এল অ্যানিটা। 'ন্যাট, কী অবস্থা হয়েছে তোমার!'

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত মেয়েটা। চুল এলোমেলো, গায়ে বালি আর শুষ্ক পাতা লেগে আছে, মুখও বাদ যায়নি; কিন্তু তারপরও অতুলনীয় সৌন্দর্য আড়াল হয়নি। অপূর্ব লাগছে।

'ন্যাট, কে আসছে বলতে পারো?' ফিসফিস করে জানতে চাইল অ্যানিটা।

'ওয়াইল্ড।'

'অন্যরা কোথায় গেল?'

'ও যদি আমাদের ধরতে এসে থাকে, সেক্ষেত্রে বলতেই হয় অন্যরা হয় খুন হয়ে গেছে, নয়তো ভেগে গেছে। রাতে কোন এক ফাঁকে বোধহয় ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়েছে ওয়াইল্ড, এবং পরে সবাইকে খুনও করে থাকতে পারে। ওর পক্ষে সবই সম্ভব।'

'কী করব আমরা?'

দৃষ্টি নামিয়ে মেয়েটির দিকে তাকাল নাথান। 'লড়াই করতে হবে। এ ছাড়া তো উপায় দেখছি না। লড়াই এড়িয়ে যদি পালাতে চেষ্টা করি, পিছন থেকে গুলি করে আমাদের খুন করবে ওয়াইল্ড। আর যদি ওর সঙ্গে রফা করার চেষ্টা করি, স্রেফ মুখের উপর হাসবে এবং শেষে সুযোগ পাওয়া মাত্র মার্টিন আর আমাকে খুন করে ফেলবে। ওয়াইল্ডের মত কেউটের সঙ্গে বিশ্বাস নেই। রফা, সন্ধি বা বন্ধুত্ব, কোনটাই চলে না। শুধু লড়াই করে ওকে হারানো সম্ভব, অন্য কোনভাবে দমানো যাবে না।'

লুকোচুরির কোন চেষ্টা দেখা গেল না রেনিগেড-নেতার মধ্যে, বুক ফুলিয়ে খোলা জায়গার কিনারে এসে দাঁড়াল সে। মুখে দিগ্বিজয়ীর হাসি। হাতে পিস্তল।

নাথানের পিস্তল তার বুকের দিকে তাক করা দেখে সামান্য অস্বস্তি বা উদ্বেগও বোধ করল না, বরং খিকখিক করে হাসল। কটা রঙের নিষ্প্রাণ চোখের গভীরে এক ধরনের বুনো আমোদ দেখা যাচ্ছে।

'কখনও ভেবেছ, বয়, ব্যাপারটা এভাবে শেষ হবে?' সন্তুষ্ট স্বরে জানতে চাইল সে।

'অদ্ভুত হলেও, ভেবেছি,' মৃদু ও আন্তরিক স্বরে বলল নাথান। 'আমি সবসময়ই ভেবেছি এভাবেই শেষ হবে ব্যাপারটা। কোন একদিন মুখোমুখি দাঁড়াব আমরা।'

ওয়াইল্ডের উপর সতর্ক নজর রেখেছে ও, মুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি সরাতে রাজি নয়। জানে সামান্য মওকা পেলেই গুলি করে বসবে

লোকটা। সে জানে মার্টিন কোন সমস্যা নয়। মেয়েদের দখল পেতে নাথানকে সরিয়ে দিতে পারলেই হলো। আর কোন বাধা থাকবে না।

একটা ভুরু সামান্য বাঁকা হয়ে গেল তার, নাথানের কথায় বোধহয় সামান্য বিস্মিত হয়েছে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। দুর্বৃত্ত মাত্র নিজেকে চালাক ও সেয়ানে মনে করে, ভাবে সবকিছু শুধু সেই বোঝে বা টের পায়।

বিস্ময়টুকু নীরবে হজম করে ফেলল সে, কিংবা গ্রাহ্য করল না। নিঃশব্দে হাসল শেষে, তির্যক দৃষ্টিতে বিদ্ধ করল নাথানকে। 'কীভাবে ফয়সালা করতে চাও? পিস্তলে? এখানে, এ অবস্থায় যদি গোলাগুলি করি তা হলে বোধহয় আমাদের কেউ বাঁচতে পারব না। মাত্র দশ গজ দূরত্ব। খুবই বিপজ্জনক!'

'সেটাও ভেবেছি। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে মরতে এতটুকু আপত্তি নেই আমার।'

'তাই? একবারও *পাখি*টার কথা ভাবলে না? তুমি না-থাকলে ওর কী হবে?' পলকের জন্য অ্যানিটার দিকে চলে গেল তার দৃষ্টি, লোভী চাহনিতে দেখল, শেষে আবার নাথানের উপর স্থির হলো। 'হ্যাঁ, তোমার আপত্তি না-থাকতে পারে, কিন্তু আমার আছে। কেন বেঘোরে মারা পড়ব, যেখানে কি-না লোভনীয় অনেক জিনিস পাওয়ার আছে আমার?'

'তুমি আজীবনই হিসাবী ছিলে। বাড়তি ঝুঁকি নিতে চাও না।'

নাথানের মন্তব্যে নাক সিটকাল আউটল নেতা। 'দূর! ওসব বোকাদের কাজ। এখনকার অবস্থা চিন্তা করো, পিছিয়ে গিয়ে ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ফয়সালা করে নিতে পারি আমরা, তা হলে অন্তত একজন বেঁচে যাবে। কিন্তু কাছ থেকে ডুয়েল লড়তে গেলে দু'জনেরই মারা পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

'বুঝেছ, কেন তা হলে ঝুঁকি নিতে চাই না? বুদ্ধিমান মানুষ তাই করে। তুমি জানো ঝুঁকিটা আমি নেব না, অথচ মওকা পেয়ে

ঠিকই ফাঁপর নিয়ে নিলে! নাথান, মন থেকে বলছি, ধাপ্পাবাজিতে আমার চেয়ে কম যাও না তুমি! সৈনিক জীবনে উন্নতিই হয়েছে তোমার। আগে তো এমন ছিলে না!'

'চালিয়াতি ছাড়বে?' বিরক্ত স্বরে বলল নাথান। 'বলছ না কেন পিস্তল হাতে আমার সামনে দাঁড়াতে বুক কাঁপবে? নিজেকে অত অজেয় মনে হলে পিছিয়ে যাও, খোলা জায়গায় গিয়ে লড়ব আমরা।'

'কার মনে যে কী আছে!' দার্শনিক সুরে বলল ওয়াইল্ড। দৃষ্টি সরিয়ে আবার অ্যানিটাকে দেখল। 'পিছানোর সময় যদি আমাকে বেঘোরে একটা গুলি করার সুযোগ তুমি পেয়ে যাও? তা ছাড়া, তোমার *পোষা পাখির* মতিগতি ভাল ঠেকছে না। ওই মহিলাও তক্কে তক্কে আছে। মনে হচ্ছে আমার পিঠে একটা গুলি করতে পারলে বর্তে যাবে ওরা।

'সুতরাং ওই আইডিয়া বাদ। দশ গজের মধ্যে যখন চলেই এসেছি, আজ একটা হেনস্তা হয়ে যাবে! পিস্তলে নাই-বা হলো। তাতে কী?

'তো, কীভাবে লড়বে? ছুরি হলে কেমন হয়? আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, ছুরিতে আমার অসামান্য দক্ষতা রয়েছে। ছেলেবেলায় যা দেখেছ তারচেয়ে ঢের ভাল চালাই এখন। শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গেছি ব্যাপারটা। গতরাতে ওই লোকটার চিৎকার শুনেছ না? মনে হলো সময় থাকতে সোনা আর মেয়েদের আশা ত্যাগ করে ওদের চলে যাওয়া উচিত, নইলে মহা বিপদে পড়ে যাবে, পালাতে পারবে না আর, তাই খানিকটা কসরৎ দেখালাম। একজনকে ধরে স্রেফ কুরবানী করে দিলাম। ব্যস, সুড়সুড় করে আড়াল থেকে বেরিয়ে এল অন্যরা। তারপর...কী বলব, এলাকা ছাড়ার জন্য হিড়িক লেগে গেল ওদের মধ্যে!'

'ছুরি বা হাত...যা খুশি,' নিস্পৃহ স্বরে বলল নাথান, টাস্কো ওয়াইল্ডের বকবকানি থামাতে পারলে বাঁচে। 'কোনটাতে আপত্তি

নেই আমার।'

চোখ সরু করে নাথানকে দেখল ওয়াইল্ড, তারপর অ্যানিটার দিকে ফিরল। সমীহ মাখানো কণ্ঠে বলল: 'সত্যি সাহস আছে ওর! স্বীকার না-করে উপায় নেই, ম্যা'ম, আমার সঙ্গে ছুরিতে লড়াই করার হিম্মত কারও নেই, অথচ তোমার নাগর তাই করতে চায়!'

শ্রাগ করল নাথান। 'বড়াই করার অভ্যাসটা তোমার দেখছি গেল না!' মৃদু অনুযোগ করল ও। 'যাক্‌গে, মন দিয়ে আমার কথা শোনো। ছুরিতে তোমার হাত ভাল বলে এটা মনে কোরো না আর কেউ তোমার সমকক্ষ হতে পারে না। বেশিরভাগ মানুষ ছুরি চালাতে জানে না, কিন্তু কারও কারও হাতে জিনিসটা ভয়ঙ্কর অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে। দুনিয়া ঘুরে ওই জিনিসটাও শিখেছি আমি, হাড়ে হাড়ে টের পাবে একটু পর।'

পিস্তলের নল এতটুকু নড়েনি, ওয়াইল্ডের বুক বরাবর তাক করা এখনও। দুনিয়ার তাবৎ লোককে বিশ্বাস করতে পারে নাথান, কিন্তু টাস্কো ওয়াইল্ডকে করে না, বিশেষ করে যেখানে সেনাবাহিনীর পে-রোলের ষাট হাজার ডলার আর দু'জন লেডির ভাগ্য জড়িত। জাত এই গোক্ষুরের সঙ্গে কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া চলে না।

রেনিগেডের সঙ্গে কথা বললেও, নাথান জানে যে-কোন মুহূর্তে গুলি চালাতে পারে সে, তাই সতর্ক ও তৈরি রেখেছে নিজেকে। মাত্র দশ গজ দূরত্ব, কারও গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে না, কিন্তু তারপরও গুলি করতে পারে ওয়াইল্ড, যদি নাথানকে সামান্য বেচাল বা অসতর্ক হতে দেখে।

মনে মনে কাজ শেষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে ও। ওয়্যাগন ট্রেনে যোগ দেওয়ার সময় যে উদ্দেশ্য ছিল, তা পূরণের প্রায় শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছে। বহু বাধা পেরিয়েছে, দুর্ভোগ সয়েছে; কিন্তু লক্ষ্যের একেবারে কাছে চলে এসেছে। মাইল দুই গেলেই সাউথ পাস।

মোটামুটি নিরাপদ জায়গা বলা চলে। সাহায্য পাওয়া যাবে। অ্যানিটাদের সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে পৌঁছে দিয়ে সোনা উদ্ধারের মিশনে নামতে পারবে ও। নাথানের ধারণা সোনা কোথাও লুকিয়ে রেখে এসেছে টাস্কো ওয়াইল্ড।

স্রেফ এ-কারণেও লোকটার সঙ্গে পিস্তলবাজিতে রাজি নয় ও। পিস্তলের এক গুলিতে খুন হয়ে যেতে পারে ওয়াইল্ড, এবং সে মারা গেলে লুকিয়ে রাখা সোনার হদিশ হয়তো জানাই হবে না। তারচেয়ে বরং হাতাহাতি বা ছুরিতে লড়াই করবে, কথাবার্তার ফাঁকে বা শেষে লোকটাকে বন্দি করে সোনার খবর জেনে নিতে পারবে।

এক হাঁটু গেড়ে বসে আছে নাথান, পুরোপুরি সিধে হতে পারেনি। এদিকে দশ গজ দূরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে ওয়াইল্ড, কিছুটা হলেও বাড়তি সুবিধা পাবে...যদি গোলাগুলি হয়...

কয়েক ঘণ্টার ঘুম যাদুর মত কাজ দেখিয়েছে। শরীর ঝরঝরে লাগছে নাথানের, ক্লান্তি বোধ করছে না, বরং দায়িত্ব পালনের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে। জানে সমস্ত সামর্থ্য, কৌশল আর বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করতে হবে লোকটার সঙ্গে লড়ার সময়, মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি মনে করছে। লড়াইয়ের আগে ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। নইলে লড়তে গিয়ে দেখা যাবে মস্তিষ্ক আর শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের মধ্যে সমন্বয় নেই। টাস্কো ওয়াইল্ড মোটেই বাড়িয়ে বলেনি, ছুরিতে অসাধারণ দক্ষতা রয়েছে তার। সামান্য ঢিলেমি বা অসতর্কতার চরম মূল্য দিতে হতে পারে।

তাই যখন তার সঙ্গে লড়বে...নিজেকে শতভাগ সক্ষম, ক্ষিপ্র ও দক্ষ হিসাবে আবিষ্কার করতে চায় নাথান।

শেষপর্যন্ত তা হলে ফয়সালা হচ্ছে ওদের। নাথান বাড়িয়ে বলেনি, সত্যি জানত এবং মন থেকে বিশ্বাস করত একদিন টাস্কো ওয়াইল্ড নামক দানবের বিষদাঁত ভেঙে দিতে হবে। নানা ঘটনা-অঘটনার পর নিয়তি ঠিকই ওদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে, অথচ

ইতোমধ্যে কখনও একে অন্যকে সাহায্য করেছে, ফাঁকি দিয়েছে পরস্পরকে কিংবা এড়িয়ে গেছে…কিন্তু দু'জনেই অবচেতন মন থেকে জানত একদিন ঠিকই মুখোমুখি হবে।

সেদিন যে-কোন একজন দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে।

একটা ঘোড়া দরকার ওয়াইল্ডের…আর সোনা নিয়ে যেতে হলে দুটো দরকার হবে। মেয়েদেরও চায় সে, এবং কোন সাক্ষী রাখতে অনিচ্ছুক। এখান থেকে যদি বহাল তবিয়তে সোনা নিয়ে যেতে পারে, সাগরতীরে গিয়ে নিজের নাম পাল্টে দিব্যি নতুন জীবন শুরু করতে পারবে। এখানকার বহু মানুষ মনে করবে মারা গেছে সে, কিংবা নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে। কিন্তু নতুন জায়গায় নতুন ভাবে সোনার বদৌলতে জীবনকে উপভোগ করতে পারবে টাস্কো ওয়াইল্ড।

ছেলেবেলায় দু'জনের সহযোগিতা বা সাহসিকতার গল্প কিংবা পার্টনার হিসাবে নাথানকে পাওয়ার ইচ্ছে যতই ব্যক্ত করুক, আসলে মিথ্যাচার করেছে সে। পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে আনার চাল মাত্র। কুচক্রী মনের গভীর কোণে নাথানের প্রতি সামান্য টান যদি অনুভব করেও থাকে, স্বভাবের তাড়নায় সেটা কখনোই পাখা মেলতে পারে না, বরং সে নিজেই নিষ্ঠুরভাবে দমিয়ে রাখে। তার মত মানুষ ভাবাবেগ নয়, বরং নিখাদ চাহিদা আর স্বার্থকে আমল দেয়।

যাদের সঙ্গে বছরের পর বছর চলাফেরা করেছে, সুখ-দুঃখের সময় কাটিয়েছে, তাদের সঙ্গে বেঈমানি করতে বাধেনি। তাদের ছেড়ে এসেছে, ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে, কয়েকজনকে খুনও করেছে। তাই নাথানের প্রতি বিশেষ খাতির দেখানোর প্রশ্নই আসে না। যদি দেখায়, সেটা প্রতারণা মাত্র, সময়ে ঠিকই তার আসল রূপ প্রকাশ পাবে।

'একটা ঘোড়া দরকার বলেছিলে না, টাস্কো?' জানতে চাইল নাথান। 'একটু কষ্ট করলেই তো সংগ্রহ করতে পারো। তোমার

ছেলেরা নিশ্চয়ই সব নিয়ে যায়নি। কয়েকজন তো পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে, ওদের ঘোড়াগুলো নিশ্চয়ই রয়ে গেছে। আশপাশে একটু খোঁজ করলে দু'একটা নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে। জানটা নিয়ে তা হলে চলে যেতে পারবে।'

'হয়েছে কী, লোকজন ছাড়া আমি থাকতেই পারি না!' সলজ্জ ভঙ্গিতে বলল টাস্কো ওয়াইল্ড, স্মিত হাসছে। 'চেষ্টা করেছিলাম। বহুদিন ধরে একটা জায়গা তৈরি করেছি, যাতে প্রয়োজনে লুকিয়ে থাকা যায়। কেউ খোঁজ পাবে না, আবার আরাম-আয়েশ বা দানাপানির সমস্যাও হবে না। কিন্তু তিনদিনও টিকতে পারিনি। হাঁপ ধরে গিয়েছিল।

'সারা জীবন কেটেছে লোকের ভিড়ে। সবাই আমাকে ওস্তাদ বলতে অজ্ঞান ছিল। হুকুম দেওয়া মাত্র চাহিদা পূরণ হয়ে যেত। ওদের প্রশংসা শুনতে ভাল লাগত। তিনটা দিনে ওদের অভাব হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। কী অসহ্য! কথা বলার লোকও নেই। সবচেয়ে খারাপ ব্যাপার বোধহয়, তুমি বুঝবে, সন্দেহবাতিক হয়ে পড়া। এ-ধরনের পরিস্থিতিতে এটা হবেই।'

'চোরের মন পুলিশ পুলিশ!' ভর্ৎসনার সুরে মন্তব্য করল নাথান। 'কেবলই মনে হত কেউ চলে এসেছে, তোমার উপর নজর রাখছে, তাই না?'

গম্ভীর হয়ে গেল টাস্কো ওয়াইল্ড। 'দেখো, তামাশার বিষয় নয় এটা। আমি ঠিক করেছি, যেহেতু একা থাকার অভ্যাস নেই, দুটো মেয়েকেই নিয়ে যাব। যদ্দিন ভাল লাগে আমার কাছে রাখব। আর কয়েকটা ঘোড়া তো লাগবেই। চুটিয়ে ফুর্তি করার পর যখন মনে হবে যথেষ্ট হয়েছে, এবার নিরুদ্দেশ হওয়া যায়, তখন না-হয় চলে যাব। চিন্তা কোরো না, ঘোড়া আর মেয়েদের বহাল তবিয়তে পেয়ে যাবে।'

কঠিন চোখে লোকটাকে মাপল নাথান। নির্বিকার মুখে নোংরা কথাগুলো বলছে ওয়াইল্ড, সামান্য অপ্রতিভও দেখাচ্ছে না, দু'জন

লেডির উপস্থিতি তার মধ্যে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। এটাই স্বাভাবিক, দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস নিয়ে ভাবল নাথান, ওয়াইল্ডের মত বুনো ও নোংরা চরিত্রের মানুষের কাছে আমেরিকার ফার্স্ট লেডিরও কোন সম্মান নেই।

আসলে দু'জনেই কালক্ষেপণ করছে, অধীর অপেক্ষায় আছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণের...যখন পরস্পরের উপর আক্রোশ আর ঘৃণা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে...যে-কোন একজন তৎপর হলেই হলো, অথবা অন্য কোন উপলক্ষ তৈরি হলে...

সেটা উপহার দিল মেরিয়ন ক্রকেট। বুদ্ধিমতী মহিলা সে, পরিস্থিতি সম্পর্কেও পুরো সচেতন। বুঝে ফেলেছে একটা সুযোগ চাই নাথানের, যাতে ক্ষণিকের জন্য হলেও ওয়াইল্ডের মনোযোগ অন্যদিকে সরানো যায়।

সবার অলক্ষ্যে একটা নুড়িপাথর কুড়িয়ে নিয়ে কাছের ঘোড়ার উদ্দেশে ছুঁড়ে মারল মেরিয়ন। বে ঘোড়ার কোমরে গিয়ে লাগল। হঠাৎ দু'পা পাশে সরে গেল ঘোড়াটা, সামান্য ভড়কে গেছে, চিঁহি স্বরে ডাক ছাড়ল।

কী ঘটেছে বুঝতে পারেনি, কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় চিতার ক্ষিপ্রতায় সক্রিয় হলো টাস্কো ওয়াইল্ড।

ঝট করে শব্দের দিকে ফিরল সে। ট্রিগারে চেপে বসেছে আঙুল, টার্গেট দেখতে পেলেই টেনে দেবে। অস্বাভাবিক হলেও, নিচু হয়ে গেল সে, যেন হাঁটু গেড়ে বসবে...আর তাতেই বেঁচে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো নাথানের গুলি। চট করে কোমরে গুঁজে রাখা বাড়তি পিস্তল বের করেই গুলি করেছে।

গুলি করার পরপরই ঝটিতি উঠে দাঁড়িয়েছে নাথান, তারপর ছুটল। এদিকে ফাঁকিটা ধরতে পেরে বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে দাঁড়াল টাস্কো ওয়াইল্ড, ঘূর্ণনের মাঝে মাঝ-পথে গুলি করল। কিন্তু মিস্ হলো।

পরপরই একে অন্যের উপর চড়াও হলো ওরা।

নাথানের বাম হাতের জোরাল ঘুসি ল্যাণ্ড করল আউটলর চোখের উপর। এদিকে আবার ট্রিগার টেনেছে ওয়াইল্ড, গুলিটা নাথানের শার্ট ফুটো করে চলে গেছে। পিস্তল দিয়ে ওয়াইল্ডের পিস্তলে গায়ের জোরে আঘাত করল নাথান, শত্রুকে অস্ত্রছাড়া করে ফেলল।

এক পা পিছিয়ে এল নাথান, ইচ্ছে রেনিগেড নেতাকে মাথার উপর হাত তোলার নির্দেশ দেবে। কিন্তু বিশালদেহী আউটল চরম চাতুর্য আর মুন্সিয়ানার পরিচয় দিল। নাথানের গায়ের সঙ্গে সেঁটে থাকল সে, হাত থেকে পিস্তল খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হলো, এক পা এগিয়ে এসে ডান হাতে জড়িয়ে ধরল নাথানের পিস্তলধরা ডান হাত, নিমেষে বগলে চেপে ধরল। গায়ের জোরে চাপ দিল এবার।

সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল নাথান, কিন্তু সুবিধা করতে পারল না। বজ্র আঁটুনিতে ওকে ধরে রেখেছে ওয়াইল্ড, সর্বশক্তি দিয়েও ডান হাত মুক্ত করতে ব্যর্থ হলো নাথান। মুক্ত হাতে পরস্পরকে আঘাত করছে, কিন্তু কেউই সুবিধা করতে পারছে না। জবরদস্তি চলছে সমানে।

কোন্ ফাঁকে একটা ডাল সংগ্রহ করে ফেলেছে ওয়াইল্ড বলতে পারবে না নাথান, কব্জির উপর ওটার ঘা পড়তে টের পেল হাত থেকে খসে পড়েছে পিস্তল। তীব্র ব্যথা ছড়িয়ে পড়ল ওর বাহুমূল পর্যন্ত।

চোখের কোণ দিয়ে দেখল আবার ডাল চালিয়েছে ওয়াইল্ড। মাথা নিচু করে আঘাত এড়াল নাথান, এবং সাম্‌লে নিয়ে কনুই চালাল ওয়াইল্ডের মুখে। আঁক করে বিজাতীয় একটা আওয়াজ করল আউটল, সামান্য ঢিলে হলো বগলের আঁটুনি। তার পড়ে যাওয়া ত্বরান্বিত করতে বুট দিয়ে হাঁটুতে সজোরে চালাল নাথান, এবং নিজের শরীরে মোচড় তুলল। ওয়াইল্ডের বগলের নীচ থেকে পিছলে বেরিয়ে মুক্ত হয়ে গেল ওর হাত।

মুক্তির আনন্দ বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না ওর। মুখে বিরাশি শিক্কার ঘুসি খেয়ে টলে উঠল দেহ, একেবারে পায়ের পাতা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিল ওকে দানব। দাঁতে দাঁত চেপে সমস্ত ব্যথা হজম করল নাথান, তীব্র জেদ নিয়ে মুখোমুখি হলো।

এবার সামনাসামনি লড়তে লাগল ওরা। একের পর এক ঘুসি হাঁকাচ্ছে। ঝলসে উঠছে ওদের হাত, এত দ্রুততায় যে প্রায় চোখে পড়ে না।

নিজে ক'টা খেল তা নিয়ে ভ্রূক্ষেপ করছে না কেউ, এড়ানোর চেষ্টাও নেই, বরং প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য একের পর এক ঘুসি হাঁকাচ্ছে। বিরামহীন। ছোট্ট খোলা জায়গার ঘাস দুমড়ে-মুচড়ে গেছে ওদের বুটের চাপে। উন্মত্ত আক্রোশ নিয়ে প্রাণপণ লড়ছে ওরা। কেউ কাউকে ছাড় দিতে নারাজ।

এক পা পিছিয়ে এল নাথান, ভাঁওতা দিয়ে ওয়াইল্ডের তীব্র ঘুসি এড়াল, তারপর পাল্টা ডান হাতের জোরাল ঘুসি বসিয়ে দিল তার পাঁজরে। বাতাসের অভাবে খাবি খেল আউটল, মুখ হাঁ হয়ে গেছে। নাথানের পরের ঘুসি তার মধ্যচ্ছেদার বিপরীতে পড়ল।

কিন্তু অবিশ্বাস্য দ্রুততায় সামলে নিল রেনিগেড। বাম হাতের ঘুসি ল্যাণ্ড করল নাথানের মাথায়, চোখের সামান্য উপরে, কেঁপে উঠল ওর দেহ। সামান্য টলে যাওয়ায় সুযোগটা পুরোপুরি নিল ওয়াইল্ড, এগিয়ে এসে দু'হাতে সমানে নাথানের পাঁজরে একের পর এক ঘুসি বসাতে লাগল।

অবস্থা বেগতিক দেখে হাঁটু চালাল নাথান। মারে জোর ছিল বল্লে সেকেণ্ডের জন্য থমকে গেল দানব, মুগুরের মত হাত দুটো ঝুলে পড়ল দেহের পাশে। হাঁ করা মুখের নীচে, থুতনিতে জবর একটা আপারকাট ঝেড়ে দিল নাথান সেই সুযোগে। তারপর হঠাৎ শরীর পিছনে হেলে দিল ও, যেন চিৎ হয়ে পড়ে যাবে। থাবা দিয়ে খামচে ধরল ওয়াইল্ডের শার্ট, টেনে নিয়ে এল তাকে। দু'জনেই পড়ে যাবে মাটিতে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঝটিকা টান দিল নাথান,

মাথার উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে ফেলল বিশালদেহী আউটলকে। আক্ষরিক অর্থে ছুঁড়ে দিল পাঁচ হাত দূরে। দড়াম করে মাটিতে আছড়ে পড়ল সে।

দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। মুখোমুখি হলো। কিন্তু একটু এগিয়ে আছে নাথান, ওয়াইল্ডের আগেই উঠে গেছে এবং ছুটে গিয়ে তার সামনে হাজির হয়ে গেল। বিরাশি শিক্কার ঘুসিতে আউটলর নাক ভেঙে দিল। পরের ঘুসি পাঁজরে চালাল।

যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল ওয়াইল্ড, নিজেও জানে না রক্ত গড়াতে শুরু করেছে নাকের ছিদ্র দিয়ে। অন্ধের মত উদ্ভ্রান্ত দু'হাত চালাল সে, দু'একটা ল্যাণ্ডও করল নাথানের দেহে, কিন্তু মারে আগের মত জোর নেই।

এদিকে মরিয়া হয়ে উঠেছে নাথান। জানে জিততে হবে ওকে, এবং শিগ্গিরই। কারণ দম বা শক্তিতে কুলিয়ে উঠতে পারবে না দানবের সঙ্গে। এই লড়াইয়ে যত সময় অতিক্রান্ত হবে, ততই ওর জয়ের পাল্লা হালকা হয়ে যাবে। এমনিতে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ওয়াইল্ড, গায়ে-গতরে ওর চেয়ে অন্তত ত্রিশ পাউণ্ড বেশি; উপরন্তু কয়েকদিনের অত্যাচারে কাহিল হয়ে পড়েছে শরীর। দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে দম।

পিছিয়ে গিয়ে পাশ ফিরল নাথান। সুযোগ বুঝে কনুই চালাল ওয়াইল্ডের মুখে, থেঁতলে গেল হনুর হাড়ের উপরের মাংস। ঘুরে দাঁড়ানোর সময় ঘুসি হাঁকাল কানের সামনে। কিন্তু আউটলর দেহ যেন লোহায় তৈরি, কনুই বা মুঠিতে ঘায়েল হচ্ছে না, অন্তত যতটা প্রত্যাশা করেছে।

পরস্পরের কাছ থেকে আলাদা হলো ওরা, বেধড়ক ঘুসি হাঁকাল এবং শেষে আবার উন্মত্ত পশুর মত জাপটাজাপটি করে লড়তে থাকল। থামের মত মোটা দুই বাহু দিয়ে নাথানকে জাপটে ধরল ওয়াইল্ড, পাঁজরে চাপ দিয়ে বুকের সব বাতাস বের করে দিল। ক্রমাগত দানবীয় চাপে দম নিতে পারছে না নাথান, যন্ত্রণা

তো আছেই। ঠেলে ওকে মাটিতে আছড়ে ফেলতে চাইল সে।

অগত্যা হাঁটু দিয়ে ওয়াইল্ডের কুঁচকিতে আঘাত করল নাথান। কোমর বাঁকিয়ে সরে যাওয়ার প্রয়াস পেল ওয়াইল্ড, জানে আবার একই জায়গায় আঘাত আসবে। এই সুযোগে এক হাতে তার কোমর জাপটে ধরল নাথান, অন্য হাতে জামার আস্তিন ধরে টান দিল গায়ের জোরে। এবার নিজে মাটিতে শুয়ে পড়ল ও, আবার ছুঁড়ে ফেলল দানবকে সাত হাত দূরে।

শুধু মাটিতে পড়েনি ওয়াইল্ড, গড়িয়ে পড়ে শেষে গাছের গোড়ায় গিয়ে ঠেকেছে। গাছের সঙ্গে পাঁজরের সংঘর্ষে তীব্র ব্যথা পেয়েছে। লম্বা শ্বাস নিল সে, মাথা ঝাঁকাল বার কয়েক, তারপর উঠে বসল।

অর্ধেকটা দাঁড়িয়েও পড়েছে, ঠিক তখনই যমের মত সামনে গিয়ে উপস্থিত হলো নাথান। ডান হাতে সর্বশক্তি দিয়ে ঘুসি হাঁকাল। ওয়াইল্ডের দেহ থরথর করে কেঁপে উঠল, তারপর দড়াম করে আবার ভূপতিত হলো।

এগিয়ে গেল নাথান। দেখল শোওয়া অবস্থায় ওর হাঁটু চেপে ধরতে হাত বাড়িয়েছে ওয়াইল্ড, টান দিয়ে ফেলে দেবে। কিন্তু পিছিয়ে এল ও, সুযোগ দিল না তাকে।

উঠতে গেল টাস্কো ওয়াইল্ড, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল দেহটা। চোখের কোণ দিয়ে নাগালের মধ্যে পড়ে থাকা পিস্তল দেখতে পেয়েছে। তৎক্ষণাৎ ডাইভ দিল সে। হাতের মুঠিতে চলে এল পিস্তল, গড়ান দিয়ে চিৎ হলো, পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল নাথানের হাতে। ড্র করল, এবং কোমরের কাছ থেকে ট্রিগার টেনে দিল।

বুকে ধাক্কা অনুভব করল ওয়াইল্ড, মাটিতে ছিটকে পড়ল আবার। কী ঘটেছে বুঝতে পারল না সে প্রথমে, মুখ আর চাহনির সমস্ত বিদ্বেষ বিদায় নিয়েছে, বিস্ময় ও বিহ্বলতা ফুটে উঠছে ক্রমে।

পিস্তলটা হাত থেকে খসে পড়েছে। ওটা তুলে নিতে হাতড়াল সে, দৃষ্টি নাথানের উপর।

'অত সহজে হবে না,' আস্ফালন এতটুকু কমেনি, জোর কণ্ঠে বলল আউটল। 'টাস্কো ওয়াইল্ডকে খুন করবে এমন বাপের বেটা পয়দা হয়নি এখনও, আমি...'

স্থির দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় রয়েছে নাথান ডুনাওয়ে, আশা করছে আবার গুলি করতে হবে না। তবে প্রয়োজন পড়লে তৈরি আছে।

'কারা যেন আসছে,' উত্তেজিত স্বরে বলল অ্যানিটা। 'মনে হয় সৈনিকেরা।'

এতক্ষণে খুরের শব্দ শুনতে পেল নাথান। লড়াই নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে কোনদিকে মনোযোগ দেয়নি, দেওয়ার সুযোগও ছিল না।

চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল টাস্কো ওয়াইল্ড, কর্কশ স্বরে নিঃশ্বাস ফেলছে। গলার গভীরে গড়গড় আওয়াজ হচ্ছে, ঠোঁটে রক্ত সহ ফেনা উঠে এসেছে। বেধড়ক মার খেয়ে বিক্ষত ও রক্তাক্ত মুখটা কুৎসিত, বীভৎস দেখাচ্ছে। গড়ান দিয়ে উপুড় হলো সে, দু'হাতে ভর দিয়ে সামান্য উঁচু করল দেহ, হাঁটু জোড়া আনতে সক্ষম হলো দেহের নীচে, উঠে দাঁড়ানোর প্রয়াস পেল।

'বিস্তর সোনা আছে বটে,' বিড়বিড় করল সে। 'কিন্তু সঙ্গে মেয়ে না-থাকলে জায়গাটা নরকের মতই! টাকাই তো সব নয়, পুরুষদের জীবনে...'

শেষপর্যন্ত উঠে দাঁড়াতে সক্ষম হলো সে। তবে পিস্তল ছাড়া।

'নাথান, দুনিয়ায় যদি কারও প্রতি সামান্য টান থেকে থাকে,' ভারী গলায় বলল সে। 'তো সেটা শুধু তোমার প্রতি ছিল। নিজেও জানি না, আমি বোধহয় তোমাকে পছন্দই করতাম। তবে এও জানতাম চাইলে যে-কোন মুহূর্তে ডুয়েলে তোমাকে হারাতে পারি। তাড়া ছিল না সেজন্য, জানতাম কোন একদিন ফয়সালা হয়ে যাবে।'

শীতল নির্লিপ্ততা তার কণ্ঠে। মুখে সামান্য রক্ত উঠে এসেছে। তবে নাক থেকে গড়িয়ে পড়া রক্তে বুকের কাছে শার্ট ভিজে গেছে প্রায়।

'তুমি না এলে এই এলাকায় রাজত্ব কায়েম করতে পারতাম আমি!'

'উঁহুঁ, আমি না-থাকলেও পারতে না, টাস্কো। আগে-পরে যখনই হোক মেজর হ্যানলন ঠিকই তোমাকে পাকড়াও করত।'

'যাই হোক...হাঁদাগুলোকে ভাগিয়ে দিয়েছি, তল্লাট ছাড়া তো করতে পেরেছি! সবক'টা কাপুরুষ...'

হাঁটুতে জোর না-পাওয়ায় পড়ে গেল সে। 'একটা সান্ত্বনা আছে আমার। এখনও...সব সোনা আমার কাছে। আমার...'

'উঁহুঁ, কিছুই নেই তোমার,' লেফটেন্যাণ্ট টমাস ক্রিসপিনের কণ্ঠ। 'খালি হাতে যেমন দুনিয়ায় এসেছিলে, ওভাবেই ফিরে যাচ্ছ। জ্যাকাস পাস হয়ে এখানে এসেছি আমরা, তোমার কেবিন খুঁজে পেয়েছি। সদ্য খোঁড়া মাটি দেখে সার্জেণ্ট গ্রোভার সন্দেহ করেছিল, মাটি খুঁড়তে বেরিয়ে পড়েছে সব সোনা। সেনাবাহিনী ফিরে পেয়েছে তাদের জিনিস।'

নিথর পড়ে থাকল টাস্কো ওয়াইল্ড, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট ~~হচ্ছে।~~ ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে গলায়, এতটা যে দূর থেকেও শোনা যাচ্ছে। 'যাহ্, সবই দেখছি হারাতে হলো...ঘোড়ার ডিম জুটেছে আমার ভাগ্যে...' চোখ মেলে নাথানের দিকে তাকাল সে, বিষণ্ন হয়ে গেছে চাহনি। 'একসঙ্গে যাত্রা করেছিলাম আমরা, নাথান, তারপর...কী হলো শেষে?'

'দুটো রাস্তার মোড়ে এসেছিলাম আমরা, টাস্কো। ভুল পথটা বেছে নিয়েছিলে তুমি।'

স্যাডল ছাড়ল ক্রিসপিন। 'আমি ডাক্তার নই, তবে জখমের শুশ্রূষা মোটামুটি জানি। দেখি, কাজে লাগতে পারি কি-না।' হেঁটে টাস্কো ওয়াইল্ডের দিকে এগিয়ে গেল সে, হাঁটু মুড়ে পাশে বসে

পড়ল। কিন্তু মিনিট খানেক পরই মুখ তুলে তাকাল নাথানের দিকে। 'মারা গেছে ও।'

নিশ্চিত হওয়ার জন্য ওয়াইল্ডের দেহ পরীক্ষা করল সে, বুঝতে চাইল প্রাণের কোন চিহ্ন আছে কি-না। শেষে মাথা নেড়ে উঠে দাঁড়াল।

এগিয়ে এসে নাথানের সামনে দাঁড়াল ক্রিসপিন। খানিকটা বিব্রত স্বরে বলল: 'লেফটেন্যান্ট, আশা করি তুমি বুঝতে পারবে, কিন্তু তোমাকে গ্রেফতার করে ফোর্টে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ পেয়েছি আমি।'

'বুঝতে পেরেছি,' মৃদু স্বরে বলল নাথান। 'এখনই রওনা দেবে?'

স্যাডলে চড়ল নাথান, শরীরে জোর পাচ্ছে না তেমন। ঘুমে যতটা শক্তি ফিরে পেয়েছিল, একটু আগে ওয়াইল্ডের সঙ্গে লড়ে সবই নিঃশেষ হয়ে গেছে। অদৃশ্য কুয়াশার মত শরীর আর সমস্ত অনুভূতি আচ্ছন্ন হয়ে আছে ওর ক্লান্তিতে। 'আয়রন হাইডের কোন খবর জানো? ক্যাম্পে ফিরতে পেরেছে ও?'

'হ্যাঁ, নিরাপদে ফিরতে পেরেছে। পায়ে গুলি লেগেছিল।' একটু থেমে ক্রিসপিন যোগ করল: 'শুনে খুশি হবে পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ ব্যাখ্যা সহ জবানি দিয়েছে ও, সেটা তোমার পক্ষে যায় বলে মনে হয়েছে আমার।'

যাত্রা করল ওরা। শেষপর্যন্ত যাচ্ছে, ভাবল নাথান, তবে বন্দি হয়ে!

ঘোড়া দাবড়ে ওর পাশে চলে এল অ্যানিটা। 'কী হবে, ন্যাট?' রাজ্যের শঙ্কা মেয়েটির কণ্ঠে।

'একটা শুনানি হবে আগে,' নিস্পৃহ স্বরে বলল নাথান। 'কেউ কেউ হয়তো আমার কোর্ট মার্শালের পক্ষে মতামত দেবে। তবে তোমার বাবা বা কর্নেল ক্যালাওয়ে এ-ব্যাপারে চাপাচাপি করবেন বলে মনে হয় না।

'একটা তদন্তও হবে। গুরুতর কয়েকটা অভিযোগ আছে আমার বিরুদ্ধে: ছুটি শেষে কাজে যোগ দেইনি, পে ওয়্যাগন আর তোমার এস্কর্টকে আমার পদাধিকার খাটিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেছি। এর কোনটাই হালকা অপরাধ নয়।'

'বাবার একটা কথা খুব মনে পড়ছে, প্রায়ই বলেন আর্মিতে সেই অফিসারই দরকার যে প্রয়োজনে সাহসী ভূমিকা নিতে পারে, ঝুঁকি থাকলেও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে ভয় পায় না।'

স্মিত হাসল নাথান। 'সত্যি। সবকিছু যদি ঠিকঠাকভাবে ঘটে, তা হলে হয়তো তার কাজের যথার্থতা স্বীকার করে নেওয়া হয়, এমনকী কখনও কখনও বীরত্বের সম্মানও দেওয়া হয়। কিন্তু ব্যর্থ হলে বা সেটা ভুল প্রমাণিত হলে তাকে কোর্ট মার্শালের মুখোমুখি হতে হয়।'

'যাই ঘটুক,' আন্তরিক, রুদ্ধ স্বরে বলল অ্যানিটা। 'আমি তোমার পাশে আছি।'

নিচু এক পাহাড়ের গোড়ায় থামল লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন। কয়েকজন সৈনিকের জন্য অপেক্ষার ফাঁকে নাথানদের সাফসুতরো হয়ে নেওয়ার সুযোগ দিল, মৃতদের গোর দেওয়ার দায়িত্ব দিয়ে এসেছে তিন সৈনিককে। মিনিট ত্রিশের বেশি লাগার কথা নয় তাদের।

কফি আর নাস্তা দেওয়া হলো ওদের। নাথান অনুভব করল কতদিন পর পেট পুরে খাওয়ার সুযোগ হলো! কী কষ্টকর দিনই না কেটেছে এই পাহাড়ে!

ফের যাত্রা করার সময় চারপাশে তাকাল। অতুলনীয় সৌন্দর্য নিয়ে সমৃদ্ধ এই পাহাড়ের এপাশে রয়েছে চোখ জুড়ানো বিস্তীর্ণ, ঢেউ খেলানো তৃণভূমি। মাইলের পর মাইল জুড়ে শুধুই সবুজ হাঁটু সমান ঘাস। মাতাল বাতাসে দুলছে ঘাসের ডগা, যেন সাগরের ঢেউ খেলে যাচ্ছে। বীভার রিম, হানিকম্ব বাট বা নিকটবর্তী রেড ডেজার্ট...একটা আরেকটার চেয়ে কম কীসে!

এমন রূপ-বৈচিত্র্যের অতুলনীয় সমন্বয় কোথায় আছে আর? দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায়। ইণ্ডিয়ানরা যে এই মাটি ছাড়তে চায় না বা সেজন্য অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

উদ্বিগ্ন মনে সাউথ পাস সিটির ধূলিময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ে। সামনে মেজর হ্যানলনের অস্থায়ী ক্যাম্প, অর্থাৎ সাউথ পাস হোটেল। ক্রিসপিন রিপোর্ট করতে গেছে। তারও আগে মেজরের হেফাযতে তুলে দেওয়া হয়েছে উদ্ধার করা সোনা। অ্যানিটা আর মেরিয়ন ক্রকেটের সঙ্গে কথা বলেছে মেজর হ্যানলন। ওয়্যাগন ট্রেনের বীভৎস ও ভয়ঙ্কর ঘটনা সম্পর্কে এই প্রথম বিশদ জানতে পারল সবাই।

হোটেলের দরজায় উদয় হলো লেফটেন্যান্ট ক্রিসপিন। কিছু না-বলে ঘাড়ের উপর বুড়ো আঙুল তুলে ভিতর দিকে ইশারা করল সে। 'মেজর তোমাকে দেখা করতে বলেছেন, ন্যাট। গুডলাক।'

'জিনিসটা খুব দরকার আমার!' বিড়বিড় করল নাথান সামনে পা বাড়ানোর সময়।

দুরুদুরু বুকে ভিতরে ঢুকল ও। অপরাধ করেনি, তবে সেনাবাহিনীর সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম ভঙ্গ করেছে; কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, মেজর হ্যানলন অ্যানিটার বাবা, তাকে এমনিতে শ্রদ্ধা করে। উপরঅলার মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক অস্বস্তির কারণ ছিল, আর এখন ওয়্যাগন ট্রেনের ঘটনায় সেটা রীতিমত বিব্রতকর অবস্থায় চলে গেছে। মেজরের মানসিকতা সম্পর্কে জানে ও। চট করে যদি খেপে যায়, ওকে শাপশাপান্ত করা শুরু করলে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে কি-না, তাই নিয়ে যত চিন্তা ওর।

অফিসে পা রাখল নাথান।

তীক্ষ্ণ চোখে ওকে মাপল মেজর হ্যানলন।

লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ের উর্দি বহুল ব্যবহৃত, জীর্ণ নয়,

তবে পুরানো হলেও পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। সযত্নে ব্রাশ করা। মনে যত অনিচ্ছাই থাকুক, কিংবা ধকলের কারণে নাথানকে যত ক্লান্ত দেখাক, মেজরকে মনে মনে স্বীকার করতেই হলো নির্ভীক, দক্ষ ও প্রত্যয়ী এ অফিসারের সেবা সেনাবাহিনীর আরও দরকার আছে।

'লেফটেন্যান্ট,' সামান্য কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল মেজর হ্যানলন, একটু বেশি মাত্রায় গম্ভীর শোনাল কণ্ঠ। 'বিশদ রিপোর্ট চাই আমি। কাল সকালের মধ্যে ওটা দিতে হবে। লিখিত। হাতে পেলে কালই কমাণ্ডিং অফিসারকে পাঠিয়ে দেব।' উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল মেজর। 'কিন্তু এই সুযোগে একটা কথা না-বলে পারছি না, লেফটেন্যান্ট, কঠিন ও বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যেও খুব সাহসী ভূমিকা নিয়েছ তুমি, সময়োপযোগী পদক্ষেপ নিয়েছ। তো, এই তা হলে।'

'আর কিছু, স্যার?'

'ওহ্, ভুলেই গেছি! অ্যানিটা পইপই করে বলে দিয়েছি আমি যেন তোমাকে ডিনারের দাওয়াত করি। সময় করতে পারবে?'

'সানন্দে, স্যার।'

দু'পা পিছিয়ে এল লেফটেন্যান্ট নাথান ডুনাওয়ে, সজোরে বুট ঠুকে স্যালুট করল, অস্বাভাবিক গম্ভীর করে তুলল মুখটা, তারপর অফিস থেকে বেরিয়ে গেল।

তার দিকে তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেজর উইল হ্যানলন। যাক্‌গে, অ্যানিটা হয়তো অযোগ্য কাউকেও পছন্দ করতে পারত, এরচেয়েও জঘন্য কাউকে।

ধ্যেৎ, নিখাদ বিতৃষ্ণার সঙ্গে ভাবল সে, *আর লোক পেল না, পছন্দ করেছে চালচুলোহীন এক সৈনিককে!*

***

আলোচনা

প্রিয় পাঠক/পাঠিকা, এই বিভাগে রহস্যসংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য মজার আলোচনা, মতামত কোনও রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা, বিশেষ ব্যক্তিগত অনুভূতি বা সমস্যা, সুরুচিপূর্ণ কৌতুক ইত্যাদি লিখে পাঠাতে পারেন।

বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কাগজের একপিঠে লিখবেন। নিজের পূর্ণ ঠিকানা দিতে ভুলবেন না। খাম বা পোস্ট কার্ডের উপর 'আলোচনা বিভাগ' লিখবেন। পাঠাবেন হেড অফিসের ঠিকানায়।

আলোচনা ছাপা না হলে জানবেন স্থান সঙ্কুলান হয়নি, মনোনীত হয়নি, ঠিকানা অসম্পূর্ণ বা বিষয়বস্তু পুরনো হয়ে গেছে। দয়া করে তাগাদা বা অনুযোগ করে চিঠি লিখবেন না। ঠিক আছে? —কা আ হোসেন।

ই-মেইল যোগাযোগ alochonabibhag@gmail.com

সুমন কুমার দাস
রায়ের বাজার, ঢাকা।

সায়েম সোলায়মানের নতুন ওয়েস্টার্ন 'ষড়যন্ত্রের জাল' ভাল লেগেছে। কাজীদা, ওয়েস্টার্নের পাঠক কি কমে গেছে? প্রতিমাসে ওয়েস্টার্ন বই পাচ্ছি না কেন? সেবাতে বর্তমানে চারজন ওয়েস্টার্ন লেখক আছেন, নঈম ভাই, মায়মুর ভাই, মাসুদ ভাই এবং সায়েম ভাই। আপনি কি তাঁদেরকে প্রতি বছর তিনটি ওয়েস্ট্যার্ন লেখার জন্য বাধ্য করতে পারবেন না? তা হলে আমরা প্রতি মাসে একটি করে ওয়েস্টার্ন পেতে পারি। সুন্দর সুন্দর বই উপহার দেবার জন্য ধন্যবাদ সেবা সংশ্লিষ্ট সবাইকে।

❋ আপনি পড়ছেন, সেজন্য ধন্যবাদ আপনারও প্রাপ্য। ওয়েস্টার্ন লেখকদেরকে লেখার জন্য বাধ্য করবার প্রশ্নই ওঠে না–বেশি বাড়াবাড়ি করতে গেলে একেকজন দুটো করে সিক্সগান বের করে বসবেন!

মোঃ শাওন হোসেন রাজু
পোস্ট: বোয়ালমারী, জেলা ফরিদপুর। মোবা: ০১৭১৭-৯৮২০২৩

কাজীদা, আপনি আমাকে ষড়যন্ত্রের জাল ওয়েস্টার্নটির মাধ্যমে সঠিক কথাই বলেছিলেন: 'শীঘ্রই গোলাম মাওলা নঈম' আপনার দিকে একটি গ্রেনেড ছুঁড়তে যাচ্ছেন।' আস্তানা নামের গ্রেনেডটা ঠিক আমার বুকে এসে বিস্ফোরিত হয়েছে। আনন্দের অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছে হৃদয়ের প্রতিটা প্রান্তে। আস্তানা, দুর্দান্ত অ্যাকশন সম্বলিত বইটি এবং জেফ হ্যামিল্টন চরিত্রটি অসাধারণ লেগেছে।

রনবীর আহমেদ বিপ্লব একের পর এক চমৎকার প্রচ্ছদ আমাদের

উপহার দিয়ে চলছেন। তাঁকে বাংলা নব-বর্ষের শুভেচ্ছা। শুভেচ্ছা নঈম ভাই এবং সেবার সঙ্গে জড়িত সব্বাইকেও। ভাল থাকবেন আপনারা, খোদা হাফেজ।

❋ খোদা হাফেজ। আপনিও ভাল থাকুন। সবার তরফ থেকে শুভেচ্ছা আপনাকেও।

কিশোর

মিরপুর, ঢাকা।

কাজীদা, প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন। এক সময় আপনারা সেবা বইয়ের শেষে বিজ্ঞাপন দিতেন, 'সমালোচকের দৃষ্টিতে কাজী আনোয়ার হোসেনের তিনটি গল্পগ্রন্থ তিনটি উপন্যাসিকা, ছায়া অরণ্য ও পঞ্চ রোমাঞ্চ'। এখনকার বইগুলোতে আর সেসব বিজ্ঞাপন দেন না কেন?

❋ এখন নিজেদের গুণগান আমরা রহস্যপত্রিকার মাধ্যমেই করি।

সাগর মাহমুদ সৌহার্দ্য, মোবা: ০১৯১৩-৩৩৮৩৭১

আলাউদ্দিন মঞ্জিল, গ্রা-আঁধার কোঠা, পো-বোয়ালমারী, জে-ফরিদপুর।

এইমাত্র শেষ করলাম চমৎকার প্রচ্ছদে মোড়ানো গোলাম মাওলা নঈম-এর অসাধারণ ওয়েস্টার্ন বই 'দুর্জয়'। মন কেড়ে নিয়েছে বইটির উত্তপ্ত কাহিনি। ক্যালকিন না থাকলেও নিক-এর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতই। নিক চরিত্রি নঈম ভাই গড়ে তুলেছেন খুব শক্ত করে। আশা করি চরিত্রটি তিনি দীর্ঘস্থায়ী করবেন। আর ললনা ড্রুসিলা? ওর কথা না হয় অন্য আরেক দিন চোখে আঙুল দিয়ে তুলে ধরব।

ওয়েস্টার্ন বই দুর্জয়-এর জন্য নঈম ভাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। শীঘ্রই ওনার লেখা আরও চাই। কি, পাচ্ছি তো?

❋ এই তো, আপনার হাতেই।

মো: মনিরুল ইসলাম

প্র-মো: কালাম হোসেন, গ্রা.+পো-মৌকরণ, জেলা: পটুয়াখালী।

কাজীদা, সালাম নেবেন। অনেকদিন যাবৎ পরীক্ষার কারণে সেবা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম। পরীক্ষা শেষ হতেই ওয়েস্টার্ন 'পরিবর্তন', 'আঁতাত', 'দাঙ্গা', 'দুর্জয়', 'ছোবল', 'কাঁটাতারের বেড়া+ডাইনী', 'দুষ্টচক্র+যাত্রা অনিশ্চিত', 'ফেরা+মার্সেনারি', বইগুলো পড়লাম। বইগুলো উপহার দেয়ার জন্য লেখকদের সহ আপনাকে পৃথিবীর সব গোলাপের শুভেচ্ছা জানাই। সবশেষে, সায়েম সোলায়মান ভাইকে একটু মনে করিয়ে দেবেন পাঠকদের কথা। নতুন বই নিয়ে তাড়াতাড়ি না আসলে তার সাথে ড্র করব।

❋ ঠিক আছে, অকালমৃত্যুই যদি আপনার পছন্দ হয়–কী আর করা!